সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ । শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

ত্রিষষ্টিতম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

॥ বিষয়-সূচী ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৬৩

কৃষ্ণ পান্তী ও রামপ্রসাদ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদুলাল সেন[১] তাঁহাদের ভূসম্পত্তির বিবরণ ১২০২ সনে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করিয়াছিলেন। রামদুলালের স্বাক্ষরিত চারিটি তায়দাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং দুইটি সনদের নকল আমরা ১৩৫২ সনে প্রকাশ করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৪-৬)। একজন ব্যতীত ভূমিদাতাদের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও হালিসহরের সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় দর্পনারায়ণ, শ্রীরাম ও কালীচরণ রায়। আমরা তৎকালে অনুমান করিয়াছিলাম, অজ্ঞাতপরিচয় অপর ভূমিদাত্রী "সুভদ্রা দেবীও ঐ বংশীয় হইতে পারেন" (ঐ, পৃ. ৬)। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে আমাদের অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তিনটি তায়দাদের ভূমি নিজ হালিসহরের বাহিরে অবস্থিত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদে লিখিত আছে—"নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ" (ঐ, পৃ. ৫)। কিন্তু সুভদ্রা দেবীর প্রদত্ত "বাটি" জোতভূমি নহে—সনদে স্পষ্ট লিখিত আছে, "তোমাকে বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ দিলাম তুমি বাটীতে বসতি করিয়া পুত্রপৌত্রাদীক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ" (ঐ, ঐ)। তায়দাদে এই ভূমির পরিমাণ লিখিত আছে, "আন্দাজী" ১/০ বিঘা এবং তাহা "নন্দনবাটী"তে অবস্থিত (অনুমিত পাঠান্তর নকুলবাটী ঠিক নহে)। হালিশহরের "পূর্ণিমাব্রত সমিতি" রামপ্রসাদের ভিটা উদ্ধার করিয়া যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে: তাহাতে লিখিত আছে, "রামপ্রসাদের ভিটার জমি, আন্দাজ এক বিঘা, হালিশহর সাবর্ণ চৌধুরীদের জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারীর তৌজি নং ২৫৩৭ নন্দনবাটীর তালুকের অন্তর্গত। সাবর্ণ-চৌধুরীরা উক্ত জমি ৺রামপ্রসাদকে কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে বিনা খাজনায় বসবাস করিতে দিয়াছিলেন" (কুমারহট্ট হালিশহর, শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৪১)। সুভদ্রা দেবীর সনদের সহিত এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইতেছে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, সুভদ্রা দেবী চৌধুরীবংশীয়া ছিলেন এবং তাঁহার নিজ বসতবাটীর দক্ষিণাংশে "কল্যাণবর" রামপ্রসাদকে ১১৬৫ সনে (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন। পাড়াটির নাম ছিল নন্দনবাটী এবং ইহা রামপ্রসাদের পৈতৃক বাসস্থান নহে। সেনদের মূল বসতবাটী কুমারহট্টে কোথায় অবস্থিত ছিল গবেষণীয়।[২]

১। অস্মল্লিখিত "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন" গ্রন্থে (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত) প্রমাদবশতঃ তিন স্থলে রামদুলাল স্থলে "রঘুনন্দন" মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ ২১, ৩৯)।

২। রামপ্রসাদের এই নূতন বাটীর সীমানা নির্দ্দেশে পাওয়া যায়, ইহার দুই দিকে "পরিখা" ছিল—উত্তরে রামহরি চক্রবর্ত্তীর "ভদ্রাসন" এবং পশ্চিমে রাম রায়ের "মহল্ল"-বাটী। দেখা যাইতেছে, পরিখাসমন্বিত এই বসতবাটী সম্ভ্রান্ত পল্লীতে অবস্থিত ছিল। রাম রায় চন্দ্রপ্রভায় উল্লিখিত (পৃ. ৭০, "পরা কুমারহট্টস্থ-রামতারস্ত কামিনী") ভরত মল্লিকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কুলীনকন্যাবিবাহকারী সম্ভ্রান্ত বৈদ্যপ্রধানের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৫৬ সনে ভারতচন্দ্রকে "বৃত্তি" দান করেন এবং তাহার ৯ বৎসর পরে ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে "মহোত্তরাণ" দান করেন। উভয় সনদের নকল আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৫-৬) এবং উভয়ের মধ্যে পাঠের বৈলক্ষণ্য প্রণিধানযোগ্য। ভারতচন্দ্রের উপাধি "গুণাকর" সনদে উল্লিখিত রহিয়াছে, পক্ষান্তরে রামপ্রসাদের উপাধি "কবিরঞ্জন" কোন সনদেই উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং অনুমান হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানকালে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দেও ঐ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। এ স্থলে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় অত্যদ্ভুত উক্তি করিয়াছেন—"প্রত্যেক দানপত্রেই উপাধি লিখিত থাকিবে এবং সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে তাহা নহে" (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ৯০)। দার্শনিক পণ্ডিতগণ "তন্ন" বলিয়াই রীতিমত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় যোগেনবাবু তাঁহার সম্পন্ন ভাণ্ডার হইতে যদি একটি মাত্র দানপত্রের প্রমাণ উপস্থিত করিতেন, যাহাতে দানভাজন ব্যক্তির উপাধি জ্ঞাতসারে বর্জিত হইয়াছে, আমাদের উপকার হইত। তিনি রাজশাসনের মত "তন্ন" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের পরবর্তী অংশ আরও বিস্ময়জনক। "কবিরঞ্জন তাঁহার উপাধি না থাকিলে তাঁহার কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহা ব্যবহার করিবেন কেন? দানপত্রে উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা গ্রাহ্য হইবে না, ইহা প্রমাণসহ ও যুক্তিযুক্ত নহে—"ইত্যাদি ইত্যাদি (ঐ পৃ. ৯০-৯১) !!! রামপ্রসাদের "কবিরঞ্জন" উপাধি কোন কালেই ছিল না বা গ্রাহ্য নহে—ঘুণাক্ষরেও কেহ কোন দিন বলেন নাই। শশশৃঙ্গ সৃষ্টি করিয়া এখানে মহাবীর্য্যের সহিত উৎপাটিত হইয়াছে !!

রামপ্রসাদের নামে মোট চারিটি দানপত্র ছিল—যে দুইটির নকল কালেক্টরীতে পাওয়া যায় নাই, তাহারও "তায়দাদে" (অর্থাৎ বিবরণে) দানগ্রহীতার নাম শুধু "রামপ্রসাদ সেন"ই লিখিত আছে—"কবিরঞ্জন" উপাধি নাই। দুইটির একটিতেও যদি উপাধি লিখিত থাকিত, পুত্র রামদুলাল তাহা নিশ্চয়ই তায়দাদে উল্লেখ করিতেন। সুতরাং রামপ্রসাদের যে সকল গ্রন্থে ও পদে "কবিরঞ্জন" উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। ইহার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ আছে কি না, গবেষণীয়। আমরা এ যাবৎ কিছু পাই নাই।[৩] প্রত্যেক দানপত্রে উপাধি লিখিত থাকে না স্বীকার করিলেও সব কয়টিতেই না থাকার অন্য কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা লিখিয়াছিলাম (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ২০), "রামপ্রসাদ কোন গ্রন্থে বা পদে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই"। একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি" পদটি আবৃত্তি করিয়া আমার উক্তির ত্রুটি প্রদর্শন করেন এবং ঐ পদটির প্রামাণ্যবিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা এই অনুরোধরক্ষার্থ বটে। রামপ্রসাদের কোন কোন পদ এত

৩। সদ্যঃপ্রকাশিত ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যরচিত "ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ" গ্রন্থে আমাদের অভিমত যথাযথ উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৪০, ৫১)। কবিরঞ্জন ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র তাহার অন্যতম প্রমাণরূপে গ্রহণীয়।

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আলোচ্য পদটি এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রামপ্রসাদের যে গানটিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার প্রারম্ভে আছে, "মা গো তারা ও শঙ্করী।" এই গান প্রথম কে প্রকাশ করিয়াছিলেন নির্ণয় করা আবশ্যক। ঈশ্বর গুপ্তের প্রকাশিত ৬৬টি পদের মধ্যে, অথবা ১৭৮৪ শকে বটতলা হইতে প্রকাশিত "কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে" (মোট ৯১টি পদ) এই গান নাই। ইহা সর্ব্বপ্রথম দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১২৮২ সনে প্রকাশিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ১২-১৩, ১৮নং গান)। এই গানে রামপ্রসাদের ভণিতা নাই—দয়াল ঘোষ পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"যে যে স্থানে * * এইরূপ যোড় তারকা চিহ্ন আছে,
সঙ্গীতের সেই সেই অংশ প্রভূত প্রয়াসেও পাইতে পারি নাই।"

তবে রামপ্রসাদের পদাবলীর অন্তর্ভূক্ত হইল কেন? দয়াল ঘোষ উত্তরে লিখিয়াছেন, "যাঁহার নিকট হইতে যে সঙ্গীতটী লওয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ "এটী প্রসাদী সঙ্গীত কি না" জিজ্ঞাসা করিয়া * * * গ্রহণ করিয়াছি।" (ভূমিকা, পৃ ১৩)। আজ ৮০ বৎসর ধরিয়া রামপ্রসা[illegible] গানের অগণিত প্রকাশক নির্ব্বিবাদে দয়াল ঘোষের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু নকল করিয়া আসিয়াছেন।[৪] আমরা গানটির কেবল প্রয়োজনীয় একটি পয়ারই উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাণ্ড্ক্তি, তারে দিলে জমিদারী॥"

(প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় কৃষ্ণ পণ্ড্ক্তি, পরে পাণ্ড্ক্তি হইয়াছে)

কৃষ্ণ পান্তীর অপূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত রাণাঘাট-নিবাসী কালীময় ঘটক (১২৪৭-১৩০৭ বঙ্গাব্দ) প্রথম "চরিতাষ্টক" গ্রন্থে প্রকাশ করেন—তিনি স্থানীয় বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা কলিকাতায় বসিয়া পাওয়া যায় না। সহস্ররাম পান্তীর তিন পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও রামনিধি। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয় ১১৫৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) অর্থাৎ রামপ্রসাদের তিনি প্রায় ৩০ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আড়ংঘাটার "যুগলকিশোর" বিগ্রহের গঙ্গারাম মোহান্তের নিকট হইতে ছোলা কিনিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যে প্রথম ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচিত্র বিবরণ কালীময় ঘটক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ইহা ঠিক ১১৮৬ বঙ্গাব্দের (১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের) ঘটনা। ইহার পর হাটখোলায় গদী স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসায় দ্বারা ক্রমশঃ অভাবনীয় ধনার্জ্জন করিয়া বিখ্যাত হন। সহস্ররামের ১/ বিঘা জমির স্থলে ১২১৬

৪। কেবল শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (পৃ. ৩৪৬) একটি পঙ্ক্তি বাদ দিয়া, 'আমার পরে' স্থলে 'আমার উপর', 'বিষ খাওয়াইয়ে' স্থলে 'গরল খাইয়ে', 'তারে দিলে' স্থলে 'তারে দিলি', 'বসে আছ' স্থলে 'বসে আছে' প্রভৃতি লিখিয়া মৌলিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

সনে মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্রের মোট ধনসম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় দুই কোটি টাকা। দ্বিতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে পরে ১২০১ সন হইতে কৃষ্ণচন্দ্র ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে থাকেন। ১২০৬ সনে রাণাঘাট গ্রাম ক্রীত হইয়াছিল। রাণাঘাট-নিবাসী ঘটকের লেখা কলিকাতার প্রাসাদবাসী আঢ্য লেখকসম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় কি না সন্দেহ। আমরা তজ্জন্য কৃষ্ণ পান্তী সম্বন্ধে ইংরাজী লেখারও সারসঙ্কলন করিতেছি। কৃষ্ণ পান্তীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে (পিতার জীবদ্দশায় মৃত) কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনিধির পুত্র বৈদ্যনাথ সম্পত্তির অংশ লাভের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন (জুলাই ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে)। এই সকল বিবাদ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বহু তথ্য নানা ল রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। Supreme Court Decisions হইতে (Vol III, pp. 523-42, Feb 1857) পাওয়া যায়, সহস্ররাম প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ("about the year 1800") মৃত্যুমুখে পতিত হন। অর্থাৎ সহস্ররামও সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। উভয় ভ্রাতার যৌথ কারবার চলিয়াছিল ২০ অগ্রহায়ণ ১২১২ সাল পর্য্যন্ত। মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ১৩ আষাঢ় ১২১৪ সালে উইল করেন।

নদীয়া জিলার Gazetteer (Garrett, 1910) গ্রন্থেও কৃষ্ণচন্দ্রের ছোলা কিনিয়া প্রথম ভাগ্যোদয়ের কথা লিখিত হইয়াছে—তাহা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল (This occurred in 1780 p. 188)।

কৃষ্ণ পান্তীর এক পুত্র উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর মৃত্যু হয় ২২ আষাঢ় ১২৬৩ সালে (ঐ সনের ২৭ আষাঢ় সংখ্যা সংবাদ প্রভাকর দ্রষ্টব্য)।

এখন দেখা যাউক, রামপ্রসাদ কি করিয়া কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারী-ক্রয়ের সম্বাদ লইয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবি ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যা সংবাদ-প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না" (পৃ. ৯)। তদনুসারে আমরা প্রথমতঃ স্থূলভাবে লিখিয়াছিলাম, রামপ্রসাদের মৃত্যু সন ১১৮৯ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে যাইবে না (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৩)। পরে সূক্ষ্মতর গণনায় ১১৮৮ সনের ৪ কার্ত্তিক বুধবার শ্যামাপূজার পরদিন তাঁহার মৃত্যুতারিখ নির্ণয় করিয়াছি (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ১০)—তাহাই গুপ্ত কবির উক্ত প্রবন্ধ রচনার ঠিক ৭২ বৎসর পূর্ব্বে হয়। অর্থাৎ ১১৮৬ সনে মোহান্তের ছোলা কিনিয়া কৃষ্ণ পান্তীর প্রথম ভাগ্যোদয়ের ঠিক দুই বৎসর পরে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রথম জমিদারী ক্রয়ের ১৩ বৎসর পূর্ব্বে রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের নামে তথাকথিত নিলামজারি ও কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারীক্রয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কালব্যবধান প্রায় ৪০।৫০ বৎসর। সুতরাং উল্লিখিত গানটি কোন প্রকারেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা হইতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের সূক্ষ্মতর গণনা প্রযত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া পূর্ব্বতন স্থূল গণনা উদ্ধৃত করিয়া "গ্রহণযোগ্য" মনে করিয়াছেন (পৃ. ৩৯), কিন্তু কার্য্যকালে তিনি বস্তুতঃ কোনটাই গ্রহণ করেন নাই—তাঁহার মতে সাহেব লোকের লেখাই অধিকতর

প্রামাণিক—"১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল" (পৃ. ১৬৩, ১৭৩, ১৭৮)। অর্থাৎ গুপ্ত কবি অন্যূন ২৫ বৎসর গবেষণা করিয়া যে সাবধানে লিখিয়াছেন, "৭২ বৎসরের অধিক হইবে না," তাহা শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয়ের মতে ভ্রমাত্মক !! কৃষ্ণ পান্তী ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বলদের পিঠে বোঝাই করিয়া সাত হাট ঘুরিয়া ব্যবসায় করিত—তাঁহার জমিদারীক্রয় ২০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয় (১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম ধরিলেও) বড় জোর ৫৭ বৎসর, অথচ গুপ্ত কবি লিখিয়াছিলেন, "৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরে।" গুপ্ত কবির নিষ্ফল গবেষণার আর একটি ভ্রমপ্রসূতি! পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "সার্থক" গবেষণার স্বরূপনির্ণয়ের জন্য রামপ্রসাদের জন্মাব্দ বিষয়ে পুনরালোচনা আবশ্যক হইয়াছে এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা অপরিহার্য্যও বটে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় "সাধক-সঙ্গীতে"র প্রথম সংস্করণে "বহু যত্নে" জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রামপ্রসাদ ঠিক ১৬৪২ শকে (১১২৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মিয়াছিলেন (১ম ভাগ, অবতরণিকা, পৃ. ২৭)। রামপ্রসাদের জন্মাব্দের ইহাই এক মাত্র সঠিক নির্দ্দেশ বটে—গুপ্ত কবি হইতে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় পর্য্যন্ত ১০০ বৎসর মধ্যে আর আর সকলেই about অথবা আনুমানিক নির্দ্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট। সাধক-সঙ্গীত ১২৯২ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা গুপ্ত কবির নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া ১১২৭ সনেই তাঁহার জন্ম অনুমান করিয়াছিলাম, "নিশ্চিতই তাহার পূর্ব্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে" (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ১০)। রামপ্রসাদের একটি দুর্ব্বোধ্য গানে পাঁচটি গ্রহের নামোল্লেখ আছে—তাহা রামপ্রসাদের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান মনে করিয়া ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে তাঁহার জন্ম সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম (ঐ, পৃ. ১১-১২)।[৫]

১১২৭ সনে রামপ্রসাদের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি বিস্ময়জনক প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরনিবাসী তিলিজাতীয় কার্ত্তিকচরণ দের পুত্র হৃদয়চন্দ্র দে জমিদার সরকারে চাকরী করিতেন। তাঁহার একটি খাতায় পারিবারিক ও স্থানীয় নানা বিচিত্র ঘটনা সন তারিখ সহ লিপিবদ্ধ আছে। ১২৯৩ সনের ঘটনাবলীর সঙ্গে কয়েকটি পুরাতন সম্বাদ লিখিত হইয়াছে—রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ও বর্গীর হাঙ্গামার তারিখ। লেখক সন-তারিখের বাতিকগ্রস্ত ছিলেন—বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুকাল তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশই অধুনা অন্যত্র পাওয়ার উপায় নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কে একটি সম্বাদ আমরা জানিতাম না—"সন ১১৫৯ সালে ৺জগধাত্রী পূজা শুরু হয়।" রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার লিপিটি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

জে রামপ্রসাদের গাণ তাহার জন্ম বিবরণ—

কুমারহাট্ট গ্রাম নিবাষ—

৫। কুমারহট্ট—হালিশহর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থের পুরাবৃত্তাংশে (পৃ. ৪৪) অস্মাৎপ্রণীত রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ যথাযথ উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ সেন জাতি বৈদ্দ—

জন্ম সন ১১২৭ সাল—

রামপ্রসাদ সেন মুহুরিগীরি ত্যাগ—

সন ১১৪৭ সাল করিয়া ৺কালি ঠাকুরের—

সাধনা করিয়া কিছু দিন পরে মৃত্যু হয়—

দুইটি তারিখই অতীব মূল্যবান্। ১১৪৭ সালে (১৭৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে) ২০-২১ বৎসর বয়সে মুহুরির কাজ করিয়া থাকিলে রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক গোকুল ঘোষাল নাও হইতে পারেন—গোকুল ঘোষালের অভ্যুদয়কাল আরও পরে। হৃদয় দে নিশ্চয়ই কোন পত্রিকা হইতে সম্বাদটি আহরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—কোন্ পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, গবেষণীয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অস্মদ্গণিত রামপ্রসাদের জন্মকালীন গ্রহসংস্থানের কথা সাদরে একদিন আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু, নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, পরে তাঁহার গ্রন্থে প্রযত্নপূর্ব্বক আমার এই শেষ গণনা গোপন করিয়া ৭ বৎসর পূর্ব্বেকার স্থূল গণনাই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৩৯) এবং পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা সহজ নহে (পৃ ৩৮, ৪৪)। 'কেহ কেহ অনুমান করেন', 'অনেকে অনুমান করেন,' 'অনেকেই মনে করেন' প্রভৃতি নিষ্প্রমাণ ও অস্পষ্ট ভাষায় নানা তারিখ উল্লেখ করিলেও তাঁহার নিজের পক্ষপাতসূচক উক্তি হইল, "১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১১২৯ সালে" (পৃ. ৩৮ দুই বার, পৃ. ৪৮ ও পৃ. ১০৪ বড় অক্ষরে) এবং অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার হইল এই যে, তিনি ভ্রমেও একবার স্পষ্ট করিয়া ১১২৭ সালের উল্লেখ করেন নাই—তাঁহার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ সনটির প্রতি কেন বিদ্বেষভাব উদ্ভূত হইল জানি না। ১১২৯ সন ১৭২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে পড়িয়াছিল—শুধু ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে নহে। রামপ্রসাদের জীবৎকাল তাঁহার মতে দাঁড়াইতেছে ১৭২৩-৭৫ খ্রীঃ অর্থাৎ মোট ৫২ বৎসর। কিছু বেশী হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্তু গুপ্তকবির সিদ্ধবৎ লিখিত ৬০ বৎসরের 'কিঞ্চিৎ পরে' কিছুতেই তাঁহার কোন প্রকার স্থূল বা সূক্ষ্ম গণনায় সমর্থিত হইতেছে না। লক্ষ্য করা আবশ্যক, এক স্থলে (পৃ. ১৭২) ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ খ্রী) "কাহারও মতে" রামপ্রসাদের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে—ইহা শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর নিজ মত বোধ হয় নহে। যদিই হয়, তাহা হইলে রামপ্রসাদের জীবৎকাল দাঁড়ায় অন্যূন ৬৪ বৎসর এবং ঐ মৃত্যুসন গুপ্ত-কবির প্রবন্ধ রচনার ৬৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়—উভয়ই গুপ্তকবির গবেষণালব্ধ তথ্যনির্ণয়ের বিরোধী। ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক, কৃষ্ণ পান্তীর কোন "জমিদারী" ১১৯৪ সালেও অর্জ্জিত হয় নাই, হইয়াছিল ১২০১ সাল হইতে। অথচ শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন কবিরঞ্জনের "জীবিতকালেই…কৃষ্ণ-পান্তী প্রভৃত ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন" (পৃ. ২২৭-২৮)। কৃষ্ণ পান্তীর পরবর্ত্তী আবাসস্থল "রাণাঘাট"ই ক্রীত হইয়াছিল ১২০৬ সনে (১৭৯৯ খ্রীঃ)। সরকারী দপ্তরখানা হইতে কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারী

অর্জ্জনের কোন নবাবিষ্কৃত প্রমাণ হয়ত শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু পাইয়া থাকিবেন—তাহা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কৃষ্ণ পান্তীর অভ্যুদয় রামপ্রসাদের জীবদ্দশায় ঘটে নাই এবং আলোচ্য গানটি কোন প্রকারেই কবিরঞ্জনের রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। গানটিতে দুইটি ইংরাজী শব্দ আছে—'ডিক্রি' ও 'ডিস্‌মিস্'। রামপ্রসাদের সমস্ত গ্রন্থ ও পদাবলীমধ্যে মোট কয়টি ইংরাজী শব্দ পাওয়া যায়, কেহ কষ্ট করিয়া নির্ব্বাচন করিলে ইহার সমুচিত আলোচনা সম্ভবপর হয়। আপাতদৃষ্টিতে শব্দ দুইটি আধুনিকতা সূচনা করে এবং কবিরঞ্জনের রচনামধ্যে তাহাদের প্রয়োগ অন্ততঃ সংশয়াকুল হইয়া পড়ে।

ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ঐ গান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—"এ সঙ্গীতে 'প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতেরই ধারণা, এ পদটি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরই রচনা। তাঁহারা এই 'প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। কারণ, কবিরঞ্জনের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র 'প্যায়দার রাজা' বলিয়া পরিচিত হইবেন কেন? ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালই হইবেন।" (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ২৩১)। এই মন্তব্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনই অভিনব। ডঃ ভট্টাচার্য্যের অনুমান অবশ্য বিচারসহ নহে। খিদিরপুরের ঘোষালবংশের অভ্যুদয় কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান গোকুল ঘোষাল (১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গত) ও কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ ঘোষালের (১১৪৬-১২২৮ সাল) হস্তে পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল—কবিরঞ্জনের জীবদ্দশায় তাঁহাদের নামে 'নিলাম জারি' মোটেই হয় নাই। বস্তুতঃ ভ্রাতা এবং পুত্রের তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্র নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন—গানের মধ্যে তাঁহার ঐ ভাবে নামোল্লেখ সম্ভাবিত নহে।

গানটি আদ্যন্ত দেহাত্মঘটিত রূপক—হঠাৎ তন্মধ্যে দুই জন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ও অনিপুণ হস্তের পরিচায়ক বলিয়া আমরা মনে করি। সম্ভবতঃ পয়ারটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক আসামী ছয়টা প্যাদা বলিতে দুঃখের নিদান কামক্রোধাদি ছয় রিপুর কথাই বলা হইয়াছে—ষড়্‌রিপু জয় করা সাধকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সাধনবলের অভাববশতই 'হুজুরে' অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইষ্টদেবীর নিকট 'দরখাস্ত' বা আবেদন করা দুঃসাধ্য। হুজুরে উকীল বলিতে সম্ভবতঃ মন্ত্রদাতা গুরুকে বুঝাইতেছে—দুঃখের ডিক্রিজারির বিরুদ্ধে অর্থাৎ বৈষয়িক সুখের জন্য শিষ্যের আবেদন ডিস্‌মিস্ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই সাধন-সঙ্গীতের পদযোজনায় ৪০।৫০ বৎসরের ব্যবধানবর্ত্তী দুইটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব। প্যাদার রাজা অর্থে রিপুজয়ী ধরিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিষয়বৈভব হানির কথা অসঙ্গত না হইতে পারে, যদিও কবিরঞ্জনের ও কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় নানা বিপৎসত্ত্বেও নদীয়ার জমিদারী বস্তুতঃ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, হইয়াছিল অনেক পরে; কিন্তু দেহাত্মঘটিত সাধনসঙ্গীতে কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারী অর্জ্জনের সঙ্গতি ও সার্থকতা বুঝা যায় না।

আমরা এই গানটির যে প্রাচীনতর পাঠ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইয়াছে। ১৩৩৯ সালের ৺সরস্বতী পূজার ছুটীতে আমরা প্রসিদ্ধ ৺কালীসাধক জমিদার মির্জা হুসেন আলীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম—উহা নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় নারায়ণপুরে অবস্থিত। পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। নারায়ণপুরের নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর প্রকাণ্ড মাছুয়াখাল বারদীর নাগদের গুরুবংশ কৌশিকগোত্র ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর আবাসস্থল—ঐ বংশের ইতিবৃত্তও আমার গবেষণার বিষয় ছিল। তাঁহাদের গৃহে নানাবিধ হস্তলিখিত পুথি রক্ষিত ছিল—একটি পুথিতে তুলট কাগজের একটি পৃথক্ পত্রে (১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ) নানা হস্তে লিখিত ৮টি শাক্ত পদাবলী লিখিত আছে। যথা, (১) একাকি ভুবনমুহীনী কেণ রনে (ভণিতা নাই, লেখা আছে শ্রীরামনরসিংহ শর্ম্মণঃ বিচিত্রং, বোধ হয় বিরচিতং স্থলে বিচিত্রং হইয়াছে), (২) রণে কেরে বামা (ভণিতা নাই), (৩) নাছিছে আনন্দ রে মমুহিনী কে সমরে (ভণিতা নাই), (৪) তারা আমার বৃথায় বৈয়া গেল দিন (রামপ্রসাদের—সা-প-প, ৫২, পৃ. ১৫-৬ মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত)[৩] (৫) কেরে কাল কামিনী (ভণিতা নাই), (৬) কেন চাইলে না মা দিনের প্রতি ('কাইলেকান্তের'), (৭) মন্ সময় আখেরি ('কালিকিঙ্কর বঙ্গে')। অষ্টম সঙ্গীতটি রামপ্রসাদের (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৫)—এখানে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

মাগ তারা সুরেরশ্বরি,
কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্কের ডিগিরিজারি।
একাসামি ছটি পেদা বল্মা কিসের সমাই করি :
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনারে প্রাণে মারি।১
সদরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আস ভারি
সে জে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রুপে আমি হারি।২
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইষ্টাম্বরি :
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা২ বলে মরি॥৩

সঙ্গীতটির এই অশুদ্ধিবহুল পাঠে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, দয়াল ঘোষ প্রভৃত পরিশ্রমে যে ভণিতা পান নাই, সেই ভণিতাংশ ও তাহাতে রামপ্রসাদের নাম যথাযথ পাওয়া গেল এবং দয়াল ঘোষ যাঁহার নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির দৃঢ় সংস্কার যে, ইহা প্রসাদী সঙ্গীতই বটে, তাহাও প্রমাণসিদ্ধ হইল। দ্বিতীয়তঃ, বহু বিতর্কিত "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র" পয়ারটি এখানে নাই—আমরা যে পয়ারটিকে প্রক্ষিপ্ত অনুমান করিয়াছি, তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—প্রসাদী

৩। ডঃ ভট্টাচার্য্য (পৃ. ৪১৯) গানটিকে 'প্রথম শ্রেণী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে ইহা কবিরঞ্জনের রচনা। শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু গানটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন—বোধ হয়, তাঁহার মতে ইহা কবিরঞ্জনের রচনা নহে।

সঙ্গীতের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে এই প্রশ্নের অবতারণা ও সাবধান মীমাংসা হওয়া আবশ্যক—এই গানটি কোন্ রামপ্রসাদের রচিত। আমরা অনুমান করিয়াছি—"ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা 'দ্বিজে'র রচনা নহে—চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা" (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৬)। ডিক্রি, ডিসমিস এবং বিশেষ করিয়া 'ইষ্টাম্বরি' শব্দ কবিরঞ্জনের অথবা দ্বিজ রামপ্রসাদের শ্রীমুখনিঃসৃত নহে বলিয়া আমরা মনে করি। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর রচিত কোন শাক্তসঙ্গীতই ছিল কি না সন্দেহ (ডঃ ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ, পৃ. ২২৮-৩১ দ্রষ্টব্য); থাকিলেও ত্রিপুরার অন্তর্গত মাছুয়াখালের পুথিতে তাহার প্রতিলিপি থাকার কোন সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। এই গানটির রচয়িতা চতুর্থ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের একটি নূতন অনুমান লিপিবদ্ধ করিতেছি। চিনীশপুরের রামপ্রসাদের অনুকরণে যাঁহারা শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্ন জিনার্দ্দীগ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (সা-প-প, ৫২, পৃ. ১৩-১৪)। সম্প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। তিনিও 'তান্ত্রিক' ছিলেন, অর্থাৎ বীরাচারী শাক্ত ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনে ঢাকা কালেক্টরীর 'পেস্কার' ছিলেন। তাঁহার জামাতা ঢাকা জিলার মহেশ্বরদির অন্তর্গত পারলীয়ানিবাসী মদনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন—এতদ্দ্বারা তাঁহার অভ্যুদয়কাল মোটামুটি জানা যায়। ডিক্রী, ডিসমিস, ইষ্টাম্বরি, সদর প্রভৃতি শব্দ-ঘটিত আলোচ্য সঙ্গীতটি এই 'পেস্কার' রামপ্রসাদের রচনা বলিয়া ধরাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের আবিষ্কৃত এই গানের পাঠ ও ক্ষুদ্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন (পৃ. ২২৬-২৮)। তিনি আরম্ভেই লিখিয়াছেন :—

"দীনেশবাবুর এই অনুমান প্রমাণসহ একেবারেই নহে, তিনি যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'প্রসাদ পদাবলী'···দেখিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূর হইত।" ইত্যাদি। এই ভ্রমাপনোদনপ্রয়াসের জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। দুঃখের বিষয়, প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যবশতঃ আমরা ১৩০১ সনে কাব্যবিশারদ-প্রকাশিত প্রসাদ-পদাবলী অপেক্ষা কাব্য-বিশারদ স্বয়ং সাহিত্যিক সততা রক্ষা করিয়া তাঁহার উপজীব্যরূপে যে দুই জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন—গুপ্তকবি ও প্রসাদপ্রসঙ্গকার দয়াল ঘোষ[৭]—তাঁহাদের লেখাই অধিকতর প্রামাণিক ধরিয়া আসিয়াছি। দয়াল ঘোষের (১২৫৯—৯১ সন) জীবদ্দশায় প্রসাদপ্রসঙ্গের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৯ সনে) এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল (১২৯৩ ও ১২৯৮)—সবই প্রসাদপদাবলীর পূর্ব্ববর্ত্তী। আমরা প্রসাদ-প্রসঙ্গের এই পাঁচটি সংস্করণই বহু পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আলোচ্য গানটি দয়াল ঘোষ প্রথম সংস্করণেই মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎকালে

৭। একজন নবীন লেখক মহূর্ত্ত গুপ্তকবি ও দয়াল ঘোষের সন্দর্ভবিশেষ পড়িয়া প্রতিকূলতাবশতঃ "[illegible] অজানা" বলিয়া উভয়ের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছেন। আশা করি, মৌলিক গবেষণাকারীর প্রতি তাঁহার এই অনাদর এখন বিদূরিত হইয়াছে।

দয়াল ঘোষের বয়স ছিল ২৩ এবং 'তিন বৎসরেরও অধিক' কাল পরিশ্রম করিয়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গানগুলি বর্ণানুক্রমিক নহে, মোটামুটি সংগ্রহকালানুযায়ী ধরা যাইতে পারে। সুতরাং সম্ভবতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (যে বৎসর দয়াল ঘোষ তৃতীয় বিভাগে ঢাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন) গোড়ার দিকের এই গানটি কাহারও নিকট তিনি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই অপরিণতবয়স্ক যুবক কর্ত্তৃক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রমুখাৎ সংগৃহীত গানের পাঠকে "প্রকৃত" ধরিয়া এবং প্রাচীনতর হস্তলিখিত পাঠকে তাহারই বিকৃতি ধরিয়া গবেষণার এক বিচিত্র অভিনব প্রণালী সূচনা করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে কৈলাস সিংহ-কল্পিত পরবর্ত্তী **"নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র"** পাঠই প্রকৃত প্রতিপন্ন হইবে এবং দয়াল ঘোষ-মুদ্রিত পূর্ব্বতন "প্যাদার রাজা" পাঠ তাহারই বিকৃতি !!

গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠ "মা গো তারা ও শঙ্করী" অপেক্ষা "মা গো তারা সুরেশ্বরি !" আপাতদৃষ্টিতেই বিশুদ্ধতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমোক্ত পাঠে "ও" পদের অর্থসঙ্গতি হয় না। এইরূপ 'কোন্ অবিচারে' অপেক্ষা 'কেন অবিচারে' বিশুদ্ধতর পাঠ। তবে এগুলি ক্ষুদ্র বস্তু—প্রধান বস্তু হইল ঐতিহাসিক পয়ারটির অসদ্ভাব এবং ভণিতার সদ্ভাব। গানটির নবাবিষ্কৃত পাঠান্তর ও দয়াল ঘোষ-মুদ্রিত ভণিতাহীন পাঠ, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর, তদ্বিষয়ে তর্কস্থলে মতভেদ সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু কোনটাই যে কবিরঞ্জন-রচিত হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। অথচ ৮০ বৎসর ধরিয়া অনেকেই ভণিতাহীন পাঠ মূল প্রসাদী সঙ্গীত ধরিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন এবং গানটি কবিওয়ালার রচনা ও তৎপক্ষে কাব্যবিশারদের যুক্তিও অনেকের মনঃপূত হয় নাই। আমরা উপসংহারে শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর অপর একটি শশশৃঙ্গ-উৎপাটনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আলোচ্য গানটির শেষ পঙ্‌ক্তি—

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা২ বলে মরি।

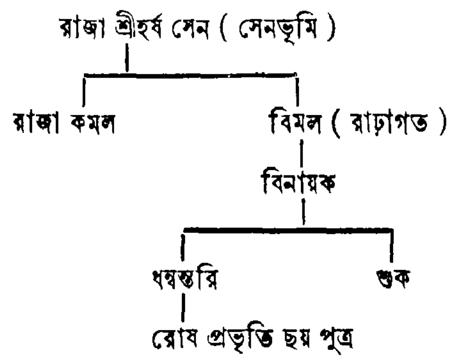
শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—"এই রামপ্রসাদ—চীনীশপুরের রামপ্রসাদ হইতে পারে না--কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরই বিরচিত সঙ্গীতটিই শব্দ ও ভাষার পরিবর্ত্তনে ঐরূপ হইয়াছে। গানটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।" ইত্যাদি (পৃ. ২২৮)। গানটি যে চীনীশপুরের রামপ্রসাদ-রচিত, তাহা কেহই বলেন নাই। শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর কবিরঞ্জনময় চিত্ত "চীনীশপুরাতঙ্ক" রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ ঐ রোগবশতই তাঁহার ২৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সার আকররূপে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রান্ত করিতেছে।[৮]

৮। রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তির বিবরণ (পৃ. ৮৮-৯০ উদ্ধৃত) নদীয়া কালেক্টরী হইতে প্রভূত পরিশ্রমে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক প্রথম আবিষ্কার করেন—স্পষ্ট করিয়া একথা স্বীকার না করিয়া বিনা পরিশ্রমে শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু এই আবিষ্কারের অংশীদার হইতে চাহিয়াছেন এবং হইয়াছেনও (কুমারহট্ট—হালিশহর, পৃ. ৪৫)। ইহার নাম 'বিপ্রলিপ্সা' এবং তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনার সর্ব্বাংশে ইহা প্রকটিত রহিয়াছে। "বিভূষণং মৌনমপণ্ডিতানাং" নীতি অনুসরণ করিয়া তিন বৎসর মৌন থাকিয়া আমরা গভীর দুঃখের সহিত অগ্রজকল্প প্রবীণ সাহিত্যিকের বিষয়ে অনেক বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় এ অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য হইলাম।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ফরিদপুরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় (১২৬২-১৩৪০ সন) ১৩০৬ সনে রামপ্রসাদের বংশপরিচয় নিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন (সা-প-প, ৬, পৃ. ২২৭-৩৩)। আমরাও সংক্ষেপে রামপ্রসাদের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫-৭)। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ১০০-০৬)[১] এবং ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, পৃ. ৩৬-৮, ৫৫-৫৭) বংশলতা সহ বিবরণ দিয়াছেন। ভরত মল্লীক-রচিত চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা আমাদের প্রধান উপজীব্য এবং ডঃ ভট্টাচার্য্যও চন্দ্রপ্রভার বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দনাথ রায়ের মতানুসারে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় ও ডঃ ভট্টাচার্য্য যে বংশলতা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশ সংশোধনীয়। স্বর্গত রায় মহাশয় রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকর্তৃক ১৫৭৫ শকে রচিত সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকাগ্রন্থোক্ত ধন্বন্তরিগোত্র বিনায়কবংশের বৃত্তান্ত প্রামাণিক ধরিয়া ভরত মল্লীককে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কবিকণ্ঠহারমতে বংশলতা এই :—(চন্দ্রকান্ত হড়-প্রকাশিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, ১৩১৮, পৃ. ৯৩)



রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারা অনায়াসে ধরিতে পারিবেন, "বঙ্গীয়" কুলপঞ্জিকাকার কবিকণ্ঠহারের উদ্ধৃত বীজিনির্ণয় সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাঢ়ীয় বৈদ্য কুলগ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন—ধন্বন্তরিগোত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বৈদ্যবংশের বীজিপুরুষের নাম বিনায়ক সেন। রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীনতম কুলপঞ্জীকার মৌদ্গল্যগোত্র চাযুদাসবংশীয় "দুর্জ্জয়দাস" সম্বন্ধে ভরত মল্লীক লিখিয়াছেন :—

১। সততা রক্ষা করিয়া শ্রদ্ধেয় যোগেনবাবু শেষে তাঁহার উপজীব্য আনন্দনাথ রায়ের প্রবন্ধ ও কুলদর্পণের নাম করিয়াছেন—কিন্তু 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেখক বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজের মুকুটমণি গোপালকৃষ্ণ রায় কবীন্দ্রবল্লভ-(কবিবল্লভ নহে) রচিত "অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা"র নাম বন্ধনীমধ্যে কেন স্থাপন করিলেন, আমাদের জানিতে কুতূহল হয়।

অথ দুর্জ্জয়দাসোঽয়ং সংখ্যাতঃ কবিপণ্ডিতঃ।
নীতিজ্ঞশ্চান্তরঙ্গত্বং লেভে বামনখানতঃ॥
বৈদ্যবংশপ্রকাশস্য কারিকাং কুলপঞ্জিকাম্।
যশ্চক্রে নিজশৌটীর্য্যাদ্ বিদ্যাকৌলীন্যসম্পদা॥

(চন্দ্রপ্রভা, ১২৯৯, পৃ. ২৭৫ ; রত্নপ্রভা, ১২৯৮, পৃ. ৬০)

আমরা সর্ব্বাগ্রে দুর্জ্জয়দাসের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। চায়ুদাসের পৌত্র সঙ্কেত দাস ধন্বন্তরি বিনায়কের পৌত্রীকে অর্থাৎ বিনায়কের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘোষসেনের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২, ২৫৪ ; রত্নপ্রভা, পৃ. ৭, ৪৮)। চরকাদির টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ শিবদাস সেনের সহিত দুর্জ্জয় দাসের সম্পর্ক লতাকারে প্রদর্শিত হইল :—

বিনায়ক
  |
ঘোষ (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
  |— নারায়ণ
      |
      সাভু
      |
      কাকুৎস্থ (২য়)
      |
      লক্ষ্মীধর
      |
      উদ্ধরণ
      |
      অনন্ত
      |
      শিবদাস
  |— কন্যা = সঙ্কেত দাস

চায়ুদাস
  |
নরদাস
  |
সঙ্কেত দাস
  |
উদয়ন
  |
বিশ্বম্ভর (২য়)
  |
দুর্জ্জয় দাস (২য় পক্ষে ৩য়)

চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩৫) প্রমাদবশতঃ উদ্ধরণনামীয় শ্লোক মুদ্রিত হয় নাই—শিবদাস সেন "সাভ" সেন হইতে নামমালা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চক্রদত্তীয় দ্রব্যগুণের টীকায় এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ের তত্ত্ববোধটীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা অনন্ত সেন গৌড়ের সুলতান বার্বক সাহার (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ রাজত্বকাল) নিকট "অন্তরঙ্গ" পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধ-টীকা ১৪৪৮ শকাব্দের পুথি দেখিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল—তাহা হইতে শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত হইল (পৃ. ৩৭৫) :—

যোঽন্তরঙ্গপদবীং নৃপবাপাং
ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তিরবাপ।
গৌড়ভূমিপতিবার্বকসাহা-
স্তৎসুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা॥ (তৃতীয় শ্লোক)

সুতরাং অনন্তের পিতামহ লক্ষ্মীধরের ভ্রাতৃসম্পর্কিত দুর্জ্জয়দাসের অভ্যুদয়কাল নিঃসন্দেহে ১৩৫০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দমধ্যে স্থাপন করা যায়। ভরত মল্লীক চন্দ্রপ্রভার আরম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকেই

তাঁহার প্রধান উপজীব্য দুর্জ্জয়-রচিত কুলগ্রন্থের প্রশস্তি করিয়াছেন। এই দুর্জ্জয়ের কারিকা ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২, রত্নপ্রভা পৃ. ৭):—

যদাহ দুর্জ্জয়ঃ—

ধন্বন্তরিকুলে বীজী যো বিনায়ক আদিতঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সর্ব্বতো ভূষিতস্য চ॥

পরবর্ত্তী নারায়ণাস্তরঙ্গ খানের কারিকাও ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল—দ্বিতীয় পাদে "যো বিনায়কসেনকঃ" পাঠে পার্থক্য। ভরত স্বয়ংও একাধিক বার বিনায়ককেই বীজী ধরিয়াছেন—তাঁহার বাসস্থান ছিল মালঞ্চে ("মালঞ্চে স্থিতঃ")। দ্বিতীয়তঃ, সেনবংশের আদিস্থান "কাঞ্চীশা" (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৮-৯) এবং তদ্বিষয়ে দুর্জ্জয়ের কারিকাও ("কাঞ্চী গোনং" পৃ. ৯) ভরত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং রাঢ় দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনবংশের বীজিপুরুষের নাম সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না। দুর্জ্জয়দাসের প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্ত্তী রাঢ়ীয় সমাজের সহিত সম্পর্কহীন কবিকণ্ঠহার যে বিনায়কের পিতামহ সেনভূমির শ্রীহর্ষ সেনকে বীজী পুরুষ ধরিয়াছেন এবং রোষকে বিনায়কের পৌত্র ধরিয়াছেন, তাহা দুর্জ্জয়দাসাদি যাবতীয় গ্রন্থকারের মতবিরোধী এবং নিষ্প্রমাণ। দুর্জ্জয়দাসের পিতামহ রোষের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি রোষের পিতৃপরিচয় ও মর্য্যাদা জানিতেন না, ইহা অসম্ভব। কবিকণ্ঠহারের মতে রোষ প্রভৃতি কুলাংশে হীন ছিলেন ("কামাভকার্পটীরোষা দৈবাদ্‌-গ্লানিমুপাগতাঃ" পৃ. ৯৩)—ইহাও অসম্ভব উক্তি। কারণ, রাঢ়ে রোষবংশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ভরত সেনভূমি সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছেন :—

রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥ (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ৯)

ইহা অসম্ভব নহে যে, কবিকণ্ঠহার রাঢ়ীয় সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই ধন্বন্তরিবংশের আদিস্থান জঙ্গল ও পাহাড়ময় সেনভূমিতে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

স্বর্গত আনন্দনাথ রায় মহাশয় "অম্বষ্ঠকুলসম্পাদিকা" নামক এক অজ্ঞাত গ্রন্থের দুইটি পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন—তদনুসারে "তোগলক সাহার পরবর্ত্তী" রাঢ়াদি রাজ্যের অধিপতি ফকিরুদ্দীনের সময়ে "সেনভূমে শ্রীহর্ষ সেনের অধিষ্ঠান" (সা-প-প, ৬, পৃ. ২২৮)। এই শ্রীহর্ষই তাঁহার মতে কবিকণ্ঠহারোক্ত ধন্বন্তরিগোত্র শ্রেষ্ঠ বংশের বীজী অর্থাৎ বিনায়কের পিতামহ। শ্রদ্ধেয় যোগেনবাবু নির্ব্বিচারে মুগ্ধচিত্তে সাড়ম্বরে তাহা পুনঃখ্যাপন করিয়াছেন (পৃ. ১০২, ১০৫)। "অম্বষ্ঠকুলসম্পাদিকা" [illegible]-রচিত সংস্কৃত শ্লোকাত্মক "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" হইতে পৃথক্। বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক সাহার রাজত্বকাল ৭৪০-৫০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৪০-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ঐ সময়ে দুর্জ্জয়দাসের পিতা সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বিশ্বম্ভরদাস জীবিত ছিলেন, অনায়াসে প্রমাণিত হয়। দুর্জ্জয়দাসের পিতামহও হয় ত তৎকালে জীবিত ছিলেন। কিন্তু দুর্জ্জয়দাসের পিতামহের মাতামহ

রোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজা শ্রীহর্ষ সেন তৎকালে জীবিত ছিলেন, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ফখরুদ্দীনের সমকালীন শ্রীহর্ষ সেন কেহ থাকিয়া থাকিলেও তাঁহার সহিত বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের কোন সম্বন্ধ নাই—বিনায়কের পিতামহ হওয়া ত একেবারেই অসম্ভব। বৈদ্যজাতির ইতিহাস-লেখক বসন্তকুমার সেনগুপ্তের মতে বিনায়ক সেন "মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমকালীন" (চক্রপাণি দত্ত, ১৩২৫, পৃ. ১৭)। ভরত মল্লীকের মতে বিনায়ক সেন—

"স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজৈগু´ণৈঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা॥"

(চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২ ; রত্নপ্রভা, পৃ. ৭)

এই 'গৌড়মহীপাল' কোন সুলতান না হইয়া রাজা লক্ষ্মণ সেন হওয়াই সম্ভব। অনন্ত সেনের জন্ম ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করিয়া তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া রোষের জন্ম হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে—সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সহিত বিনায়কের সমকালীনতা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"কুমারহট্ট একটি বৈদ্যপ্রধান স্থান ছিল, এখনও আছে" (পৃ. ১০১)। কিন্তু ভরত মল্লীকের গ্রন্থে (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ১২) রাঢ়ীয় বৈদ্যদের যে 'কুলক্রমাগত' স্থানসমূহের তালিকা আছে (শতাধিক নাম পাওয়া যায়)—তন্মধ্যে হালীশহর বা কুমারহট্টের নাম নাই। কিন্তু চন্দ্রপ্রভার মধ্যে কুলীনদের বিবাহসম্বন্ধ-প্রসঙ্গে তিন বার হালীশহরের নাম আছে (পৃ. ৬১, ১৪৮, ২০২) এবং কুমারহট্টের নাম অন্ততঃ ১৯ বার উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৪০, ৫২, ৫৪-৫, ৫৮, ৬০, ৭০, ৭৫, ৮২, ১১১, ১৭৮, ২০৭, ২১৩, ২৬৭-৮, ২৯৯, ৩৮৯)। এই সকল বিবরণ হইতে কুমারহট্টের আদি বৈদ্যবংশের পরিচয় উদ্ধার করা যায়। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। কুমারহট্টে রুক্মিণীকান্ত মজুমদার নামে একজন প্রধান বৈদ্য ছিলেন—তিনি গুপ্তবংশীয় ছিলেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৭) এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কবিচন্দ্র উপাধি ছিল (ঐ, পৃ. ২০৭)। তাঁহার এক কন্যা ধলহণ্ডীয় বলরাম সেন "দৈবযোগতঃ" বিবাহ করেন (ঐ, পৃ. ৫২)—অর্থাৎ রুক্মিণীকান্ত কুলাংশে নিকৃষ্ট ছিলেন। বলরাম সম্পর্কে রামপ্রসাদের জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠপিতামহ ছিলেন। রুক্মিণীকান্তের অপর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন কালিদাস সেন—রামপ্রসাদের প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ জ্যেঠাত ভাই। কালিদাসের তিন পুত্রই "রাজসেবিনঃ" এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

পিতুর্দারিদ্র্যদোষেণ কুমারহট্টবাসিনঃ।
রুক্মিণীকান্তসংজ্ঞস্য মজুম্দারস্য স্বহৃজ্জাঃ॥ (ঐ, পৃ. ৫৪)

কালিদাসের তিন কন্যার বিবাহই কিন্তু "কুলোচিতং" হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, রামপ্রসাদের পিতামহ রাঘব ও রামেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ও এই সময়ে 'রাজসেবা' অর্থাৎ চাকুরী করিয়া দৈন্যাবস্থার কিছুটা লাঘব করিয়াছিলেন। কারণ, সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক,

তাঁহাদের একমাত্র সহোদরা ভগিনী এবং বৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ "দৈন্যদোষতঃ" নিকৃষ্ট স্থলে হইলেও পরে উভয় ভ্রাতাই "কুলোচিতং" সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

চন্দ্রপ্রভায় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয়ে লিখিত আছে :—(পৃ. ৫৫)

রাঘবো দৈন্যতোঽগৃহ্লাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ।
প্রথমং রামকৃষ্ণস্য সরকারস্য কন্যকাম্॥
ততশ্চায়ুকুলে রামেশ্বরকন্যাং কুলোচিতম্।
পূর্ব্বপক্ষে সুতৈকাস্য সা চায়ুমুকুটপ্রিয়া॥
পরপক্ষেঽস্য তনয়া চায়ুগোবিন্দবল্লভা।
রামেশ্বরোঽপি জগ্রাহ চায়ুরামেশ্বরাত্মজাম্॥ (রত্নপ্রভা, পৃ. ২১)

চায়ুবংশের বিবরণের (পৃ. ২৭২) সহিত মিলাইয়া দেখিলে ভরত মল্লীকসংগৃহীত তথ্যরাশি উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমরা দুই একটি বিশ্লেষণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি, কেহ পড়িবেন বলিয়া মনে হয় না।

(১) রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পিতামহ রাঘবের প্রথম পক্ষের কন্যা অর্থাৎ রামপ্রসাদের বড় পিসীমা গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের এক দৌহিত্র মুকুটদাসের হস্তে সমর্পিত হয়।

রাজা বিশ্বেশ্বর রায়
|
²রামেশ্বর দাস = কন্যা   রাঘব
| |
মুকুটদাস (জ্যেষ্ঠ পুত্র) = কন্যা

সুতরাং রাঘব ও রামেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বেশ্বর রায়ের এক পুরুষ পরবর্ত্তী ছিলেন। চন্দ্রপ্রভা-রচনাকালে মুকুটের কোন সন্তান হয় নাই।

(২) রাঘবের দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা অর্থাৎ রামপ্রসাদের মেজো পিসীমা মুকুটদাসের জ্যেষ্ঠতাত রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরামের হস্তে সমর্পিত হয়। সুতরাং এক বাড়ীতেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

(৩) ভরত মল্লীকের সহিত রাঘব-রামেশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্ক ছিল—তাহা লতাকারে বিবৃত হইল :—(চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮ ; রত্নপ্রভা, পৃ. ৫৬)

১ }
২ } সুষেণ দাস (চায়ু-গণপতিদাস প্রকরণ)
|
গৌরাঙ্গ মল্লীক   (১) পশুপতি (২য়)   (২) হরানন্দ
| | |
ভরত (৩য় পুত্র)   কন্যা = গোবিন্দদাস কবিরাজ   (৩য় পুত্র) রামেশ্বর ("বাচস্পতিরিতি শ্রুতঃ")
|
তৃতীয় কন্যা = রামেশ্বর
চতুর্থ কন্যা = রাঘবের ২য় পত্নী

২। রামেশ্বর চায়ুদাসবংশীয় সম্ভ্রান্ত গণপতিদাসের সন্তান। চন্দ্রপ্রভার একবার (পৃ. ২৭২) রামেশ্বর স্থলে 'বাগেশ্বর' পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু রত্নপ্রভায় (পৃ. ৫৮) উভয় স্থলেই রামেশ্বর পাঠ আছে।

রাঘব-রামেশ্বরের পত্নীদের এক 'জ্যেঠাই মা' ছিলেন ভরত মল্লীকের একমাত্র সহোদরা অপত্যবর্জ্জিতা ভগিনী। সুতরাং ভরত মল্লীক রাঘব-রামেশ্বরের এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এ জাতীয় বহুতর তথ্য চন্দ্রপ্রভায় পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—আমরা বাহুল্যবোধে আর বিশ্লেষণ করিলাম না।

রাঘব-রামেশ্বরের এই সকল পরবর্ত্তী বিবাহসম্বন্ধ কিছুটা সমৃদ্ধি সূচনা করে—জ্যেঠাত ভাইদের অনুকরণে 'রাজসেবা' করিয়া তাহা অর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, অধুনা কলিকাতানগরীর ন্যায় তৎকালে কুমারহট্টই রাজসেবার একটি কেন্দ্রস্থান ছিল।

আমরা উপসংহারে রামপ্রসাদের ঊর্ধ্বতন বংশলতা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। মালঞ্চনিবাসী বিনায়ক সেন (অভ্যুদয়কাল প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)—রোষ (জ্যেষ্ঠ)—নারায়ণ (জ্যেষ্ঠ)—সাড়ু (জ্যেষ্ঠ, প্রায় ১৩০০ খ্রী:)—সরণি (তৃতীয়)—কৃত্তিবাসা: (২য় পক্ষের ২য় অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ)—রত্নাকর (তৃতীয়, "ধলহণ্ডমুপাশ্রিতাঃ" পৃ. ১৪, ১৫—অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৪২৫ খ্রী)—নিত্যানন্দ (জ্যেষ্ঠ)—জগন্নাথ (একক)—যদুনন্দন (জ্যেষ্ঠ, প্রায় ১৫২৫ খ্রী)—রঞ্জন (জ্যেষ্ঠ)—রাজীবলোচন (তৃতীয়)—জয়কৃষ্ণ (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ, প্রায় ১৬৩০ খ্রী)—রামেশ্বর (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ)—রামরাম (একক ?)—রামপ্রসাদ (২য় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জন্ম আশ্বিন ১১২৭ সাল বা ১৭২০ খ্রী)। বিনায়ক হইতে রামপ্রসাদ অধস্তন ১৬ পুরুষ—এক পুরুষের গড়পড়তা দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ বৎসর। সম্ভ্রান্ত বংশে ইহাই প্রমাণসিদ্ধ বটে। যাঁহারা ৪ পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া গণনা করেন, তাঁহাদের মতে বিনায়কের অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় ১৩৭৫-১৪০০ খ্রী—অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত দুর্জ্জয়দাসের সময়ে। ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা না বলিলেও চলে। রামপ্রসাদ হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের অধস্তন ধারা ধরিয়া গণনা করিলেও এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ৩২ বৎসর :— রামপ্রসাদ (১৭২০-৮১ খ্রী)—রামমোহন (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ)—জয়নারায়ণ (জ্যেষ্ঠ)— গোপালকৃষ্ণ (একক, ১৮২৩-৯৫ খ্রী)—কালীপদ (একক, ১৮৪৭-১৯১৩ খ্রী)। রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসের ধারা ধরিয়া গণনা করিলে ঐ গড়পড়তা দাঁড়ায় ৪১ বৎসর :— রামপ্রসাদ—রামমোহন—দুর্গাদাস (প্রায় ১৮১০-৮৭ খ্রী)—অমরনাথ (১৮৬২-১৯২৭ খ্রী)— রামরঞ্জন (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)॥

দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

দক্ষিণবঙ্গের বনাঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা সুপরিচিত। উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়[১] পূজিত হন। পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলায় বাঘাই-এর[২] পূজা প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতার সহচর কুম্ভীরদেবতা (?) হিন্দু কবিদের লেখনীতে কালুরায়[৩] নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণরায়ের বন্ধু হইয়াছেন, মুসলমান কবিদের রচনায় কালুসাহা[৪] নামে বড়খাঁ গাজীর ভ্রাতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে রংপুরের সোনারায় পাবনা-চাটমহরের সোনাপীর হইতে পারেন। কেহ কেহ দক্ষিণরায় ও কালুরায়কে অভিন্ন দেবতা[৫] বলিয়াই মনে করেন। আমাদের আলোচ্য পুথিতেও দক্ষিণরায় ও কালুরায় যেন ধীরে ধীরে অভিন্ন দেবতায় পরিণত হইলেন। হিজলীতে কালুরায় ব্যাঘ্র বা অরণ্যদেবতারূপে পূজিত। উত্তরবঙ্গে সোনারায়ের ভ্রাতা রূপরায়, দক্ষিণবঙ্গে কালুরায়ের মিত্র রূপরায়।[৬] হরিরায়, বিষমরায়,[৭] মাখালরায় প্রভৃতি ইঁহাদেরই সঙ্গী বা অনুচর।

দক্ষিণরায়কে কেহ কেহ ব্যাঘ্রবাহন দেবতা,[৮] আবার কেহ কেহ ইঁহাকে নিছক ব্যাঘ্রই[৯] মনে করেন। কোথাও ইনি "মনুষ্যাকার, বলিষ্ঠদেহ, মহিষাসুরের ন্যায় দাঁতখামাটিমারা, সিপাহীবেশী ব্যাঘ্রবাহন"[১০], আব্যর কোথাও ইঁহার কেবল একটি মুণ্ড মাত্র। বন্ধু কালুরায়ও শেষোক্ত মূর্তিতে পূজিত হন। এই মুণ্ড বারা নামে পরিচিত (একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়—কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল)। কেহ কেহ বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের অভিন্নতা স্বীকার করেন না।[১১] ২৪ পরগণার যে সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরায় একাকীই ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরদেবতারূপে

---

(১) On the Cult of Sonaraya in Northern Bengal—S. C. Mitra, Journal of the Department of Letters Vol. VIII. 1922.

(২) On the Cult of Sonaraya in Eastern Bengal—S C. Mitra

(৩) কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি)

(৪) আবদুর রহিমের গাজি কালু ও চম্পাবতী, পৃঃ ৫ (ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ৩০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

(৫) Dacca Review Vol. 3, No. 3 p. 148 ; হিজলীর মসনদ-ই-আলা—মহেন্দ্রনাথ করণ পৃঃ ১০৮

(৬) কবি শ্রীবল্লভের কালুরায়ের গীত—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সা. প. প. ১৩৩২, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৮৩।

(৭) মুন্সী বয়নুদ্দিনের বনবিবির জহুরানামা (পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ দ্রষ্টব্য)।

(৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৫১।

(৯) বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৭৬।

(১০) কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল—ব্যোমকেশ মুস্তফী, সা. প. প, ১৩০৩।

(১১) নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা—শ্রীকালিদাস দত্ত; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৮ পৃঃ [illegible]।

পূজিত হন, সেখানে ইনি কুম্ভীরবাহনই—আয়তলোচন, বিশাল গুম্ফধারী মনুষ্যমূর্তি।[১২] এই প্রসঙ্গে লোধা উপজাতির পূজিত বড়াম বা গরাম দেবতার বর্ণনাও স্মরণযোগ্য। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী বড়াম—কুঠার বা ত্রিশূল হস্তে ব্যাঘ্র বা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনে ভ্রমণ করেন। সর্বাঙ্গে তাঁহার লোম। তিনি কুপিত হইলে গ্রামে ধারাবাহিক ভাবে ভয়ানক ব্যাঘ্রের উপদ্রব ঘটে।[১৩] এই সমস্ত জটিলতার মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেনের নিম্নলিখিত মন্তব্য একটি সামঞ্জস্যসূত্রের সন্ধান দিয়াছে—"অষ্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনূপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন।"[১৪] আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই দেবতাকে অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর দান মনে করেন। (...and in South Bengal, in the cult of Daksin Raya, the God of Tigers—probably an Austric cult in origin-etc. Kirat-Jana Krti. J. R. A. S. B. Vol. XVI, 1950, No. P. 219). দাক্ষণরায় বা দক্ষিণদ্বারের (?) মুণ্ডের সহিত কেহ কেহ প্রাচীন মিশরের মুণ্ডপ্রতীকের সম্পর্ক দেখিতে পাইয়াছেন,[১৫] কিন্তু মানুষের আদিম অবস্থায় পৃথিবীর বহু দেশেই মুণ্ডরক্ষণের প্রচলন ছিল।

সুন্দরবনে মধুসংগ্রাহক (মউল্যা), বনের ধারে সমুদ্রতীরে লবণপ্রস্তুতকারী (মলঙ্গী), কাঠুরিয়া, শিকারী, কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতির লোকেরা প্রাণভয়ে দক্ষিণরায় বা বড়র্খা গাজীর পূজা বা সিন্নি দেয়। যে সমস্ত বনপ্রদেশ হাঁসিল করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মনুষ্যবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে আজ দক্ষিণরায় বা বড়র্খা গাজী পূজা বা সিন্নি পাইতেছেন জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই। চব্বিশ পরগণা-বসিরহাট শহরের অনতিদূরবর্তী ভেরিয়া-গ্রামনিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গ্রামে 'দে' উপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া আসিতেছেন।

বাংলাদেশের অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় বা কালুরায়ের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। এই ধারার আদিকবি বলিয়া বর্ণিত মাধব আচার্যের কাব্যের পুথি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুথির মধ্যে কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যই প্রাচীনতম ও সমধিক প্রচারিত। 'রায়মঙ্গলে'র কবি দ্বিজ হরিদেবের পরিচয় ও কবির স্বহস্তলিখিত কাব্যরচনার কাল জানা গেলেও, কাব্যটির বিশেষ পরিচয় সঙ্কলয়িতা শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় দেন নাই। কবি দয়ালদাস "পঞ্চানন ভাবিয়া" সম্ভবতঃ দক্ষিণ "রায়ের মঙ্গল"ই লিখিয়াছেন।[১৬] বঙ্গীয়-

---

(১২) দক্ষিণরায়ের কাহিনী—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৪।

(১৩) The Lodhas of Midnapur—P. K. Bhowmick, Vanyajati Vol 3, 1955 No 4. p. 156

(১৪) ইসলামি বাংলা-সাহিত্য—পৃঃ ৯৫।

(১৫) The Artisan Castes of West Bengal and their Crafts—S. K. Roy, in Tribes and Castes of West Bengal, edt. A. Mitra, p, 301

(১৬) পুঁথি পরিচয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ২২৩।

সাহিত্য-পরিষদে কবি রুদ্রদেবের একটি আদি-মধ্য-অন্তখণ্ডিত ক্ষুদ্র 'রায়মঙ্গলে'র পুথি আছে। (সংখ্যা ২২৬৬)।

আমাদের আলোচ্য নিত্যানন্দের রায়মঙ্গলে কবির ভণিতা এইরূপ—

রায়ের মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে ভণে॥
কালুরায়-মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে কয়॥
দয়া কৈল কালু রায়।
দ্বিজ নিত্যানন্দে গায়॥—ইত্যাদি

ইহার একখানি পুথি মেদিনীপুর কশাড়িয়ানিবাসী শ্রীচুনীলাল মণ্ডল মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পুথি, ১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য পুথির কবি ও শীতলামঙ্গল-রচয়িতা নিত্যানন্দ চক্রবর্তী যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আলোচ্য পুথির সহিতই নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলের আরও দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। হিজলীতে কালুরায় ব্যাঘ্রদেবতারূপে পূজিত এবং প্রধানতঃ মেদিনীপুরেই একদিন নিত্যানন্দের রায়মঙ্গলের বহুল প্রচলন ছিল। মেদিনীপুর-বাসীর নিকট কবির শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল[১৭] ও কালুরায়ের পালার কথা অবিদিত নয়। শিবের মৎস্যধরা পালার রচয়িতা 'দ্বিজ নিত্যানন্দ' বা 'বিপ্র নিত্যানন্দ'[১৮] কে, তাহা বলিতে পারি না।

নিত্যানন্দের বংশ-পরিচয় ও কাব্য রচনার কাল লইয়া বিতর্কের অভাব নাই।[১৯] তবে এ কথা বোধ হয় সর্ববাদিসম্মত যে, কবি কাশীযোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই কোন কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ।[২০] কবির উত্তরাধিকারিগণ এখনও কাশীযোড়ায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট কবির স্বহস্তলিখিত পুথিপত্রের অনুসন্ধান আবশ্যক।

এইবার নিত্যানন্দের রায়মঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই,—

কবি প্রথমেই কালুরায়ের বন্দনা গাহিয়াছেন। কালুরায় ভবানীর আজ্ঞানুসারে পয়োধির কূলে বাইশ কাহন বাঘ লইয়া ক্রীড়া করেন। তাঁহার সজ্জার বর্ণনা—

শিরে শোভে পাগবান্ধা তাহে গুঞ্জাফল ছান্দা
ভালে ফঁটা শোভে শশধর।

---

(১৭) কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'প্রবেশন', পৃঃ ১৬ ('জেলা মেদিনীপুর, কশাড়িয়া হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও শ্রীকেনারাম রায় কর্তৃক প্রকাশিত')।

(১৮) দ্বিজ নিত্যানন্দ শিবায়ন—শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু, ভারতবর্ষ—মাঘ ১৩৬২, পৃঃ ১৭০।

(১৯) ডাঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০১ এবং ১৩৩০ সনের মাঘ-সংখ্যা ভারতবর্ষ, পৃঃ ৩১৮ দ্রষ্টব্য।

(২০) মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু, পৃঃ ৬৩২।

গলেতে রুদ্রাক্ষমালা অটবি করে উজ্জ্বলা
কটিতটে শোভে পাটাম্বর ॥
সনার খড়ম পায় মরি কিবা শোভা পায়
ভন্দা বাঘে গমন মন্থর।

বন্দনা অংশ হইতে জানা যায় যে, গৃহস্থেরা গবাদি পশুর কল্যাণের নিমিত্ত কালুরায়কে 'পায়েস পিষ্টক দিয়ে' সন্তুষ্ট রাখেন। ময়মনসিংহে বাঘাই-এর উদ্দেশ্যেও অনুরূপ নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হয়। ইহার পরই পালা আরম্ভ :

অরণ্য-যোদ্ধা দক্ষিণরায় কালুরায় দুই ভাই বাইশ কাহন বাঘের উপর কর্তৃত্ব করেন। একদিন দুই ভাই ঝাউতলায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মানবেরা সমস্ত দেবতার পূজা করিল, কিন্তু আমাদের কেহ দেবতা বলিয়াই জানিল না। কালুরায় দক্ষিণরায়কে পরামর্শ দিলেন,—দাদা, 'আটে'র কাছে পূজার উপায় জান। দক্ষিণরায় তাঁহাদের অনুচর আটকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া আট কহিল— 'বাগদীর কুলে জন্ম' হীরাধর তাহার ভাই হদার সহিত পাটনীর কাজ করে। 'দুই ভাই বড়ই কাঙ্গাল'। পাটনীর কাজে দুই ভাই ছবুড়ি কড়ি উপায় করিয়া ছ জন মানুষের সংসার প্রতিপালন করে। দুই ভায়ের দুই বউ হেমী ক্ষেমী, তাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—পর্বত্যা আর প্রেমী। হীরা পাটনীকে অনুগ্রহ করিলে 'তবে ত তোমার পূজা হইবে ধরায়'। বাঘগুলিকে গাড়র করিয়া লইয়া তাহার খেয়াঘাটে যাও। পারের কড়ি চাহিলে দরিদ্র বলিয়া তাহাকে ভাঁড়াইতে চাহিবে। তখন সে কড়ির বিনিময়ে তোমার কাছে একটি ভেড়া চাহিবে। তার পরেই সুকৌশলে তোমার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়ের বাহনের নাম হীরা, আলোচ্য পুঁথিতে বা শ্রীবল্লভের কালুরায়ের গীতে হীরা পাটনীর কাজ করে।

উপরোক্ত বর্ণনার পর হইতেই কালুরায় কাহিনীর নায়ক; একবার মাত্র দক্ষিণরায়ের নাম আছে, যেন ভ্রমক্রমেই কালুরায়ের স্থলে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হোক, কালুরায় 'এক হাঁকে' বাইশ কাহন বাঘ জড় করিলেন। নানা জাতীয় বাঘ দলে দলে আসিয়া সারি বাঁধিয়া বসিয়া গেল। কালুরায় তাহাদের গায়ে 'সিদ্ধ জলমন্ত্র' ছিটাইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহাদিগকে পাহাড়ী ভেড়ায় পরিণত করিলেন। কালুরায়ের আজ্ঞায় আট তাড়াতাড়ি বাঘগুলিকে হীরা পাটনীর ঘাটের উদ্দেশ্যে চালনা করিল। ব্রাহ্মণের বেশে কালুরায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। খেয়াঘাটে পৌঁছিয়া অপর পারে হীরা পাটনীকে ডাকিতে লাগিলেন। পর্বত্যার কাছে খবর পাইয়া দুই ভাই মেড়া দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া 'নায়ের দড়া' খুলিয়া দিয়া মনে মনে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া 'বরা' দেখিয়া দুই ভাই সচকিত হইল।

হীরা বলে গড় করি দাদা নৌকা ফিরা। মেড়া নয় বনবরা মারিবেক চিরা ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আহা, এগুলি বরা নয়, পাহাড়ী ভেড়া। হীরা প্রশ্ন করিল—

এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল। নাকগুলা দেখি যেন ধুতুরার ফুল॥
কর্ণ যেন বটপত্র শিঙ্গ নাই কেন।

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন—

বড় বড় শিঙ্গ ছিল বনে গেল খসে। লেজ হইল লাটাপাটা বনে যেয়ে এসে॥
বড় লোম বড় কান বড় নাসারন্ধ্র। পর্ব্বত্যা ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ॥
জন্মাবধি এইগুলা জঙ্গলিয়া ভেড়া। না উঠে গুয়ালে কভু নাহি লয় দড়া॥
ছেনা-পেনা ইহাদের আছে অগনন। অরণ্যেতে আছে আর আঠার কাহন॥
ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে। আট নামে মুনসা আছে সর্ব্বদা রক্ষিতে॥

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া হদা হীরা কহিল, আগে আট পণ কড়ি গণিয়া দাও, পরে ভেড়ার পাল পার করিয়া দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কড়ি কোথায় পাইব? ধন পুত্র বৃদ্ধির আশীর্বাদ লইয়া ভেড়াগুলি পার করিয়া দাও। হীরা কহিল,—ওসব কথা আমি ভালবাসি না। 'কড়ি দিয়ে মার লাথি মাথা পেতে আছি।' অবশেষে হদা কহিল,—গোসাঁই, যদি কড়ি না থাকে, একটি গাড়র দিয়া যাও। আমারও আত্মীয় কুটুম্বের কাছে মানের দায় আছে। ঈষৎ হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ভবানীর ভেড়া দিতে মন আদৌ চায় না, তবে তোকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাই এই খুব পোষমানা ভেড়াটি তোকে দিলাম।

চাঁদা ব'লে চুপাইলে চুপ করে রয়॥
পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়। খায় না ক কার খন্দ না করে অপচয়॥

কালুরায়ের ইঙ্গিতে চাঁদা বাঘ আসিয়া হীরার গা চাটিতে লাগিল। হীরা ভাবিল, পোষা ভেড়াই বটে! তখন ব্রাহ্মণকে পার হইতে আহ্বান করিয়া ভেড়াটিকে বাঁধিতে গেল। 'হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাঁচি।' নানা দৌরাত্ম্য করিয়া ভেড়াগুলি অপর পারে চলিয়া গেলে দুই ভাই নৌকার জল সেচিয়া একটা খুটায় বাঁধিল। তার পর ভেড়াটিকে লইয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইল। 'দুই ধারে ধরি কাছি দুই ভাই ধায়।' বাড়ী আসিয়া গোয়ালে আগড় দিয়া কাছিটি একটি 'থামে' বাঁধিল। পর্বত্যা আহ্লাদিত হইয়া ভেড়ার খাবারের জন্য 'বদরীর পাতা' আনিল। চাঁদা বাঘ তো চক্ষুলজ্জায় সেই পাতাই চিবাইতে লাগিল। হেমী ক্ষেমী প্রেমী ভেড়া দেখিয়া কহিল, দুই ভাই কি বনবরা বাঁধিয়া আনিয়াছে?

হীরা বলে ওরে শালী হত্যা হয়ে মৈনু। গড় কর গোবিন্দে গাড়র নাকি চিনু॥
ভবানীর ভেড়া এই মোর ভাগ্যে ছিল।

দুই ভাই আহার করিতে করিতে যুক্তি করিল, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইবে। হদা হীরাকে পরামর্শ দিল, আগে বাঁকা দামু খুড়ার কাছে গিয়া যুক্তি নাও। 'পরামাণিক ছাড়া কোন কার্য্য হবে নাই।' হদার পরামর্শমত হীরা সাড়ে পাঁচ পণ গুবাক লইয়া বাঁকা দামুর সদরে গিয়া খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ডাক শুনিয়া বুড়া

দামোদর বাহিরে আসিলে হীরা তাঁহাকে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইল। ঈষৎ হাসিয়া দামোদর কহিলেন,—ভাইপো, তুমি পর নও, তবে কথা যদি রাখ, তা হলেই তোমার কাজে হাত দিতে পারি। জ্ঞাতিকুটুম্বের মান দিতে হবে, আর 'পরামাণিকী পাঁচ সিকা পাঁচি একখান'। করযোড়ে হীরা কহিল,—'ক্ষমা দেহ খাওয়াইব গাড়রের মুড়া'। তার পর কুঁড়েঘরের মত বৃহৎ গাড়রের গল্প শুনিয়া দামু খুড়ার মন নরম হইল। হীরা কহিল, কিন্তু এই গাড়রের মাংস রান্না করা যে সে রাঁধুনীর কর্ম্ম নয়। দামোদর তাহাকে মীরপুর হইতে মানিকার মাকে আনিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু হীরার তাহা মনঃপূত হইল না। সে মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিল, দামু খুড়ার গৃহিণীই উত্তম রাধুনী। দামোদরের পরামর্শে হীরা খুড়ীকে তাহার বাড়ীতে রাঁধিতে যাইবার অনুরোধ করিল। খুড়ী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন—

তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা পুড়ে বেন্ধ্যা। দশী পেট্টা দিলে নাই শুধুই এলাম কেন্দ্যা॥
আবার যাইব আমি মাংস রান্ধিবারে ?

হীরা করযোড়ে কহিল—

ক্ষমা দেহ খুড়ী এবার দিব সরু ডুর‍্যা॥

খুড়ী রাগ ভুলিয়া, পা ছড়াইয়া বসিয়া মশলার ফর্দ পাড়িলেন—

চন্দন লবঙ্গ আর এন শাদা জিরা। চৌদ্দ ছটাক ওজনে বান্ধিবি যত্ন কর‍্যা॥
তের তোলা তেজপাত সওয়া সের ধন্যা। অর্দ্ধ সের মরীচ লইবি দানা চিন্যা॥
সের ভোর মউরি জাইত্রী ছয় মাসা। দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে ভুষা॥
বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়া। জাইত্রী কর্পূর এন পায়েসের লাগিয়া॥

অতঃপর দামোদর পরামর্শ দিলেন, কণ্টকনগরে (নামটি লক্ষণীয়) গিয়া জ্ঞাতিগোত্র-কুটুম্বকে পান দিয়া আগামী বুধবার তোমার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। অন্যান্য জায়গায় নিমন্ত্রণের ভার দামোদর নিজে লইলেন। সেই অনুসারে হীরাধর কণ্টকনগরে গিয়া জাতির প্রধান দিগম্বর দোলই-এর মারফৎ সকলকে গুবাক দিয়া আগামী বুধবার তাহার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

নিমন্ত্রণ পাইয়া স্বজাতি বন্ধুবান্ধবগণ নির্দিষ্ট দিনে হীরার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যদা হীরা তাহাদের পদপ্রক্ষালনে আপ্যায়িত করিলে তারা—

বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে।

ভেড়া দেখিয়া সকলে দুই ভায়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। জাতির প্রধান দিগম্বর দোলই কহিলেন, সব দোষ ক্ষমা করা গেল, 'মান্য' লইবার দরকার নাই। খুঁতখুতে মুকুন্দ কলামুড়ি ভেড়ার নাড়ীভুঁড়ি দিয়া ঘণ্ট খাইবার লোভ প্রকাশ করিলে দামোদর কহিলেন, মাংসের ঝোল, মাংসের অম্বল সমস্তই খাওয়াইব। তার পর ভেড়া কাটিবার জন্য কামারের ডাক পড়িল। নদী হইতে ভেড়াকে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য 'দুই ধারে টানে কাছি ছজন ছজন।' চাঁদা বাঘ ঘন ঘন লাফ দিতে লাগিল। মানুষের ও বাঘের বহু টানা-হ্যাঁচড়ার

পর চাঁদা প্রভু কালুরায়ের পূজার কথা স্মরণ করিয়া জল হইতে উঠিল। উঠিয়া 'গঁফ নাড়ে ভাঁটার মত দুচক্ষু ঘুরায়'। সকলে মিলিয়া চাঁদাকে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিল। কামার খড়্গ উত্তোলন করিল। এইবার চাঁদা লেজ ফিরাইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। লম্ফ দিয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রথমে কামারের, তার পর দামোদরের, তার পর একে একে সকলের ঘাড় ভাঙ্গিতে লাগিল। হেমী ক্ষেমী চাঁদার কাছে বিস্তর লাঞ্ছিত হইল। হদা হীরা দুই ভাই স্নান করিতে গিয়াছিল। বাড়ীর নিকট ফিরিয়া হদা হীরাকে চালের উপর বাঘ দেখাইল। তাড়াতাড়ি দুই ভাই বাড়ী আসিয়া দেখিল, রাশি রাশি শব পড়িয়া আছে।

হদা বলে হায় হীরা কি কর্ম্ম করিলাম। দ্বিজের কথায় ভুলে স্ববান্ধব হারালাম॥

মাথায় হাত দিয়া দুইভাই কাঁদিতে লাগিল; তারপর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুই ভাই দুই লগুড় লইয়া চাঁদাকে তাড়া করিল। চাঁদা লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল, আর দুই ভাই মার মার বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। চাঁদা জঙ্গলে লুকাইল। দুই ভাই বনে আগুন ধরাইয়া দিল।

চারি ধারে জ্বলে অগ্নি ধূ ধূ করিয়া। কালুরায়ে স্মরে বাঘা বিপদ দেখিয়া॥

চাঁদার বিপদ্ বুঝিয়া দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণের বেশে হদা হীরার কাছে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাদের নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলে হীরা কহিল, তুমি না সে বুড়া বামুন? ভেড়া বলিয়া বাঘ দিয়া গিয়াছিলে? আজ তোমার বাঘকেও পুড়াইব, আর তোমাকেও মারিয়া ব্রহ্মহত্যাপাতকী হইব। এই কথা বলিয়া দুই ভাই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল।

হদা হীরার ভয়ে রায় হৈল অন্তর্দ্ধান। ঝাউবৃক্ষপরে গিয়ে হইল অধিষ্ঠান॥

কালুরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, আমার পূজা কর, সমস্ত মরা লোক বাঁচাইয়া দিব। হীরা কহিল, তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? 'ভণ্ডমা দ্বিজের বাক্যে না হয় প্রত্যয়'। কালুরায় নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন—

শিবানীর আজ্ঞা সদা করিতে রক্ষণ। ভবানীর বাঘের পাল রাখি অনুক্ষণ॥
পূজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়া। দ্বিজবেশে তোমারে দিয়েছিলাম ভেড়া॥

তখন হীরা ভক্তিগদ্গদচিত্তে কহিল, আমি দীনহীন অধম জাতি, তোমার ভক্তি স্তুতি জানি না। তবে যদি দয়া কর, তোমার মোহন রূপ দেখিয়া নয়ন সার্থক করি।

বনের আগুন নিভান হইল। চাঁদা এক লাফে কালুরায়ের সম্মুখে হাজির হইল। কালুরায় চাঁদাকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। তার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হদা হীরাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। হদা-হীরার বাড়ী আসিয়া কালুরায় সমস্ত মৃতকে বাঁচাইয়া দিলেন। তাহারা বাঘ বাঘ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে হদা হীরা তাহাদের সান্ত্বনা দিল। তার পর সকলে মিলিয়া মহা আড়ম্বরে ঝাউফুল সহ নানা উপচারে কালুরায়ের পূজা করিল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র কালুরায় মঙ্গলকাহিনী এ পর্যন্ত আলোচিত হয় নাই। ১৩৬২ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কবি শ্রীবল্লভের 'কালুরায়ের গীত'

প্রকাশিত হইয়াছে। নিত্যানন্দের কাব্যে 'মুনসা' আট কালুরায়কে পরামর্শ দিয়াছে, কবি শ্রীবল্লভের 'কালুরায়ের গীতে' পাত্র বাণেশ্বর কালুরায়ের পরামর্শদাতা। কালুরায়ের গীতে কালুরায় খাড়ির অধিকারী খগেশ্বরের নিকট পূজা আদায়ের প্রয়াস পাইয়াছেন, নিত্যানন্দের কাব্যে তিনি পাটনী হুদা হীরার কাছে পূজা আদায়ে সমুৎসুক। কালুরায়ের গীতে একা হীরাই পাটনীর কাজ করিয়াছে। ঐ গীতে কালুরায়ের বাহন রূপী বাঘ এবং পারের কড়ির বিনিময়ে পাটনীকে চাঁদা নামক ব্যাঘ্র উপহৃত হইয়াছে। নিত্যানন্দের কাব্যে একা চাঁদাই সব সময় ব্যাঘ্রকুলের নেতৃত্ব করিয়াছে। নিত্যানন্দের রায়মঙ্গল কাহিনীর সহিত আবদুর রহিমের গাজী কালু ও চম্পাবতী কাহিনীর কোন কোন অংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকাহিনীর প্রত্যুত্তররূপে পরবর্তী কালে মুসলমান পীরপীরানির মাহাত্ম্যকাহিনী রচিত হইবার নজির আছে।

বেথুন সোসাইটি—১

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলায় নব্যশিক্ষা বিস্তারে এবং বাঙালী চিত্তে নব-চেতনার উন্মেষ সাধনে গত শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির দান যে কতখানি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এ সকল সভাসমিতির আলোচনা অপরিহার্য্য। প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীদের মধ্যে এই ধরনের সভা-সমিতি প্রথম স্থাপিত হয়। তদবধি সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিপোষিত হইয়াছে। ১৮২৩ সনে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপনে এ ধারার সভা-সমিতির সূচনা, ১৮৯৪ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠায় এ ধারার পরিণতি। পরবর্ত্তী কালেও বহু সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশে, এমন কি বৃহত্তর বঙ্গেও নব-চেতনা ও নব-জাগরণ আনয়নে পূর্ববর্ত্তী সভা-সমিতি যে কার্য্য করিয়াছে তাহা অতুলনীয়। দৃঢ় ভিত্তির উপর ইমারত গঠিত হইলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য-সংস্কৃতির বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে।

গত শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে গঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ, আবার তৃতীয় পাদের সূচনায় স্থাপিত হইল বেথুন সোসাইটি। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং নব্যশিক্ষা বিস্তার হেতু বাঙালী সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক আলোচনা দ্বারা এই আলোড়নকে শান্ত, সংযত এবং নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সমাজকে দৃঢ় সংহত করার প্রয়াস চলে। গৌড়ীয় সমাজের পরে উল্লেখযোগ্য সভা একাডেমিক এসোসিয়েশ্যন। ইহার আদর্শে আরও বহু সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ সমুদায়ের আলোচনা-বিতর্ক চলিত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। তৃতীয় দশকে এই সভার আদর্শে এমন কতগুলি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয় যাহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই এই সকল চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা (সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বঙ্গরঞ্জিনী সভা (সম্পাদক—'সংবাদ/প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (সভাপতি—পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ)--এই সভাত্রয়ের নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নব্যশিক্ষার অনুশীলন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (Society for the Acquisition General Knowledge)। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই এখানে প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা চলিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হইলেও স্বদেশীয় শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রসার ইহার একটি মুখ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্থ দশকেও নূতন সভা-সমিতি কিছু কিছু আবির্ভূত হয়, এবং এগুলির মধ্যে প্রধানতম হইল 'ভারতবর্ষীয় সভা' বা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি; কিন্তু এটি ছিল নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই সময়ে নূতন পরিবেশে নানাকারণে শাসক-শাসিতের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার খুবই আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সনে বড়লাটের আইন-সদস্য জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন দেশী-বিদেশীর ভিতরকার বিচার-বৈষম্য-বিলোপক কয়েকটি আইনের খসড়া প্রচার করেন তখনই ঐ বিরোধের প্রাবল্য বিশেষরূপে দেখা দেয়। কিন্তু এসময়ে দেশী-বিদেশী প্রধান এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী তখনও বিদ্যমান ছিলেন যাঁহারা ভারতবাসীদের উন্নতিসাধন মানসে একত্রিত হইবার উপযোগিতা মনেপ্রাণে স্বীকার করিতেন; এবং শুধু স্বীকার করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন না, একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায়ও তাঁহারা অবিলম্বে আগ্রহান্বিত হইলেন। আবার, অগ্রসরপন্থী ভারতীয় সমাজনেতাদের মধ্যেও এরূপ মিলন-ক্ষেত্রের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হইতে থাকে। বেথুন সোসাইটি এই মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিল। এ কারণে ঐ যুগের সামাজিক ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইতিপূর্বে যে-সব সভা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম সংযুক্ত করা হয় নাই। এই সভার সঙ্গে 'বেথুন' নামটি সংযোগের তাৎপর্য্য কি? জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নামোল্লেখ একটু আগেই করিয়াছি। বেথুন উদারচেতা ভারতহিতৈষী; তিনি ভারতবাসীর কল্যাণার্থে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা করিতেন, কোন বাধাবিপত্তি তাঁহার গতিরোধ করিতে কচিৎ সক্ষম হইত। আইনগত প্রয়াসে তিনি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের আয়ত্তের মধ্যে যাহা ছিল তাহা সম্পাদনে কেহই তাঁহার বাদ সাধিতে পারে নাই। বেথুন স্কুলের (পরে, স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে শিক্ষা-সমাজের ("Council of Education") সভাপতি রূপে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করিয়া বাংলা শিক্ষার উন্নতি-প্রচেষ্টায়, তাঁহার কৃতিত্বও আমাদের অনুরূপ স্মরণীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতাকালে ছাত্রদের বাংলার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতেন; তাঁহারাও ইহার দ্বারা কম উদ্বুদ্ধ হইতেন না। বেথুন স্বয়ং উৎকৃষ্ট বাংলা-রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফত নিজ অর্থে একটি সুবর্ণপদক দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (১৮৪৮-৪৯)। কবিবর মধুসূদন দত্ত বাংলা অনুশীলনে প্রথম উপদেশ পান তদীয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিত বেথুনের পত্র হইতে। এমন হিতৈষী ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে (১২ই আগস্ট ১৮৫১) সকলেই বিশেষ ব্যথিত হন। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র চারি মাস পরে যখন উক্ত সভা স্থাপনের কথা হয় তখন দেশী-বিদেশী সকলেই তাঁহার নামের সঙ্গে সভার নামটি যুক্ত করিয়া দিতে সম্মতি দান করিলেন।

বেথুন সোসাইটি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম কুড়ি বৎসর যে ইহা নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সোসাইটির নিয়মাবলী, সদস্যতালিকা এবং

পঠিত প্রবন্ধসমূহ হইতে বাছাই-করা রচনাবলী লইয়া ইহারই অর্থে ও আনুকূল্যে মাঝে মাঝে 'ট্রানজ্যাকশন্‌স' বা সাময়িক পুস্তক প্রকাশিত হইত। ১৮৫৯-৬৯ এই দশ বৎসরের ট্রানজ্যাকশন্‌ আমরা পাইয়াছি। ইহা হইতে এই দশ বৎসরের বেথুন সোসাইটির কৃত কর্ম্মের কথা অনেকটা জানিতে পারি। প্রতিষ্ঠাকাল (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১) হইতে ১৮৫৯ সনে সোসাইটি পুনর্গঠন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখানি সাময়িক পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।* ইহা হইতে সোসাইটির প্রথম দিককার বিশদ বিবরণ প্রাপ্তির আশা করা যায় না। এই সময়ে সংবাদপত্র-স্তম্ভে বেথুন সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশন, বিশেষতঃ বার্ষিক অধিবেশনগুলির কথা কতকটা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত বিবরণে পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যাবলির কথাও স্থান পাইত। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল বিবরণ হইতে বেথুন সোসাইটির কৃতির কথা আমরা অবগত হই, সঙ্গে সঙ্গে ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণ জন্মে। সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জন অনেকেই এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তাঁহারা প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান, আলোচনা-বিতর্ক প্রভৃতিতে সাগ্রহে যোগদান করিতেন। শেষ দিকে সোসাইটি যখন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়ে তখনও বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোসাইটির প্রথম দশ বৎসরের কৃতির কথা প্রধানতঃ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করিয়া এখানে বলা যাইবে।

২

বেথুনের মৃত্যুকালে শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী বা সম্পাদক (আধুনিক পরিভাষায় 'কর্ম্মসচিব') ছিলেন ডাঃ এফ. জে. মৌএট। তিনি ১৮৪২-৪৩ সনে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং অল্পকাল মধ্যেই নিজ কর্ম্মদক্ষতা গুণে শিক্ষা-সমাজের সম্পাদকপদে নিয়োজিত হন। বেথুনের মত তিনিও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে এদেশীয় শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে তিনি খুবই উৎসুক হন। তাহাদের অভাব-অভিযোগ এবং দোষ-ত্রুটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই সব দূর করিয়া ভারতবাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের হিতকর বিষয়সমূহ লইয়া অনুসন্ধান, আলোচনা ও বিবেচনাকল্পে এবং শেষে নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য একটি সভা স্থাপনের কথা ডাঃ মৌএট চিন্তা করিয়াছিলেন। বেথুনের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা কল্পে ঐ উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সভা বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা স্বতঃই তাঁহার

---

* *The Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 1859-60, 1860 61,* "Introduction," pp. i-viii.

মনে উদিত হইল। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এদেশের নেতৃস্থানীয় কৃতবিদ্যগণের এবং সহানুভূতিশীল কয়েকজন ইংরেজের নিকট এজন্য এক সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠাইলেন। এই সার্কুলারটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কিন্তু ইহা যে উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই রচিত তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি।

ডাঃ মৌএট ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ দিবসে এক সভা আহ্বান করিলেন। যথাসময়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে এই সভার অধিবেশন হইল। সভায় উপস্থিত হইয়া যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাঁহাদেরই নাম শুধু পাওয়া যাইতেছে। তবে 'প্রতিষ্ঠা-সদস্য' বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিদেরও কেহ কেহ আলোচনায় যোগদানকারিগণের সঙ্গে যে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে সে যুগে বিদ্বজ্জনদের ভাল ভাল বক্তৃতা হইয়াছে। বেথুন সোসাইটির অধিবেশন তো বরাবর এখানেই হইত। মৌএট কর্ত্তৃক আহূত সভায় স্বয়ং মৌএটই সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গৌড়ীয় সমাজ বা সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার মত আনুষ্ঠানিকভাবে বেথুন সোসাইটির কোন উদ্দেশ্যপত্র (যাহাকে সচরাচর আনুষ্ঠানপত্র বলা হয়) রচিত হয় নাই, অন্ততঃ আমরা তাহা পাই নাই। তবে এই দিনকার সভায় সভাপতির আসন হইতে মৌএট যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন তাহা হইতে সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা খানিকটা জানিয়া লইতে পারি। সভাপতি ডাঃ মৌএট নিম্নরূপে সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন:

"The proceedings of the meeting were opened by the Chairman who began by explaining the objects which he proposed in calling together the gentlemen present.

"He then proceeded to take a brief view of the nature and objects of the Societies already existing in Calcutta, referring particularly to the Asiatic and Agricultural Societies and pointed out the great necessity of devising some means of bringing the educated Natives of Calcutta more in personal contact with each other for purposes less ambitious, but probably not less useful, than those of the institutions above referred to. He dwelt upon the large amount of good that had been found to result from such associations, when properly conducted, in the Universities and principal cities of England and Scotland and indicated how much more such means of mental improvement and intellectual recreation were needed in this country, where from the very nature of Native society, and the social customs of the people, even the private relations of individuals and families were necessarily much restricted. He went on sketching the plan, simple and concise, which he thought most suited for the end in view, dwelt carefully upon the absolute necessity of excluding the subjects of religion and politics from the operations of the institution, and concluded by proposing to the meeting the establishment of a Society for the discussion and investigation of literary and scientific questions. He also proposed for one year to bear the whole expense of organising and conducting the institution."*

প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ডাঃ মৌএট প্রস্তাবিত সোসাইটি বা সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কলিকাতায় তখন এসিয়াটিক সোসাইটি, কৃষি-সমাজ বা এগ্রি-

* *The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, 20th January 1852

কাল্‌চারাল সোসাইটি এবং এইরূপ আরও অনেক সভা-সমিতি ছিল। কিন্তু এসব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনের মেলামেশা এবং সাধারণ হিতকর বিষয়ের আলোচনাদি সম্ভব ছিল না। এজন্য ভিন্ন ধরণের, অথচ অনুরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। ডাঃ মৌএট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবং বড় বড় শহরের মানসিক উৎকর্ষমূলক প্রতিষ্ঠানাদির কথা উল্লেখ করেন। দেশীয়দের সামাজিক মেলামেশা, এমনকি আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও, যেরূপ সংকীর্ণ তাহাতে এ প্রকার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। ইহার পর মৌএট প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, ধর্ম্ম ও রাজনীতি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয়ই এখানে আলোচনা করা যাইবে। সভা পরিচালনের ব্যয় এক বৎসরের জন্য মৌএট স্বয়ং বহন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর, উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর ছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি), পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. স্প্রেঙ্গার, পাদ্রী জেম্‌স লঙ, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী। আলোচনার পর প্রস্তাবিত সভা স্থাপনে সকলেই একমত হইলেন। উপস্থিতমত কয়েকটি নিয়মও ধার্য্য হইল। প্রথমেই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে বিবৃত হয়:

> "That a Society be established under the name of the Bethune society, for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science."

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সোসাইটির উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইল সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা-গবেষণা। ধর্ম্ম ও রাজনীতি ইহা হইতে প্রথমাবধি বাদ দেওয়া হয়। সোসাইটির নামকরণ হয় 'বেথুন সোসাইটি'। সভাপতি হইলেন ডাঃ মৌএট; সম্পাদক নিযুক্ত হন প্যারীচাঁদ মিত্র। পরবর্ত্তী সভা আহ্বান এবং প্রবন্ধ-পাঠক নির্দ্ধারণের ভার সভাপতি ও সম্পাদকের উপর অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা মৌএটের এতাদৃশ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হিতকারক প্রয়াসের নিমিত্ত আন্তরিক সাধুবাদ করিলেন।

৩

বেথুন সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৫২, ৮ই জানুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে। ডাঃ মৌএট যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে সভার কার্য্য-পরিচালনার নিমিত্ত কয়েকটি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। এগুলি এখানে বিশদভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কয়েকটির মর্ম্ম এইরূপ: প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন হইবে। সোসাইটির সদস্য হইতে হইলে পূর্ব্ব অধিবেশনে সভার দুই জন সদস্য কর্তৃক তাঁহার নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। সোসাইটিতে

ইংরেজী, বাংলা এবং উর্দ্দু এই তিনটি ভাষায়ই প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা দান এবং আলোচনাদি করা চলিবে। সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক এবং একটি 'কমিটি অফ পেপার্স' বা 'গ্রন্থ-সভা' থাকিবে। পঠিত প্রবন্ধে সভার স্বত্ব হইবে। তবে গ্রন্থ-সভা যোগ্য বিবেচনা করিলে অন্যত্র উহা প্রকাশের অনুমতি প্রবন্ধকারকে দিতে পারিবেন। সভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইবে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে; এই সাধারণ সভা প্রতি বৎসর সভাপতি, সম্পাদক এবং গ্রন্থ-সভা নির্ব্বাচিত করিবেন। সোসাইটির তিন জন সদস্য লইয়া গ্রন্থ-সভা গঠিত হইবে স্থির হয়।

সোসাইটির এই দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে লইয়া 'কমিটি অফ পেপার্স' বা গ্রন্থ-সভা গঠিত হইল: মেজর জি. টি. মার্শ্যাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্দেশ মত সভাপতি এবং সম্পাদকের অনুরোধে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী "On the Sanitary Improvement of Calcutta" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি এতই সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, অত্যন্ত দীর্ঘ হইলেও "বেঙ্গল হরকরা" গ্রন্থ-সভার অনুমতি লইয়া উহার সবটা প্রকাশিত করেন। কলিকাতা সে যুগে আদৌ স্বাস্থ্যকর ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি" অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। আর ইহার উপর হইত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। দেশী-বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পূর্ব্ব হইতেই নানারূপ চিন্তা ও আয়োজন করিতেছিলেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ এইরূপ চিন্তার ফল। প্রবন্ধ পাঠের পরে আলোচনায় যোগদান করেন স্বয়ং সভাপতি এবং আরও কয়েকজন। প্রবন্ধের ভিতরে এদেশীয় লোকজনের আচার-আচরণ পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতকগুলি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল। কলিকাতা রিভিয়ু বেথুন সোসাইটির আবির্ভাবকাহিনীর প্রসঙ্গে এই প্রথম বক্তৃতারও আংশিক আলোচনা করিয়াছিলেন।*

প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার পর সভাপতি মৌএট ঘোষণা করেন যে, সোসাইটির পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়—"On Sanscrit Poetry," অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্য। নিম্নের ভদ্রমহোদয়গণ সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-সদস্য: ১ এফ. জে. মৌএট ২ রাধানাথ শিকদার, ৩ রামচন্দ্র মিত্র, ৪ আনন্দরাম ফুকন, ৫ পাদ্রী জেম্‌স লঙ, ৬ মেজর জি. টি. মার্শ্যাল, ৭ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৮ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ এল. ক্লিণ্ট, ১০ ড. স্প্রেঙ্গার, ১১ ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, ১২ প্যারীচরণ সরকার, ১৩ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪ রামগোপাল ঘোষ, ১৫ প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৬ হরচন্দ্র দত্ত, ১৭ কৈলাসচন্দ্র বসু,

* July-December 1851. Pp. 499 5 0.

১৮ হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রসিকলাল সেন, ২০ প্রসন্নকুমার মিত্র এবং ২১ গোপালচন্দ্র দত্ত। সদস্যগণ প্রত্যেকেই সে যুগে বিভিন্ন বিভাগে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।*

এই প্রাথমিক বা প্রতিষ্ঠা-সদস্যদের তালিকা সম্বন্ধে এখানে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বেথুন সোসাইটির প্রথম আট-নয় বৎসরের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সন্নিবেশিত তালিকায় দেখিতেছি প্রতিষ্ঠা-সদস্য চব্বিশ জন। প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিকা মিলাইয়া কুড়ি জনের নাম একই পাই। দ্বিতীয় তালিকায় নূতন চারি জন সদস্যের নাম যথাক্রমে—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা)। এই তালিকায় আনন্দরাম ফুকনের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। তালিকা দুইটি যাচাই করিয়া দেখিবার সূত্র এখন আর পাওয়া যাইবে না। তবে মোটামুটি এই পঁচিশ জনকেই আমরা প্রাথমিক বা 'প্রতিষ্ঠা-সদস্য' বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর ডাঃ মৌএট মফস্বলের বিদ্বজ্জনকেও সভার সদস্য-পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। তাঁহারা অনেকে ক্রমে সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

৪

বেথুন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল অধিবেশনের বিবরণ না পাওয়া গেলেও বার্ষিক বিবরণী হইতে ইহাদের পরিচয় মিলে। সোসাইটির একটি মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৫২, ৮ই এপ্রিল তারিখে। কতকগুলি কারণে এই অধিবেশনটি বিশেষ স্মরণীয়। বহু ইংরেজ ও বাঙালী বিদ্বান্ এই অধিবেশনে যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্য রূপে গৃহীত হইলেন। আর শুধু কলিকাতা হইতে নয়, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর এবং ঢাকা হইতেও কয়েকজনের নামের প্রস্তাব আসে। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন—ভূদেব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), এম্ গ্রেগরী (হুগলী কলেজ), শ্যামাচরণ ঘোষ (চন্দননগর), গৌরদাস বসাক, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ডবলিউ. ক্লার্ক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ব্রজসুন্দর মিত্র (ঢাকা)।

ঢাকায় সোসাইটির দুই জন প্রধান সদস্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং রামশঙ্কর সেন। তাঁহারা কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া ৫ই এপ্রিল ১৮৫২ তারিখে সোসাইটিতে একখানি পত্র লেখেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন, সোসাইটির কার্য্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে এবং এবিষয়ে সোসাইটির বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। আর একটি প্রস্তাবে তাঁহারা বলেন যে,

* বেথুন সোসাইটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণ ২০শে জানুয়ারী ১৮৫২ দিবসীয় 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত হয়।

মফস্বলের সদস্যদের অবগতির জন্য কার্য্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ প্রচারের সুষ্ঠু উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। মাসিক অধিবেশনে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাঁহাদের মতে নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ ছাড়াও এমন সব বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধও মাসিক অধিবেশনে পাঠ করা যাইতে পারে, যাহাতে কোন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিবে। এই সকল প্রবন্ধ অবশ্য সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। পত্রোক্ত চতুর্থ প্রস্তাবে, সোসাইটির স্থানীয় সদস্যদের লইয়া উহারই আদর্শে ঢাকায় একটি শাখা সমিতি স্থাপনের কথা বলা হয়। পত্রপ্রেরকদ্বয় সোসাইটিকে অনুরোধ করেন, ঢাকাস্থ এই শাখাকে 'ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি' নাম দিবার অনুমতি যেন সভা-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে দেন।

পত্রোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কোন কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে সোসাইটি তখনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। পাদ্রী লঙের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সমর্থনে প্রথম তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য 'কমিটি অফ পেপার্স' বা গ্রন্থ-সভার উপর ভার দেওয়া হইল। চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ ঢাকার প্রস্তাবিত সভাকে 'ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি' নামকরণে সকলেই সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। সোসাইটিকে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু চাঁদা দানের কথা উল্লেখ করিয়া রামগোপাল ঘোষ এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। কিন্তু সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের সংশোধক প্রস্তাবে এ বিষয়টির বিবেচনার ভারও গ্রন্থ-সভার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মাসিক অধিবেশনের মুখ্য কর্ম্ম প্রবন্ধ-পাঠ। বৈষয়িক কার্য্যাদি সমাপনান্তে প্রবন্ধ-পাঠ আরম্ভ হয়। আলোচ্যসভায় হরচন্দ্র দত্ত 'বাংলা কবিতা' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ-পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর মহেন্দ্রনাথ সোম প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের উপর কিছু মন্তব্য করেন। এই বিষয় সম্পর্কে নবীনচন্দ্র পালিতেরও একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। পাঠের পর আলোচনা সুরু হয়। কৈলাসচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন সদস্য এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। বাংলা কবিতা অর্ব্বাচীন, অশ্লীল, অনুন্নত ও উচ্চভাব বিরহিত বলিয়া প্রবন্ধ-পাঠক মন্তব্য করেন। এক বক্তা এমনও বলেন: "বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই।" বক্তারা প্রায় সকলেই এই মতের সমর্থন করিলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে সভাপতি মৌএট বাংলা কবিতার উপরে আলোচনা পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে (১৩ই মে ১৮৫২) ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মি. লিউইস 'ম্যাকবেথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।*

* দ্র. *The Bengal Hurkaru, etc.*, 21st April 1852.

পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে 'বাংলা কবিতা'র উপরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পূর্ব্বের সভায় মনে হয়, এই প্রবন্ধ পাঠের বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। সভাপতির বিশেষ অনুমতিতে ইহা পঠিত হইয়া থাকিবে। সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণেও হয়ত এই কারণে কবি রঙ্গলালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয় নাই। তবে এই প্রবন্ধটি এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবাদ যে তথ্যানুগ বা যুক্তিসহ নহে, কবি রঙ্গলাল এই প্রবন্ধে বাংলা কবিতা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং পাশাপাশি ইংরেজী কবিতার কোন কোন অংশ বসাইয়া তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেন। হরচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র পালিত এবং কৈলাসচন্দ্র বসুর কতকগুলি মন্তব্যের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় কবি রঙ্গলাল বেথুনের বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি সম্বন্ধে বলেন :

"আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্রং রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেন? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন ঈশ্বর সমীপে অত্যন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাঁহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।"*

৫

প্রথম বৎসরে সোসাইটির কার্য্য অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয়। প্রত্যেকটি মাসিক অধিবেশনের বিবরণ না পাওয়া গেলেও প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট বা কার্য্যবিবরণ হইতে সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যাদি এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনার বিষয় আমরা জানিতে পারিতেছি। প্রথম বাৎসরিক বিবরণের প্রথমেই অতি পরিষ্কার রূপে সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে :

> "The Bethune Society was established to promote among the educated Natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits and encourage a freer intellectual intercourse than can be accomplished by other means in the existing state of the Native Society."

এই উদ্দেশ্যে যে কার্য্য চলিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সোসাইটি সাহিত্য এবং বিজ্ঞান

---

* বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ। রঞ্জন পাবলিশিং প্রকাশিত, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১০নং, পৃ. ৩৬।

বিষয়ে আলোচনা-অনুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যেই মোট সদস্য-সংখ্যা হইল ১৩১ জন। তাঁহাদের মধ্যে ১০৬ জন ভারতীয়। সোসাইটির প্রথম বাৎসরিক বিবরণে প্রকাশ, এই বৎসর নয়টি প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে নিম্নে যে পঠিত প্রবন্ধসমূহের তালিকা দেওয়া গেল তাহাতে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ("বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ") উল্লেখ দেখি না। এটিকেও পঠিত প্রবন্ধ বলিয়া ধরা হইলে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি। পঠিত প্রবন্ধসমূহ বাদে ইঞ্জিনীয়ার কর্নেল গুড্উইন "Civil Engineering and Architecture" এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেনরি উড্রো "Electric Telegraph" সম্বন্ধে যথাক্রমে ১৮৫২, ২রা ও ২৯শে নবেম্বর বক্তৃতা দান করেন। মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের প্রায় সবগুলির উপরই বেশ আলোচনা চলিয়াছিল, আর এতাদৃশ আলোচনায় সভাপতি-সমেত বহু সুধীজন যোগদান করেন। কোন কোন প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। প্রবন্ধ-তালিকা এই :

"1. On the Sanitary Improvement of Calcutta—By Dr. S. G. Chuckerburty.

2. On Sanscrit Poetry—By the Rev. K. M. Banerjea.

3. On the Bengali viewed with reference to his physical, social, intellectual and moral habits, past and present—By Babu Issur Chunder Mitter.

4. On Bengali Poetry—By Babu Hur Chunder Dutt.

5. On the Tragedy of Macbeth—By Mr. Lewis, Principal of the Dacca College.

6. On a Comparative View of the European and Hindu Dramas—By Babu Koylas Chunder Bose.

7. On the Education and Training of Children in Bengal—By Babu Peary Churn Sircer.

8. On the Present State and Future Prospects of Agriculture in Bengal—By Babu Ramsunker Sein.

9. On the Relation and Absolute Advantages of Science and Literature in a Collegiate Education—By Prosuna Koomer Surbedhikaree."*

উক্ত বার্ষিক বিবরণে বলা হয় যে, ড. ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড ভূতত্ত্ব, এফ. জি. সিডন্‌স রসায়ন এবং আর. জোন্‌স অনুবীক্ষণ-যন্ত্র সম্বন্ধে চিত্রসহযোগে বক্তৃতা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে সুপণ্ডিত। মাসিক অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং সকলের সুবিধার জন্য সন্ধ্যা সাতটার পরিবর্ত্তে ছয়টার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি বাংলায় অনুবাদের যে প্রস্তাব ঢাকা হইতে আসে সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, প্রথমে সোসাইটির কার্য্যবিবরণী পঠিত প্রবন্ধসমূহ হইতে উৎকৃষ্টগুলি বাছাই করিয়া তৎসমেত ছাপা হইবে, এবং অনুবাদের কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে। বেথুন সোসাইটির শাখা পূর্ব্ব প্রস্তাব মত ঢাকার সদস্যগণ প্রতিষ্ঠা করেন। শাখা সমিতির কার্য্যকলাপ বিশেষ আশাপ্রদ ও উৎসাহজনক বলিয়া বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। সদস্যগণের চাঁদা দান সম্পর্কেও

* *The Bengal Hurkaru, etc,* 11th December 1852.

কর্তৃপক্ষ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিম্নের প্রস্তাবে ডাঃ মৌএটকে সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং স্থির হয় যে, সদস্যগণকে স্বেচ্ছামূলক চাঁদা দিতে আহ্বান করা হইবে। সোসাইটির কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় এরূপ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। প্রস্তাবটি এই :

"However thankful the Soceity may feel to the President for undertaking to pay all the expenses for one year, the Committee are of opinion, that, as the disbursement is now likely to increase, and as there are several gentlemen willing to join the President in bearing testimony of the interest they feel in the Association, the proposition as to raising a voluntary subscription should be entertained."*

প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ এবং জি. লিউইস প্রত্যেকে দশ টাকা করিয়া দান করেন। এই বিবরণে দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে সুপারিস করা হয়। প্রত্যেক সদস্য যাহাতে ষাণ্মাসিক অগ্রিম এক টাকা করিয়া চাঁদা দেন, একটি প্রস্তাবে তাহার বিষয় বলা হয়। আর একটি প্রস্তাবে একজন সহ-সভাপতির স্থলে দুই জন সহ-সভাপতি নির্ব্বাচনের এবং এই দুই জনের মধ্যে একজন ভারতীয়কে গ্রহণের কথা থাকে।

প্রথম বাৎসরিক সভায় দুইটি প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রত্যেক সদস্যের নিকট হইতে ষাণ্মাসিক এক টাকা করিয়া চাঁদা গ্রহণের বিষয় ধার্য্য হয়। পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল :

ডাঃ এফ. জে. মৌএট—সভাপতি

রামগোপাল ঘোষ,
পাদ্রী জে লঙ　} —সহ-সভাপতি

প্যারীচাঁদ মিত্র—সম্পাদক

মেজর জি. টি. মার্শ্যাল
পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর　} —গ্রন্থ-সভার সদস্য

এইভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, কৃষি, অর্থনীতি নানা বিষয়েই সোসাইটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হইল।

* *The Bengal Hurkaru, etc.*, 11th December 1852.

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণরামের কোটাল মালিনীর সহিত বাক্‌যুদ্ধ করার পর তাহাকে সোয়ারের হাওয়াল করিয়া দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল ; তাহা দেখিয়া সুন্দর ভয় পাইয়া সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিলেন। কোটালগণ চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কোটালের সেনা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সুন্দরের বিছানা টানিয়া ফেলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে বিশাল সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল। কোটালগণ সানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তাহাদের বিজয়-নাগরা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন—চোর ধরা পড়িয়াছে। রাজার নিকট হইতে কোটাল সুড়ঙ্গ খুলিতে আদেশ পাইল।

রামপ্রসাদও কৃষ্ণরামের অনুকরণে লিখিতেছেন, মালিনীকে সোয়ারের হাওয়ালে নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়া কোটাল চারি দিকে অনুসন্ধান করতে লাগিল, ফুলের বাগান ভাঙ্গিয়া তচনচ করিয়া দিল। তাহার পর তাহার ঘরে ঢুকিল। সুন্দর কোটালের ব্যাপার কিছু জানিতেন না। তিনি কালীমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। কাটাল 'ঐ চোর' বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। কোটালগণ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। কেহ কিছুটা প্রবেশ করিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার পর কোটালই খন্দক খুঁড়িতে আদেশ করিল।

মধুসূদন সুড়ঙ্গ আবিষ্কারের কথা বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ফেলিবার কথা বলেন নাই। মালিনী স্বীকার করিলেই কোটালগণ বিদ্যার গৃহ গিয়া ঘিরিয়া ফেলিল।

বলরাম ও রাধাকান্তের কাব্যে কি ভাবে সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, তাহা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। এখন ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গটি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন দেখাইতেছি।

ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণ অন্যরূপে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার প্রকরণটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার নিকট হইতে বিদ্যার মন্দির তল্লাস করিবার অনুমতি পাইয়া কোটাল যখন বিদ্যার মন্দিরের দিকে চলিল তখন—

কোটাল বিদ্যার ঘরে সুরাথ সন্ধান করে
কোন্ পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব কেমনে চোরেরে পাব
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ মোর॥

তাহার পর কূটবুদ্ধি কোটাল ঘরের ভিতরে গিয়া শয্যা টানিয়া ফেলিয়া পালঙ্ক সরাইতেই সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সিন্দুর প্রসঙ্গ, খন্দকখনন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া

সহজ সরল ভাবে, যে ভাবে পুলিশে খানাতল্লাসী করে, সেই ভাবে অনুসন্ধান করিয়া অতি সহজেই সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করাইয়াছেন। এইখানেই ভারতচন্দ্রের বিশেষত্ব।

চোর ধরা

চোর ধরা প্রসঙ্গটি অধিকাংশ কাব্যে চারি প্রকরণে বিভক্ত—(ক) খন্দক খনন, (খ) সুন্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ, (গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধরা এবং (ঘ) বিদ্যার বিলাপ, রাণীর ও নারীগণের আক্ষেপ। আমরা একে একে এই প্রকরণগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

(ক) খন্দক খনন

গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—কোটাল সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করিয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে লোক পাঠাইল এবং এদিকে সুড়ঙ্গ পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিল। সুড়ঙ্গ যে কোথায় গিয়াছে তখন তাহা না জানিলেও সন্দেহ করিল যে, তাহা বিদ্যার গৃহে গিয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া কেহ সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, দু একজন সাহস করিয়া কিছুটা গিয়াছিল।

দেখিল সুড়ঙ্গপথ মহাজ্যোতির্ম্ময়। বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে অপূর্ব্ব সকল।
জন দুই চারি গিয়া উঠিল তথায়॥ যাইতে চলিল পথ সুগন্ধি শীতল॥

কোটালের চরের মুখে রাজা সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সেই রাত্রে কিছু না করিয়া পরদিন প্রভাতে খন্দক খুঁড়িতে লোক পাঠাইলেন—সুড়ঙ্গটি মাটির উপর হইতে খুঁড়িয়া খালের মত কাটিয়া ফেলা হইল। গোবিন্দদাস সুড়ঙ্গ খনন অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যা শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সুন্দরকে নারীবেশ ধরিতে পরামর্শ দিলেন।

রামপ্রসাদ কোটাল কর্ত্তৃক এই সুড়ঙ্গ খনন বৃত্তান্ত যথেষ্ট বাড়াইয়া লিখিয়াছেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসরকার হইতে কি করিয়া লোকদিগকে জোর করিয়া মজুর খাটান হইত, তাহার একটা চিত্র দিয়াছেন—

"খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম। সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম॥
যারে পায়ে তারে ধরে গালে মারে চড়। পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি॥ মজুরের নিঘাবানা পাঁচ শত ঢালী।

রামপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে গুজব প্রচারের একটি সাময়িক চিত্র দিয়াছেন—

"খোসতত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা। সহরে গুজব ওঠে একে এক শত।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥ গল্প ঝাড়ে বড়ই আটার-মেসে যত॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা। দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
কেহ বলে কে ভাই উহার সরে পিছা॥ পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥

ইহার পর রামপ্রসাদ ঘটা করিয়া খন্দক খননের বর্ণনা করিয়াছেন।

বলরামের কোটালগণ সুড়ঙ্গপথেই বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সেখানে এই খন্দক খননের প্রশ্নই উঠে না এবং মধুসূদনের কাব্যে মালিনী সকল কথা স্বীকার করায় কোটালগণ সরাসর বিদ্যার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাতেও এ প্রসঙ্গ নাই।

(খ) সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

সুন্দর বিদ্যার গৃহে পলাইয়া গেলে বিদ্যা তাঁহাকে নারীবেশে সখীগণের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন। এ সম্বন্ধে গোবিন্দদাস বিশেষ কিছু বলেন নাই। কেবল—

"বস্ত্র আভরণ পরি স্ত্রীর বেশ ধরি। সখীর সমাজে রহে করিয়া চাতুরী॥"

এই বলিয়াই শেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম সুন্দরের নারীবেশ ধারণের কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যা সুন্দরকে নারীবেশ ধরাইবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, দশরথ নারীবেশ ধরিয়া পরশুরামের হাত হইতে বাঁচিয়াছিলেন। রাজপুত্র সুন্দর সহজে ভীরুর ন্যায়, যে নারীবেশ ধারণ করেন নাই তাহাই কবি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

দেখিবে কোটাল আসি তোমারে এখনি। এক যুক্তি বলি যদি অন্য নাহি করো।
ধরিলে কেমনে জীবে বিদ্যা অভাগিনী॥ তেজিয়া এই ত বেশ নারী বেশ ধরো॥

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামেরই পথানুসরণকারী তাঁহার মৌলিকতা কিছু নাই তিনি কেবল নারীবেশধরার স্বপক্ষে কয়েকটি বিভিন্ন পৌরাণিক উদাহরণ দিয়াছেন মাত্র।

এখানে রামপ্রসাদ প্রথম যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহা সময়োপযোগী হয় নাই। নিতান্ত কৃষ্ণরামের অনুকরণ হইয়া যায় বলিয়া এই দুইটি উদাহরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। বলরামের বিদ্যাকে কোন যুক্তি দেখাইতে হয় নাই বিদ্যা বলিবামাত্রই সুন্দর নারীবেশ ধরিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের কাব্যে সুন্দরই স্বয়ং ভয় পাইয়া বিদ্যার মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"কোটাল ধরিতে আসে কহ ত্রাণ পাব কিসে
সার যুক্তি বলহ সুন্দরী॥"

তাহার পর বিদ্যা তাঁহাকে নারীবেশে সজ্জিত করিলেন।

দ্বিজ রাধাকান্ত ও ভারতচন্দ্রের plot সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সুতরাং এ প্রসঙ্গ তাঁহাদের কাব্যে নাই।

গোবিন্দদাসের কাব্যে সুন্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ সম্বন্ধে দুই পংক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। কৃষ্ণরাম তাহার কিছু বর্ণনা দিয়াছেন। রামপ্রসাদ আরও একটু বিশদ করিয়া এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানে রামপ্রসাদ যথেষ্ট কবিত্ব ও রসবোধ দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণরামের plot লইলেও তাঁহার কাব্য এখানে মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। বলরাম এ বিষয়টির

বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই। কোটালের তাড়ায় বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সুন্দর যখন আশ্রয় চাহিলেন, বিদ্যা তখন তাঁহাকে নারীবেশ ধরিতে বলিয়া—

"কুলুপিয়া শঙ্খ পরাইল দুই করে। নানা আভরণ তার পরাইল অঙ্গে।
ললাটে করিল শোভা সুরঙ্গ সিন্দূরে॥ কামিনী জিনিয়া রহে সখীগণ সঙ্গে॥"

মধুসূদনের বিদ্যা সুন্দরের প্রাণ বাঁচাইবার আশ্বাস দিয়া—

"সকল সখীর মাঝে বসাইয়া যুবরাজে
কামরূপী হল নিতম্বিনী।
শোভে যত অলঙ্কার অঙ্গদ বলয়া হার
রুনুঝুনু কটিতে কিঙ্কিণী॥
সিন্দূর চন্দনবিন্দু বদন শারদ ইন্দু
হাসি হাসি করে ঝলমল।
পাশুলি অঙ্গুলী আগে নয়নে কজ্জল লাগে
ঝলমল বউলি কুণ্ডল॥"

ভারতচন্দ্র ও দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ প্রসঙ্গ নাই। ভারতচন্দ্র কোটালদিগকে নারীবেশ ধরাইয়াছেন; তাহাতে কোন কবিত্ব বা বিশেষত্ব নাই।

(গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধরা

সুন্দর বিদ্যার সখীগণের মধ্যে নারীবেশে আত্মগোপন করিলে কোটাল ফাঁপরে পড়িল। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও মধুসূদনের কোটাল মালিনীর গৃহে সুন্দরকে চাক্ষুষ করিয়াছিল এবং তাহাকে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। সুতরাং চোর যে বিদ্যার গৃহে নিশ্চিত আছে সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

কোটাল সিন্দূরের উপর পায়ের ছাপ দেখিয়া চোর ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতেও সক্ষম হইল না। সিন্দূরের এই ভাবে প্রয়োগ আর কোন কবি করেন নাই। গোবিন্দদাসের এই "সিন্দূরের মুণ্ডলি" পরবর্তী কবিগণকে বিদ্যার সমস্ত গৃহে সিন্দূর লেপনে প্রবর্তিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পর কোটাল এক ফন্দি করিলেন। তাহার সম্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—বিদ্যাকে একদিকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিয়া সাত গজ দীর্ঘ ও আন্দাজমত প্রস্থ একটি খন্দক কাটিল ও বলিল—

"ধর্ম্মের দোহাই তাহার সাক্ষী কালী মা।
পুরুষ হইয়া যদি বাড়াও বাম পা॥"

করতালি দিয়া কোটাল 'ধর্ম্ম তরাইল'। সখীগণ খন্দকের ধারে দাঁড়াইয়া খন্দক লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণরাম গোবিন্দদাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে সিন্দুরের মুণ্ডলি প্রভৃতির বর্ণনা করেন নাই। সুড়ঙ্গ খুলিয়া বিদ্যার মন্দিরে গিয়া কোটাল রাজকন্যা ও তাহার দশ জন সখী ব্যতীত কোন পুরুষকে না দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তাহার পর স্থির করিলেন যে, সখীগণের মধ্যেই সুন্দর লুকাইয়া আছেন।

রামপ্রসাদের কোটালও ঐরূপ বিদ্যার গৃহে পুরুষ না দেখিয়া নারীগণের মধ্য হইতে চোরকে ধরিবার জন্য একই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বিদ্যার সখীগণের সংখ্যা কত ছিল রামপ্রসাদ তাহা বলেন নাই।

বলরামের কোটাল অনুচরসহ সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার গৃহে উপস্থিত লইয়াছিল। কোটাল বিদ্যার গৃহে গিয়া বিদ্যাকে সুড়ঙ্গপথ দেখাইয়া তিরস্কার করিয়া কহিল—

"লাজ কুল খাইয়া রাজসুতা হৈয়া
করিলি এই মহৎ।"

তাহার পর অনুচরগণকে বলিল, এই সখীগণের সংখ্যা দশ, সকলেরই একইরূপ বয়স ও আকৃতি। সুতরাং কে পুরুষ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তখন ভ্রাতা খুরধার বলিল—

"কোদাল আনিয়া খাদ কাটহ দুয়ারে।
এই যুক্তি বিনে নাঞি কহিনু তোমারে॥"

দুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাত প্রস্থ একটি গর্ত কাটিয়া বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া—

"কোটাল বলেন তবে শুন নারীগণ। দৈবে মরণ আছে বিধির লিখন॥
আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে। সেই জন করে যদি স্বধর্ম্ম লঙ্ঘনে॥
পঞ্চমপাতকী তবে সেই জন হয়। আপনার ধর্ম্ম সেই কপটে লঙ্ঘয়॥
নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বামপদে যায়। পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিবে লঙ্ঘন। নরকের কুণ্ডে তার হইবে বন্ধন॥
ধর্ম্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন। বাহিরে আইস যত আছ সখীগণ॥"

মধুসূদন এখানে কিছু নূতনত্ব করিয়াছেন। সুন্দর নারীবেশে সজ্জিত হইলে কোটাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চোরকে না দেখিয়া বিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে চোর আসিয়াছে, সে কোথায় গেল। বিদ্যা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, কে চোর, কে সাধু, জানি না; তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ। কোটাল তখন চোরকে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া বলিল—

"শুন গো রাজার বালা কত তুমি জান ছলা
তোমার চরণে নমস্কার॥"

এ দিকে মালিনীর ঘর হইতে কোটালের অনুচরগণ সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোটাল তখন বিদ্যার সখীগণকে গণিয়া দেখিল, তাহাদের সংখ্যা বারো, অথচ বিদ্যার সখীর সংখ্যা মাত্র এগারো জন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে একজন চোর। তখন

সে একটা পরিখা কাটাইল এবং বলিল—"এই নিয়ম করিলাম যে নারীগণ এই পরিখা বাম পদে লঙ্ঘন করিবে, পুরুষ হইলে সে দক্ষিণ পদে লঙ্ঘন করিবে ; ইহার অন্যথায় চৌদ্দ পুরুষ নরকে বাস করিবে, এই আমি শপথ দিলাম।"

কৃষ্ণরাম এ ক্ষেত্রে ঠিকে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, বিদ্যার সখীর সংখ্যা দশজন মাত্র—কিন্তু খন্দক লঙ্ঘনের সময় যে নামের তালিকা দিয়াছেন, তাহা চল্লিশ জনেরও অধিক। কৃষ্ণরাম একটু রহস্য করিয়া লিখিতেছেন—সকল সখী বাম পায়ে লঙ্ঘন করিয়া গেল, কিন্তু—

"ক্রমে এক সহচরী দক্ষিণ চরণে ভরি
রহে গিয়া খন্দকের কূলে।
সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর
তখন ধরেন তার চুলে॥
সখী কম্পমান ডরে কাপড় খসিয়া পড়ে
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
কেহ পড়ে কার গায় বিদ্যা কটু বলে তায়
কবি কৃষ্ণরাম রস ভাষে॥"

রামপ্রসাদ বিদ্যার সখীর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। সুতরাং তিনি যে পঁচিশ জন সখীকে খন্দক লঙ্ঘন করাইয়াছেন, তাহা অশোভন হয় নাই। বলরাম গুণিয়া গুণিয়া নয় জন সখীকে পার করাইয়াছেন এবং দশম সখীর বেলায় লিখিতেছেন—

"নবমেতে পার হৈয়া গেল পদ্মাবতী।
কুমার ঠেলিয়া পার হৈলা বিদ্যা সতী॥"

অর্থাৎ সুন্দরকে পার হইতে না দিয়া বিদ্যা আগেই পার হইয়া গেলেন, যাহাতে সুন্দর তাঁহার পথ অনুসরণ করেন। মধুসূদনের বিদ্যাও সুন্দরের আগে বাম পদে লঙ্ঘন করিয়াছেন। মধুসূদন এই খন্দকলঙ্ঘনে কিছুটা রসিকতা করিয়াছেন। একজনের মাথার কাপড় খুলিয়া গেল, একজন লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খাতের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া কোটালের চরেরা হাসিতে লাগিল।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, কোটালের শপথ উচ্চারণমাত্রই সুন্দর মনে মনে দক্ষিণ পদেই খন্দক লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের সুন্দরও একই কথা ভাবিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ভাবিয়াছেন, তাঁহার জন্য কোটাল সবংশে মরিবে, তাহা উচিত নহে।

গোবিন্দদাস, বলরাম ও মধুসূদনের কাব্যে সুন্দর খন্দক লঙ্ঘন কোন্ পায়ে করা কর্তব্য, তাহা চিন্তা করিয়াছেন। সখীগণ খন্দক লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার পর গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—

"হেনকালে সুন্দর করেন বিমরিষ। খন্দক ডেঙ্গাই যেবা করে জগদীশ॥
চোর হইয়া মুঞি থাকিব কত কাল। ডাইন পা বাড়াইব যে করে গোপাল॥"

বলরামের সুন্দর রামপ্রসাদের সুন্দরের অনুরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

মধুসূদনের সুন্দর কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তবে শপথ লঙ্ঘন করিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ইহাই তাঁহার মনে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

ইহার পর কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে যে দীর্ঘ কথোপকথন সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা আর কোন কাব্যে নাই। রামপ্রসাদের কাব্যে বিদ্যা এখানে বলিতেছেন, সুন্দর ধরা পড়িলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং তাহার মরণে বিদ্যাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু—

"নহে শাস্ত্রসম্মত সমস্তা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনাশূন্য পিতা॥"

তাহার পর বিদ্যা রাজনীতি ও পৌরাণিক ঘটনার দোহাই দিয়াছেন। সুন্দরও রামের লক্ষ্মণবর্জনের কথা ও যুধিষ্ঠিরের সহিত ধর্মের আলাপের কথা ও সহোদর ভাইকে না বাঁচাইয়া বৈমাত্রেয় ভাইদিগকে বাঁচাইবার অনুরোধ করার কথা বলিয়াছেন এবং বিদ্যার যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। শেষে সুন্দর এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—

"সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস। কোন চিন্তা নাহি মত্তকুঞ্জরগামিনি।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥ দুঃখ দূর করিবেন পুরারি কামিনী॥
ভবিষ্যত কর্ম্ম এই ক্ষণে কেন ভাবি। ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥ শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥

এই সমস্তই কৃষ্ণরামের কাব্যের অনুকরণ এবং তাহাই বেশী করিয়া বাড়াইয়া লেখা হইয়াছে।

তাহার পর যেই সুন্দর দক্ষিণ পা বাড়াইয়া খন্দক লঙ্ঘন করিয়াছেন, অমনি কোটালগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে ও তাঁহার ছদ্মবেশ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতচন্দ্র চোর ধরা প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কোটাল মন্দিরে প্রবেশ করিতেই বিদ্যা সখী মাতার নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গ দেখিয়া কোটালগণ নারীর ছদ্মবেশে সুন্দরকে ধরিবার পরামর্শ করিল। সুন্দর নিশ্চয়ই বিদ্যার নিকট সেই সুড়ঙ্গপথে আসিবেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। কোটালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকেতু বিদ্যার ছদ্মবেশে আর অন্যান্য ভ্রাতাগণ সখীর ছদ্মবেশে রহিল। এইরূপে তের জন রহিল বিদ্যার গৃহের মধ্যে, আর অন্যান্য সকলে আট দিকে নানা সাজে রহিল। কোটাল থানায় থানায় হরকরা নিযুক্ত করিল। সোনা রায় রূপা রায় দুই জন মায়েব কোটাল ফাটকে বসিল। চারি জন জমাদার নগরের চারি দ্বার আগলাইয়া রহিল। সমস্ত নগরে কোটালের পিসী সাত শত মেয়ে লইয়া চোর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিদ্যা এ দিকে চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন যে সুন্দর তাঁহার লোভে ঘরে আসিবেন। সত্য সত্যই কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘরে আসিলেন এবং ধরা পড়িলেন।

ভারতচন্দ্র চোর ধরা প্রসঙ্গে যথেষ্ট আধুনিকতা ও সহজ ভাব আনিয়াছেন। মধ্যযুগসুলভ খন্দক লঙ্ঘনাদির আশ্রয় না লইয়া তিনি যে নূতনত্ব করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পর কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোটালের উল্লাস বর্ণনা আছে; অন্যান্য কবির কাব্যে তাহা নাই। এই বর্ণনায় ভারতচন্দ্র নিঃসংশয়ে কৃষ্ণরামের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। তবে তিনি পয়ারের অলিঝাঁপ ছন্দে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপর দুই কবির কাব্যের বর্ণনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ভারতচন্দ্র এখানে সুন্দরকে দিয়া আক্ষেপ করাইয়াছেন।

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—কোটাল পটুকা খুলিয়া সুন্দরের হাত বাঁধিয়া দিল, সুন্দর কুপিত হইয়া হাত খুলিয়া ধাক্কা দিয়া কোটালকে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর পুরুষের ছাঁদে বস্ত্র পরিয়া এলো চুল বাঁধিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্তু রাজাকে ভৎর্সনা করিবার জন্য সাধ করিয়া ধরা দিলেন। এই সব অস্বাভাবিকতা ভারতচন্দ্রের মধ্যে নাই।

রাধাকান্তের কাব্যে আছে—সুন্দর মালিনীর গৃহে ধরা পড়িয়াছিলেন। কোটাল ও সুন্দরের মধ্যে এই সময়ে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হইয়াছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দুই ভাই চলি জাএন বৃক্ষনীচ দিয়া।
সীতা স্মরি জাএন রাম বিলাপ করিয়া ॥

ভণিতা—

অদ্ভুত আচার্য্য কবি শ্রীরামকিঙ্কর।
কিষ্কিন্ধ্যাতে গাইল পাচারি মনোহর ॥

শেষ—

বানরের কথা শুনি প্রভু নারায়ণ।
ধন্য ২ প্রশংসিলা সব কপিগণ ॥
এহিমত সৈন্যচয় হইল ঋষ্যমূকে।
রাজাসনে আছে রাম পরম কৌতুকে ॥
জে বা জনে শোনে রামের মহিমা অপার।
শমন দমন (?) কভু নাহিক তাহার ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করে নানা স্তুতি।
জনমে২ হউক রামেত ভকতি ॥
অদ্ভুত আচার্য্য কবি শ্রীরামকিঙ্কর।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিলেক অতি মনোহর ॥

ইতি কীস্কীন্দা কাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত ॥ সন ১২৪৩ সন বাঙ্গলা তেরিখে ১৪ পৌস সকীয় পুস্তক সক্ষর শ্রীযুগলকিশোর দাসস্য সাকীম চাকুলে পরগণে ভাওাল হিস্যে ॥৴০ নও আনী ॥

—

৫৫৩। **রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।**

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-৬৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল। আরম্ভ—

নম গনেসায় নমঃ ॥ নম বাগদেবিঐ নমঃ ॥
অথ সুন্দরাকাণ্ড লিক্ষতে ॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সীতা দেবীর বিহা।
অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম রাজ্য হারাইয়া ॥
... ...
বসি আছেন রামচন্দ্র ত্রৈলোক্যসুন্দর।
দক্ষিণ পাশে বসি আছে সুগ্রীব বানর ॥
রাম পাশে বসি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ।
যোড়হস্তে দাড়'ইছে জত কপিগণ ॥
সমুখেত জাম্ববান্ দাড়াইয়া আগে।
যোড়হস্তে স্তুতি করি বলিবারে লাগে ॥
জাম্ববানে বলে গোসাই কর অবধান।
সাগরের কূলে থাকি স্থির নহে প্রাণ ॥
মোর মনে হেন লয় শুন অধিকারি।
দূত পাঠাইয়া দেয় কনকলঙ্কাপুরি ॥

ভণিতা—

অদ্ভুত আচার্য্য কহে না কর ক্রন্দন।
পাইবা সীতার লাগ অশোকের বন ॥

পুথির মধ্য অংশের পর হইতে আর অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা দেখা যায় না। তৎ-পরিবর্ত্তে—'জানকীর বার্ত্তা আইল সুন্দরা-কাণ্ডয়। কেবল অজ্ঞানে বোলে রামের বিজয় ॥' এইরূপ নামহীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। 'শ্রীরামচরণতলে কেবল অজ্ঞানে বলে,' এইরূপ আরও অনেক স্থলে এই কবি নিজেকে 'অজ্ঞান' নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি নিজের নাম কেন প্রকাশ করেন নাই, নিম্নোদ্ধৃত ভণিতায় তাহা জানা যায়।—

কেবল অজ্ঞানে বোলে শ্রীরামের দাস।
লোকের ইঙ্গিতে নাম না কৈল প্রকাশ॥
—৬০ পত্র।

শেষ—

বান্দিয়া সাগর পার লাগ পাইলা লঙ্কার
ভালুক বানর করি সঙ্গে।
অসংখ্য বানরসেনা লঙ্কাপুরি দিল হানা
রাবণ জিনিব করি রঙ্গে॥
... ...
রাবণ বধের হেতু বান্ধিল সাগরে সেতু
দেবতার হইবে উপকার।
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ লঙ্কা হইল প্রবেশ
বুদ্ধিনাশে করিল প্রচার॥
... ...

ইতি পঞ্চম খণ্ডে সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত॥ সন ১২৪৩ সন মাহে ৮ বৈসাখ॥...

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মজাইয়া মন।
চন্দ্রকিশোর দাসে কয় গীত রামায়ণ॥

এই চন্দ্রকিশোর সম্ভবতঃ লিপিকরের নাম হইবে।

৫৫৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ৩, ৫-২০, ৪০-৪৫, অসম্পূর্ণ। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫।৹×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ—

মায়া করি আইলাম বানরের হইয়া বেশ।
তোমার কটকে আমি হইলাঙ প্রবেশ॥
বিভীষণ আমার মায়া করিল বিদিত।
আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত॥
এতেক শুনিয়া তবে বোলে রঘুনাথে।
ধর্ম্মজ্ঞান নহে আমার দূতেক দণ্ডিতে॥
আমার বচন তোরা শুন দুই চর।
একে একে লেখি তোরা যতেক বানর॥

ভণিতা—

সারণের মুখে রাজা চিনে সেনাপতি।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী॥

৪৫ পত্রের শেষ—

আইল অঙ্গদবীর শ্রীরামের আগে হইল স্থির
কপিগণে বেড়িল সকল।
অঙ্গদ করিল প্রণাম হরিষে পুছেন শ্রীরাম
কহ বাপু কার্য্যের কুশল॥
তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি গেইলাম লঙ্কাপুরি
বিচিত্র দেখিলাঙ স্থানে স্থান।
গড়ের উপরে থাকা দেখিলাঙ লঙ্কা কিবা

৫৫৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ৩-৬, ৯-১৩০, অসম্পূর্ণ। ৯০ হইতে ৯৮ পত্র দুই বার আছে। শাদা রঙের তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৩য় পত্রের আরম্ভ—

হেন কালে তাঁহাকে দেখিল বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া রাক্ষসে ভাল জানে।
দুই চর চিনিয়া ধরিল বিভীষণে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল বেথা।
বানর ধরিয়া করে অনেক অবস্থা॥
বিভীষণের কথায়ে বানর মারে চড়।
চুলে ধরি নিয়ে চলে শ্রীরাম গোচর॥
বিভীষণে চর নিল রামের গোচর।
বান্দিয়া ধরিয়া নিল রাম বরাবর॥

বসি আছেন রামচন্দ্র ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
ডাহিনে বসিয়া আছেন সুগ্রীব বানর॥
সম্মুখে বসি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ॥

ভণিতা—

হেন রাম নাহি চিন শুন মূঢ়মতি।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী॥

১৩০ পত্রের শেষ—

সূর্য্য কহেন তোরে কহি মোর নাম ভানু।
তোমায় আমাএ মিত্র হইল মোর নাম হনু॥
মিতা২ বলি তখন হনু মহাবলী।
সূর্য্যকে ধরিয়া বীর করে কক্ষস্থলি॥
সূর্য্য বন্দী করে বীর বড়ই প্রকারে।
কক্ষস্থলি থাকি বীর উকি ঝুকি মারে॥
সূর্য্যেরে করিয়া বন্দী হরষিত মন।
অন্তরীক্ষে জাএ বীর ভাবি নারায়ণ॥
পবনগতি হনুমান পবননন্দন।
পাছু থুয়্যা আইলে তুমি গন্ধমাদন॥
সুমেরু পর্ব্বত আমি আছিএ দক্ষিণে।
নেউটিয়া জাহ তুমি গন্ধমাদনে॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত আছে কৈলাসের কাছে।
ঔষধ লইয়া যাহ যাবৎ রাত্রি আছে॥
এখন পোহাইতে আছে দুই প্রহর রাতি।
দুই প্রহর ঔষধ লইয়া জাহ শীঘ্রগতি॥

ইহার পরে লিপিকর আর অগ্রসর হন নাই।

৫৫৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-২, ৪, ৪৬-৯৮, ১০১-১২৪, ১৮৫-১৮৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর। পরিমাণ ১৫॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥···

লঙ্কাকাণ্ড লিখ্যতে॥

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং [ইত্যাদির পর]

চিপিলেই সত্ত জেন পাই ইক্ষুদণ্ডে।
জিজ্ঞাসিলে মধু পাই পোথা লঙ্কাকাণ্ডে॥
সূর্য্যবংশের কথা ভাই জগত বাখানি।
হিমালয় বৎস করি দুহিল মেদিনী॥
কোন রাজা সসৈন্যে পৃথিবী কৈল দান।
কোন রাজা জিনিলেক সহস্রনএান॥
কোন রাজা জিনিল মেদিনীমণ্ডল।
কোন রাজা বাহুবলে খুদিল সপ্ত সাগর॥
··· ··· ···
কোন রাজা স্বর্গের গঙ্গা আনিল ক্ষিতিতলে।
তিন লোক পবিত্র করিল গঙ্গাজলে॥
হেন সূর্য্যবংশে প্রভু করিল অবতার।
শুনিলে জাহার গুণ তরিব সংসার॥
··· ··· ···
সসৈন্যে রাম যদি তরিল সাগর।
শুকসারণেক ডাক দিয়া আনিল লঙ্কেশ্বর॥

ভণিতা—

হরষিত রামচন্দ্র বানরের আনন্দ।
অদ্ভুত আচার্য্য মুখে বোলে রামচন্দ্র॥

১৮৬ পত্রের শেষ—

বিভীষণ আসিয়া করিল জোড় কর।
রামের আগে বিভীষণ বোলেন উত্তর॥
জটা বন্ধ তেজ প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ক্রিয়া সাঙ্গ করহ তবে ভাই দুই জন॥
স্নান করি পরহ দুহে উত্তম বসন।
তোমা সভার সেবা করুন পদ্মিনী সকল॥
··· ··· ···
নাপিত আনিতে রাজা কহে ততক্ষণ।
জটা বাকল এড়ে রাম অঙ্গের অভরণ॥

একত্রে চারি ভাই করহ দরশন।
স্নান করি পরে রাম দিব্য বসন॥

ইহার পরে আর তুই পঙ্‌ক্তি লিখিয়াই লিপিকর এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—'বিস্তর তুঃখ॥ যে পুথী জে মন্দ বোলে শেহি মন্দ জন॥' শেষ অংশ খণ্ডিত, সুতরাং ইহার পরে লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১, ৫২, ৮৬ এবং ১০৫ পত্রে এইরূপ লিখিত আছে—'প্রথম আরম্ভ ১০ বৈশাখ' (১ পত্র)। 'সন ১২২৮ সন বার শও আঠাইশ সাল আরম্ভ ১৫ পোনরহি বৈশাখ এহি পুস্তক শ্রীযুত রক্ষাকর মৈত্রেয় সাকীন গুড়নই' (৫২ পত্র)। 'শ্রীশ্রীদুর্গা সন ১২২৮ সাল' (৮৬ পত্র)। 'তারিখ ৭ জৈষ্ঠ। রবিবার সন ১২২৮ সাল এহি পুস্তক শ্রীরক্ষাকরস্য মৈত্রেয় শ্রীশ্রীরামের দাশ সাকীন গুড়নই পং আমটোল' (১০৫ পত্র)।

—

৫৫৭। রাধাকৃষ্ণবিলাস।

রচয়িতা—ভবানী দাস। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। ১৪ হইতে ১৭ পত্রের দক্ষিণ দিকের কতক অংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পুথির বিষয়—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের বর্ণনা। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

প্রণমহোঁ রাধা [কৃষ্ণ] ভক্তিয় বিশেষ।
সর্ব্ব দেবগণ জাথে ভাবেন উদ্দেশ॥
এক প্রাণ এক বুদ্ধি এক রাধা কানু।
কৃপা করিবার লাগি হইলা দুই তনু॥
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের শরীরে।
তিন দেব হইয়া আছে ব্রহ্মার শরীরে॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু হইলা ব্রহ্মা রজগুণে।
তমগুণে শিব হইলা বিদিত ভুবনে॥
ত্রিগুণের পর কৃষ্ণ গুণের নিধান।
ব্রহ্মশরীর হইয়া হইলা ভগবান॥
পৃথিবীর ভার প্রভু খণ্ডাব বারে বারে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু মথুরা নগরে॥
হেন রাধাকৃষ্ণ বন্দো মথুরা নগরে।
জার গুণবিলাস গায়এ মহেশ্বরে॥

কবির পরিচয় এবং গ্রন্থরচনার কারণ—

পতিগুানিবাসি ঘোষ ভবানী অবোধা।
জনক যাদবানন্দ জননী যশোদা॥
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে নন্দ উৎসব দিনে।
বিপ্ররূপে প্রভু আজ্ঞ করিল আপনে॥
তাহার আজ্ঞায় আমি দানখণ্ড করি।
সুধাসিন্ধু মাঝে যেন আনন্দে বিহরি॥

ভণিতা—

ভবানী দাস বোলেন রাধাকৃষ্ণবিলাস।
জে জন শুনে তার গোলোকে হয় বাস॥

শেষ—

এতেক বুলিঞা আয়ান রাধা লইঞা জায়।
কৃষ্ণ রহিলা সেই কদম্বতলায়॥
হেন অদভুত কথা শুন সব [জন]।
অজ হইঞা ক্রীড়া করেন লইঞা
গোপীগণ॥
... ...
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড শুন সর্ব্বজন।
... ...তার বৈকুণ্ঠে গমন॥
ভক্তির সমান নহে কভু পুণ্য দান।
ভজিলে সে জানিহ ভাই ভক্তিপদজ্ঞান॥
ভক্তি করিঞা ভজ শ্রীগুরুচরণ॥
ইতি......স্তক সমাপ্তঃ॥

——

৫৫৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষের যুদ্ধ।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৭ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৬৭ সাল। আরম্ভ—

নম গণেশায় নমঃ ॥
অথ মকরাক্ষের যুদ্ধ লিক্ষতে ॥
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল করিয়া মহারণ।
দূতমুখে বার্ত্তা পাইল রাজা দশানন ॥
দুই ভ্রাতৃপুত্র মৈল শুনি দশানন।
সিংহাসন হতে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥
বিস্তর কান্দিল ভ্রাতৃপুত্রের কারণে।
বানরের বলে লঙ্কা মজিল এত দিনে ॥
ভূমিতে লুটাইয়া কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কার বসতি জে বিফল হৈল মর ॥
দুই ভ্রাতৃপুত্র মব তুসর জীবন।
মাথে হাত দিয়া কান্দে রাজা দশানন ॥

ভণিতা—

অদ্ভুত আচার্য্য কবি শ্রীরামকিঙ্কর।
লঙ্কাকাণ্ডে বিরচিল লাচারি মনোহর ॥

শেষ—

সমাই মিলিয়া তবে করএ মন্ত্রণা।
চারি দ্বারে কপাট দিয়া যুদ্ধ কর মানা ॥
তবে ত কপাট দিল চারিখান দ্বার।
লঙ্কার বাহিরে কেহ না জাএ যুজিবার ॥
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী।
শ্রীরামচরণ বিনে অন্য নাহি গতি ॥
শ্রীরামের শ্রীপাদপদ্ম মনে করি আপ্ত।
মকরাক্ষের যুদ্ধ লিখি করিল সমাপ্ত ॥
ইতি মকরাক্ষ যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ॥

৫৫৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডে বীরবাহুর যুদ্ধ।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-৫, অসম্পূর্ণ। শাদা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। দ্বিতীয় পত্র ছিন্ন এবং প্রতি পত্রেরই দক্ষিণ অংশ কিছু কিছু নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৬৷৷০ × ৫৷০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

নম গণেশায় নমঃ [ইত্যাদি] ॥
অথ বীরবাহুর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥
কলিতে হরির নাম প্রচার হইল।
সুজনে পাইয়া নাম বিস্তার করিল ॥
হরিকথা শুন ভাই যুড়াবে শ্রবণ।
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
কে কহিতে পারে রামের অনন্ত মহিমা।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা যারে দিতে নারে সীমা ॥
দূত পাঠাইয়া বার্ত্তা জানিল রাবণ।
মহি বধ করি আইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
পুত্রের মরণে রাজা হইল কাতর।
পুত্র২ বলি রাবণ কান্দিল বিস্তর ॥

ভণিতা—

অদ্ভুত আচার্য্য কয় শ্রীরামচরণ।
সংগ্রামে চলিতে রাজা করিল গমন ॥

শেষ—

পলাএ বানরগণ না রহে সংগ্রামে।
দূরে থাকি দেখে তারে লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
বিভীষণ স্থানে জিজ্ঞাসেন রঘুবর।
কোন্ বীর রণে আইল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
বিজয়কার্ম্মুক হাতে আইল কোন্ বীর।
তাহা দেখি বানরগণ কেহ নহে স্থির ॥
নিরক্ষিয়া চাইয়া বলিল বিভীষণ।
বীরবাহু যুদ্ধেতে আইল নারায়ণ ॥

রাবণের পুত্র বীর ভাজন চাতোর (?)।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ রণে মহাশূর ॥
রামচন্দ্র বিভীষণ এ কথা কহিতে।

ইহার পর লিপিকর আর অগ্রসর হন নাই। প্রথম ও তৃতীয় পত্রের শেষে 'নি শ্রীচন্দ্রকিশোর' এইটুকু লিখিত আছে।

৫৬০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ৬-৭, ৩৫-১৭৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৷৶০ × ৫ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল নাই। তবে ৯৯ সংখ্যক পত্রের ভিতরপৃষ্ঠে একটি জমাখরচের শীর্ষভাগে 'সন ১১৫৩' লিখিত আছে। উহাতে যে একটি তালুকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই—

'রোজনামা কোড়ি মৌজে কেব্বা তপ্যে চাপৈলা পরগণে ভাড়ুয়া সরকার বাজুহায় তালুক শ্রী৺ কালাচান্দ।' ষষ্ঠ পত্রের আরম্ভ—

তখনে জানিলাম আমি দেব নারায়ণ।
কৃপার সাগর রাম কমললোচন ॥
পুরুষ পুরাণ রাম ভুবন জিনি বেশ।
... ... দন্তে ভ্রমর বৈসে (?) ॥
দূতের মুখেত শুনিল রাজা এতেক বচন।
রাজ্যখণ্ড সাজিয়া আইল মিথিলা নগর ॥
রথ রথী…সকল সেনাপতি।
ভরত শত্রুঘ্ন আইল তাহার সংহতি ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র আমার প্রাণপতি।
খুড়ার কন্যা উর্ম্মিলা লক্ষ্মণ তাহার প্রাণপতি ॥

১০১ পত্রে—

কথা এড়ি জাহ মোর দেওর লখাই।
অনাথিনি কৈলে মোখে বনেত ফেলাই ॥
পাপিষ্ঠ হৃদয়ে প্রাণ আছে কি কারণ।
রামের মহিষী হইয়া এত বিড়ম্বন ॥
কান্দে২ সীতা দেবী লোটায়া ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দে স্মরিয়া চক্রপাণি ॥
আকুল বিকলে কান্দে শিরে দিয়া হাত।
আনাথিনী হইলো মুঞি থাকিমু কথাত ॥
আউলাইল মাথার কেশ ধূলায়ে ধূসর।
দোসর নাহিক বোলে প্রবোধ উত্তর ॥

ভণিতা—

লক্ষ্মণের ক্রন্দন শুনি বোলে সীতা সতী।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী ॥

১৭৩ পত্রে—

কুশের বাণ ব্যর্থ নহে বজ্রসমসর।
বানর ভল্লুক লোটায় ভূমিতল ॥
রণ জয় করি দুহে হরষিত মন।
চৈতন্য পাইয়া উঠে পবননন্দন ॥
দেবের বরে হনুমান্ সহজে অমর।
গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া বীর উঠিলা সত্বর ॥
কোপ কৈল হনুমান্ পর্ব্বতে দিল টান।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বতচূড়া লইল অর্দ্ধখান ॥
মহাক্রোধ করিয়া লইল মহাবলী।
দুই ভাএর মাথাত মারে দোহাতিয়া বাড়ী ॥

পুথির শেষ পত্রের অক্ষর কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। চ অক্ষর পুরাতন ধরনের।

৫৬১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ৪-৪৬, তাহার পর পত্রাঙ্কহীন পত্র ৯ খানি। অসম্পূর্ণ। ৩৬-৪৬ পত্রের এবং পত্রাঙ্কশূন্য ৯ পত্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ করিয়া নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ

১৫ × ৪৬৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। চতুর্থ পত্রের প্রথমে—

জোড় হাতে বোলে তবে রাম নরহরি।
তোমার চরণে গোসাঞি এক প্রশ্ন করি॥
মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোরদরশন।
তাহা জিনি ইন্দ্রজিতে রাখিলে কি কারণ॥
মহাবলপরাক্রম কেবা দিল বর।
কোন২ স্থানে সেহি করিল সমর॥
সকল রাক্ষসের মধ্যে কুম্ভকর্ণ বীর।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারে প্রকাণ্ড শরীর॥
ততোধিক ইন্দ্রজিতে করে মহারণ।
এ সব বচন দশ দিগে ··· ॥

ভণিতা—

মুনির বচন শুনি রামের আনন্দ।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর [প্রবন্ধ]॥

শেষ অংশে—

সীতার করুণা দেখি কান্দে পশুগণ।
না চলে লক্ষ্মণের রথ চাহে ঘনে ঘন॥
মহাশোকে কান্দে লখাই হইয়া অচেতন।
পাপিষ্ঠ হৃদয়ে কেনে আছয়ে জীবন॥
সুমন্ত সহিতে লখাই চড়িলেক রথে।
শীঘ্রগতি রথখান চালাইল তুরিতে॥
সীতার শোকে লক্ষ্মণের দগধে শরীর।
ফিরিয়া২ চাহে প্রাণ নহে স্থির॥
না দেখে লক্ষ্মণ সীতা চক্ষের অগোচর।
মহাশোকে কান্দে সীতা কাঁপে কলেবর॥

৫৬২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ৯-৩৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫ × ৫ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তবে ১৩, ১৮ এবং ১৯ সংখ্যক পত্রের ভিতরের ভাঁজে জমাখরচ প্রভৃতির শীর্ষদেশে ১১৫২ এবং ১১৫৪ সাল লেখা আছে। নবম পত্রের আরম্ভ—

করজোড়ে বন্দিলেক বিষ্ণুর চরণ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবে করে স্তুতি।
শুন প্রভু দয়াময় অগতির গতি॥
সুকেশের তিন পুত্র পায়া ব্রহ্মার বর।
ত্রিকূটশিখরে লঙ্কা দেখিতে সুন্দর॥
তিন লোক জিনিলেক পায়া বরদান।
দেব দানব করি নাহি বস্তুজ্ঞান॥
অমরাতে জিনিলেক দেব পুরন্দর।
ত্রিভুবনের লোক সব হইল বিকল॥

ভণিতা—

আপনে প্রসন্ন হইলা দেবী সরস্বতী।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী॥

৩৪ পত্রের শেষ—

ধেনুদান হরষিতে কৈল জেবা নর।
স্বর্গবাসে থাকে সেহি ধেনুর লোমবৎসর॥
অন্নকে পালন করয়ে জেবা জন।
নানাবিধি সুখভোগ পায় সেহি জন॥
···পা দান সুখ ভোগ করয়ে মনে।
বরুণের লোক পায়ে ধনদানে॥
অন্ধ জনেক পথ দেখায় জেবা জন।
বিষ্ণুলোকে জায় সেহি যথা নারায়ণ॥
ব্রহ্মলোক পায় জেহি করে···দান।
পুরাণ পুস্তক দানে হয় তীর্থ ধ্যান॥

৫৬৩। শ্রীরামের অশ্বমেধ।

রচয়িতা—কুমুদানন্দ দত্ত। পত্র ২-১৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত।

পরিমাণ ১৪×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৭ সাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের লেখা কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ পত্রের আরম্ভ এই—

ব্রহ্মকুলে জন্ম রাবণ বধি কৈলু পাপ।
মনেত রহিল মর সেই অনুতাপ ॥
পাপ বিনে পুণ্য মুই না করিলু চয়।
আপন কুবুদ্ধি হনে পরলুক ক্ষয় ॥
এতেক কহিলা জবে রাম গুণাকর।
তাহা শুনি অগস্ত্য মুনি দিলেন উত্তর ॥
শুন রঘুনাথ তুমি বিস্মরহ কেনে।
বিষ্ণু অংশে জর্ম্ম তুমি অযোধ্যা ভুবনে ॥
ধ্যানে না পায় জারে দেবা··· ।
কার শক্তি বুঝিবারে মহিমা তুমার ॥
···   ···   ···
বশিষ্ঠে বোলএ যজ্ঞ নাহি কর কেনে।
কুন অসম্ভব তুমার আছএ ভুবনে ॥

ভণিতা—

সীতাপতিপদে গতি অন্য আর নাহিক মাত
ভণন্তি কুমুদানন্দ দত্তে।

শেষ অংশ—

তবে রামে বোলে ভরত শুনহ বচন।
মুনি ঋষি আদি জত আইলা রাজাগণ ॥
হস্তী ঘোড়া দাস দাসী নানা রত্ন ধন।
এবে দিয়া সন্তুষ করহ জনে জন ॥
তবে ভরত জাএ পাইআ আদেশ।
জেই জে বাঞ্ছিত কৈল দিলেন বিশেষ ॥
হস্তী ঘোড়া দাস দাসী নানা রত্ন লৈয়া।
জার জেই স্থানে জাএ পরিতুষ হৈয়া ॥
পৃথিবীর আইলা জতেক রাজাগণ।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া তুষে জনে জন ॥
মুনি ঋষি পদে রাম করি দণ্ডবত।
আমার দুষ গুণ না রাখ মনেত ॥
মুনিগণে বোলে তুমি মহন্ত পুরুষ।
তুমা দরশনে আমি হৈলাম সন্তুষ ॥
এত বোলি আশীর্ব্বাদ করি মুনিগণে।
বিদাএ করিয়া গেলা জার জেই স্থানে ॥
অশ্বমেধ কৈলা পূর্ণ কমললোচন।
স্বর্গে হরষিত হৈলা জত দেবগণ ॥
ভক্তি করি জেই শুনে অশ্বমেধ পুথা।
আপদ উদ্ধার তার হৈব সর্ব্বথা ॥
দীন কুমুদে বোলে এই মাগু দান।
রাম রাম জপিতে২ জাউক প্রাণ ॥

ইতি রামায়নক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেদ সমাপ্ত ॥ ভীমস্যাপি [ইত্যাদি] নিজ পুস্তক শ্রীরাজমঙ্গল দত্ত দাস ওলদে রাধারাম দাস সাকিন প্রগনে প্রতাপগড় মৌজে চরগুলা সিঅক্ষর শ্রীজসমঙ্গল দত্ত দাস ইতি সন ১২২৭ সাল বাঙ্গালা মাহে ২৪ ভাদ্র রোজ বৃহস্পতি বারে পুস্তক সম্পূর্ন হইল তিথি অমাবর্স্যা।

৫৬৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামের নাগপাশ।

রচয়িতা—দ্বিজ লক্ষ্মণ। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রাত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৪৬ শকাব্দ। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীহরি।

অথ নাগপাশ পালা লিখ্যতে ॥
সিংহাসনে রাবণ রাজা সভায় বসিয়া।
যুক্তি করে রাবণ যত পাত্র মন্ত্রী লঞা ॥
কোন বীর পাঠাইব সংগ্রাম ভিতর।
জেই জন রণে জায় নাই আস্তে ঘর ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা যুক্তি কৈল সার।
ইন্দ্রজিত বল্যা তখন পড়িল হাঁকার ॥
রথসারথিকে রাজা ডাক দিয়া আনে।
ইন্দ্রজিত আইল রাজার সন্নিধানে ॥

রাজব্যবহারে বীর প্রণাম করিল।
ইন্দ্রজিতে রাবণ রাজা বলিতে লাগিল ॥

ভণিতা—

শ্রীযুং লক্ষ্মণ বলে রাম পড়্যা ধরাতলে
ব্রহ্মা আদি মানিল বিস্ময় ॥

শেষ—

প্রণাম করে পক্ষরাজ লোটায়্যা ধরণী।
ধর্য্যা তুল্যা কোল দেন রাম রঘুমণি ॥
পক্ষ বলে অবধান কর নিবেদি চরণে।
রাক্ষসের মায়ায় যুঝিবে সাবধানে ॥
এত বলি বিদায় হইল পক্ষরাজ।
রাম জয় শব্দ করে বানরসমাজ ॥
নাগপাশে মুক্ত হল্যা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ব্রহ্মাদি দেবতা করে পুষ্প বরিষণ ॥
হরিষে বানরগণ নাচিয়া বেড়ায়।
হরি২ বল সর্ব্বে পালা হৈল সায় ॥

ইতি সমাপ্ত। সাক্ষর শ্রীভবানি সর্ম্মা শকাব্দা ১৭৪৬ তাং ১৭ মাঘ ইতি ॥

৫৬৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—জগৎরামসুত রামপ্রসাদ। পত্র ২-৩৪, ৩৬-৪৬, ৪৮-৫২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চ। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

সমুদ্র দেখিঞা সভে হৈলা চমৎকার।
হেন কালে কন কিছু কৌসল্যাকুমার ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ।
সিন্ধু পার হৈতে বুদ্ধি করহ সির্জ্জন ॥
শ্রীরামের বাক্য শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমুদ্র সম্বোধি কিছু বলেন বচন ॥
আমাদের বংশে বটে তুমার উৎপতি।
হেনই বারিধি তুমি বট মহামতি ॥
লঙ্কাপুরি জাব রাম রাবণ বধিতে।
আপনার জলজন্তু কর এক ভিতে ॥
জলের উপরে যেন জায় কপিগণ।
শুনহ সাগর তুমি মোর প্রয়োজন ॥

ভণিতা—

জগদ্রামসুত রামপ্রসাদেতে গায়।
অচলা সুমতি রাম দেহ নিজ পায় ॥

কোন কোন ভণিতায় শুধু জগদ্রামের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। এই জন্য আলোচ্য রামায়ণকে পিতা পুত্রের মিলিত রচনাও বলা হইয়া থাকে। ৫২ পত্রে—

তব ভক্ত জারা তারা করে নানা ভক্তি।
সকলের বড় তোমায় ভাবে রঘুপতি ॥
·········সঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণ শুনে।
বেদের বিধানে সেবা করে দিনে২ ॥
তোমার প্রসঙ্গ আমি কভু নাহি শুনি।
তব ভক্তিদাতা বেদপথ নাহি মানি ॥
দুর্ব্বচন বলি গালি দিয়াছি তোমারে।
অল্পবুদ্ধি কৈল তোমা জগতঈশ্বরে ॥
আমা সম দুষ্ট নাঞি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
পুন তারে সম্বোধিঞা কন রঘুবীরে ॥

৫৬৮। অদ্ভুত রামায়ণ।

রচয়িতা—কৈলাস বসু। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী পুস্তকের আকার শাদা তুলট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৩৭, অসম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ২১ হইতে ২৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার কিছু অংশ পর্য্যন্ত গুরু, গণেশ, সূর্য্য,

নারায়ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতির বিস্তৃত বন্দনা। তাহার পর গ্রন্থারম্ভ এইরূপ—

গ্রন্থারম্ভ।

তমসার তীরে বাল্মীকির তপোবন।
ভরদ্বাজ মুনি তথা করিলা গমন ॥
বিনয়পূর্ব্বকে অতি কৃতাঞ্জলিপুটে।
রামায়ণ জিজ্ঞাসিলা তাঁহার নিকটে ॥
শত কোটি প্রবিস্তার বেদ রামায়ণ।
পূর্ব্বে তোমা হৈতে যাহা হইল বর্ণন ॥
ব্রহ্মলোকে আছে তাহা বিধাতার স্থানে।
ঋষি পিতৃ দেব সহ ব্রহ্মা নিত্য শুনে ॥
পঞ্চবিংশ সহস্র যা অবনীতে আছে।
সবিশেষ তাহা শুনিয়াছি তব কাছে ॥
শত কোটি শ্লোক ব্রহ্মলোকে আছে যাহা।
সমুদ্রসদৃশ কেহ নাহি জানে তাহা ॥
কি প্রসঙ্গ আছে তাহে শ্রীরামচরিত্র।
কৃপাতে শুনায়ে মোরে করহ পবিত্র ॥

ভণিতা—

বাল্মীকি প্রণীত এ অদ্ভুত রামায়ণ।
ভরদ্বাজে মহামুনি কৃপা করি কন ॥
সেই কথা ভাষাচ্ছন্দে করিয়া প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে বসু শ্রীকৈলাস ॥

৩৭ পৃষ্ঠার শেষ—

দিব্য চক্ষু দিলা তারে রঘুর নন্দন।
শ্রীরামশরীরে ভৃগু দেখে ত্রিভুবন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আর কুবের বরুণ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর আর কিন্নর চারণ ॥
গ্রহ রাশি নক্ষত্রাদি পিতৃ হুতাশন।
যক্ষ রক্ষ আদি নানা তীর্থ ঋষিগণ ॥
সমুদ্র সহিত দেখে নদ নদী সব।
পর্ব্বত কানন দেখে দৈত্যাদি দানব ॥
নানাজাতি মনুষ্যাদি পশু পক্ষগণ।
শ্রীরামশরীরে রাম দেখে ত্রিভুবন ॥
তবে রাম ভৃগুরামে ত্রাস জন্মাইতে।
নানা অমঙ্গল তারে দেখান মায়াতে ॥
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত মেঘের গর্জ্জন।
ভূমিকম্প ঘোর শব্দ নির্ঘাত পবন ॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই লিপিকর বিশ্রাম লইয়াছেন।

৫৫৭। রামায়ণ, আদি হইতে উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—দ্বিজ রামমোহন। পত্র ১-২০২, সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষের কয়েক পত্র ছিন্ন। তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় বড়। পরিমাণ ২৫ × ৯।০ ইঞ্চি। লিপিকরের নামধাম ও লিপিকাল নাই। রচনাকাল ১৭৬০ শকাব্দ। পুথির শেষে কবির পরিচয় এইরূপ—

শ্রীরামমোহন কহে নিজ পরিচয়।
গঙ্গাতীরে মাটিআরি গ্রামেতে আলয় ॥
বলরাম বন্দ্য মোর পিতার আখ্যান।
মৃত্যুকালে মোরে আজ্ঞা দিলা ভাগ্যবান ॥
সীতারাম স্থাপন করিবা যত্ন করি।
স্থাপিলাম সীতারাম তাঁর আজ্ঞা ধরি ॥
সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি।
কেহ নাচে গায় কেহ জায় গড়াগড়ি ॥
কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান।
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥
রচিলাম তার আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে।
সাঙ্গ হৈল সপ্তদশ শত ষষ্টি শকে ॥
কথামাত্র রামায়ণ আমার বর্ণন।
বিরচিলা মহাবীর অঞ্জনানন্দন ॥
নির্দ্দোষী জনেতে দোষ না করে গ্রহণ।
রামকথা করিবেন সাদরে শ্রবণ ॥

রামভক্তগণের চরণে করি নতি।
শ্রীরামমোহন বিপ্র নিবেদিল ইতি॥

পুথির প্রথমে 'ধনুর্দ্ধরং নীরদনীলগাত্রং' ইত্যাদি কতিপয় বন্দনাশ্লোক আছে। তাহার পরে গণেশাদি নানা দেবতার বন্দনান্তে গ্রন্থারম্ভ এইরূপ—

মহাবীর মারুতির চরণকৃপায়।
সুপাবন রামায়ণ বর্ণিয়ে ভাষায়॥
সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচি।
কবীন্দ্র বাল্মীক মুনি জীবে কৈলা শুচি॥
বাল্মীকের জন্মকথা শুন সর্ব্বজন।
জাহাতে বিনাশে আশু শমনশাসন॥
পূর্ব্বে এক বিপ্র ছিলা চ্যবন আখ্যান।
তার নারী চলিলা করিতে ঋতুস্নান॥
সরোবরসলিলে ব্রাহ্মণী ডুব দিয়া।
দস্যু চণ্ডালের মুখ দেখিলা উঠিয়া॥
অতি অসন্তোষে গৃহে গেলেন ব্রাহ্মণী।
যথাকালে গুর্ব্বিণী হইলা ঠাকুরাণী॥
দশ মাস গতে এক জন্মিল কুমার।
রত্নাকর নাম রক্ষা করিলা তাহার॥

ভণিতা—

অতিশয় দয়াময় মারুতিকৃপায়।
শ্রীরামমোহন বিপ্র রামগুণ গায়॥

শেষ—

জানকী সুন্দরী নিজ মূর্ত্তি ধরি
অতি হরষিত চিতে।
রামের চরণ করিয়া বন্দন
বার দিলা বাম ভিতে॥
তবে রঘুবর অযোধ্যা নগর
গেলেন জানকী সনে।
করিয়া যতন অশেষ রতন
দান কৈলা দ্বিজগণে॥
রাঘব বীরেন্দ্র রাজাধিরাজেন্দ্র
জীব উপকার হেতু।
ত্রিলোক ব্যাপিয়া দিলা উড়াইয়া
অদ্ভুত কীর্ত্তির কেতু॥
রামের চরিত্র পরম পবিত্র
শ্রীরামমোহন গায়।
সাঙ্গ হৈল গান অতি কৃপাবান
মারুতির করুণায়॥

৫৬৮। রামচন্দ্রের অভিষেক।

রচয়িতা—দ্বিজ ভবানীনাথ। পত্র ১-৫৩, ৫৫-১৪৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৸০ × ৫।॰ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১৫৬ সাল। আরম্ভ—

৺৭ নমো গণেশায়॥

বেদে রামায়ণে চৈব [ইত্যাদি শ্লোক]॥
প্রথমে বন্দম······ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জে জাহার কারণ॥
জাহার ইঙ্গিতে······প্রজাপতি।
হেন নারায়ণপদে করম প্রণতি॥
গণেশ দেবতা বন্দোম দুর্গার নন্দন।
তবে দেবী ভারতীর বন্দোম চরণ॥
... ...
ইত্যাদি সকল বন্দি মনে করি ধ্যান।
রাম ইতিহাস পুতি করিএ··· ·॥
একদিন যুধিষ্ঠির নমিক (নৈমিষ) কাননে।
প্রণাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরণে॥
কোনমতে রামচন্দ্রে অভিষেক কৈল।
চক্রশালা কোনমতে লক্ষ্মণে জিনিল॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি সেই সমাচার।
শুনিতে সে সব কথা শ্রদ্ধাহ আম্মার॥

বিষয়সমাপ্তিবাক্য—

ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেকে লক্ষ্মণপ্রতিজ্ঞা কালাঞ্জরবধ॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেকে শক্রঘ্ন উত্তরদিগ বিজই কুবের যুদ্ধ সমাপ্ত ॥

ভণিতা—

জয়চন্দ মহারাজা সভাতে শতেক প্রজা
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
তাতে বোলে নরপতি রাম ইতিহাস জতি
পদবন্দ করহ আপনে ॥
রাজার আদেশ পাইয়া ব্যাসের সঙ্গিতা চাইয়া
স্বরচিত কৈল পদবন্দ ॥

শেষ—

সুধারস ইতিহাস রাম অভিষেক।
মহারোগ খণ্ডে পাপ জাএ অতিরেক ॥
জেই জনে শুনে রাম অভিষেককথা।
নাহিক যমের দায় জানিয় সর্ব্বথা ॥
কামনা করিয়া যদি শুনে ইতিহাস।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হএ হরিপুরে বাস ॥

... ••• ...

এ বুলিয়া ব্যাস মুনি উঠিল তখন।
পঞ্চ পাণ্ডবে কৈলা চরণ বন্দন ॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি পাইলা সিংহাসন।
জখনে শুনিলা রাম লক্ষ্মণ কথন ॥
রাম অভিষেককথা ভুবনবিজই।
পুস্তক লেখিয়া সব ঘরে রাখে জেই ॥
জথ কাল অভিষেক ঘরেত রাখএ।
তথ দিন লক্ষ্মী দেবী তাক না ছারএ ॥
লক্ষ্মী অধিষ্টান তার থাকে সর্ব্বক্ষণ।
রাম অভিষেকে জার মগ্ন হএ মন ॥
এহিমতে অভিষেককথা সমাপন।
শুন নরলোকে সব হৈয়া একমন ॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিসেকে রামচন্দ্র রাজ্য অভিসেক পুস্তক সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সুভমস্তু শকাব্দা ১৭১৩ ইতি সন ১১৫৬ মাহে ১৭ আসার রোজ সনিবার বেলা এক প্রহর পুস্তক সমাপ্ত।

৫৬৯। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২২২, অসম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই এবং প্রত্যেক পত্র কীটদষ্ট। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ৯৮৫ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীসীতারাম নম গণেশায় ॥

পিতা পরাসরো যস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
বিঘ্ন বিনাশন গৌরীর নন্দন
বন্দো দেব গণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে সভার প্রথমে
ধাতা জারে আগে পূজে ॥
খর্ব্ব স্থুল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ
বন্দো দেব লম্বোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সৌরভে উন্মত
ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর ॥
স্ফদে বিভূষিত বৈরির শোণিত
পরিধান দ্বীপিছাল।
ভুজ করিকর করক্রহ সর
পাশাঙ্কুশ জপমাল ॥
বাহন ইন্দুর দেখিতে সুন্দর
আজানু লম্বিত নাসা।
প্রচণ্ড খণ্ডল মুকুট মণ্ডল
তিলক তিমিরনাশা ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা—

কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পাইবে পরম প্রীত করহ শ্রবণে ॥

শেষ—

সংকল্প করাল্য অগ্নি অর্জ্জুন পাণ্ডবে।
এক জীব না থাকিব দাহন খাণ্ডবে॥
অগ্নি যদি রাখে তবে জিয়ে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন॥
তুমি ধাতা ইন্দ্র চন্দ্র তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ সর্ব্বজীবে স্থিতি॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ তুমি হও কৃপাবান্।
চারি গুটি পুত্র মোরে দিবে তুমি দান॥
দ্বিজস্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হল্যা আনন্দ হৃদয়॥
খাণ্ডবে লাগিলা অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।
পুত্র সহ সারেঙ্গিনী চিন্তিল অন্তর॥

২২২ সংখ্যক পত্রের অর্দ্ধাংশে লিপিকাল প্রভৃতি এইরূপ—

…দিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি]। …লি সং…ত্র রাসমহনপুর মহল সেঠ পরগনে বিষ্ণুপুর॥…ইতি সন ৯৮৫ সাল তেং ৬ কার্ত্তিক॥

আলোচ্য পুথিখানি মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিগত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৭০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১১৩, ১১৫-১২৩, ১২৫-১৩৩, ১৩৫-২৬০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। পত্র কীটদষ্ট। একাধিক লিপিকরের হস্তাক্ষর। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৸০ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। লিপিকাল ··৬৪ মাত্র পড়া যায়। কিন্তু তালিকায় ১১৬৪ লিখিত আছে। আরম্ভে গণেশবন্দনার পর ব্যাস-বন্দনা এইরূপ—

বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
শুক…পরাসর জাহার জনক॥
বেদশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর॥
কনকপিঙ্গল বদ্ধ জটাভার শির।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্রচির॥
নয়ন কমল যুগ জিনিয়া মিহির।
পদযুগে নিতম্বিনী জিনিয়া মিহির (?)॥
কনকপিঙ্গল জটা আন্দোলায়মানা।
প্রাতঃকালসূর্য্য তাহে কি দিব তুলনা॥
মুনিসকলের হন তিলকস্বরূপ।
কৃষ্ণপ্রেমে মহামুনি শরীর পুলক॥
ভাগবত ভারতাদি অতেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ॥

ভণিতা—

আস্তিকের জন্মকথা অপূর্ব্ব ভারতগাথা
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শেষ—

তুষ্ট হয়া বর দিয়া গেলা পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুন বিদায় হইলা বৈশ্বানর॥
তবে কৃষ্ণার্জ্জুন আর দানব ঈশ্বর।
তিন জন প্রদক্ষিণ করিল বৈশ্বানর॥
বর দিঞা নিজাশ্রমে গেলা হুতাশন।
আনন্দিত হইয়া চলিলা তিন জন॥
পুণ্যকথা ভারথের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা·········॥
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ সুন্দর।
জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥

সেই কথা কহিলাম রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার॥
ইন্দ্রাণী নগর দেশে পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থের যথা দেবী ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তস্য কমলাকান্ত জার কৃষ্ণ পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহেন সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদি পর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

······ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥৪॥ সন···৬৪ শাল······বালিয়া······॥

৫৭১। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৮২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। শেষের কতকগুলি পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

···কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসি দানবে।
সভা দেখিবারে গেল করিয়া উচ্ছবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্নে করাল্য ভোজন।
নানা রত্ন দিল দান···রতন॥
শুভক্ষণ করিয়া সভা প্রবেশিলা।
সপরিবারে সহিত পাণ্ডব রহিলা॥
চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের সাথে।
পিতৃদরশনে জাব হেন কৈল চিত্তে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিল দুই পদে।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করিল প্রসাদে॥

তবে ভদ্রা ভগ্নী স্থানে গেলা ভগবান্।
গদ২ মৃদু ভাষে করুণ নয়ন॥

ভণিতা—

দিব্য সভাপর্ব্ব কথা বিচিত্র ভারত গাথা
শুনিলে অধর্ম্ম জায় নাশ।
গোবিন্দচরণ মনে নিবেশিয়ে অনুক্ষণে
বিরচিলা কাশীরাম দাস॥

শেষ—

ক্রন্দনের শব্দ বিনা অন্য নাহি শুনি।
অশ্রুজলে হল্য সব কর্দ্দম ধরণী॥
চতুর্দ্দিকে হাহাকার সকল নগর।
শুনি ব্যগ্রচিত্ত হইল অন্ধ নৃপবর॥
বিদুরে ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি বিদুর সুমতি॥
কি কারণে কান্দে সব নগরের লোকে।
কি হেতু তাপিত সব কহিবে আমাকে॥
বিদুর বলেন কিবা কহিব রাজন।
তব পুত্র দুষ্ট হেতু পাণ্ডব গেলা বন॥
নিবর্ত্ত হইলা রাজা বিদুরবচনে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কবি কাশীদাস ভণে॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। সন ১০৮৪ সন হাজার চরসি সাল বি তারিখ ৪ কাত্তিক রবি বার তিথি তৃয়োদসি দিবা ত্রিতিয় প্রহর বেলাতে সভাপর্ব্ব পুস্তক সমাপ্ত হইল॥···লিখিতং শ্রীগুরুপ্রসাদ চৌধুরি সাকিম নাড়িচা পরগনে সিংহহাজারি॥

৫৭২। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯০, অসম্পূর্ণ। তৃতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায়

৬ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৷৷৵×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৫০ সাল। ব্যাসবন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানবপ্রধান ॥
দহিয়া খাণ্ডব গেলা খাণ্ডবপ্রস্থেরে।
কি কর্ম্ম করিল তবে কহ মুনিবরে ॥

ভণিতা—

সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধবধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজচরণপ্রসাদে ॥

শেষ—

জরাসন্ধ বধ ভীম কৈল অবহেলে।
কুরুবংশ রক্ষা নাঞি ভীম পুন আলে ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করে মহাশোক।
জার জেই স্থানে গেলা জত রাজা লোক।
নগর বাহিরে গেলা পাণ্ডুপুত্রগণ।
নিজালয়ে গেলা সভে হয়্যা দুঃখমন ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস ব্যাসের বচন।
পাপক্ষয় পুণ্য বৃদ্ধি শুনে জেই জন ॥
কাশীদাস দেব কহে পাঁচালীর মত।
এত দূরে সভাপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীসদাসিব সিংহ এ পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। ডেড় প্রহর বেলাবসনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। এ পুস্তকে··কাহার দায়া নাঞি জে দাওা করিবে সে সকল ঝুটা ইতি। সন ১১৫০ সাল তাং ২৭ আসাড় ॥

৫৭৩। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২১০, ২১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ পত্রের কিছু লেখা নষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪।০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৩৭ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
পূর্ব্বপিতামহকথা অতি মনোহর ॥
এইরূপে কপটে জিনিল রাজ্য ধন।
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন ॥
বহু ক্রোধ করাইল বৈল কুবচন।
কহ মুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের সমান সুখ বৈভব তেজিয়া।
কেমতে ভুঞ্জিলা দুঃখ অরণ্যেতে গিয়া ॥
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রুপদনন্দিনী।
কেমতে বঞ্চিলা বনে কহ শুনি মুনি ॥
কি আচার কি বিচার দ্বাদশ বৎসর।
কোন২ বন গেলা কোন গিরিবর ॥

ভণিতা—

শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ ॥

শেষ—

যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমার একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার ॥
পুন২ রাখিয়াছ অনেক সঙ্কটে।
অজ্ঞাত বঞ্চিলে তরি দুষ্টের কপটে ॥
গোবিন্দ বিদায় হৃআ চলিলা নিজ বাসে।
বনপর্ব্ব সাঙ্গ হৈল কহে কাশীদাসে ॥

ইতি সন ১০৩৭ সাল তাং ২২ আশ্বিন এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রীলক্ষন খাঁ সাঃ পাটরাপাড়া ॥

৫৭৪। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸৴ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৬ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

এই হেতু দুঃখ সহিলাঙ অনুক্ষণ ॥
মোর আগে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝে।
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজে ॥
মৃত্যু সম দুঃখ বনে দ্বাদশ বৎসর।
তাহার নিয়মে বঞ্চিলাঙ নরবর ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তুমি জেই পথে জাবে সভে সেই পথি ॥
তবে ধর্ম্মরাজা বলে দ্বিজগণ প্রতি।
সভে জান মোরে জে কহিলা কুরুপতি ॥
বৎসরেক অজ্ঞাতে থাকিব লুকাইয়া।
তত দিন যথাস্থানে সভে থাক গিয়া ॥
দ্বিজগণে মেলানি করিলা নৃপমণি।
মূর্চ্ছিত হইআ রাজা পড়িলা ধরণী ॥

ভণিতা—

ভারত কমল শুনিলে মঙ্গল
সাধুর হৃদে প্রকাশে।
কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাসে ॥

শেষ—

আনন্দে বিরাট রাজা করে কন্যাদান।
অনেক যৌতুক দিল না হয় প্রমাণ ॥
সহস্র২ রথ গজ যূথ যূথ।
দাস দাসী গো মহিষ অযুত২ ॥
দ্বিজগণে দক্ষিণা দিলেন বহুতর।
কল্যাণ করিঞা সভে গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে জেই জন।
সব ক্লেশ জায় পায় গোবিন্দচরণ ॥
সর্ব্বশোক হরে তার পাপের বিনাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

.. ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥ পুস্তক শ্রীমদনমোহন দাস ঘোসের সাঃ ৪ গামির্দ্ধা বোলনাড়া গ্রাম॥ পুস্তক লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম দাস বোষ্॥ সাং ময়নাপুর গ্রাম॥ ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ৩০ আশ্বীন মহাতে শুক্র বারেতে দিন ত্রিতিয় প্রহরে সমাপ্ত হইল.॥

৫৭৫। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫২, সম্পূর্ণ। ৫২ পত্রে ভ্রমক্রমে ৫৩ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৫ × ৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৬ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন।
দুর্য্যোধনভয়ে গেলা পিতামহগণ ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
এক বৎসর নিভ্যা হইল কেন মতে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বছর তারা অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমন্বিত।
বহু দ্বিজগণ আর ধৌম্য পুরোহিত ॥
সভারে চাহিয়া বলে ধর্ম্মের তনয়।
সভে জান পূর্ব্বে যাহা করিল নির্ণয় ॥
দ্বাদশ বৎসর··· ··· ··· ।
অজ্ঞাতে বঞ্চিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর ॥
বৎসরেক মধ্যে যদি বিদিত হইব।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে যাব ॥

ইহার উচিত ভাই করহ বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাতে বঞ্চিব কোন স্থান ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি প্রবন্ধে।
সাধুজন পীয়ে মধু মনের আনন্দে ॥

শেষ—

নানা অলঙ্কারে বর কন্যা বিভূষিল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল ॥
শুভক্ষণে দুহার…………রাইল।
নানা বর্ণে নানা দান মৎস্যরাজা কৈল ॥

… … …

পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
সেই কথা কহি আমি পাঁচালীর মত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল মিত্র সাং…পরগনে সরিফাবাদ সন ১১৭৬ সাল তারিখ ৩১ জৈষ্ঠী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

দ্বিষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতির ভাষণ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আমি আজ যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে আমার উপর পরিষৎ কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব-ভার দিবার সুযোগ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বিগত ত্রিশ বৎসর কাল পরিষদের সভ্য থাকিয়া যথাসাধ্য সেবা করিয়াছি। যত দিন জীবিত থাকিব এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না হই—ইহাই প্রার্থনা।

পর পর অল্পদিনের ব্যবধানে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও আমাদের প্রিয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ সদস্য হইতে বিশিষ্ট সদস্যরূপে পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্বও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই বড় কথা নয়—দীর্ঘ বাষট্টি বৎসর পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া ও সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই স্মরণ করিবার কথা। তাঁহার অদম্য কর্মশক্তি অতুলনীয় পরিষৎ-প্রীতির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিষদের বিশিষ্টতম সদস্যের গৌরব দান করিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান গবেষণার সর্বশেষ গ্রন্থ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' ১৩৬১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ১৩১৫ হইতে ১৩২২ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-কর্তৃক দুই ভাগ সাত খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার বিরাট গ্রন্থ 'বাঙ্গালা ভাষা' আজ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ইহার ব্যাকরণ ও অভিধান অংশ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশ বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজ জানিয়া পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সরকার অন্যবিধ কাজকে গুরুতর মনে করায় পরিষদের আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। আশঙ্কা হয়, অচিরাৎ মুদ্রিত না হইলে আচার্য রায়ের সমগ্র জীবনের সাধনা ধীরে ধীরে কীটদষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা হউক, আমরা যদি তাঁহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই বাংলা দেশে তাঁহার আবির্ভাব এবং পরিষদের সহিত তাঁহার দ্ব্যধিকষষ্টি বৎসরের সংযোগ সার্থক হইবে।

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, প্রাক্-রাজ্যপাল-যুগে তিনি পরিষদ্-মন্দিরে যাতায়াত করিয়া কর্মীদিগকে উপদেশ দিতেন।

আমরা বারংবার বলিয়াছি, পরিষদের আসল গৌরব—ইহার পুথিশালা, গ্রন্থশালা ও যাদুঘর এবং ইহার পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ। পরিষদের সংগ্রহশালায় অমূল্য সম্পত্তি রক্ষিত আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজিও অর্থাভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলির

তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। সরকারের নিকট পরিষদের আবেদন বার বার নিষ্ফল হইয়াছে। অথচ তালিকা ব্যতিরেকে এগুলি কি গবেষকেরা, কি সাধারণ দেশবাসী কেহই যথাযথ কাজে লাগাইতে পারেন না। এই ভাবে চলিলে সমস্তই বরবাদ হইবার আশঙ্কা আছে। আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে আকৃষ্ট হইবে।

পরিষদের পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশের কাজ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে বিগত ষাট বৎসরের ইতিহাস অতিশয় গৌরবময়। যে সকল গ্রন্থ আজ পণ্ডিতসমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনের মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৎসরও বাংলা-সাহিত্যে অতিশয় মূল্যবান এখন পর্যন্ত অমুদ্রিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' প্রকাশ করিয়া পরিষৎ সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আরও একখানি দুষ্প্রাপ্য পুথি—মুকুন্দ কবিচন্দ্র-কৃত 'বাশুলীমঙ্গল' অচিরকাল মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

বাংলা ক্লাসিক্স পর্যায়ের যাবতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলী পরিষদ্ একে একে প্রকাশ করিতেছেন। এই বৎসর তাঁহারা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের সমগ্র কাব্য প্রকাশ করিলেন। অক্ষয়-গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ড এতদিন গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই। বাংলা-সাহিত্যে ইহা অপূর্ব সংযোজন। এতদ্ব্যতীত রামেন্দ্রসুন্দরের এ-যাবৎ-পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ রামেন্দ্রসুন্দরগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'বিবিধ' খণ্ডের মুদ্রণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃপায় মন্দির-সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখন সংগ্রহশালাগুলির সুষ্ঠু তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরিষদ্-মন্দিরকে গবেষক ও সাহিত্য-রসিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করার কাজ বাকি। এখানেই পরিষদের হৃৎপিণ্ড। বহির্দেহ-সংস্কার এই হৃৎপিণ্ডের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যই প্রয়োজন। হৃৎপিণ্ডই যদি অচল হইল, মন্দির-সংস্কার বাহুল্যমাত্র।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, পরিষৎকে আবার সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের নিয়মিত মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিতে না পারিলে হৃৎপিণ্ডের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইবে না। রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ মুস্তফী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সর্বশেষ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামকমল সিংহের সহায়তায় নিয়মিত উপস্থিতি দ্বারা পরিষৎকে সকলের আকর্ষণীয় করিয়াছিলেন। কর্মীদের অন্য নানাবিধ কাজের চাপে সেই মধুচক্র আজ ভাঙিয়া গিয়াছে। ফলে পরিষদের দুর্দশা ঘটিয়াছে। পরিষদের চা-তামাকের ব্যয় বাড়াইয়া এই দৈনন্দিন মজলিস পুনঃস্থাপিত করা প্রয়োজন। সভ্যেরা অথবা বাহিরের যে কোনও জিজ্ঞাসু আসিলে দুইদণ্ডের জন্য যেন আশ্রয় পান, তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার উপযুক্ত লোক যেন কেহ-না কেহ সর্বদা হাজির থাকেন। আমার এই অনুরোধ আপাত দৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হইতে পারে; কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বাংলা দেশ এবং বিশেষ করিয়া এখানকার রসিকসমাজকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি, ঢিলাঢালা হাত-পা-ছড়ানো আরামের আশ্রয় এবং আড্ডার আকর্ষণ না হইলে বাংলা দেশে অন্তত কোনও অবৈতনিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চলিবে না।

তথাপি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা আমার সহকর্মীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পরিষৎকে জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং পরিষদের সকল সভ্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি বিদায় লইলাম।

২৯ শ্রাবণ ১৩৬৩, মঙ্গলবার

॥ দ্বিষষ্টিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ ॥

শোক-সংবাদ

পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ৭ই আশ্বিন, ১৩৬২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ পর্যন্ত যে সকল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও হিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথমে তাঁহাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথমেই যে দুই জন মনীষীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহাদের স্মরণ করি—ইঁহারা হইলেন পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও আজীবন-সদস্য বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা।

ইহা ছাড়া, অধ্যাপক সুধীরকুমার দাসগুপ্ত, অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস, মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও শশাঙ্কশেখর সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত এক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, আমাদের প্রাক্তন সদস্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত গুরুপদ হালদার, আমাদের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। সম্প্রতি আর একটি নিদারুণ শোকবার্তা আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমরা শোকবিমূঢ় চিত্তে তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি।

আনন্দ-সংবাদ

ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, মৃত্যুর মাত্র সাড়ে তিন মাস কাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে অনরারি 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাসকে সরোজিনী পদক ও সহকারী সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পরিষৎ-সদস্য শ্রীবিনয় ঘোষ ১৯৫৬ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর বক্তা' নির্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমনোজ বসুকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নরসিং দাস পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

বান্ধব ও সদস্য

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের পরিচয় ও সংখ্যা নিম্নরূপ :

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট-সদস্য : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৩), শ্রীযদুনাথ সরকার ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য : (১) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (২) শ্রীবিমলাচরণ লাহা, (৩) শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, (৪) শ্রীসত্যচরণ লাহা, (৫) শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, (৬) শ্রীনেমীচাঁদ পাণ্ডে, (৭) শ্রীহরিহর শেঠ, (৮) মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৬২) (৯) শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, (১০) শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, (১১) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, (১২) শ্রীরঘুবীর সিং, (১৩) শ্রীহিরণকুমার বসু, (১৪) শ্রীবীণাপাণি দেবী, (১৫) শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, (১৬) শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, (১৭) রাজা শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, (১৮) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, (১৯) শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ্, (২০) শ্রীত্রিদিবেশ বসু, (২১) শ্রীজগন্নাথ কোলে, (২২) শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, (২৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৪) শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, (২৫) শ্রীহরপ্রসন্ন সেন, (২৬) শ্রীসজনীকান্ত দাস, (২৭) শ্রীনির্মলকুমার বসু, (২৮) শ্রীসুধাকান্ত দে, (২৯) শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, (৩০) শ্রীঅজিত বসু, (৩১) শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী।

দ্রষ্টব্য : ইঁহাদের মধ্যে শ্রীঅজিত বসু ও শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী ১৩৬২ বর্ষে সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক-সদস্য : বর্ষশেষে ৯ জন।

সহায়ক-সদস্য : বর্ষশেষে ৭ জন।

সাধারণ-সদস্য : কলিকাতাবাসী ১০৬ জন ও মফঃস্বলবাসী ৪৮ জন—মোট ১৫৪ জন।

সর্ববিধ সদস্য ও বান্ধবের মিলিত সংখ্যা ২০৩।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭০ জন নূতন সাধারণ-সদস্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ২ জন মফঃস্বল-সদস্য। পূর্ববৎসরের তুলনায় এই বৎসরের সদস্য-সংখ্যার এক বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৩৬১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে মোট সাধারণ সদস্যসংখ্যা	—৬৯৪
১৩৬২ " " " " " "	—৭৬০
১৩৬১ বঙ্গাব্দে সারা বৎসরে নানা কারণে সদস্য-সংখ্যা হ্রাস	—১৫৮
১৩৬২ " " " " "	—১৭৬
১৩৬১ বঙ্গাব্দে সারা বৎসরে নূতন সদস্য লাভ	—২২৪
১৩৬২ " " " "	—১৭০
১৩৬১ বঙ্গাব্দের বর্ষশেষে মোট সাধারণ-সদস্য	—৭৬০
১৩৬২ " " " "	—৭৫৪

উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর নূতন সদস্যাগম অনেক কম হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী সদস্যকে আমরা হারাইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭৬ জন সদস্যকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৭ জন মৃত, ১২০ জনের চাঁদা দীর্ঘকাল বাকি থাকায় নিয়মানুসারে তাঁহাদের নাম সদস্যপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, ১ জন সাধারণ-সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আজীবন-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং ৪৮ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকারিগণের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের জন্য ৯ জন, সময়াভাবের জন্য ৬ জন, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ৮ জন, পছন্দমত বইয়ের অভাবের জন্য ১ জন, অনিবার্য কারণে ৬ জন, নানা অসুবিধার জন্য ৬ জন ও কারণ না জানাইয়া ১২ জন পদত্যাগ করেন।

। কর্মাধ্যক্ষ।

সভাপতি: শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সভাপতি: শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে। সম্পাদক: শ্রীনির্মল-কুমার বসু। সহকারী সম্পাদক: শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। সংগ্রহশালাধ্যক্ষ: শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ: শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ: শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। পুথিশালাধ্যক্ষ: শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ: শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।

কার্যনির্বাহক-সমিতি: (সদস্যগণের পক্ষে) শ্রীঅতুল সেন, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

শাখা-পরিষৎসমূহের পক্ষে: শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী শাখা), শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর শাখা), শ্রীমাণিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর শাখা), শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া শাখা)।

পৌরসভার প্রতিনিধি: শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) সুচারুরূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, চিত্র-নির্বাচন, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও গ্রন্থপ্রকাশক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইতিহাস-শাখা-সমিতির উদ্যোগে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হইয়াছিল। অন্যান্য শাখা-সমিতির মধ্যে আয়-ব্যয় সমিতির অধিবেশন নিয়মিতভাবে হইয়াছে এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও ছাপাখানা সমিতির সভ্যগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়াছেন। অপরাপর সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। ইহা ছাড়া নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-সমিতি তাঁহাদের কাজ প্রায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

(খ) নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-সমিতির উদ্যোগে নূতন ন্যাস গঠনের কার্য্য চলিতেছে। এই কার্যে আইনজ্ঞ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

(গ) ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতিতে নির্বাচনের জন্য মতি-গণনার কার্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু সহায়তা করেন।

(ঘ) ১৩৬২ বঙ্গাব্দের হিসাব পরীক্ষার কার্য শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডুর সহায়তায় দ্রুত সমাপ্ত হইয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

(ঙ) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি প্রেরিত হন:

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:

লীলা পুরস্কার সমিতি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।
সরোজিনী পদক সমিতি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।
বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য।
শরৎচন্দ্র বক্তৃতা সমিতি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।
ভুবনমোহিনী দাসী পদক সমিতি—শ্রীনির্মলকুমার বসু।

২। নৃতত্ত্ববিভাগে ইউনেস্কো সেমিনার—শ্রীবিনয় ঘোষ।

৩। Linguistic Society: শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস: শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

৫। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন: শ্রীযদুনাথ সরকার ও শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়।

৬। বিষ্ণুপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন: শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বিষ্ণুপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানান্তে সেই বিষয়ে পরিষদে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

(চ) পরিষদে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়:

১। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী।

২। সিনেট হলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী।

৩। মাদ্রাজে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী।

(ছ) আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদমীর উদ্যোগে যে সর্বভারতীয় ভাষার পুস্তক-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার বাংলা ভাষা-বিভাগের দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(জ) সরকারী ভাষা কমিশনের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযদুনাথ সরকার ও সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার বসু সাক্ষ্য দান করেন।

(ঝ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউণ্ডেশন পরিষদের মাধ্যমে পরিষৎ সদস্য শ্রীশিবনারায়ণ রায়কে বৃত্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় বর্তমানে পরিষদে 'বিংশ শতকের বাংলা সংস্কৃতি' বিষয়ে গবেষণারত রহিয়াছেন।

(ঞ) পরিষদের প্রবীণ সদস্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(ট) পরিষৎ এবং পি. ই. এন.এর উদ্যোগে যুক্তভাবে পেনসেলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরনেস্ট বেণ্ডারকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

(ঠ) বিগত ডিসেম্বর মাসে ভারত-সরকার-নিযুক্ত Expert Museum survey committeeর সদস্যগণ পরিষদের সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির নিকট পরিষৎ-সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত ব্যয় সম্বন্ধে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

(ড) ভিয়েৎনাম হইতে আগত দুই জন সাহিত্যিক পরিষদ্ দর্শন করেন।

(ঢ) চীন-ভারত সংস্কৃতি-সংঘের উদ্যোগে রমেশ-ভবনে চীন হইতে আগত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবর্গকে সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিনিধিবর্গ পরিষদের সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন।

(ণ) গীতবিতান শিক্ষায়তনকে বার্ষিক অধিবেশনের জন্য ও আনন্দমন্দিরের বুদ্ধ-জয়ন্তীর জন্য এক একদিন রমেশ-ভবনের বক্তৃতা-গৃহটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

(ত) বাংলা লিপিসংস্কারের বিষয় আলোচনা ও অভিমত প্রকাশের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ-সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(থ) সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এই দ্রব্যাদির একটি তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। রমেশ-ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে চিত্রাদি ও রবীন্দ্র-সংগ্রহের দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ এখনও বহু সাহিত্যিকের চিত্র সাজাইয়া রাখা যায় নাই।

(দ) পরিষদ্ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে কাঠের র‍্যাক প্রস্তুত করাইয়া অতিরিক্ত পুস্তকাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

(ধ) কার্যের সুবিধার জন্য পরিষদে একটি বাংলা টাইপরাইটার যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে।

(ন) উপযুক্ত অর্থের অভাববশতঃ পরিষদ্গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা প্রস্তুতের কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির একাদশটি অধিবেশন ব্যতীত নিম্নলিখিত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল :—

১। ৬১তম বার্ষিক অধিবেশন—৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ২। ৬২তম প্রতিষ্ঠা উৎসব—৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৪ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৪। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৫। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯শে পৌষ, ১৩৬২। ৭। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৮শে মাঘ, ১৩৬২। ৮। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৭শে চৈত্র, ১৩৬২। ৯। 'গুজরাতের মন্দির ও স্থাপত্য' বিষয়ে চিত্র সহযোগে বক্তৃতা—শ্রীনির্মলকুমার বসু, —১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১০। 'ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি' বিষয়ে চিত্র সহযোগে বক্তৃতা—শ্রীনির্মলকুমার বসু—২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১১। 'মহারাষ্ট্র সাহিত্য' বিষয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা—শ্রীপ্রভাকর মাচোয়ে— ১লা পৌষ, ১৩৬২। ১২। 'বাংলার অক্ষর সংস্কার' বিষয়ে বক্তৃতা—শ্রীপান্নালাল দে,—২৮শে মাঘ, ১৩৬২।

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা :

(ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যালোচনা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৬২, (খ) প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস—শ্রীগোলাপচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২০ ফাল্গুন, ১৩৬২, (গ) প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৬২, (ঘ) প্রাচীন ভারতের শিল্প—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৬২, (ঙ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৬২, (চ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস—শ্রীসুকুমার রায়, ১০ই চৈত্র, ১৩৬২, (ছ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের শিল্প—শ্রীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭ই চৈত্র, ১৩৬২, (জ) শিখধর্মের ইতিহাস—শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শে চৈত্র, ১৩৬২। (ঝ) মারাঠাদিগের ইতিহাস—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ২৪শে চৈত্র, ১৩৬২। (ঞ) রাজপুতদিগের ইতিহাস—শ্রীসুবিমল দত্ত, ২৫শে চৈত্র, ১৩৬২। (ট) আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ২রা বৈশাখ, ১৩৬৩। (ঠ) আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস—শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, ৮ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (ড) বৃটিশ ভারতের বৈদেশিক নীতি—শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (ঢ) জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলন—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৩।

কবিবর মধুসূদন দত্তের 'স্মৃতিতর্পণ' উপলক্ষ্যে সমাধিক্ষেত্রে নবনির্মিত আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৩।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে মোট ৪৭খানি গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছে এবং ১১১খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে গ্রন্থাগারে মোট ১৫৮খানি পুস্তক ও পত্রিকা

সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৫খানি দৈনিক সংবাদপত্র, ১১খানি সাপ্তাহিক এবং ৩৭খানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত ২৫৬১৮ জন অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৯৪ জন পাঠাগারে গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। ২৪১২০ জন সদস্য ২৬৯২০খানি গ্রন্থ অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৪৮ জন সদস্য ৭৯ খানি গ্রন্থ গৃহে পড়িবার জন্য লইয়া গিয়াছেন।

গবেষকদিগের আসনের ব্যবস্থাদির সুবিধার চেষ্টা করা হইতেছে। তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে অধিক আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সদস্যগণের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারের পাঠবিভাগের সময় বর্ধিত করিয়া প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৮০০০ হইতে ২৬০০০ সংখ্যক পর্যন্ত গ্রন্থ র‍্যাকে সাজানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় ২৩খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা পুথি ২০খানা এবং সংস্কৃত পুথি ৩খানা। শ্রীসৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৪খানা, যোগেশচন্দ্র রায় ৩খানা এবং শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ২খানা পুথি উপহার দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৪খানা পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। এই ২৩খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাংলা পুথি	—৩৩১৭
সংস্কৃত পুথি	—২৭৬৮
তিব্বতী পুথি	— ২৪৪
ফার্সী পুথি	— ১৩
	৬০৪২

আলোচ্য বর্ষে ৫৩২ হইতে ৬৭০ পর্যন্ত ১৩৯খানি বাংলা পুথির বিবরণ লিখিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় তাহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সদস্য এবং গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ ৪৫খানি পুথি আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের কাজ চলিতেছে। এই গ্রন্থাবলীর এষা, প্রদীপ, শঙ্খ ও কনকাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সীতার বনবাস, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৬, ৭, ৯, ১১, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৭, ৪২, ৪৬, ৪৯, ৬৮ ও ৭২ সংখ্যক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বাশুলীমঙ্গল'-এর মুদ্রণ শেষ হইয়াছে।

(খ) লালগোলা-তহবিলের অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর পঞ্চম সংস্করণ এবং শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র-কৃত 'শিবায়ন' পুথি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) ঝাড়গ্রামরাজ-তহবিলের অর্থে রামমোহন গ্রন্থাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, কপালকুণ্ডলা, যুগলাঙ্গুরীয়, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য, মায়া-কানন, ও হেক্টর বধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে এ পর্যন্ত পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫২। পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একটি বিষয়ানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বৈষ্ণব পদাবলী—৩, ইতিহাস—৭, পুথির পরিচয় ইত্যাদি—৪, তন্ত্রাদি—৩, বিবিধ—৭।

সংগ্রহশালা

সংগ্রহশালার মূর্তি ও প্রাচীন চিত্র ভালভাবে সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রমেশ-ভবনের একতলার বারান্দা হইতে ডাকঘর স্থানান্তরিত হওয়ায় দক্ষিণ দিকের ফটক খুলিয়া সংগ্রহশালায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পরিষদে সংগৃহীত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্র সাজাইয়া রাখিবার জন্য এক চিত্র-নির্বাচন শাখা-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ বহু চিত্র এখনও গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইয়াছে। কিছু কিছু প্রাচীন মানচিত্র ও রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত একখানি চিত্র বাঁধানো হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন প্রিয়ম্বদা দেবীর ১খানি ডায়েরী, শ্রীনির্মলকুমার বসু ধানের ও চাউলের তৈয়ারী ২গাছি মালা, শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত সরলা দেবী চৌধুরাণীর প্লাস্টারনির্মিত আবক্ষমূর্তি (কাঠের পাদপীঠ সহ) ও ১৯০৪ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত ১টি পিত্তলের পদক, শ্রীধরণী সেন তিনটি পোড়ামাটির ফলক, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার তৈরী পোড়া মাটির এটি অশ্বমূর্তি, শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষাল কেশবচন্দ্র সেনের একটি চিত্র, এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গ্রন্থ বিষয়ক পুস্তকপঞ্জীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে দুইটি পট ও মাটির পুতুল সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই পট দুইটির বিষয়ে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। (৬২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

রমেশ-ভবন

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ তারিখে রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দা হইতে সাহিত্য-পরিষদ্ ডাকঘর স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার ফলে, রমেশভবন সম্পূর্ণভাবে পরিষদের আয়ত্তে আসিয়াছে। ডাকঘর থাকিবার দরুণ সমগ্র রমেশভবনের জন্য যে পুরা ট্যাক্স পৌর প্রতিষ্ঠানকে দিতে হইতেছিল, তাহা মকুব করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই বাবদ এতদিন আমরা বৎসরে ৬১৫৲ টাকা করিয়া লোকসান দিতেছি। ডাকঘরের অধিকৃত স্থানটিকে সুসংস্কৃত করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হইতেছে। রমেশ-ভবনের বক্তৃতাকক্ষটি সুসংস্কৃত হইবার ফলে অনেকগুলি বক্তৃতাসভার আয়োজন করা সম্ভব হইয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ছয় জনকে সারা বৎসর মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগণের বিধবা পত্নী ও ১ জন মহিলা সাহিত্যিক। এতদ্ব্যতীত দুই জন দুঃস্থ সাহিত্যিক ও একজন সাহিত্যিকের কন্যাকে এককালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে যে সুদ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহার ব্যয় সংকুলান হয় না। তাহার ফলে প্রত্যেক বৎসর অন্য ভাণ্ডার হইতে ঋণ করিয়া সাহায্য দান চালু রাখিতে হইতেছে। এই বিষয়ে একটি স্থায়ী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। তবে রাঁচিতে একটি শাখা-পরিষদ্ গঠনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, নৈহাটি, শিলং ও গৌহাটি শাখার অধিবেশনাদির যথাযথ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে মূল-পরিষদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি গিয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত শাখার কার্য পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর শাখা আলোচ্য বর্ষে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সপ্তনবতি জন্মতিথিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত শাখা বর্তমানে নিজস্ব ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। পরিষৎ-সম্পাদক শিলং ও গৌহাটি শাখা পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আর্থিক সহায়তা

(ক) পরিষদ্ভবনের মেরামতের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এককালীন দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গীতবিতান শিক্ষায়তন মন্দির মেরামত তহবিলে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের পত্রিকাদি প্রকাশের জন্য ২০০৲ টাকা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

উপসংহার

আপনাদের নিকট যে কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিলাম, তাহা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কৃতির তালিকা নয়। বাস্তব পক্ষে, আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কি কি করিতে পারি নাই, এই বিবরণীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল মৃত্যু-জনিত ক্ষতি নহে, সকল দিক্ দিয়াই প্রায় নৈরাশ্যের বৎসর গিয়াছে। আমরা গত তিন বৎসর ধরিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিধানটির পুনঃসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য সরকারের নিকট সহায়তা চাহিয়া আসিতেছি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার পূর্বেই বিদ্যানিধি মহাশয় গত হইলেন।

বিগত বৎসরের বিবরণীতে যে আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহু আশা এখনও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই।

স্বাধীনতার পর নানা দিক্ হইতে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পরিসর ক্রমশঃই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে এবং দ্রুতগতিতে এ দায়িত্ব স্বীকার না করিলে, একক বা কোন গোষ্ঠীবিশেষের প্রচেষ্টায় কোন প্রতিষ্ঠানের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের বিশ্বাস যে, সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়া এই সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবেন।

পরিষদের উন্নতিকল্পে যে সকল পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত ব্যয়ের প্রস্তাব আমরা বার বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি আর একবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(১) পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির কোন বৈজ্ঞানিক ক্যাটালগ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয় নাই। অন্যূন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা পাইলে এক বৎসরের মধ্যে এই কাজ সমাধা করা যায়। ক্যাটালগহীন গ্রন্থাগার সাহিত্যানুরাগীদিগের পক্ষে অব্যবহার্য। (২) স্থানাভাববশতঃ এখনও কয়েক সহস্র পুস্তক স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য অবিলম্বে লোহার তাক নির্মাণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই বৃষ্টির জলে ও ধূলায় বহু গ্রন্থ ও পুথি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই কার্যে কম পক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা প্রয়োজন। (৩) পরিষৎসংগ্রহশালার অমূল্য দ্রব্যাদি ঠিক ভাবে রাখিবার বা প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই। সংগ্রহশালার জন্য নির্দিষ্ট স্থানও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই জন্য আলমারী, কেস, Guide book ও রমেশ-ভবনের আর একতলা নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই কার্যের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। (৪) পরিষদের বৈতনিক কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং আমরা যে সামান্য বেতন দিয়া থাকি, তাহাতে যোগ্য বিশেষজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না। যোগ্য লোক পাইতে হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া, পরিষদের কার্য সুপরিচালনার জন্য একজন সর্বক্ষণের কর্মসচিব নিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন, পরিষদের কাজের জন্য একজন সর্বক্ষণের স্থায়ী দপ্তরী রাখা দরকার—ইহাদের জন্য প্রথম তিন বৎসরে ২১,০০০৲ টাকা লাগিবে। এই সকল কার্যে অবিলম্বে হাত দেওয়া প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সর্বসাকুল্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপযুক্ত অর্থ ও সুযোগ্য কর্মী ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। পরিষৎ দেশের এক বিরাট্ ঐতিহ্য বহন করিয়া সুদীর্ঘকাল বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছে। অতীতে বঙ্গভারতীর বহু সুসন্তানের অপরিসীম অধ্যবসায়ের ফলে পরিষৎ সাধারণ মানুষের যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল, আমরা আজও তাহার রেশ টানিয়া চলিয়াছি। বাংলা দেশের মানুষ আজও এই প্রতিষ্ঠানটিকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। তাহাদের শুভেচ্ছা ও সরকারের উদারতা আমাদের সাময়িক জড়তা ও বাধাকে কাটাইয়া তুলিবে, এই বিশ্বাস লইয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩॥

নির্মলকুমার বসু
সম্পাদক।

ভ্রম-সংশোধন—এই সংখ্যার ৬৪ পৃ. ১২ লাইনে হরপ্রসন্ন সেন স্থলে হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে।

ত্রিষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি

শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৯।এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬ — অধ্যাপক

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৮।৫ বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ — সাহিত্যিক
„ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ১৭১ সি.সি.ও.এস. কাশীপুর, কলি-২ — ঐ
„ নরেন্দ্র দেব, ৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ — ঐ
„ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার — ঐ
„ বিমলচন্দ্র সিংহ, ২২৭।২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-২০ — বিষয়ভোগী
„ যদুনাথ সরকার, ১০ লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯ — অধ্যাপক
„ সজনীকান্ত দাস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ — সাহিত্যিক
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ — অধ্যাপক

সম্পাদক

শ্রীনির্মলকুমার বসু, ৩৭এ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩ — অধ্যাপক

সহকারী সম্পাদক

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৯।এ শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, দমদম, কলিকাতা-৩০ — অধ্যাপক
„ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পি ৭০ সি. সি. ও. এস কাশীপুর, কলিকাতা- ২ — ব্যবসায়ী
„ প্রবোধকুমার দাস, ৭।১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬ — চাকুরিজীবী
„ সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ — ঐ

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ — বিষয়ভোগী

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ২৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ — অধ্যাপক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ২৮।৩।বি সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬ — অধ্যাপক

পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১০।১ ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬ — অধ্যাপক

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৫৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২ বিষয়ভোগী

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

শ্রীঅমল হোম, ১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ চাকুরিজীবী
„ রেভাঃ এ. দোঁতেন, ১৩ আপার ষ্ট্রাণ্ড রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী ধর্মযাজক
„ কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাকুরিজীবী
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫০।৮।সি গৌরীবাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক
„ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ২৪।এ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ সাংবাদিক
„ জগদীশ ভট্টাচার্য, ৩৫ স্কটস্ লেন, কলিকাতা-৯ অধ্যাপক
„ জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩।এ, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ব্যবহারজীবী
„ জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ২৫৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী
„ নরেন্দ্রনাথ বসু, ৪৫ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ চাকুরিজীবী
„ পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ ঐ
„ পুলিনবিহারী সেন, ৫৪.বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ ঐ
„ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ৬৪।সি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ অধ্যাপক
„ বিনয় ঘোষ, ১১ ইষ্ট রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩৩ সাহিত্যিক
„ মনোমোহন ঘোষ, ৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ চাকুরিজীবী
„ মনোরঞ্জন গুপ্ত, ৯াই যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১ ঐ
„ মন্মথনাথ সান্যাল, ৪০।বি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১ সাংবাদিক
„ লীলামোহন সিংহ রায়, ১৫ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২০ বিষয়ভোগী
„ শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ ব্যবসায়ী
„ সুরেশচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ঐ
„ সুশীল রায়, ১৩।বি কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী

শাখা-পরিষৎ প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা শিক্ষক
„ চিত্তরঞ্জন রায়, পি ৮ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ ব্যবহারজীবী
„ মাণিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া শিক্ষক
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৪৭ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

পৌরসভার প্রতিনিধি

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯।এ।১ রাজা মণীন্দ্র রোড, পাইকপাড়া, কলি-৩৭ ব্যবসায়ী

১৩৬২ বঙ্গাব্দে উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা

গ্রন্থকার	প্রদাতা	গ্রন্থের নাম
পুরীদাস মহাশয়	গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্ তথা শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব প্রকাশ, শ্রীশ্রীহরিভক্তিতত্ত্ব সার সংগ্রহ
পুলিনবিহারী সেন	গ্রন্থকার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প (তথ্যপঞ্জী)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	স্বরবিতান (৪১।৪৩।৪৪ ৪৬) খণ্ড
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	"	বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	"	তন্ত্রকথা
জগন্নাথ গুপ্ত	"	নবযুগের ধাতু চতুষ্টয়
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য	"	বৌদ্ধদের দেবদেবী
গিরিশ নন্দন	গ্রন্থকার	বেণুবন
সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার	"	রাজগুরু যোগিবংশ
অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	"	প্রণমামি
গণপতি ঘোষ	"	শ্রিগৌরাঙ্গ স্বরূপ রহস্য
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	"	কথিকা, মন্দার ও মালঞ্চ
যোগেশচন্দ্র বাগল	"	Pramatha Nath Bose
চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়	"	রামামৃত সাধন বিজ্ঞান
জয়ন্তকুমার মাইতি	"	পশ্চিমবঙ্গে শোলাঙ্কি রাজপুত
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	"	মহাজাতি
সম্পাদক 'বাণী' মুর্শিদাবাদ	"	শারদীয়া 'বাণী' ১৩৬২
সত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	"	একা
মঞ্জিল সেন	"	তপস্যা
ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	"	শিকারের কথা
কুমুদচন্দ্র সিংহ	ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	কৌমুদী
মাখনলাল ধর	গ্রন্থকার	সাঁতারের চিঠি
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	"	On Our Prejudices Vol. II
রামচন্দ্র শিরোরত্ন	যোগেশচন্দ্র রায়	ভারতবর্ষ বিচার
দ্বারকানাথ শর্মা	"	ভূতত্ত্ব বিচার
যোগেশচন্দ্র রায়	গ্রন্থকার	আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী

গ্রন্থকার	প্রদাতা	গ্রন্থের নাম
রামদাস সেন	যোগেশচন্দ্র রায়	রত্নরহস্য
নবীনচন্দ্র দত্ত	"	খগোল বিবরণ
যাদবচন্দ্র বসু	"	রসায়ন
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর	"	মণিমালা (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)
গুরুপদ হালদার	গ্রন্থকার	বৃহত্রয়ী (সংস্কৃত)
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	Howrah Civic Companion, Vol. I
সুখময় মুখোপাধ্যায়	"	রাজা গণেশের আমল
"	"	বাংলার নাথ সাহিত্য
Smithsonian Institute, U. S. A. (প্রকাশক)	Smithsonian Institute	American Ephemeris 1957
"	"	Annual Report, 1954
রামচন্দ্র ভড়	গ্রন্থকার	ললিতপ্রেম নির্ঝর
চণ্ডীচরণ লাহিড়ী	"	রবীন্দ্রকথা
উদ্ধারণ মঠ চুঁচুড়া) (প্রকাশক)	ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ	শ্রীমায়াপুর পঞ্জিকা (৪৬৭ গৌরাব্দ)
"	"	শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা (৪৬৮ গৌরাব্দ)
"	"	সজ্জন-তোষিণী (সাময়িক পত্র)
"	"	সহজিয়া দলন (হিন্দী)
শিশিরকুমার রক্ষিত	গ্রন্থকার	বিলাতের চিঠি
সুকুমার সেনগুপ্ত	"	চিরন্তন
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	"	প্রাচীন বাংলা ও বাংলা সাহিত্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য	নির্মলকুমার বসু	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	"	চন্দ্রগুপ্ত গুরু চাণক্য
"	"	শিবাজী ও রামদাস
যতীন্দ্রমোহন সিংহ	"	উড়িষ্যার চিত্র
Times, London (প্রকাশক)	এস. এন. দাস	History of War (1918) (Vol. I-XXI)
F. Gleadowe Stone	"	Tactical Studies from Franco-German War
Hermann Haupt	"	Military Bridges
C. E. K. Macquoid	"	Strategy Illustrated
G. F. R. Henderson	"	The Science of War

গ্রন্থকার	প্রদাতা	গ্রন্থের নাম
Conrad Richter	United States Information Service	The Trees
	"	A World Apart
George Amberg	"	Ballet
ষ্টিফেন ভিনসেণ্ট বেনে	"	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয়

১৩৬২ বঙ্গাব্দে ক্রীত গ্রন্থের তালিকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : Bengali Self Taught ; শ্রীগোপালচম্পূ (অসম্পূর্ণ) ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮৪ শক) ; বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, জেলের খাতা, মার্কিনে চারি মাস, Study of Hinduism, Autobiography ; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত : মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্ব ৩৪।৩৫ খণ্ড), সাহিত্য দর্পণ ; সুবোধকুমার চৌধুরী : লঘু লিপিকা ; এস. রক্ষিত : বাণীরেখা ; যোগেশচন্দ্র বাগল : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল) ; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাইকমল, গল্প সঞ্চয়ন ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নিষ্কৃতি ; দীপক চৌধুরী : পাতালে এক ঋতু (২য় খণ্ড) ; সুশীল জানা : সূর্য্য গ্রাস : মায়াবতী আশ্রম প্রকাশিত : Swami Vivekananda ; প্রমথনাথ বিশী : হংসমিথুন, ভূতপূর্ব্ব স্বামী ; Cambridge History of India (Vol. VI) ; বিমল মিত্র : কন্যাপক্ষ ; সুবোধ ঘোষ : ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস ; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : একই বৃন্ত ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একে তিন তিনে এক ; গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প, শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : শৈলজানন্দের গল্প সঞ্চয়ন ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : আরণ্যক, কুশল পাহাড়ী ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : অনুপূর্ব্বা ; সরোজকুমার রায়চৌধুরী : কৃশানু ; তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতিরঙ্গ ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পরমপুরুষ (৩য় খণ্ড) ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস ; করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : শতনরী ; অন্নদাশঙ্কর রায় : কামিনীকাঞ্চন ; নজরুল ইসলাম : বনগীতি, জুলফিকর ; নীহাররঞ্জন গুপ্ত : অভিশপ্ত পুথি ; গ্রন্থবাণী (শারদীয়া সংখ্যা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬৩

প্রাকৃত ও বাঙ্গালা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভাষা নিরবচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহের ন্যায়। অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষার (Indo-European Parent Speech) আবির্ভাব অনুমান করা হইয়াছে। সেই মূল ভাষা কালক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়—একটির নাম কেন্তুম্ (centum) এবং অপরটির নাম শতম্। এই শতম্ বিভাগের একটি শাখা মূল আর্য হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষা। পাক-ভারতীয় আর্যভাষা তাহার একটি উপশাখা। ইহার উদাহরণ বৈদিক ভাষা। আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্যভাষাগুলি, যথা—বাঙ্গলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, নেপালী, হিন্দুস্তানী (উর্দূ-হিন্দী), রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতী, মারাঠী, প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্য-ভাষার আধুনিক রূপ। এই সাহিত্যিক ভাষাগুলি ভিন্ন আরও অনেক উপভাষা, যথা—ভোজপুরিয়া, আওধী, ছত্তিসগঢ়ী, মুলতানী, কোঙ্কনী, কচ্ছী প্রভৃতি এই প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে কালক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। পাক-ভারতের বাহিরে সিংহলী, মালদ্বীপী ও বেদিয়া (Gypsy) ভাষা এই প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতাত্ত্বিকগণ হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা পুনর্গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। সংস্কৃত অশ্বঃ, লাতিন equos, গ্রীক hippos, আবেস্তান অস্পো, পারসী আস্প ইত্যাদি তুলনা করিয়া মূল শব্দ *ekuos পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। কেন্তুম্ বিভাগে ইহার রূপ হইবে ekuos এবং শতম্ বিভাগে esuos মূল আর্য বা হিন্দ-ঈরাণীয় শাখায় অশ্বস্। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার ঘোড়া শব্দটি প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষার কথ্য রূপ ঘোটক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। পরে কথ্য শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়। কিন্তু বেদের প্রাচীন অংশে এই ঘোটক শব্দ নাই। আর দুএকটি উদাহরণ দিই। সংস্কৃত ও আবেস্তান পিতা, লাতিন pater, গ্রীক pater, গথিক fadar, ইংরেজি father, জর্মান vater, পারসী পিদর তুলনা করিয়া মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ শব্দ peter পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্যভাষায় 'বাপ' প্রাচীন আর্যভাষার কথ্য রূপ *বপ্র হইতে উৎপন্ন। ইহা প্রাকৃতের বপ্প শব্দের প্রমাণে পুনর্গঠিত শব্দ। সংস্কৃতে ভগিনী ও স্বসা প্রতিশব্দ। কিন্তু সংস্কৃত স্বসা, লাতিন soror, গথিক swistar, প্রাচীন ইংরেজি swuster, আধুনিক ইংরেজি sister, প্রাচীন আইরিশ siur, আবেস্তান khwanhar, পারসী khwahar তুলনা করিয়া মূল হিন্দ-য়ুরোপায়ণ ভাষা swesor পুনর্গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ইত্যাদি আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্যভাষায় স্বসার কোনও বংশধর নাই। কিন্তু ভগিনীর আছে। ইহা প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্য ভাষার কথ্য রূপ, যাহা সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কথ্য ভাষা হইতে সংস্কৃতে গ্রহণের অনেক

উদাহরণ আছে। এগুলিকে প্রাকৃতজ বলা যাইতে পারে। কয়েকটি প্রাকৃতজ শব্দ যথা,—পুত্তল, ভট্ট, ভট্টারক, কণ্টক, নাটক, নট, জ্যোতি, শিথিল। প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষায় ইহাদের রূপ যথাক্রমে পুত্রল, ভর্তৃ, ভর্তৃক, কৃন্তক, নর্তক, নর্ত, জ্যোতিঃ, শ্লথিল।

বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উৎপন্ন সত্য ; কিন্তু তাহার কথ্য রূপই ইহাদের মূল। ইহাদিগকে আমরা আদিম প্রাকৃত বলিতে পারি। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কতক প্রাকৃত শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অনেক আদিম প্রাকৃত পালি ও নাটকীয় প্রাকৃতের সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে হয়, যেমন পূর্বোক্ত বপ্র শব্দ।

সংস্কৃত একটি সাহিত্যিক ভাষা এবং ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য ছিল। জনসাধারণের মধ্যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি তাহার প্রমাণ। প্রাচীন কালেও যে এইরূপ ব্রাহ্মণ্য ভাষা সংস্কৃত এবং তৎসমকালে প্রাকৃত জনের ভাষা আদিম প্রাকৃত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। রামায়ণে আমরা দেখি, ইল্বল বাতাপি উপাখ্যানে ইল্বল অসুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥

(অরণ্যকাণ্ড, ১১ সর্গ, ৫৬ শ্লোক)

"সেই নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বলিয়া শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিত।"

অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান্ ভাবিতেছেন—

যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥

(সুন্দরকাণ্ড, ৩০ সর্গ, ১৮, ১৯ শ্লোক)

"যদি আমি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহা হইলে সীতা আমাকে রাবণ মনে করিয়া ভীতা হইবেন। সুতরাং অর্থবান্ মানুষবাক্য বলা অবশ্যক। অন্যথায় আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বাস দিতে সমর্থ হইব না।"

উদ্ধৃতাংশে সংস্কৃতকে দ্বিজাতির ভাষা বলা হইয়াছে। তাহাতে যে "মানুষ বাক্য" বলা হইয়াছে, তাহাই আদিম প্রাকৃত। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে এই আদিম প্রাকৃত বৈদিক ভাষার পরে ও সংস্কৃতের পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল (পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, পৃঃ ৩৪)। কিন্তু ইহা যে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বৈদিক ভাষায় কয়েকটি উপভাষা ছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। বেদে অকারান্ত পুংলিঙ্গের কর্তৃকারকের বহুবচনে আঃ এবং আসঃ,

যথা—জনাঃ, জনাসঃ, দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কর্তৃ ও কর্মকারকের দ্বিবচনে, এবং করণ-কারকের একবচন ও বহুবচনে দুই দুইটি রূপ দেখা যায় ; যথা, জনৌ, জনা ; জনেন, জনা, জনৈঃ, ; জনেভিঃ। অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গের কর্তৃ ও কর্মকারকের বহুবচনে ফলানি, ফলা, এই দুই রূপ হয়। ক্রিয়াতেও করোতি, কৃণোতি ; গৃহ্ণাতি, গৃভ্ণাতি ; জয়তি, জিনাতি ; ম্রিয়তে, মরতি ; এই প্রকার দুই রূপ দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও দুইয়ের অধিক রূপ দৃষ্ট হয়, যথা, শৃণু, শৃণুধি, শৃণুহি, শ্রুধি, শৃণুতাৎ ; কুরু, কৃণু, কৃণুহি, কৃণুতাৎ। এই সমস্ত বৈদিক ভাষায় উপভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আদিম প্রাকৃতও বৈদিক ভাষার একটা উপভাষা ছিল। ইহা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাহিরে ব্রাত্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও বিষয়ে ইহা বেদের লিখিত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীনতর। পালি ও নাটকীয় প্রাকৃতে বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে ছ, খ এবং ঝ তিনরূপ দেখা যায়। বৈদিক ভাষার সজাতি আবেস্তার ভাষায় বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে s, khs এবং gz দেখা যায়। ইহারা মূল আর্য খ্শ ক্শ এবং গ্ঝ (gzh) দুইতে উৎপন্ন। যথা, সং কক্ষ, আবেস্তান kasa ; সং তক্ষতি, আবেস্তান tasaiti ; সং ক্ষীর, আবেস্তান khsira ; সং ক্ষরতি, আবেস্তান gzaraiti. পালি ও প্রাকৃতেও আমরা অনেক স্থলে ক্ষ=s স্থানে ছ, ক্ষ=khs স্থানে খ এবং ক্ষ=gz স্থানে ঝ দেখি, যথা, পালি কচ্ছ, তচ্ছতি, খীর, ঝরতি (>ঘরতি), প্রাকৃত কচ্ছ, তচ্ছই, খীর, ঝরই, বাঙ্গালাতেও কাছ, চাঁছে, খীর, ঝরে।

আদিম প্রাকৃত হইতে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম স্তর পালির, দ্বিতীয় স্তর নাটকীয় প্রাকৃতের এবং তৃতীয় স্তর অপভ্রংশের সমশ্রেণীস্থ। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আদিম ঘোটক > পালি ঘোটক > প্রাকৃত অপভ্রংশ > ঘোড়অ > বাং ঘোড়া। আদিম তখ্শতি >পালি তচ্ছতি (সং তক্ষতি)> প্রাকৃত তচ্ছই >অপভ্রংশ *চচ্ছই > বাং চাঁছে।

আমি এক্ষণে আদিম প্রাকৃত হইতে কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছি। তুলনার জন্য সংস্কৃত শব্দ উদ্ধৃত করা হইবে।

আছে < পালি অচ্ছতি > আদিম অশ্শ্তি (সং অস্তি)
আমি < পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ অম্হে > অস্মে (সং বয়ম্)
গাই < গাবী (সং গো)
গাল < গল্ল (সং গণ্ড)
ঘর < ঘর (সং গৃহ)
তুমি < তুম্হে >*তুস্মে (সং যুয়ম্)
ভাল < ভল্ল >*ভদ্ (সং ভদ্র)।
দেখে < দেক্খই >*দৃক্ষতি (সং পশ্যতি)
নাক নক্ক < নস্ক (সং নাসা)

কেবল শব্দে নয় ধ্বনিতত্ত্বেও বাঙ্গালা আদিম প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন। পূর্বে কতিপয় শব্দের

ছ, খ এবং ঝ-এর উৎপত্তি দেখাইয়াছি। ডিম্ব ও জড়, ঢক্কা ও গাঢ়, এই দুই শব্দযুগলে ড ও ড়, ঢ ও ঢ় যেরূপ পৃথক্ উচ্চারণ আমরা করি সংস্কৃত ব্যাকরণে কিংবা শিক্ষাপুস্তকে তাহার কোনও নিদর্শন নাই। কিন্তু বেদে ও পালিতে ইহা আছে।

শব্দের গঠনেও আমরা আদিম প্রাকৃতের চিহ্ন দেখি। বাঙ্গালায় গুণপনা, সতীপনা প্রভৃতি শব্দে যে তদ্ধিত পনা প্রত্যয় আছে, তাহা সংস্কৃতের ত্ব হইতে ব্যুৎপন্ন নহে, মূল আদিম প্রাকৃত ত্বন হইতে। ইহা বৈদিক ভাষায়ও দৃষ্ট হয়। বড়াই, লম্ব'ই প্রভৃতি শব্দের আই প্রত্যয়ের মূল আদিম প্রাকৃত তাতি প্রত্যয়। ইহাও বৈদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। গুণপনা <গুণপ্পণ<*গুণৎপণ < গুণত্বন। বড়াই < প্রাকৃত বড্ডআই > আদিম প্রাকৃত বড্রতাতি।

সংস্কৃতের প্রভাবে যে আদিম প্রাকৃতের ধ্বনির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গে আসামের ন্যায় স স্থানে হ হইত যে কারণে বলা হইয়াছিল—

আশীর্বাদং ন গৃহ্লীয়াৎ বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতিবাদিনঃ॥

কিন্তু এক্ষণে যেমন সাধু ভাষার প্রভাবে নিতান্ত অর্বাচীন ব্যতীত কেহই 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করেন না, সেইরূপ সাধু ভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতের প্রভাবে আদিম প্রাকৃতেরও উচ্চারণ কোনও কোনও স্থলে সাধু ভাষার সদৃশ হইয়াছিল। মূল আর্য বা হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষায় z, zh দুইটি ব্যঞ্জন ছিল। বৈদিক ও সংস্কৃতে ইহারা যথাক্রমে জ, হ হইয়া গিয়াছে। প্রয়োগ দেখিয়া প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। যুজ্+ত=যুক্ত, ভজ্+ত= ভক্ত; কিন্তু সৃজ্+ত=সৃষ্ট, রাজ্+ত্র=রাষ্ট্র। ইহার কারণ j+ta=kta এবং z+ta =sta. সৃজ্ এবং রাজ্-এর জ=z. আমরা আরও দেখি, দুহ্+ত=দুগ্ধ, নহ্+ত=নদ্ধ, লিহ্+ত=লীঢ়, বহ্+ত=ঊঢ়। ইহার কারণ, দুহের হ মূলে ঘ, নহের হ মূলে ধ; কিন্তু লিহ এবং বহের হ মূলে zh. ইহা ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণিত হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতের প্রভাবে আদিম প্রাকৃতেও z, zh ধ্বনি জ, হ হইয়া যায়।

আমি নিম্নে আদিম প্রাকৃতের একটি বাক্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণতির একটি উদাহরণ দিতেছি:

সংস্কৃত—যূয়ং বৃহন্তং ঘোটকং পশ্যত।

আদিম প্রাকৃত—তুষ্মে বড্রং ঘোটকং দৃক্ষথ (অনুজ্ঞা)

২য় স্তর (পালির সমশ্রেণীস্থ)—তুম্হে বড্ডং ঘোটকং দেক্খথ

৩য় স্তর (নাটকীয় প্রাকৃতের সমশ্রেণীস্থ)—তুম্হে বড্ডং ঘোড়অং দেক্খহ

৪র্থ স্তর (অপভ্রংশ)—তুম্হে বড্ড ঘোড়অ দেক্খহ

প্রাচীন বাঙ্গালা—তুম্হে বড় ঘোড়অ দেখহ। মধ্য বাঙ্গালা—তুম্হি বড় ঘোড়া দেখহ। আধুনিক বাঙ্গালা—তুমি বড় ঘোড়া দেখ।

কালুরায়মঙ্গল

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

পত্রিকার গত সংখ্যায় নিত্যানন্দ-রচিত অপরিচিতপ্রায় কালুরায়মঙ্গলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে পুথি অবলম্বন করিয়া ঐ পরিচয় সংকলিত হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইল। লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, মহেন্দ্রনাথ করণ-প্রণীত হিজলীর মসনদ্-ই-আলায় দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়মঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশের সহিত বর্তমান পুথির পাঠের মিল নাই।

বন্দনা

বন্দ দেব কালুরায় নিবেদি তোমার পায়
ঘটে আসি হও অধিষ্ঠান।
লায়েকের আশা পুর করুণা কটাক্ষে হের
শুন আপনার গুণগান॥
বাইশ কাহন বাঘে ধায় তব আগে আগে
এক হাঁকে ফিরাও সকলে।
শার্দ্দুল লইয়া সঙ্গে খেলা কর নানা রঙ্গে
সদা বাস পয়োধির কূলে॥
ভবানীর আজ্ঞা পেয়ে আসা বাড়ি করে লয়ে
রক্ষা কর শার্দ্দুলের পাল।
তোমারে যে নিন্দা করে অকালেতে বাঘে ধরে
মরণের নাহি কালাকাল॥
শিরে শোভে পাগ বান্ধা তাহে গুঞ্জাফল ছান্দা
ভালে ফঁটা শোভে শশধর।
গলেতে রুদ্রাক্ষমালা অটবী করে উজ্জলা
কটিতটে শোভে পাটাম্বর।
সনার খড়ম পায় মরি কিবা শোভা পায়
ভদ্দা বাঘে গমন মন্থর॥
নিজ পূজা লইবারে ছলনা করিয়ে নরে
বনমাঝে লুকাও বাছুরী।
ভয়েতে আকুল হয়ে পায়েশ পিষ্টক দিয়ে
তোমারে পূজয়ে ভক্তি করি॥
ভক্তিভাবে একমনে যে তোমার মঙ্গল শুনে
পূর্ণ হয় তার মন আশা।
দ্বিজ নিত্যানন্দ কয় দিয়ে দুটি পদদ্বয়
পূর্ণ কর লায়েকের আশা॥ ১।১

গান আরম্ভ।

একমনে শুন সবে রায়ের মঙ্গল।
শুনিলে বিপদ নাশে পরম কুশল॥
দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের সিপাই।
বাইশ কাহন বাঘে রাখে দুটি ভাই॥
ঝাঁউ বৃক্ষ তলেতে বসিল দুই জন।
লইতে আপন পূজা ভাবে অনুক্ষণ॥
সর্ব্বদেবে কৈল পূজা মানব ভুবনে।
আমরা দেবতা বলে কেহ নাহি জানে॥
কালু বলে শুন দাদা আমার বচন।
আটেরে* জিজ্ঞা[সা] কর পূজার বিবরণ॥
শুনিয়ে আটেরে ডাকি দেব দক্ষিণ রায়।
পূজার বারতা কিছু তাহারে জানায়॥
উপদেশ বল আট যাব কোথাকারে।
কোন ছলে লব পূজা কে পূজিবে মোরে॥
ঈষদ হাসিয়ে আট করিল উত্তর।
বাগতির কূলে জন্ম নাম হীরাধর॥

* প্রেতযোনিবিশেষ। শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে ইঁহার পূজা হয়।

হদা হীরা দুই ভাই বড়ই কাঙ্গাল।
পাটনির কার্য্য করি দুঃখে কাটায় কাল॥
ইজার ঘাট সে অনেক দিন করে।
ছ বুড়ি উপায় তার ছয় জন ঘরে॥
হদা হীরা দুই ভাইয়ের যাহা হেমী ক্ষেমী।
পোর নাম পর্ব্বত্যা ঝিয়ের নাম প্রেমী॥
তারে যদি দয়া কর দেব দক্ষিণরায়।
তবে ত তোমার পূজা [হ]ইবে ধরায়॥
বাঘেরে গাড়র করি যাও তার ঘাটে।
পারে যাইবার ছলে কহিবে কপটে॥
চাইবে পারের কড়ি যখন তোমায়।
কড়ি কোথা পাব বলে ভাঁড়াইবে তায়॥
তখন তোমাকে এক চাহিবেক মেড়া।
পাবে না পাবে না পূজা এই যুক্তি ছাড়া॥
নিত্যানন্দ বলে বাঘে করিয়ে গারড়।
হীরা পাটনির ঘাটে চলহ সত্বর॥ ২।২

পয়ার।

আটে আজ্ঞা দিল তখন দেব কালুরায়।
এক হাঁকে বাইশ কাহন বাঘেরে জুটায়॥
চিতা বাঘ ধায় আর বেত আছাড়িয়া।
দলে দলে এল সবে লক্ষ ঝম্প দিয়া॥
বসিল বাঘের দল সারি সারি হোয়ে।
সিদ্ধ জল মন্ত্র রায় দিল ছড়াইয়ে।
মন্ত্রবলে ব্যাঘ্র হইল পর্ব্বত্যা গাড়র।
এক হাঁকে আট মুন্‌সা পাল কৈল যোড়॥
আজ্ঞা দিল কালুরায় চালায় তুরিতে।
দ্বিজবেশে কালুরায় চলিল পশ্চাতে॥
গাড়র করিয়ে যোড় পয়োধির তটে।
বসিল ব্রাহ্মণ গিয়ে হদা হীরার ঘাটে॥
পার কর হীরা বলি ডাকিতে লাগিল।
ঘাটে ছিল পর্ব্বত্যা সে শুনিতে পাইল॥
উ পারে অনেক ডাক ডাকে এক বুড়া।
পার হবে আনিআছে এক পাল মেড়া॥
মেড়া দেখে দুই ভাই নায়ের খুলে দড়া।
নৌকায় তুলিব তবে লিব এক মেড়া॥
এত বলি দ্রুতগতি তরণী লইয়ে।
আনন্দ হইয়ে দুঁহে চলিল বাহিয়ে॥
বক্রা দেখে দুই ভাইয়ের উড়িল পরাণি।
ভেঁড়া দেখে ভয়ে কূলে না ধরে তরণী॥
হীরা বলে গড় করি দাদা নৌকা ফিরা।
মেড়া নয় বনবরা মারিবেক চিরা॥
শুনিয়ে আশ্বাস করি বলে দামূদর।
বরা নয় এইগুলা পর্ব্বত্যা গাড়র॥
এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল।
নাকগুলা দেখি যেন ধুতুরার ফুল॥
কর্ণ যেন বটপত্র শিঙ্গ নাহি কেন।
ব্রাহ্মণ বলেন বাপু তবে বলি শুন॥
বড় বড় শিঙ্গ ছিল বনে গেল খসে।
লেজ হইল লাটাপাটা বনে ষেয়ে এসে॥
বড় লোম বড় কান বড় নাসারন্ধ্র।
পর্ব্বত্যা ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ॥
জন্মাবধি এইগুলা জঙ্গলিয়া ভেড়া।
না উঠে গুয়ালে কভু নাহি লয় দড়া॥
ছেনা পেনা ইহাদের আছে অগণন।
অরণ্যেতে আছে আর আঠার কাহন॥
ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে।
আট নামে মুনসা আছে সর্ব্বদা রক্ষিতে॥
হদা হীরা শুনে বলে তৃপ্ত হোলাম শুনি।
পারে যদি যাবে আগে কড়ি দেহ গনি॥
অষ্ট পণ কড়ি দেহ রাজার দস্তরি।
পশ্চাতে ভেড়ার পালে দিব পার করি॥
শুনি দ্বিজবর বলে শুন হদা হীরা।
দয়া করে ভেড়াগুলি দেহ পার করা॥
আশীর্ব্বাদ লহ বাপু বাড় ধনে পুতে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ কড়ি কোথা পাব দিতে॥
হীর[া] বলে ও কথায় আমি নাহি রুচি।
কড়ি দিয়ে মার লাথি মাথা পেতে আছি॥

হদা বলে নিবেদন শুন [গো] গোসাঞি।
একটি গাড়র দেহ কড়ি যদি নাই॥
অভিমানী আছি আমি কুটুম্বের স্থানে।
খায় না ক বন্ধু বান্ধব মেড়ামাংস বিনে॥
শুনিয়ে ঈষদ হাসি কহে কালুরায়।
ভবানীর ভেড়া এই দিতে না জুয়ায়॥
দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর কেন ভুল।
পূজা পাবে ভেড়া দিয়ে ভাঁড়াইয়ে চল॥ ৩।৩
পুনর্ব্বার বলে দ্বিজরূপে কালুরায়।
তোরে দয়া করিবারে মোর মন ধায়॥
বড়ই সন্তোষে মেড়া দেওয়া যুক্ত নয়।
চাঁদা বলে চুপাইলে চুপ করে রয়॥
পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়।
খায় না ক কার খন্দ না করে অপচয়॥
ইসারায় চাঁদা রাখে দেখায় কালুরায়।
ইঙ্গিত করিতে চাঁদা চলিল ত্বরায়॥
চটপট চাঁদা গিয়ে হীরার অঙ্গ চাটে।
পাটনি প্রত্যয় গেল পুষা মেড়া বটে॥
দেখিয়ে আনন্দ দোঁহে নায়ের খুলে দড়া।
এস এস ঠাকুর উঠায়ে লেহ মেড়া॥
বকায় বাঁধিবে বলে করে নিল কাছি।
হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাঁচি॥
হদা বলে বাধা পড়ে বাঁধিতে বকায়।
হীরা বলে পচা কাছি পাছে ছিঁড়ে যায়॥
লাফ দিয়ে উঠে মেড়া পড়ে তরণীতে।
টলমল করে তরি না পারে সহিতে॥
হীরা বলে হাঁক হাঁক হাঁকাও গোসাঞী।
ডুবাইবে তরিখান আর রক্ষা নাই॥
বুড়াটি হাঁকিতে বকা বসে সারি সারি।
দুই ভাই অস্তে বস্তে বহিতেছে তরি॥
কুল দেখে মেড়াগুলা উঠে অঙ্গ ঝাড়্যা।
লাফে লাফে উঠে কুলে নৌকা গেল বুড়্যা॥
ব্যস্ত হয়ে হীরা বলে হদা দাদা হে।
লাভে মূলে নৌ বুড়ে জল ছিঁচে কে॥
ঝটপট দুটি ভাই ঝড়ের পারা লাগে।
হেথা বিপ্র চলে গেল কুদাইয়া বাঘে॥
জল ছিচে তরি লয়ে বাঁধিল খুটায়।
মেড়া লয়ে দুই ভাই দ্রুতগতি ধায়॥
কাঁট খাঁচা বনবাদাড় মানে নাই কিছু।
দড়ি ধরে দুই ভাই চলে পাছু পাছু॥
গড় গড় গাড়র গিয়ে গড়ে পড়ে গায়।
পর্ব্বত্যা মেড়ার সঙ্গে পরাণ বারায়॥
দুই ধারে ধরি কাছি দুই ভাই ধায়।
আপন আলয়ে গিয়ে প্রবেশে ত্বরায়॥
গোয়ালে আগড় দিয়ে থামে বান্ধে কাছি।
ধুঁঞা দিতে ধৈর্য্য হোল ধরেছিল মাছি॥
মেড়া দেখি আনন্দিত হইল পর্ব্বত্যা।
মেড়া খাবে বলে আনে বদরীর পাতা॥
চক্ষের শরমে চাঁদা চিবায়ে ফেলায়।
চিনে নাই বর্ব্বর বাঘে কি ঘাস খায়॥
পাটনির সবে গেল গাড়র দেখিতে।
হেমি প্রেমি ক্ষেমিকে লইয়ে গেল সাথে॥
মেড়া দেখে মেয়েগুলা বলে আই আই।
বনবরা বেধে কি এনেছে দুটি ভাই॥
হীরা বলে ওরে শালি হত্যা হয়ে মৈনু।
গড় কর গোবিন্দে গাড়র নাকি চিনু॥
ভবানীর ভেড়া এই মোর ভাগ্যে ছিল।
ভাবিনী বলেন ভাল ভাত খাবে চল॥
স্নান করি দুই ভাই বসিল ভোজনে।
রায়ের মঙ্গলগান নিত্যানন্দ ভনে॥৪।৪॥
ভোজনে বসিয়ে দুঁহে ভাবে মনে মনে।
নিমন্ত্রণ দিতে হবে বন্ধুবান্ধবগণে॥
হদা বলে শুন হীরা আমার বচন।
খুড়ার নিকটে আগে করহ গমন॥
কিবা যুক্তি বলে খুড়া যাহ তার ঠাঞি।
পরামাণিক ছাড়া কোন কার্য্য হবে নাই॥
এত বলি ভোজনান্তে কৈল আচমন।
পান এনে পাটনি জোগায় ততক্ষণ॥

হদা বলে শুন হীরা আমার বচন।
গুবাক গণিয়ে লেহ সাড়ে পাঁচ পণ॥
গুবাক গণিয়ে দিবি খুড়ার সদনে।
বলিবি সকল কথা বিনয় বচনে॥
এত শুনি হীরাধর গুবাক লইয়া।
বাঁকা দামুর কাছে গেল ত্বরিত করিয়া॥
দ্বারে গিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়াইল হীরা।
ঘন ঘন ডাকিতেছে খুড়া খুড়া কর‍্যা॥
শুনে বুড়া ত্বরা করে আইল বাহিরে।
প্রণতি করিল হীরা বাঁকা দামুদরে॥
আশীর্ব্বাদ করিয়ে বলয়ে দামুদর।
ভাল আছ ভাইপো রে বোস হীরাধর॥
হীরা বলে শুন খুড়া মোর সমাচার।
অভিমানী তলা কর্ম্মে তুমি লেহ ভার॥
ঈষদ হাসিয়ে বলে বাঁকা দামুদর।
ভাইপো পতুরা তুমি ভাবি নাই পর॥
মোর বাক্য রাখ যদি কর্ম্মে দিব ভর॥
জ্ঞাতিকুটম্বের বাপু দিতে হবে মান।
পরামাণিকী পাঁচ সিকা পাঁচি একখান॥
দু কর জুড়িয়ে বলে শুন বলি খুড়া।
ক্ষমা দেহ খাওয়াইব গাড়রের মুড়া॥
বহু দুঃখে আনিআছি পর্ব্বত্যা গাড়র।
ঘঁ করে উঠিলে মেড়া ভেঙ্গে ফেলে ঘর॥
বেশি দিন রাখিতে নারিব সেই মেড়া।
শুয়ে আছে যেন এক কাঙ্গালের কুঁড়্যা॥
দেহ দেহ ভাইপো রে কড়ি দেহ গন্যা।
মগ্ন হোলাম ভাইপো তোর মেড়ার কথা শুন্যা॥
অন্য কেহ নহে তুই ভাইপো রে বেটা।
মঠে মোকে দিবি [তুই] মধুকোশ দুটা॥
মধুকোশ দুটা লাগি কেন করি জোর।
ছয় মাসের গর্ভবতী ছোট খুড়ী তোর॥
সাধ করেছে মধুকোশে মহতের ঝি।
হীরা বলে হোক খুড়া হবে তার কি॥
মধুকোশ লাগি মোর কিবা বয়ে যাবে।
পর্ব্বত্যা মেড়ার এঁড় এক কড়া হবে॥
মেড়ামাংস কে রান্ধিবে বল না উপায়।
কালুরায়মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে কয়॥৫।৫।

সর্ব্বকথা শেষ করি হীরাধর কয়।
সামান্য লোকের কার্য্য মেড়া রান্ধা নয়॥
এমন শুনিয়ে বলে বাঁকা দামুদর।
পূর্ব্বের রাধনী যত গেছে যমঘর॥
মীরপুর হইতে আন মানিকার মাকে।
হীরা বলে দো অঙ্গ্যাটা দূর কর তাকে॥
বুড়া বলে তবে আর কোথায় রান্ধনী।
হীরাধর তখন বলিছে মনে গনি॥
শুন খুড়া তোমারে কহিলাম কর জুড়ি।
মেড়ামাংস উত্তম রান্ধিবে ছোট খুড়ী॥
বুড়া বলে বল দেখি কি বলে তোর খুড়ী।
আমি যদি বলি তবে হবে পাড়াপাড়ি॥
এত শুনি হীরা বলে শুন ছোট খুড়ী।
রান্ধিতে মেড়ার মাংস চল মোর বাড়ী॥
শুনিয়ে পাটনি বলে বাঁকাইয়ে মুখ।
বোল না রান্ধার কথা দিও না ক দুঃখ॥
তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা পড়ে রেন্ধা।
দশি পেট্যা দিলে নাই স্নধুই এলাম কেন্দ্যা॥
আবার যাইব আমি মাংস রান্ধিবারে।
ওকথা বোল না যাও অন্যের গোচরে॥
কর যুড়ে সবিনয়ে বলিতেছে হীরা।
ক্ষমা দেহ খুড়ী এবার দিব শোক্ক ডুর‍্যা॥
চরণে ধরিয়ে বলে করাব সন্তোষ।
মধুকোশ দুটা দিব দূর কর রোষ॥
শুনিয়ে পাটনি বলে কড়ি দেহ গনি।
আর এক কথা বাপু বল দেখি শুনি॥
পা মিলে পাটনি তখন মসলার কথা কয়।
মুসলা বিনে মাংস রান্ধা মোর কার্য্য নয়॥

হীরা বলে কি কি চাই মশলার সাজ।
সব এনে যোগাইব না করিব ব্যাজ॥
শুনিয়ে পাটনি বলে শুন বাপু বলি।
একে একে বেন্ধে আন মসলার পুটলি॥
চন্দনি লবঙ্গ আর এন শাদা জিরা।
চৌদ্দ ছটাক ওজনে বান্ধিবি যত্ন কোর্য়া॥
তের তলা তেজপাত সওয়া সের ধন্যা।
অর্দ্ধ সের মরিচ লইবি দানা চিন্যা॥
সের ভোর মউরি জাইত্রি ছয় মাসা।
দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে ভূসা॥
বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়া।
জইত্রি কর্পূর এন পায়েসের লাগিয়া॥
গরম মসলার সাজ ভিন্ন ভিন্ন বান্ধা।
তবে ত সুপক্ক হবে মেড়ামাংস রান্ধা॥
হীরা বলে ওগো খুড়ী সকলি আনিব।
দরিদ্র হয়েছি কিছু কিছু এনে দিব॥
হেন [কালে কহে] ডেকে বাঁকা দামুদর।
ত্বরা করি যাও বাছা কণ্টক নগর॥
গুবাক বাঁটিয়ে এস নগরে নগর॥
আর যত আছে আমি দিব সবাকারে।
জ্ঞাতি গোত্র কুটুম্বেরা যাবে বুধবারে॥
গড় করি হীরা তখন হইল বিদায়।
কণ্টক নগরে তখন দ্রুতগতি যায়॥
দিগাম্বর দোলই হয় জাতির প্রধান।
গুবাক লইয়া হীরা গেল তার স্থান॥
প্রণাম করিয়ে হীরা গুবাক দিয়ে কয়।
আপনি বণ্টন করি দেহ মহাশয়॥
পাঠাইল দামু-খুড়া দিয়ে সমাচার।
তোমারে দিয়েছে যত কুটুম্বের ভার॥
বুধবার দিনে যাবে আমার ভবনে।
কালুরায়মঙ্গল গান নিত্যানন্দ ভনে॥ ৬৬।
এইরূপে নিমন্ত্রণ দিল ঘরে ঘরে।
সকলে সাজিয়ে চলে হীরার মন্দিরে॥

নানা দেশ হইতে সবে হইল উপনীত।
দেখি হদা হীরা বড় হইল আনন্দিত॥
পদধৌত জল আনি দিল সবাকারে।
বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে॥
এত বলি সর্ব্ব জন গাড়র দেখিল।
মেড়া দেখি দুই ভাইয়ের প্রশংসা করিল॥
বাঁকা দামুদর বলে সভা বিদ্যমান।
অন্ন খেয়ে ঘরে যাব নাহি লব মান॥
এত বলি সবে মেলি পদধৌত কৈল।
পুকুরেতে গিয়ে কেহ পদ প্রখালিল॥
একত্রে বসিয়ে বলে দিগাম্বর দোলই।
সর্ব্বদোষ ক্ষমিলাম মান্য লব নাই।
সায় দিল সর্ব্বজন হরিষ অন্তর।
মেড়ামাংস খেয়ে সবে পুরিব ওদর॥
ক্ষৎক্ষুত্যা মুকুন্দ বলে খুল্‌ত কলা মুড়ি।
নাড়ি ভুঁড়ি দিয়ে ঘণ্ট রান্ধাব এক হাঁড়ি॥
দামু বলে কিনে আন সুত্যানিয়া হিঙ্গ।
চুঞা চুঞা করিয়ে যে ভাজাইব লিঙ্গ॥
করাব মাংসের [ঝোল] মাংসের অম্বল।
মাথাটা ভাজিয়ে দিবে অম্বলে সম্বল॥
তুরিত করিয়ে আনে কামারে ডাকিয়ে।
জন দশ বারো যাও মেড়াকে লইয়া॥
নদীজলে আন শীঘ্রে স্নান করাইয়া॥
এত শুনি ব্যস্ত হোয়ে যুবক সকলে।
ঠেলাঠেলি করে সবে আমি যাব বলে॥
গোয়ালেতে বান্ধা আছে গায়ে উড়ে মাছি।
চটপট করে তার খুলে আনে কাছি॥
দুই ধারে টানে কাছি ছজন ছজন।
ভয় দেখাইতে বাঘা লাফে ঘনে ঘন॥
কাছি টেনে কেহ বলে আরে বাপ বাপ।
পর্ব্বত্যা গাড়র বলে মারে এত লাফ॥
কেহ বলে থাম থাম ঘণ্টা দুই পরে।
কামারের কোপেতে যাইবি যমপুরে॥

কেহ বলে কত বল ধর রে গাড়র।
সকল বিক্রম যাবে পেটের ভিতর ॥
টানাটানি এইরূপে গেল নদীধারে।
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে চাঁদা জলের উপরে ॥
কাছি ধরে টান দিয়ে রাখয়ে যতনে।
মধ্য গাঙ্গে যেতে চাঁদা সবাকারে টানে ॥
দেখিয়ে মেড়ার বল বড় বড় বীর।
ভয়েতে কাঁপিয়ে সবে হইল অস্থির ॥
ভীত দেখি বাঘা তখন স্মরি কালুরায়।
লইতে প্রভুর পূজা উঠিল ডাঙ্গায়।
কুলে উঠি বাঘা যখন অঙ্গ ঝাড়া দিল।
বাঘার অঙ্গের জলে সকলে তিতিল ॥
কেহ বলে বড় গন্ধ মেড়ার গাত্রজল।
কেহ বলে ভয় লাগে ত্বরা করে চল ॥
জঙ্গলিয়া ভেঁড়া পাছে জঙ্গলে পলায়।
গোঁফ নাড়ে ভাঁটার মত দু চক্ষু ঘুরায় ॥
দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর নাহি দেরি।
মেড়ার হস্তে মরে সবে যাবে যমের পুরী ॥৭।৭

ত্রিপদী

চঞ্চল হইয়ে মেড়ারে লইয়ে
উত্তরিল ধাওয়াধাই।
হদা হীরার পাশে বলে উর্দ্ধভাষে
কাট নৈলে রক্ষা নাই ॥
বার জনে টানে যেতে চায় বনে
ঘন দেয় গোঁফ নাড়া।
দু চক্ষু ফিরায় ঘন ঘন চায়
ছিঁড়িবারে চায় দড়া ॥
স্নানের লাগিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে
যাইবারে মাঝখানে।
ধরে এত বল বিদারিয়ে জল
টেনে লয় বার জনে ॥
দেখে মেড়ার রঙ্গ কাঁপিতেছে অঙ্গ
ধরফড় করে বুক।
স্নানের লাগিয়ে মেড়ারে লইয়ে
পাইলাম জনমের দুঃখ ॥
কর নাই দেরি কাট ত্বরা করি
খাইব মেড়ার মাথা।
খেয়ে ওর মাস পুরাইব আশ
তবে ত ঘুচিব ব্যথা ॥
শুনি হীরা কয় কিছু নাই ভয়
স্বভাবে জঙ্গল্যা মেড়া।
জঙ্গলেতে বুলে না উঠে গোয়ালে
কভু নাই লয় দড়া ॥
দামুদর বুড়া দিয়ে হাতনাড়া
বলিতেছে সবাকারে।
হাড়কাট এনে পুতহ যতনে
উখাড়িতে নাহি পারে ॥
কেহ আনে কাটি কেহ বলে কাট
কেহ বা আনন্দে নাচে।
কেহ দম্ফ করে মেড়া ধরিবারে
ঘুনাইতে নাহি কাছে ॥
কামারে ডাকিয়া মালা চন্দন দিয়া
খড়্গ লইল হাতে।
মেড়ার আকার দেখিয়ে কামার
ভয়ে কাঁপিআছে চিতে ॥
দেখে রঙ্গভঙ্গ ফুলাইয়ে অঙ্গ
ঘঁ করে উঠিল চাঁদা।
নিত্যানন্দ কয় কাঁপিল হৃদয়
সকলে লাগিল ধন্দা ॥ ৮।৮

[পয়ার]

লেজ ফিরাইয়ে চাঁদা নিজ মূর্ত্তি ধরে।
হুঙ্কারেতে বাধা ভেঙ্গি লাগিল সবারে ॥
কোপভরে চাঁদা তখন চায় আড়ে আড়ে।
লাফ দিয়ে পড়ে গিয়ে কামারের ঘাড়ে ॥
কামারের ঘাড় ভেঙ্গে ধরে দামুদরে।
ঘাড় মুড়ে একে একে মারে সবাকারে ॥

ভয় পেয়ে কেহ ত্রাসে পালাইয়ে যায়।
হুঙ্কার শুনিয়ে কেহ পড়ে মৃতপ্রায় ॥
কেহ পড়ে কেহ মরে কেহ মূর্চ্ছা যায়।
রন্ধনশালেতে চাঁদা প্রবেশে ত্বরায় ॥
রান্ধনীর ঘাড় মুড়ে পুতিল উনানে।
ঠেলে দিয়ে হেমিকে ক্ষেমিকে পাইল কোণে ॥
চিৎপাত করে চাঁদা চেপে উঠে বুকে।
ঘঁ ঘাঁ করিয়ে মুখ লাগাইল মুখে ॥
রমণীর আতুর দেখি চাঁদা বাঘা হাসে।
উঠে গিয়ে হেমির অঙ্গেতে অঙ্গ ঘসে ॥
আই আই মরি বলে হয়ে জড়াজড়ি।
আতুর দেখিয়ে বাঘা চলে তাড়াতাড়ি ॥
হদা হীরা দুই ভাই গিয়েছিল জলে।
লাফ দিয়ে চাঁদা বাঘ উঠিলেক চালে ॥
হাত দিয়ে হদা তখন দেখায় হীরারে।
চেয়ে দেখ বাঘ কেন চালের উপরে ॥
কি হইল কপালে বলি তুরিতে চলিল।
নিজালয়ে আসি দোহে উপনীত হইল ॥
দেখিলেক যূথে যূথে পড়ে আছে মড়া।
বাঘ হোয়ে চালেতে উঠেছে চাঁদা মেড়া ॥
হদা বলে হায় হীরা কি কর্ম্ম করিলাম।
দ্বিজের কথায় ভুলে স্ববান্ধব হারালাম ॥
মেড়া বলে বাঘ দিয়ে এত দশা কৈল।
এ সব প্রাণীর হত্যা তাহাকে লাগিল ॥
শিরে কর হানিয়ে কাঁদয়ে দুই ভাই।
হারাইলাম পুত্র কন্যা বেঁচে কাজ নাই
রন্ধনশালেতে গিয়ে প্রবেশ করিল।
অবলার লাঞ্ছনা দেখি কাঁদিতে লাগিল ॥
চাঁদা বাঘ মেড়ার বেশে করিল প্রমাদ।
চাঁদা বাঘে মারিয়ে ঘুচাব মনসাধ ॥
এত বলি দুই ভাইয়ে হাতে লয়ে তাড়া।
মার মার বলিয়ে বাঘারে দিল তাড়া ॥
লাফ দিয়ে চাঁদা বাঘ পড়িল ভূমিতে।
মার মার [বলি] দোঁহে ধাইল পশ্চাতে ॥
কোথা পালাইয়ে যাবি শুন চাঁদা বাঘা।
বড় সুখে তুই মোর প্রাণে দিলি দাগা ॥
মানুষের রক্ত খেয়ে করিআছ বল।
মস্তকে মারিয়ে তাড়া দিব রসাতল ॥
এত বলি দুই ভাই দ্রুতগতি চলে।
লাফ দিয়ে চাঁদা বাঘা লুকায় জঙ্গলে ॥
হীরা বলে লুকাইলে রক্ষা নাহি তোর।
তোমারে মারিলে মনদুঃখ যায় মোর ॥
না হয় ভক্ষণ কর দুই সহোদরে।
নৈলে অনল জ্বালি পড়াব তোমারে ॥
অগ্নিবাণ মারি বনে জ্বালিল আগুন।
জ্ঞাতি গোত্র শোকে প্রাণ জ্বলিছে দ্বিগুণ ॥
চারি ধারে জ্বলে অগ্নি ধু ধু করিয়া।
কালুরায়ে স্মরে বাঘা বিপদ দেখিয়া ॥
চাঁদার বিপদ দেখি দেব দক্ষিণরায়।
দ্বিজবেশ ধরি তখন চলিল ত্বরায় ॥
হদা হীরা দুই ভাই হাতে তাড়া লয়ে।
জঙ্গলে আগুন দিয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ॥
দূরে থাকি দ্বিজ বলে শুন হীরা হদা।
আশীর্ব্বাদ লহ মোর রাখহ মর্য্যাদা ॥
হীরা বলে তুমি নয় সেই পারের বুড়া।
বাঘ দিয়ে বাগ্‌তিরে গিয়েছিলে ভেঁড়্যা ॥
বাঘারে পোড়াব আজ মারিব তোমারে।
ব্রহ্মহত্যা পাতক লইয়ে যাব মোরে ॥
এত বলি দুই ভাই তাড়া লয়ে হাতে।
বায়ুবেগে ধায় দুঁহে দ্বিজেরে মারিতে ॥
হদা হীরার ভয়ে রায় হৈল অন্তর্দ্ধান।
ঝাঁউবৃক্ষ পরেগিয়ে হইল অধিষ্ঠান ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়ে বলিছে কালুরায়।
বাঁচিবে সকল মৃত পূজহ আমায় ॥
হীরা বলে কোন দেব দেহ পরিচয়।
ভণ্ডমা দ্বিজের বাক্যে না হয় প্রত্যয় ॥

এ বোল শুনিয়া তখন হীরাকে সুধায়।
পরিচয় দিলাম আমি দেব কালুরায়॥
শিবানীর আজ্ঞা সদা করিতে রক্ষণ।
ভবানীর বাঘের পাল রাখি অনুক্ষণ॥
পূজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়া।
দ্বিজবেশে তোমারে গিয়েছিলাম ভেঁড়্যা॥
পরিচয় দিলাম তোরে শুন হদা হীরা।
জগতে রাখিব যশ তোরে দয়া কর্যা॥
আজ হতে দুঃখ যাবে হবে ধনবান্।
নিত্যানন্দ বলে হীরা তুই ভাগ্যবান্॥৯।৯।

তোটক ছন্দ।

কি করিবে ধনধান। এখনি ত্যজিব প্রাণ॥
কি ছার জীবনে সুখ। লোকে না দেখাব মুখ॥
কার নাহি করি চুরি। কেন এত দাগাদারি॥
যত দেখ ভাই বন্ধু। সকলি গুণের সিন্ধু॥
কালে কালে যাবে সবে। জগতে কলঙ্ক রবে॥
আমি মূঢ় হীন জাতি। নাহি জানি স্তুতি ভক্তি॥
চিরদিন গেল দুঃখে। বঞ্চিত হইলাম সুখে॥
তুমি যদি কর দয়া। দীনে দেহ পদছায়া॥
তোমার নিকটে মরি। অন্তে পাব পদতরি॥
তব রূপখানি দেখি। সফল করিব আঁখি॥
ধরণী লুটায়ে কাঁদে। ধরিয়ে রায়ের পদে॥
দয়া কৈল [কালু] রায়। দ্বিজ নিত্যানন্দে গায়॥১০।১০।

দ্বিজ হাতে ধর্যা বলে উঠ হীরা দূর কর মনস্তাপ।
শুন হীরাধর মোর পূজা কর নাহি রবে পাপতাপ॥
অনল নিভাও চাঁদারে বাঁচাও তার নাহি কোন দোষ।
মোর পূজার তরে পাঠাইলাম তারে মিছে কেন কর রোষ॥
হদা হীরা শুনি নিভায় আগুনি চাঁদা বাঘে কৈল রক্ষা।
এক লাফ দিয়া গেল পালাইয়া রায়ের কাছে দিল দেখা॥
আশ্বাস করিয়া চাঁদারে বুঝায়্যা কহিছেন কালুরায়।
হদা হীরা লাগি বড় দুখভাগী হইআছি বরদায়॥
চল ত্বরা করে হীরার মন্দিরে মৃতগণে বাঁচাইব।
হীরার যন্ত্রণা মনের বেদনা আজ সব ঘুচাইব॥
বাঘার উপরে আরোহণ করে চলিলেন কালুরায়।
হদা হীরা দোহে ভাসিলেন লোহে পশ্চাতে চলিয়ে যায়॥
হীরার আলয়ে উপনীত হোয়ে মৃতগণে বাঁচাইল।
উঠিয়ে সকলে বাঘ বাঘ বলে হদা হীরা সান্তাইল॥
বলে এস সবে আনন্দ উৎসবে পূজা করি কালুরায়।
শুনিয়ে সকল আনন্দ হইল দ্বিজ নিত্যানন্দ গায়॥১১।১১।

পয়ার

বাজে মঙ্গল বাজনা রে।
বাজে মঙ্গল বাজনা রে॥
অতঃপর পুজিবারে রায়ের চরণ।
নানা দ্রব্য আনি সে করিল আয়োজন॥
পূর্ণকুম্ভ বারি পুরি আরম্ভ করিল।
আম্রশাখা উপরে অখণ্ড নারিকল॥
উপরে টাঙ্গায়ে [দিল] দিব্য ফুলঘর।
করিতে কালুর পূজা হরিষ অন্তর॥
ঘৃত দুগ্ধ ক্ষীর ছানা দিয়ে ফলমূল।
করিতে কালুরায়পূজা আনে ঝাউফুল॥
অঙ্গন্যাস আদি করি বসিল ব্রাহ্মণ।
দূর্ব্বাক্ষত মুখে করে মন্ত্র উচ্চারণ॥
কুলপুরোহিত পড়ে বেদের বিধান।
গায়েনেতে গাইতেছে সুললিত গান॥
পূজা করি সর্ব্বজনে দিল পুষ্পাঞ্জলি।
আওগন মিলি দিল শঙ্খ হুলাহুলি॥
পূজা করি সর্ব্বলোক প্রসাদ লয়ে খায়।
হরিধ্বনি কর সবে পূজা হইল সায়॥

বেথুন সোসাইটি—২

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বৎসরের কার্য্যকলাপের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা অনুভূত হইতে লাগিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি বা এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রাচীনকালের বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ বিদ্যা, সংস্কৃত-আরবি-ফারসী ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনা ও গবেষণার বিষয় ছিল। দ্বিতীয় সভা বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিদ্যা, নূতন নূতন শস্যের প্রচলন, উদ্যান রচনা প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবাসীর মনে উৎসাহ উদ্রেকে প্রয়াসী হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন একটি সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যেখানে ইংরেজ বাঙালী মনীষিগণের পক্ষে সমবেত হইয়া দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, নারীজাতির উন্নতি, শিল্প-স্থাপত্য-শিক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সাময়িক সমস্যাবলীর আলোচনা-গবেষণা করা সম্ভবপর। এই সব বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সম্ভব ছিল না। এইখানেই বেথুন সোসাইটির সার্থকতা। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন সমূহে বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বিষয়গুলির কোন না-কোনটা লইয়া গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, কখনও কখনও মৌখিক বক্তৃতাও দিতেন।

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে নির্দ্ধারিত দুইটি প্রস্তাব দ্বিতীয় বর্ষে কার্য্যে পরিণত করা হয়। ইহার মধ্যে একটি—সভাপতির সঙ্গে অধ্যক্ষ-সভায় থাকিবেন দুই জন সহ-সভাপতি, তিন জন গ্রন্থ-সভার সদস্য, একজন চাঁদা-সংগ্রাহক এবং একজন সম্পাদক। দ্বিতীয় প্রস্তাব—সদস্যগণ কর্ত্তৃক দেয় ষাণ্মাসিক এক টাকা করিয়া চাঁদা অগ্রিম প্রদান। এ বৎসর সোসাইটির সদস্য ছিলেন একশত উনিশ জন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সদস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে কলিকাতা ব্যতীত ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলেরও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিকে আমরা দেখিতে পাই। দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণের সারাংশ ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৪ দিবসীয় 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। বৎসর-মধ্যে বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে যে সব প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয় তাহার একটি তালিকা হিন্দু 'ইণ্টেলিজেন্সার' দিয়াছেন। এই তালিকায় প্রবন্ধ-সংখ্যা এগারটি। একটি পরবর্ত্তী ফিরিস্তিতে* প্রবন্ধ সংখ্যা পাই দশটি। ইহার কারণ আছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপরে ইংরেজী এবং বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনে হয় 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ইহাকে দুইটি প্রবন্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* *The Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 1859-60, 1860-61*- pp. 35-6

এই প্রবন্ধ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণছিল। বাংলা প্রবন্ধটি সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরের' (১২ মার্চ ১৮৫৩) উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি :

"বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

উল্লিখিত দ্বিতীয় ফিরিস্তিতে আরও দুইটি রচনার উল্লেখ পাই। প্রথম বৎসরে এ দুইটি পঠিত হয় নাই দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে এ দুইটি পঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুইটির লেখক যথাক্রমে কৃষ্ণনগরের উমেশচন্দ্র দত্ত এবং মিঃ গ্রিসেমথোয়েইট। প্রবন্ধ দুইটি এই : "The Present State of Education at Krishnaghur with a Few Short Remarks on the Character and Social Position of the Educated Natives of Bengal" এবং "The Great Exhibition of rt"। লেখকসমেত অন্যান্য রচনাগুলির এখানে নামোল্লেখ করিতেছি :

"1 and 2.—On the Sanscrit Language and Literature in English and Bengallee by Pundit Issar Chunder Vidyasagur, Principal of the Sanscrit College.

3. On the Practical Working and Varieties of the Electric Telegraph by H. Woodrow, Esq., M. A., Principal of the Martinere.

4, 5 and 6.—Three Lectures by Lieut.-Col. Goodwyn. viz : 1st, on the Orders of Architecture ; 2nd, Comparison of the two great divisions of the Art, viz. the ancient or classic and the mediaeval or pointed, 3rd, on bridging the Hooghly.

7. On the comparative merits of the Law of Primogeniture and equal succession with reference to the Principles of natural justice and political economy and their influence on the morals of a nation, by Baboo Mohendrolall Shome

8. On education in Bengal and the necessity of instruction in the Vernacular language, by Baboo Juggodishnath Roy.

9. On Bengali life and society, by Baboo Hurrochunder Dutt.

10. On Music, by Mr. Kirkpatrick, illustrated by the members of the Glee Club.

11. On Poetic Composition, by J. B. Grisenthwaite."

এই প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে, দেখা যাইতেছে, কর্নেল গুডউইন পাঠ করেন তিনটি। ইহার প্রত্যেকটিই তিনি নিজ ব্যয়ে চিত্রিত করেন। তৃতীয় প্রবন্ধ হুগলী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক হইতে এই সম্পর্কে আলোচনা ও আন্দোলন বিশেষভাবে সুরু হয়। শেষ পর্য্যন্ত এই সেতু নির্ম্মিত হইল সপ্তম দশকে। মিঃ কার্কপেট্রিক 'সঙ্গীত' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত করে 'গ্লী ক্লাব'। বাঙালীর জীবন, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে সোসাইটির সভ্যগণ যথোচিত

চিন্তা ও গবেষণা করিতেন, উপরোক্ত প্রবন্ধ তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মাসিক অধিবেশনে পঠিত এ সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ হইতে বাছাই করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা হয় প্রথম বর্ষেই। দ্বিতীয় বর্ষে সোসাইটি এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করা স্থির করে। বেথুন সোসাইটি অবিলম্বে শিক্ষিত যুবজনের একটি মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ইহার মাসিক সভাগুলিতে প্রবন্ধসমূহ যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হইত। সাধারণ মাসিক সভা বাদে অতিরিক্ত বিশেষ সভাও হইত। প্রায় সকল সভায়ই শ্রোতা ও সদস্যেরা সাগ্রহে বক্তৃতা শুনিতেন, কেহ কেহ আলোচনায়ও যোগ দিতেন। এতাদৃশ আলোচনাদির ফলে শিক্ষিত জনের জ্ঞানস্পৃহা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

> 'Education in existing state of native society can only accomplish half its expected work, and by no means the most important half, so long as the moral training and discipline which are inseparably connected with in Enrope cannot be fully applied in India.
>
> 'Hence the great importance of all measures calculated to bring the educated classes into harmonions contact with each other, and to infuse into them a taste for intellectual and moral pursuits...
>
> 'This was the leading motive which suggested the formation of the Society, and which has not been lost sight of in its operations since its foundation in December, 1851.'

অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্কুল-কলেজ দ্বারা যুবজনের শিক্ষা অর্দ্ধেক মাত্র সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একযোগে নিজেদের সমস্যাবলী আলোচনায় রত হইতে পারেন। আর এই উদ্দেশ্যেই ১৮৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে এই সোসাইটি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৫৪। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এ বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক নিম্নের প্রস্তাবটি সভা গ্রহণ করেন :

> "That the warmest acknowledgements of the Society are due to Dr. Mouat, for the deep interest taken by him in the origin and welfare of the Institution, and the valuable services rendered to it by him, during the two first years of is existence,"*

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় :

হজসন প্রাট	—সভাপতি
লেঃ-কর্নেল এইচ. গুডউইন ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী	—সহ-সভাপতি
রামচন্দ্র মিত্র	—সম্পাদক

* *The Hindu Intelligence*, 23rd January 1854,

এইচ. উড্রো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদ মিত্র	—গ্রন্থ-সভার সদস্য
হরমোহন চট্টোপাধ্যায়	—চাঁদা-সংগ্রাহক

২

সোসাইটির তৃতীয় বর্ষে সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৪। ইহার মধ্যে ৮৮ জন নূতন সদস্য। এ বৎসরের কার্য্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং বিশেষ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, যাহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ডাঃ মৌএট সোসাইটির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন বলিয়াছি। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থে এপ্রিল মাসের প্রথমে বিলাতযাত্রা করেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য সোসাইটির পক্ষে ৩০শে মার্চ ১৮৫৪ তারিখে একটি বিশেষ সভার আয়োজন হয়। সোসাইটি তাঁহাকে একখানি মানপত্র এবং স্মারক-স্বরূপ একটি সুন্দর দোয়াতদানি অর্পণ করেন। ডাঃ মৌএট সময়োচিত জবাব দিয়া সদস্যগণের নিকট হইতে বিদায় লন। এ বৎসরে সোসাইটির প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক ("Transactions") প্রকাশিত হইল। এবারে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ দশটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সদস্যগণ সোৎসাহে আলোচনায় পূর্ব্ববৎ যথারীতি যোগদান করিলেন। পঠিত প্রবন্ধসমূহ এই :

"1. On the Women of Bengal.—By Baboo Coylas Chunder Bose.

2. On the Physical Education of the people of India.—By Dr. S. G. Chuckerbutty.

3. On the Sankhya Philosophy.—By Dr. E. Rower.

4. On Vernacular Education in Bengal —By the Rev. Lal Behari Dey.

5. On the School of Industrial Art.—By Nobinkisto Bose.

6 & 7. On the power and responsibility of knowledge with special reference to the duties the educated natives owe to their country.—By Baboo Chunder Sekhur Goopta.

8. On Phrenology.—By Dr. H. M Greenbow.

9. On the chemical effects of Electricity with notices of Electro-plating processes.—By R. Sterling, Esq

10. On the laws of public health as applicable to the people of India.—By Dr. Norman Chevers."*

মাসিক অধিবেশনে উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ পাঠ ও আলোচনা বাদে আরও কিছু কিছু কাজ হইয়াছিল। মিঃ জেম্‌স হিউম দুই বার সেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস' হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া সদস্যবর্গের চিত্তবিনোদন করেন। সোসাইটির সহ-সভাপতি কর্নেল গুডউইন ২রা মার্চ, ১৮৫৪ তারিখে সোসাইটিতে "Union of Science, Industry and

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette*. 19th January 1855.

Art" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় গুডউইন কলিকাতায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চারু ও কারুশিল্পাদি শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। উক্ত বক্তৃতায় এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত একটি সোসাইটি স্থাপনের কার্য্যকরী প্রস্তাবও করিলেন। গুডউইনের এবম্বিধ সাধু প্রস্তাবে সোসাইটির কয়েকজন সদস্য অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করেন। ইহার নাম দেওয়া হইল—"Society for the Promotion of Industrial Art"। কর্নেল গুডউইন স্বয়ং হইলেন ইহার সভাপতি, এবং সম্পাদক হন দুই জন—বেথুন সোসাইটির তৎকালীন সভাপতি হজ্‌সন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৪ দিবসে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একখানি উদ্দেশ্যপত্র প্রচারিত হয়। কয়েক মাস অবিরাম চেষ্টার ফলে উক্ত সোসাইটি পরবর্ত্তী ১৬ই আগস্ট (১৮৫৪) শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিদ্যালয়ই পরে 'গবর্নমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্ট' এবং বর্ত্তমানে সরকারী আর্ট-কলেজে পরিণত হইয়াছে।

বেথুন সোসাইটির তৃতীয় বৎসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—প্রবন্ধ-পুস্তক বা "ট্রানজ্যাক্‌শন্‌স" প্রকাশ। বাৎসরিক সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় সংকুলান করিতে হইলে সোসাইটির আয় বাড়ানো আবশ্যক, এহেতু সদস্যদের চাঁদা দুই টাকা হইতে চারি টাকায় বর্দ্ধিত করা হউক। এই প্রস্তাব লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়। মিঃ এইচ. এন. গ্রাণ্ট বলেন যে, ছাত্র-সদস্যদের চাঁদা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং এই দিনকার সভাপতি কর্নেল গুডউইন প্রবন্ধ-পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের কথা উত্থাপন করিলেন। ইহাও কিন্তু বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। প্রবন্ধ-পুস্তক সম্পর্কিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা সোসাইটির পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইল।

সোসাইটির সভাপতি হজ্‌সন প্রাট সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সভা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। প্রাট পত্র মারফত সোসাইটিকে পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের একটি তালিকা করিয়া পাঠান এবং অনুরোধ করেন যে, সভা ঐরূপে গঠিত হইলে উহার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইবে। তদনুসারে ১৮৫৫ সনের জন্য সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভা নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইল :

কর্নেল এইচ. গুডউইন	—সভাপতি
লেফটেনাণ্ট ডব্‌লিউ. এন. লীস হরিমোহন সেন	—সহ-সভাপতি
এইচ. উড্রো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদ মিত্র	—গ্রন্থ-সভার অধ্যক্ষ
রামচন্দ্র মিত্র	—সম্পাদক ও চাঁদা-সংগ্রাহক

সভাপতি প্রাট ইতিপূর্ব্বেই অন্যত্র গমন করায় সহ-সভাপতি গুডউইন বাৎসরিক সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি-রূপে তিনি সম্বৎসরের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি চমৎকার সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। সোসাইটির কৃত-কর্ম্মের সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি প্রথমেই বলেন :

"I congratulate the Society on its increase of wealth, not of silver and gold, for of that we have small portion enough, but in the acquisities of many valuable and intellectually minded members, a proof that sounds uttered in this room were transmitted through space to the ears of many who, sympathising in our endeavours to raise the standard of our body, adding to the number who are eager in the search after knowledge and truth.

"It is a fact which cannot be denied, and equally a sign of the times in which we live, that men are more in earnest and more impetuous in what they undertake. What they seek to do, they do it with their might. Not content with the outline of a new subject, of the simple history of a new discovery, they dive deep into the well of knowledge if haply they may bring truth up to the broad light of day."*

গুডউইন অতঃপর বলেন যে, সদস্যদের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রেরণা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে, পুস্তকসমূহও অধিক সংখ্যায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়া অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। এখন মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় আলমারীর তাক ভরিয়া যায়, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকও এত পাওয়া যাইত না। এই বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টান মিশনরীরা অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাংলার নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে কৈলাস-চন্দ্র বসু একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি গুডউইন স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলেন। এ বৎসরে যে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও একটি সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়, সভাপতি এ বিষয়টির উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। এই বৎসরের তৃতীয় নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পবিদ্যালয়। গুডউইন স্বয়ং ইহার উদ্যোগী ; এই বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনেই ইহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বলিয়া তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেন। তাঁহার নিজের কথায়— "Is it not a matter of congratulation that the foundation of the School had its origin within these walls ?" তিনি এইরূপ জনহিতকর সোসাইটির উন্নতির নিমিত্ত বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট যথোচিত সাহায্য এবং সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন : তিনি বলেন,—

"When such are the results and such the brief analysis of some of the events of the past year which have peculiar reference to our Society, need I urge it's claims on anyone here present tonight ? Will not the hope that I entertain of your cordial co-operation and zealous endeavours to promote the interest, and forward the objects of the Society find an echo in your hearts ? I feel sure it will, and I gratefully acknowledge that, however much we may

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette*, 19th January 1855.

strive, or with whatever success our efforts may be crowned, it is our God who blesses them, and he alone who gives the increase."*

এই ভাষণে সভাপতি গুডউইন প্রাক্তন সভাপতি হজ্‌সন প্রাট, অধ্যক্ষ-সভার সদস্যবর্গ এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। সম্পাদক মিত্র মহাশয়ের কর্ম্মকুশলতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার দ্বারা সোসাইটির উন্নতি হইবে এই আশা তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছেন।

৩

বাৎসরিক অধিবেশনের পর হইতে সোসাইটি নূতন বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বৎসরের অধ্যক্ষ-সভার কথা আমরা একটু আগেই জানিয়া লইয়াছি। সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইল দুই শত একাশী জনে। কলিকাতা এবং মফস্বলের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যায় ইহার সদস্য হইলেন। নূতন সদস্য হন তেষট্টি জন। এবারকার বিবরণে একটি কথার উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালীদের সম্পর্কে অপবাদ—স্কুল বা কলেজী শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহারা আর লেখাপড়ার ধার ধারেন না। বেথুন সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানে যে আলোচনা-গবেষণার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছিল তাহাতে যুবকগণ নিত্য নূতন জ্ঞানার্জ্জনে উদ্‌গ্রীব হন। এ বৎসরে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনা চলে :

"1. On the Laws of Public Health as applicable to the People of India, part 2nd, by Dr. N. Chevers.

2. On English Education in Bengal. Part 1st, by the Rev, Lal Behari De,

3. Readings from Shakespeare, by the Rev. J. M. Belleu.

4. On a Project for the incorporation of a Society of Arts and Sciences in Bengal, by Col. H. Goodwyn.

5. On the Importance of physical knowledge in reference to marriage, education, etc..., by Baboo Nobinkrishna Bose.

6. On Hindoo Woman as a Wife and a Widow, by Baboo Nobin Chunder Paulit,

7. On Trial by Jury, by W. Kerkpatrick, Esq.

8. on the Re-marriage of Hindoo Widows in Bengal. by Baboo Tarauk Nauth Dutt.

9. On Pizaro The Conquerer of Peru, by the Rev. C. H. A. Dall."†

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ বৎসরও প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হয় ; সোসাইটির সদস্যগণ সাগ্রহে এই সকল আলোচনায় যোগ দিতেন। উল্লিখিত বিষয়গুলির অন্ততঃ একটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। কর্নেল গুডউইন তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্গদেশে একটি শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদ, স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন ; কারুশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য সমুদয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। সভার উদ্দেশ্য, কর্ম্মপদ্ধতি এবং নিয়মাবলীসহ

* *The Bengal Hurkaru and India Gazette.* January 18, 1856.

† ঐ।

একটি পরিকল্পনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই পরিকল্পনাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। প্রস্তাবিত সভার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতেছি :

"To give and impulse and systemat c direction to native to Artistic and Scientific practice and enquiry : To promote the intercourse of those Societies and Individuals of kindred views in the cultivation of Art and Science, both in India and elsewhere, with one another; to obtain a more general attention to the objects of Art and Science, and a removal of any disadvantages of a public kind which impede their progress."

দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং অনুসন্ধানে নিয়মিতভাবে নির্দেশ ও প্রেরণা দান, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির সঙ্গে যোগসাধন, শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাধারণের উৎসাহের উদ্রেক এবং ইহার উন্নতির পথে যে-সব বাধা আছে তাহা বিদূরণ কল্পে উক্ত সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন কর্নেল গুডউইন। এই মূল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি আরও কয়েকটি আনুসঙ্গিক উপায়ের কথা বলেন, যথা— ১ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা, ২ শিল্পীদের তৈরী শিল্পকর্ম্ম, মডেল প্রভৃতির প্রদর্শনী, ৩ শিল্পীদের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান, ৪ শিল্পবিষয়ক, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, ৫ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ৬ চিত্র ও মডেলের একটি মিউজিয়াম এবং ৭ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের শিল্প-বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি-প্রয়াস। এই সভার নিয়মাবলী, অধ্যক্ষ-সভা গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাতে নির্দেশ রহিয়াছে। গুডউইনের প্রস্তাবিত ব্যাপকতর সভা হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কলিকাতায় মিউজিয়াম, চিত্রশালা প্রভৃতি ইহার পরে, ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্থাপিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতিরেকে মাঝে মাঝে বক্তৃতাদান এবং সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটকসমূহ হইতে অংশবিশেষ পাঠেরও আয়োজন করা হইত। এ বৎসর রেভরেণ্ড মিঃ বেনিউ সেক্সপীয়ার হইতে অনেক অংশ পাঠ করিয়া সভ্যদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয়গুলি এত হিতকর বিবেচিত হয় যে, পাদ্রী মনক্রিফ দুইখানি পত্রে এ সমুদয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের অনুরোধ জানান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজে দশ টাকা সোসাইটিকে দান করেন। সোসাইটি-কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে একার্য্যে হাত দিতে অপারগ, তাঁহাকে এইরূপ জানাইলেন; তাঁহাদের ভাণ্ডার হইতে এজন্য ব্যয় করিবার মত অর্থ তখন ছিল না। সোসাইটি অবশ্য এ বৎসরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করিলেন। এ পুস্তকখানিতে ডাঃ নর্ম্যান চেভার্স এবং নবীনকৃষ্ণ বসুর প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল।

সোসাইটির অনুরোধক্রমে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার নিজ নিজ "Selections of Records" ইহাকে দান করেন। কলিকাতাস্থ এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি হইতেও 'রিপোর্ট'সমূহ পাওয়া যায়। এজন্য সভা-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

সোসাইটির বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইল ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৬ তারিখে। এইদিনে

বার্ষিক কার্য্যবিবরণী যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল। কয়েকটি প্রস্তাবে বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়। সোসাইটি এবারে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নূতন বৎসরের জন্য অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল এই সকল মনীষীকে লইয়া :

কর্নেল এইচ. গুডউইন—সভাপতি

ডাঃ বেডফোর্ড
রাধানাথ শিকদার } —সহ-সভাপতি

ডব্‌লিউ. গর্ডন ইয়ং
কিশোরীচাঁদ মিত্র
পাদ্রী জেম্‌স লঙ } —গ্রন্থ-সভার অধ্যক্ষ

হরমোহন চট্টোপাধ্যায়—চাঁদা-সংগ্রাহক

রামচন্দ্র মিত্র—সম্পাদক

কর্নেল গুডউইন সভাপতিরূপে এবারেও একটি মনোজ্ঞ সারগর্ভ ভাষণ দেন। পূর্ব্বের ন্যায় এই ভাষণটিতেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সদস্যগণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান।

বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)*

৯। চোর ধরা

(ঘ) সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার বিলাপ ও কোটালকে অনুনয়

সুন্দর কোটালের হাতে ধরা পড়িয়া গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বিদ্যা, রাণী, মালিনী ও পুরবাসিনীগণই প্রধান। আমরা সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

গোবিন্দদাসের বিদ্যা, সুন্দরের বন্ধনের পর কোটালের পায়ে ধরিয়া সুন্দরকে ছাড়িয়া দিতে অনুনয় করিয়াছেন। তিনি মণি মুক্তা যত আছে, তাহা দিতে চাহিলেন ও ধর্মের দোহাই দিয়া, সংসারের অনিত্যতার উল্লেখ করিয়া কোটালকে অনুরোধ করিলেন। কোটালের ইহাতে সমবেদনা হইল। সে বলিল—

"এহেন সুন্দর বর রূপে গুণে মনোহর তুমি নৃপনন্দিনী তাহে কি বলিব বাণী
কোন হেতু করিলেক চুরি। পরিণামে জানিবা সকল।
শুন বৃহিনী মন দিয়া চুরি করি কৈল বিয়া আমার মনেতে আছে যাইব রাজার কাছে
তেঁই হইল সভার বৈরী॥ বুঝায়ে বলিব নৃপবর॥"

ইহার পর বিদ্যার বিলাপে বিচলিত হইয়া কোটালের হর্ষে বিষাদ হইল।

"বিদ্যার বিলাপে কোটাল হরিষে বিষাদ। ভূমিতে লোটায়ে বিদ্যা ধরে তার পায়।
হরি হরি কিবা বিধি কৈল পরমাদ॥ কোটাল বলে হরি হরি কি হবে উপায়॥"

কৃষ্ণরামের কোটালের প্রাণে দয়ামায়া নাই। কৃষ্ণরামের বিদ্যা কোটালকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াও তাহার কোন সহানুভূতি পান নাই। বিদ্যা ভগিনীর অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিলে—

"শুনিয়া কোটাল কোপে ঘন হাত দেয় গোঁপে
বলে শুন রাজার কুমারি।
চোর ধরা গেল মাত্র রাজারে কহিল পাত্র
কেমনে ছাড়িয়া দিতে পারি॥"

---

* এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার বর্তমান সংখ্যাতেই করিতে হইতেছে। পরে অন্যত্র এই অংশের বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গগুলির পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ত্রুটির জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।—লেখক

ইহার পর সে বলিল—

"অতি অসম্ভব কথা, মোর নহে দশ মাথা,
কপাল ধেয়াও রূপবতী ॥"

গোবিন্দদাসের ন্যায় বলরামের কোটালকে আমরা কতকটা সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাই। কোটালগণ যখন সুন্দরকে ধরিয়া প্রহার করিতেছিল, তখন বিদ্যা তাঁহাকে আর না মারিতে ও বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে—

"কুমারীর বাণী কোটালিয়া শুনি করেতে বসনে করিল বন্ধনে
বন্ধন করিল দূর। বাদ্য বাজে রণপুর ॥"

রামপ্রসাদ "বিদ্যার খেদোক্তি" প্রসঙ্গটি দীর্ঘতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুপ্রাসের অট্টহাসে তাহা ভারাক্রান্ত হইয়াছে—

"দয়িত দুর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজমুখী ধরাতলে ধনী পড়ে ধীহারা ধূচয় বাড়ে,
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে। ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে ॥" ইত্যাদি

রামপ্রসাদের কোটাল কৃষ্ণরামের কোটাল অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। সে কেবল ক্রুদ্ধ হইল, তাহা নহে; অধিকন্তু ব্যঙ্গ করিল।

"চক্ষুলাল কোতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল তুমি সতী গুণবতি ভগবতী প্রতিমতি
এই কাল জঞ্জালের মূল। সামান্য মানুষ নহে এহ।
জান আমা ওগো রামা গুণধামা কর ক্ষমা রঘুবর হলধর পুরন্দর সুধাকর
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল ॥ পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥"

এই বলিয়া বাক্‌ছল করিয়া সুন্দরকে লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিজ রাধাকান্তের বিদ্যা, সুন্দরকে ছাড়িয়া দিলে লক্ষ টাকা দিবে বলিল, ও করজোড়ে মিনতি করিল। তখন কোটালও করজোড় করিয়া বলিল, তস্কর এমন দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে যে, তাহাকে ছাড়া কঠিন, ছাড়িয়া দিলে আমি সবংশে নিহত হইব, তখন তোমার টাকা কে খাইবে? "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি সুতৈরপি" এই শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করিয়া, মিনতি করিয়া কোটাল চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল, বিদ্যা তাহার পথ রোধ করিয়া তিলেক বিলম্ব করিতে বলিলেন। কোটাল তাঁহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিল, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর প্রাণরক্ষা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য, এই বলিযা সে সুন্দরকে লইয়া চলিয়া গেল।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর কাব্যেও বিদ্যার অনুনয়ের উত্তরে কোটাল বলিতেছে,—"এমন কথা বলিও না। চোর ছাড়িয়া দিলে সবান্ধবে মরিব, টাকায় কি কাজ হইবে! চোরকে যদি চাও, বাবাকে বলিয়া ছাড়াইয়া আন।" এই বলিয়া কোটাল কুতূহলে প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বোক্ত সকল কবিই বিদ্যার বিলাপ ও সুন্দরকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কোটালকে বিদ্যার অনুনয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিদ্যা কোটালকে কোন অনুনয় করেন নাই, তিনি সত্য সত্যই রাজকুমারী—হীন কোটালের কাছে আত্মমর্য্যাদা তিনি খোয়ান নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার বিলাপ অপূর্ব—

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥

হায় রে বিধাতা নিদারুণ
কোন্ দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥"

রামপ্রসাদের বিদ্যার বিলাপ বর্ণনায়

"ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কঙ্কণ ঘা
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।"

ইত্যাদি উক্তি তুলনায় কত দুর্বল বলিয়া মনে হয়।

(৬) সুন্দরকে দেখিয়া রাণীর আক্ষেপ

গোবিন্দদাস লিখিতেছেন, বিদ্যার বিলাপ শুনিয়া রাণীর করুণা হইল—

"বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর করুণা। বিদ্যা কোলে করি রাণী পরম তাপিত।
কতো বা সহিব বিদ্যার এসব যন্ত্রণা॥ চাহিয়া সুন্দর পানে হইলা মূর্চ্ছিত॥"

কৃষ্ণরামের রাণী সহচরীদিগের নিকট হইতে চোর ধরার সংবাদ পাইয়া লজ্জায় অধোমুখে সেখানে আসিলেন এবং চোরের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। বিদ্যা কেন আগে সকল কথা প্রকাশ করে নাই, এখন ক্রুদ্ধ রাজা কি করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।

"বিদ্যা করি কোলে আপন আঁচলে কারো না কহিয়া আপনা খাইয়া
মুছিল বদন তার। বিভা কৈলে সুবদনী।
নিদারুণ বিধি দুঃখের অবধি গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে
পাপ কপাল তোমার॥ আমি যদি ইহা জানি॥"

কন্যার দুঃখে স্নেহশীলা মাতার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। কৃষ্ণরাম সেই চিত্র সুন্দর ফুটাইয়াছেন।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের ন্যায় রাণীকে বিদ্যার দুঃখে দুঃখিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাণীকে দিয়া সুন্দরের রূপ বর্ণনা করাইয়া, মড়াকান্না কাঁদাইয়া ও শেষে "হয়ে যাক রাঁড়ী পোড়াইতে নাড়ী এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে" বলিয়া গালি দেওয়াইয়া সমস্ত প্রসঙ্গটিই গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন।

দ্বিজ রাধাকান্তের রাণীর উক্তিতে মাতার মনোভাব ফুটিয়া উঠে নাই। বিদ্যা সুপুরুষকে বরণ করিয়াছিল তাহার দুর্ভাগ্য যে তাহা তাহার সহিল না এইটুক বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। বলরাম ও মধুসূদন এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই।

ভারতচন্দ্র এখানে কৃষ্ণরামের নিকট কতকটা ঋণী কিন্তু তাঁহার বর্ণিত রাণীর খেদ কৃষ্ণরামের বর্ণনাকে কাব্যে ও রসগুণে যথেষ্ট অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—

"চোর ধরা গেল শুনি বাণী
অন্তঃপুরে করে কানাকানি।
দেখিবারে ধায় রড়ে কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি
মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন রূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥

কি কহিব বিদ্যার কপাল
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোঁসাই
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ব্যতীত কেহই চোর ধরার পর মালিনীর মনোভাব বর্ণনা করেন নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাজা যখন হীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল" হীরা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল—সুন্দরের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিল সুন্দরের পরিচয় দিল—রাজা ও রাণীকে জানাইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিল তাহা বলিয়া নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। শেষ কয় পংক্তিতে ভারতচন্দ্র এই শ্রেণীর নারীর এইরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ মনোভাব হয় তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যা হয় ॥"

রামপ্রসাদের হীরা স্নেহশীলা। সুন্দরের বন্ধনদশা দেখিয়া তাহার মাতৃ-হৃদয় উথলিয়া উঠিল। এই চিত্রের সহিত সুন্দরের সঙ্গে মালিনীর প্রথম দর্শনের চিত্রের কোন মিল নাই—হীরা যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

"আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥
পতিপুত্রহীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তার পর কিছু মাত্র শোক জানি নাই ॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে ॥
তব মৃত্যুকথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে ॥
তোমার মরণে এই লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥"

(চ) চোরকে দেখিয়া নগরবাসীদিগের খেদ

এই প্রসঙ্গ গোবিন্দদাস দুই কথায় সারিয়াছেন—"যতো পুরীজন আইসে সুন্দরে দেখিতে। দেখি মাত্র প্রাণ কেহ না পারে ধরিতে ॥"

কৃষ্ণরাম যে 'নারীগণের আক্ষেপ' বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই মনে বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ সর্বত্র কৃষ্ণরামের অনুকরণ করিলেও এ ক্ষেত্রে তিনি কতকটা ভারতচন্দ্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি সুন্দরকে দেখিবার জন্য রমণীগণের ব্যস্ততা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর—

"হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।　　হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি ॥
কুলবধূ চিত্রিত পুতুলী যেন রহে ॥　　সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
কেহ বলে এতরূপ নিরমিল বিধি।　　আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন, বৃদ্ধাগণ সুন্দরকে দেখিয়া মাতৃভাবে ক্রন্দন করিল এবং যুবতীগণ কামাকুল হইয়া বলিল,—

"বিদ্যারে করিয়া চুরি এই হইল চোরা।　　এ ছার রাজার দেশে না করিব ঘর।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥　　ভিখারী হইয়া যাব দেশদেশান্তর ॥"

মধুসূদন লিখিয়াছেন—চোরের রূপ দেখিয়া সকলে হাহাকার করিল। বলরাম লিখিতেছেন—চোরের রূপ দেখিয়া সকলে উতরোল হইল। কুলবতীগণ গবাক্ষপথে চোরকে দেখিয়া মনে করিতে লাগিল, কুললাজ ত্যাগ করিয়া রাজার নিকট গিয়া বুঝাইয়া চোরের প্রাণরক্ষা করি। তাহারা বিদ্যার পছন্দের তারিফ করিল। ভারতচন্দ্র সুন্দরদর্শনে নারীগণের পতিনিন্দার যে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সে যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পেশা ও বিবাহিত জীবনের সুখদুঃখের অনেক কথা আছে।

১০। চোরের বিচার

(ক) রাজসভায় চোর আনয়ন

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—রাজা যখন সুন্দরকে বধ করিতে আদেশ দিলেন তখন সুন্দর রাজার নিকট বিদ্যার রূপবর্ণনা করিতে লাগিলেন। রাজা মনে মনে খুশী হইলেও মুখে "কাট কাট" বলিতে লাগিলেন। ইহার পর সুন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছেন। ইহা "চৌরপঞ্চাশতের" স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

কৃষ্ণরাম "নারীগণের আক্ষেপ" প্রসঙ্গের পর "বিদ্যা কর্তৃক দেবীর প্রতি আক্ষেপ" বর্ণনা করিয়াছেন। দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সুন্দরকে রক্ষা করিতে আশ্বাস দিয়াছেন। তাহার পর কৃষ্ণরাম সুন্দরকে রাজসভায় লইয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদ বিদ্যাকর্তৃক আক্ষেপের পরিবর্তে বিদ্যাকর্তৃক কালীর স্তব করাইয়াছেন। তাহার পর নাগরিকগণের খেদ বর্ণনা করিয়াছেন ও তৎপরে চোরকে রাজসভায় লইয়া গিয়াছেন।

দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহার কাব্যে বিদ্যার ভ্রাতা বিজয়সিংহের সহিত ছদ্মবেশী সুন্দরের সখ্যের কথা বলিয়াছেন। সুন্দর ধরা পড়িলে বিজয়সিংহের স্ত্রী গিয়া তাঁহাকে বলিল যে,

তাঁহার সখাই চোর। তখন বিজয়সিংহ লজ্জায় দুয়ারে কপাট দিয়া শয়ন করিলেন। কোটাল সুন্দরকে রাজসভায় লইয়া গেল।

আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাজসভার একটা বর্ণনা পাই। ইহাতে মুঘল যুগে হিন্দু রাজার রাজসভার একটা চিত্র আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। পাত্র, মিত্র, সভাসদ্, পাঠক, কথক, কবি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুরু-পুরোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব ও তাহার সঙ্গে সশস্ত্র সেপাই, ঘড়িয়াল, চোপদার, মুশায়েব, মুনশী, বখশী, বৈদ্য, কাননগোই, কাজি, নটী, কালোয়াত, ভাঁড়, নর্তক, উজবক, কজলবাস, হাবশী ইত্যাদি বহু কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাই।

কি ভাবে সে যুগে রাজদরবারে বিচার হইত, তাহার একটা চিত্রও আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে পাইয়া থাকি। কোটাল প্রথমে সারীশুক, থুঙ্গী পুঁথি ও মালিনীর সহিত চোরকে নাজীরের নিকট উপস্থিত করিল। নকীব মহারাজকে চোর ধরার সমাচার দিল, রাজা আড়চোখে চোরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিলেন। প্রথমে হীরার নিকট চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে সুন্দর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বলিল ও নিজে যে নির্দোষ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ইহার পর রাজা মালিনীকে গালে চুনকালি দিয়া গঙ্গাপার করিবার আদেশ দিয়া কর্মচারীদিগের সাহায্য চোরের পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলেন। সুন্দর বাক্‌ছলে সকলকে পরাস্ত করিয়া নিজের পরিচয় গোপন করিলেন। তখন রাজা স্বয়ং চোরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুন্দর তাহার যে উত্তর দিলেন, বাংলাসাহিত্যে তাহা অমর হইয়া আছে—

"আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥

* * *

বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন॥

* * *

তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে॥
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ॥

* * *

আমি বিদ্যার লাগিয়া আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া॥
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায়॥
তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই॥

সুন্দরের কথায় সভাজন বুঝিতে পারিল, এই সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী। কোটাল তাহাকে কাটিতে চাহিলে রাজা ইঙ্গিতে মানা করিলেন।

বলরাম সুন্দরকে দিয়া আধ বাংলা ও আধ মৈথিলীতে তাহার বক্তব্য বলাইয়াছেন। একমাত্র পুঁথির পাঠ এত অশুদ্ধ যে, কোন অর্থ বোধগম্য হয় না।

ইহার পর সকল কবিই সুন্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশতের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমি "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" (৫৩শ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(খ) সুন্দরের পরিচয়

গোবিন্দদাস যেমন চৌত্রিশ অক্ষরে সুন্দরকে দিয়া বিদ্যার রূপ বর্ণনা করাইয়াছেন কৃষ্ণরাম সেইরূপ চৌত্রিশ অক্ষরে কালীস্তুতি করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও রাধাকান্ত অবশ্য কৃষ্ণরামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদন যে স্তব পাঠ করাইয়াছেন তাহা ভাটকর্তৃক সুন্দরের পরিচয় দানের পর। বলরামের কাব্যে ইহা নাই। ভারতচন্দ্রের সুন্দর মশানে নীত হইয়া মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়া চৌত্রিশ অক্ষরে কালীস্তুতি করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস সুন্দরের পরিচয় দিয়াছেন মাধব ভাটের দ্বারা। রাজার সমস্ত সভাসদ্ সুন্দরের কল্যাণ কামনা করিতেছিলেন, এমন সময় ভাট আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাট সুন্দরের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিল—কাঞ্চননগরের রাজা গণিসার একমাত্র পুত্র সুন্দর, তাহাকে কন্যাদান করিলে রাজা নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিবেন।

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, সুন্দরের স্তবে কালী সন্তুষ্ট হইয়া আকাশবাণীতে অভয় দান করিলেন, আর

"দেখহ কালীর কৃপা করিবে বিশেষে।
তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেশে॥
পথেতে পাইয়াছিল চোরের বারতা।
দেখিল সুন্দর কবি মশানেতে তথা॥"

কোটাল ও ভাটের পরস্পরের প্রতি উক্তি ও প্রত্যুক্তি কৃষ্ণরাম অদ্ভুত মিশ্রিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। মূলে যাহা ছিল, পরে তাহা 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া গিয়াছে। তাহার পর—

"কোটালের কটুভাষে ছাড়িয়া চোরের আশে
ভাট গেল রাজার গোচরে।
জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বার
মযুরা করিল বাম করে॥
কুপিয়া অবনীপাল হইল অভিন্নকাল
ঘুরায় নয়ানজোর ঘোর।
ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিলা অতি
অপরাধ নাহি কিছু মোর॥
দুঃখানলে দহে মন কি কবিব নিবেদন
অবধান কর নরপ্রভু।
দেখিয়া সুন্দর বরে বন্দিতে তোমার তরে
না উঠে দক্ষিণ কর কভু॥
রাজা গুণসিন্ধু নাম কলিতে কেবল রাম
তার সুত সুন্দর সুধীর।
দেখি মুখে নাহি ভাষা ইহার এমন দশা
ধিক্ ধিক্ করম বিধির॥"

রামপ্রসাদ ভাট ও কোটালসংবাদ কৃষ্ণরামকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভাষায় একই কাহিনী এক ছাঁচে ঢালিয়াছেন। তবে রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কবি, সুতরাং তাঁহার ভট্টভাখা ও কোটালের কটুবাক্য দুর্বোধ্য নহে—উর্দু মিশ্রিত হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত।

বলরাম একটু নূতনত্ব করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী রাজার বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিলেন, যেন অসুর দলন করিবার জন্যে দেবীর রণসজ্জা হইল। দেবতাগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র দেবীকে ক্রোধসম্বরণ করিয়া ভাটরূপে একজনকে বীরসিংহের সভায় পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। দেবী ক্রোধ সম্বরণ করিলেন—ইন্দ্র জয়ন্তকে ভাটের রূপ ধরিয়া বীরসিংহের সভায় পাঠাইলেন। রাজা কোটালকে সুন্দরকে মারিবার জন্য আদেশ দিতেছেন—

"এমত সময়েতে মাধবভট্ট আসি। বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি।
সুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী॥ সুন্দর সদৃশ রাজা কেবা আছে ক্ষিতি॥
ডানি হাতে আশীর্ব্বাদ করিল সুন্দরে। দশ লক্ষ মত্ত হস্তী যাহার দুয়ারে।
বাম হাতে আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে॥ সৈন্যসাগর আছে যার পরিবারে॥
দেখিয়া ভাটেরে বলে বীরসিংহ রায়। তোমা হেন কত রাজা যাহার দুয়ারে।
অনুচিত কর্ম্ম কেন করিলে সভায়॥ কার বোলে অপমান করহ তাহারে॥"

ভাটের কথায় রাজা চমৎকৃত হইয়া সুন্দরকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সুন্দর বলেন ঘর মাণিক্য নগর। গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি।
আমার পিতার নাম শ্রীগুণসাগর॥ সুন্দর আমার নাম কর অবগতি॥"

তাহার পর সুন্দর নিজ গৌরব কীর্ত্তন করিলেন। ইহা অভিজাতকুলোদ্ভব রাজপুত্রের উপযুক্ত হয় নাই।

মধুসূদন সুন্দরকর্তৃক চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পাঠ করিবার সময় গঙ্গারায় ভাটকে রাজসভায় আনিয়াছেন। সে আসিয়া বলরামের ভাটের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে সুন্দরকে ও বাম হস্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইলে ভাট বলিল—

"রাজা হে অকারণ কর মোরে রোষ। পালে রত্নাবতী প্রজা গুণসিন্ধু মহারাজা
হৃদয়ে না ভাব ব্যথা শুনিয়া আমার কথা এই জন তাহার নন্দন।
পশ্চাতে বিচারে গণ দোষ॥ প্রতাপে যেমন রবি যতেক পণ্ডিত কবি
জিনিলেক সকল সদন॥"

রাজা কিন্তু তখন সুন্দরকে মুক্তি দান করিলেন না, আরও বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য কোটালকে ইঙ্গিত করিলেন চোরকে মশানে লইয়া যাইবার জন্য। এইখানে সুন্দর দেবীর চৌতিশা স্তব করিলেন। দেবী সসৈন্যে মশানে আসিয়া কোটালের অনুচরগণকে আক্রমণ করিলে কোটাল পলাইয়া গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল।

দ্বিজ রাধাকান্ত রাজাকে অপেক্ষাকৃত সদয়হৃদয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দর চৌরপঞ্চাশতের শেষ শ্লোক পাঠ করিলে মন্ত্রিগণ রাজাকে বলিল, দুষ্কর্ম্ম করিয়া যে ব্যক্তি ভয় পায় না, সে নিশ্চয়ই কোন রাজার কুমার। রাজা বুঝিলেন এবং কোটালকে বধ করিতে নিষেধ করিয়া মশানে লইয়া গিয়া ভয় দেখাইতে বলিলেন এবং পরিচয় দিলে তাঁহার

নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন। এই মশানেই সুন্দর কালীর চৌতিশা স্তব করিয়াছেন। সুন্দরের স্তুতিতে দেবী রণসজ্জা করিলেন। কোটাল দেবীর সৈন্য দেখিয়া রাজাকে আসিয়া সংবাদ দিল। রাজাও ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসজ্জা করিলেন। দেবী বিদ্যার রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন। রাজা কন্যাকে কাটিতে গিয়া দেবীমায়ায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সভাসদ্‌গণ রাজার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিল, রাজা দেবীকে প্রণাম করিলেন। রাজার স্তুতিতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবীই স্বয়ং সুন্দরের পরিচয় দিলেন—রত্নাবতীপুরীর অধীশ্বর গুণসিন্ধু রাজার পুত্র এই সুন্দর, ইহাকে অভিলাষ করিয়া তোমার কন্যা নিত্য শিবপূজা করিত।

ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশতের শ্লোক পাঠের পর লিখিতেছেন—

"হেঁট মুখে ভাবে রাজা কি করি এখন। কোটালে কহিলা তারে লহ রে মশানে।
না পাইনু পরিচয় এবা কোন জন॥ ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়। এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥ তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥"

ইহার পর কোটাল সুন্দরকে মশানে লইয়া গেলে শুক সারীর কথোপকথন শুনিয়া রাজার সন্দেহ হইল। মালিনী যে বলিয়াছিল, এই চোর গুণসিন্ধু রাজার পুত্র, এই শুকও তাহাই বলিতেছে তখন রাজা শুককে প্রশ্ন করিলেন যে এই ব্যক্তি যে রাজপুত্র তাহার প্রমাণ কি? সে তো নিজে পরিচয় দেয় না। তাহার উত্তরে—

"শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয় নিজ পরিচয় প্রভু সুন্দর না দিবে কভু
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই। পাখী আমি মোর কথা কিবা।
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেবা কুল কয় তুমি ত তাহার পাট পাঠাইয়াছিলে ভাট
বড় মানুষের রীতি এই॥ ভাটে ডাক সকলি জানিবা॥"

রাজা ভাটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে মশানে সুন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে কালীর স্তুতি করিতেছেন। দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়া সুন্দরকে অভয় দিলেন। সুন্দরের বন্ধন দূর হইল এবং কোটালের সৈন্যগণ দেবীর অনুচরদিগের হস্তে বন্দী হইল। ভাট ও রাজার কথোপকথন ভারতচন্দ্র অপরূপ হিন্দী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ভাট রাজার আদেশে কাঞ্চীপুর গিয়াছিল গুণসিন্ধু রাজার পুত্রকে আনিবার জন্য। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন আসিল না। ভাট বলিল, তাহাকে পত্র দিলাম, কিন্তু সে কোথায় যে চলিয়া গেল, আর তার সন্ধান মিলিল না। রাজা মশানে গিয়া চোরকে দেখিতে বলিলেন সে সেই রাজপুত্র কি না। ভাট গিয়া সুন্দরকে চিনিতে পারিল।

১১। সুন্দরের মুক্তি

(ক) সুন্দরের প্রসাদন ও বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

গোবিন্দদাসের কাব্যে ভাটের বচনে রাজা সুন্দরকে মুক্তি দিলেন এবং তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। ভাট বলিল শাস্ত্রে গান্ধর্ব বিবাহের প্রমাণ আছে

সুতরাং সুন্দরই বিদ্যার স্বামী। বিদ্যা এদিকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার চোখেমুখে জল দিয়া চেতন করা হইল। সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যার দেহে প্রাণ আসিল। তাহার পর রাজা বিধিমতে কন্যা দান করিলেন।

কৃষ্ণরামের কাব্যে রাজা ভাটের কথা শুনিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং স্বয়ং মশানে গিয়া সুন্দরের বন্ধনমুক্তি করিয়া দিলেন, তার পর সুন্দরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাণী সকল কথা শুনিয়া বিদ্যাকে কোলে লইয়া আঁচলে মুখ মুছাইয়া মিষ্টবাক্যে কন্যাকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। বিদ্যা স্নান করিয়া কালীপূজান্তে ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান করিলেন। রাজা বীরসিংহ পুরোহিত ডাকিয়া কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন, গান্ধর্ববিবাহের পর শাস্ত্রে আর কোন বিবাহের বিধান নাই। শকুন্তলা ও উষার দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। রাজা নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহের কথা ঘোষণা করিলেন।

রামপ্রসাদের কাব্যে ভাটমুখে সুন্দরের বার্তা শুনিয়া রাজা তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া সভাসদ্ সহ মশানে গেলেন। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদিগকে একচোট গালাগালি দিয়াছেন। তাহার পর রাজা সুন্দরকে মুক্ত করিয়া দিয়া গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মোট কথা, কৃষ্ণরামের বর্ণিত সমস্ত বিষয় রামপ্রসাদ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (রামপ্রসাদ গান্ধর্ববিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহার উদাহরণ দিতে গিয়া যে তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার দুইটি গান্ধর্ববিবাহ নহে যথা কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ এবং পার্থ কর্তৃক সুভদ্রাহরণ। দুইটিই রাক্ষস বিবাহ। কেবলমাত্র উষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহই গান্ধর্ববিবাহ।

দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন বিদ্যারূপিণী মহামায়া যখন নিজরূপে রাজার নিকট দর্শন দিলেন রাজা তখন তাঁহাকে স্তব করিলেন। দেবী সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন, রাজা জামাতা লইয়া ঘরে ফিরিলেন। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। রাজপুত্র আসিয়া সখাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা দেশে দেশে রাজাগণকে সমাচার পাঠাইলেন যে, রত্নাবতী পুরাধীশ্বর গুণসিন্ধুর পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ইতিমধ্যে রাজার প্রেরিত ভাট ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ও সুন্দরকে জানাইল যে তোমার পিতা তোমাকে না দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী কালীর মুখ দিয়া পুনবার সুন্দরের পরিচয় দিয়াছেন। রাজা সুন্দরকে গৃহে লইয়া গিয়া বিদ্যার সহিত যথাবিধি প্রাজাপত্য বিবাহ দেওয়াইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, ভাটের মুখে পরিচয় পাইয়া বীরসিংহ কুঠার গলায় বাঁধিয়া মশানে গেলেন। সুন্দর ঊর্দ্ধমুখে দেবীর ধ্যান করিতেছিলেন এবং কোটালের সৈন্যগণ দেবীর মায়ায় বদ্ধ হইয়াছিল। রাজা সুন্দরকে স্তব করিলেন এবং সুন্দর পরামর্শ দিলেন, কালিকার পূজা করিলে কোটালগণ মুক্তিলাভ করিবে। সুন্দর রাজার গাত্র স্পর্শ করিলে রাজা দিব্যদৃষ্টিতে কালীকে দেখিতে পাইলেন—কোটালগণ মুবন্ধনক্ত হইল। রাজা

সুন্দরকে সিংহাসনে বসাইয়া বিদ্যাকে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের আনুষ্ঠানিক বিবাহের বর্ণনা করেন নাই।

বলরাম লিখিয়াছেন, সুন্দরের স্তবে কালী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দেখা দিলে রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরে নানামতে স্তুতি করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে দেবী কহিলেন—

"কন্যাদান দেহ গিয়া শুন নরপতি। লোকলজ্জা খণ্ডাবাবে বিবাহ দেহ রাজা।
গুপতে গন্ধর্ব্ববিভা কৈল বিদ্যা সতী॥ কন্যা দিয়া সুন্দরের কর ঝাট পূজা॥"

রাজা তাহার পর পুরোহিত ডাকিয়া কালীর সাক্ষাতে কন্যাদান করিলেন।

"না করিল দিনক্ষেণ না করিল স্নান। ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি।
কালীর পরিচয় রাজা কন্যা কৈল দান॥ পরিবার সমেত পূজিল ভদ্রকালী॥"

রাজা সুন্দরকে প্রচুর যৌতুক দিলেন।

(খ) সুন্দরের স্বদেশ গমনে ইচ্ছা ও বিদ্যার বার মাস বর্ণন

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সুন্দর স্বপ্নে পিতা মাতাকে দেখিয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

"শুনিয়া আনন্দ বিদ্যা বলিল বিশেষ। রাজরাণী নাহি জানে কান্দে হা বিলাসে।
মাতা পিতা দেখ যদি চল নিজ দেশ॥ পুত্রশোকে রাজরাণী মরি যাবে পাছে॥"

সুন্দর বিদ্যার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভাতে বিদ্যা মাতার নিকট সুন্দরের দেশে ফিরিবার বাসনার কথা জানাইলেন। শুনিয়া বিদ্যার মাতা কাঁদিতে লাগিলেন এবং বিদ্যা মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাহার পর পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, স্বপ্নে দেবী কালিকা সুন্দরকে দেখা দিয়া পিতামাতাকে ভুলিয়া থাকার জন্য তিরস্কার করিলেন ও প্রভাতে উঠিয়া দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নিদ্রাভঙ্গে সুন্দর মাতার কথা মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিদ্যা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আরও কিছুদিন থাকিতে বলিলেন। পরে আরও বলিলেন, পুত্র কোলে করিয়া নিজের গৃহে যাইব, এই আমার বড় সাধ। কিন্তু সুন্দর আর কিছুতেই থাকিতে চাহিলেন না। তখন বিদ্যা এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিয়া বারো মাসের সুখসম্ভোগের একটা চিত্র দিলেন। সুন্দরের মন কিছুতেই টলিল না। সুন্দর গিয়া শ্বশুরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাজা শুনিয়া বলিলেন—

"এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি। বিনয় করিয়া বলে রাজার নন্দন।
যতন করিয়া আনাইব জনক জননী॥ নিশ্চয় যাইব আর না কর যতন॥"

রাজা তখন নানা উপঢৌকন দিয়া জামাতা কন্যাকে বিদায় দিলেন এবং বিদায়কালে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুন্দর হাত জোড় করিয়া শ্বশুরকে সান্ত্বনা দিলেন। বিদ্যা সুন্দর রথে চড়িয়া গৌড়রাজ্য হইতে কাঞ্চী দেশে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ কালীকে দিয়া সুন্দরের মাতার রূপে সুন্দরকে স্বপ্নদর্শন করাইয়াছেন। স্বপ্ন দেখিয়া সুন্দর রোদন করিতে লাগিলে বিদ্যা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সুন্দর বিদ্যার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাইবে কিনা। বিদ্যা বার মাস বর্ণনা করিয়া পতিকে একবৎসর থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুন্দর বলিলেন —

"যদি ভাব পথ দূর যাও নিজ পিতৃপুর হও তুমি পুত্রবতী নিয়া যাব পরে সতী
কিছুকাল কর সুখভোগ। কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥

বিদ্যার ইহাতে অভিমান হইল। তিনি বিষণ্ণবদনে মার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিদ্যার মাতা কন্যার কথায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাতার সংজ্ঞালাভ হইলে বিদ্যা তাঁহাকে মায়াময় সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। রাণী তাহার পর রাজাকে জামাতার দেশে যাইবার কথা জানাইলেন। রাজা তাঁহার দেশে যাইবার ইচ্ছার কথা শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন আর বলিলেন,—

"দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাও রাজকার্য রহ হেথা রহ সুখে যাইব উত্তর মুখে
আনাই তোমার পিতামাতা। তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥"

সুন্দর বলিলেন—একবার গিয়া বাপ মাকে দেখিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। শেষে রাজা বিদায় দিলেন।

রাধাকান্তের কাব্যে ভাট আসিয়া সুন্দরকে জানাইল যে, পুত্রশোকে তাহার পিতামাতা বিলাপ করিতেছেন। শুনিয়া সুন্দর গৃহে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বিদ্যাকে সে কথা জানাইলে বিদ্যা বলিলেন, পিতাকে বলিয়া অর্দ্ধ রাজ্য দান করাইবেন। তিনি সেখানেই থাকিয়া যান। কিন্তু সুন্দর রাজী হইলেন না। বিদ্যা তখন বার মাসের বর্ণনা করিলেন।

মধুসূদন লিখিয়াছেন, বিবাহের পর সুন্দর দুই চারিমাস শ্বশুরালয়ে কাটাইলেন। তাহার পর তাঁহার গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। রাধাকান্তের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাও সুন্দরকে অর্দ্ধ রাজ্যের লোভ দেখাইলেন। তার পর বার মাসের সুখদুঃখের বর্ণনা করিয়া কান্তকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। রাজাও সুন্দরকে অর্দ্ধ রাজ্য দিবেন বলিলেন। অবশেষে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সুন্দরকে নানা যৌতুক সহ বিদায় দিলেন।

বলরাম তাঁহার কাব্যে কিছু নূতনত্ব করিয়াছেন। রাজা সুন্দরকে কন্যা দান করিয়া অনেক যৌতুক দিলেন। সুন্দর শ্বশুরালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন। এদিকে সুন্দরের মাতা ও পিতা পুত্রশোকে অধীর হইয়া উঠিয়া কালিকার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কালী মায়ের বেশ ধরিয়া স্বপ্নে সুন্দরকে দেখা দিলেন। সুন্দর দেশে যাইবার সংকল্প করিলে বিদ্যা বর্দ্ধমানে বার মাসের সুখের বর্ণনা করিলেন। সুন্দর নিরস্ত হইলেন না। রাজার দেওয়া প্রচুর যৌতুক ও স্ত্রীপুত্র লইয়া স্বদেশে রওনা হইলেন। পথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গেলেন।

ভারতচন্দ্রও বিদ্যাসুন্দরের বিবাহের পর সুন্দরকে শ্বশুরালয়েই কিছু কাল বাস করাইয়াছেন।

"সুন্দর বিদ্যারে লয়ে　চোর ছিলা সাধু হয়ে　কতদিন বিহারে রহিলা।
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা　ছয় মাসে অন্ন দিলা　বৎসরেব হইল তনয়।
পূর্ণ হৈল দশ মাস　শুভদিন পরকাশ　বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
সুন্দব বিদ্যারে কন　যাব আমি নিকেতন　ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥"

ভারতচন্দ্র সুন্দরকে স্বপ্নদর্শন করান নাই। বলরামের কাব্যে বিদ্যার পিতৃগৃহেই সন্তান প্রসবের বিষয়টি বর্দমান শুক প্রভৃতির ন্যায় ভারতচন্দ্রেরই প্রভাবপ্রসূত নহে কি? সুন্দরের দেশগমন সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।　বিদ্যা বলে হৌক প্রভু পারিব তাহারে।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥　বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
তোমার বাপেরে কহে বিদায় করহ।　কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥　এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥"

তারপর বিদ্যাসুন্দরের কথা কাটাকাটি চলিল। কৌতুকচ্ছলে উভয়ে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। এত করিয়াও বিদ্যা যখন ভুলাইতে পারিলেন না তখন বিদ্যা বারো মাসের সুখের কথা শুনাইলেন। সুন্দর ভুলিলেন না। রাজারাণীর নিষেধবাক্য এড়াইয়া সুন্দর স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশে ফিরিলেন।

১২। বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গলাভ

গোবিন্দদাস সুন্দরের গৃহে প্রত্যাগমনের পর হইতে স্বর্গলাভ পর্যন্ত প্রসঙ্গটি তিনটি প্রকরণে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) বিদ্যাসুন্দরের দেশে প্রত্যাবর্তনে নগরীতে উৎসব, (খ) নৃপবরের কালীপূজা এবং (গ) বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গযাত্রা ও রাজপুরীতে শোক।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সুন্দর শ্বশুরালয় হইতে যাত্রা করিয়া ছয়মাসে নিজদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা চরমুখে পুত্রের আগমনবার্তা শুনিয়া অনুচরগণ সঙ্গে আগাইয়া গেলেন। রাণীরা প্রাসাদের 'বাহির বিহঙ্গ' হইতে দূরে সুন্দর আসিতেছে দেখিতে লাগিলেন। পিতাকে দেখিয়া সুন্দর রথ হইতে নামিলেন ও পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুনরায় রথে চড়িয়া পিতাপুত্রে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুন্দর জননী ও বিমাতাদিগকে প্রণাম করিলেন—তাঁহারা পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইলেন। তাহার পর রাজা চতুর্ভুজা কালীমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজার আয়োজন করিলেন।

কিছুদিন সুখে কাটিবার পর দেবী সুন্দরকে স্বপ্ন দিলেন যে, তাঁহারা স্বর্গের বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী, তাহাদের স্বর্গে যাইবার সময় হইয়াছে। সুন্দর পিতামাতাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। রাজা রাণী অনেক বুঝাইলেন ও কাঁদিলেন। কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দর স্বর্গে যাইবার ইচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। যমদূত তাঁহাদিগকে যমের কাছে লইয়া যাইতে আসিয়া বোকা হইয়া গেল। দেবী চতুর্ভুজা স্বয়ং দিব্য রথে তাঁহাদিগকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে সুন্দরের সহিত পিতামাতার মিলন বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—রাজা গুণসিন্ধু পুত্রকে রাজকার্য শিখাইয়া রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে তপোবনে চলিয়া গেলেন। তাহার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন। ক্রমশঃ পুত্র বড় হইল, তাহার সহিত মসান রাজার কন্যার বিবাহ হইল। অবশেষে দেবী স্বপ্নে সুন্দরকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সুন্দর কালীমূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। তাহার পর পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া সস্ত্রীক কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণরামেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে সব প্রকরণই একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে (১) সুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ্‌গমন, (২) বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসিনী নারীগণের আগমন, (৩) সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি, (৪) সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ, (৫) শবসাধন, (৬) পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ এই কয়টি প্রকরণ আছে। সুন্দরের শবসাধন ব্যাপারটি রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য। সাধক তান্ত্রিক কবি রামপ্রসাদ কালীপূজার এই তান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির বর্ণনা না করিয়া পারেন নাই।

রাধাকান্ত, মধুসূদন ও বলরাম, তিন জনেই সুন্দরের পুত্র সদানন্দকে রাক্ষসীর দ্বারা ভক্ষণ ও কালীপূজার ফলে তাহার পুনর্জন্মলাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বলরামের মতে কাহিনীটি এইরূপ—সুন্দর গৃহে ফিরিয়া আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুন্দরের পিতা আর কালীপূজা করেন না। দেবী তখন পূজা প্রচারের জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া রাক্ষসীকে মাণিকানগরে পাঠাইলেন সুন্দরের পুত্র সদানন্দকে খাইতে। রাক্ষসী গিয়া সদানন্দের বুক চিরিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। বিদ্যা মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুন্দর কালীপূজা করিয়া সদানন্দের জীবন উদ্ধার করিলেন। গুণসাগর তাহার পর কালীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী গুণসাগরের কাছে বিদ্যা ও সুন্দরকে স্বর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে গুণসাগর বলিলেন—"আগে আমি মরি, তবে পুত্র ও বধূকে লইয়া যাইবেন।" দেবী কলিকালের চরিত্র বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

কলির প্রধান মাত্র হব হরিনাম।
এইমাত্র ভরসা ভণয়ে বলরাম॥

ইহার পর দেবী বিদ্যাসুন্দরের হাত ধরিয়া রথে তুলিয়া লইলেন। যমদূত আসিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গগমনে বাধা দিল। পরে যম আসিলেন, ইন্দ্র আসিলেন, ব্রহ্মা আসিলেন, নারায়ণ আসিলেন, শিব আসিলেন। ভদ্রকালী সকলকেই পরাজিত করিলেন।

রাধাকান্তের কাব্যে বলরামের বর্ণিত বিষয়গুলি সবই রহিয়াছে, তবে কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে। মধুসূদন কোন কোন অংশ একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—পুত্রের মৃত্যুতে বিদ্যার বিলাপ, দেবী কালিকার নিকট সদানন্দের খেদ ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন, রাজা গুণসিন্ধু রাজ্যভার অর্পণ করিলে সুন্দর নানা মতে কালীপূজা করিলেন। সুন্দরের পূজায় কালী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

"তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি ব্রত হইল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥ নানামতে আমারে তুষিলা।"

ইহাতে উভয়ের দিব্যজ্ঞান হইল। তাঁহারা দেবীর চরণ ধরিয়া কাঁদিলেন এবং বাপমাকে বুঝাইয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া দেবীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র সুন্দরের পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই।

(সমাপ্ত)

৫৭৬। **মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১০৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥

অথ মহাভারথ উতজোগ পব্ব লিক্ষতে॥
জন্মেজয় বলেন কহ মুনি তপোধন।
সত্যে হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন॥
তদন্তরে কি করিলা পাণ্ডুর নন্দন।
আপন বিভাগ রাজ্য পা[বা]র কারণ॥
কোন দুত পাঠাইলা হস্তিনা নগরে।
ধৃতরাষ্ট্র আদি সভা বুঝাবার তরে॥
উত্তরগোগৃহের যুদ্ধে কৌবরপ্রধান।
অর্জ্জুনের হাথে বহু পায়্যা অপমান॥
হস্তিনা আসিয়া রাজা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিআ বিস্তার॥

ভণিতা—

সে পদকমলে কহে কাশীরাম দাস।
ভকত জনের সদা পুর অভিলাষ॥

শেষ—

কহিল উলুক গিআ সকল কথন।
সৈন্য সব সাজিলেন রাজা দুর্য্যোধন॥
আর দিন প্রভাতে আইলা নরবর।
সহায় করিয়া গেলা সংগ্রাম ভিতর॥
আউ যশ বাড়ে বিত্ত হয় ত সুন্দর।
মহাভারতের কথা অমৃত সোসর॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
শুনিলে অধম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
ক্ষেণেক শ্রবণে নিষ্পাপ হয় চিত্ত।
এত দুরে উদ্‌যোগপর্ব্ব হইলা সমাপ্ত॥

ইতি উতযোগ পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিথ ১৮ জৈষ্ঠী রোজ বুধবার লিখিতং শ্রীকিসোরিচরন দাস সাং বালিঠ্যা পূর্ব্বরাড় তরফে জুগ্রাভন অষ্ট তালুক। এ পুস্তক জে হরে তাহার চোদ্দ পুরুস নরকে পড়ে॥

—

৫৭৭। **মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র -৫৬, সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষ কতিপয় পত্রের দক্ষিণাংশের কতক অংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৫৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৫ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নম॥
অথ উতজোগপর্ব্ব লিখ্যতে॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন॥
তদন্তরে কি কর্ম্ম করিল পিতামহগণ।
আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ॥
কোন দুত পাঠাইলা হস্তিনা নগরে।
ধৃতরাষ্ট্র আদি দুর্য্যোধনে বুঝাবারে॥

উত্তরগোগৃহযুদ্ধে কৌরবপ্রধান।
অর্জ্জুনের হাথে বড পাইল অপমান ॥
শিবিরে আসিঞা রাজা কি কৈল বিচার।
... ... মুনিবর করিঞা বিস্তার ॥

শেষ ও ভণিতা—

না ভাবিহ দুস্থ মাতা জাই নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
মাএ প্রণমিঞা গেল কর্ণ নিকেতনে।
অশ্রুত লোচনে কুন্তী আইলা নিজস্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি ইহা বলিবারে পারি ॥
ব্যাসবিরচিত কথা অমৃত সমান।
সংসারে দুর্লভ নাহি ইহার সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে বন্দিঞা নারায়ণে।
নিরবধি রহু মন গোবিন্দচরণে ॥
উদ্‌যোগ সমাপ্ত শুনিল জন্মেজয়।
ভীষ্মপর্ব্বের কথা কহ মুনি মহাশয় ॥

ইতি উৎজোগ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥ সন ১১৮৫ সাল তাং ৭ মাঘ রোজ রবিবার ॥ গাজন হইঞাছে তাহাতে বেলা নিরোপন হইল না ॥ কাগজ কিছু জিয়াদা ছিল সেই এই পুস্তক শ্রীরামস্বরণ সিংহ আর...দায়া করে সে সকল ঝুটা।

—

৫৭৮। **মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৫৭ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্বরনং ॥
অথ ভীষ্মপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন।
তার পর কি করিলা পিতামহগণ ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
অমৃত সমান এই ব্যাসের বর্ণন ॥
সভা করি বসিলেন রাজা দুর্য্যোধন।
চরমুখে আদেশিলা যত সভাজন ॥
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা আইল ততক্ষণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য রাধার নন্দন ॥
অশ্বথামা সোমদত্ত বাহ্লীক সুমতি।
শল্য ভগদত্ত আর সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
... ...
সভা সম্বোধিয়া বলে কুরুনরবরে।
সংগ্রামে বাহিনীপতি করিব কাহারে ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।
প্রথম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান ॥

শেষ—

শরশয্যায় ভীষ্ম বীর তথায় রহিল।
ধর্ম্মরাজ আপন শিবিরে চলি গেল ॥
আনন্দে পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
অর্জ্জুনের আগেতে চলিলা নারায়ণ ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
আয়ু যশ বৃদ্ধি হয় পাপের বিনাশ।
একান্তে শুনিলে হয় বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥
... ...
জন্মেজয় রাজা সর্ব্বগুণে অনুপাম।
তাহার চরিত্র হয় জগত বাখান ॥
কাশীরাম দাস কহে পাচালীর মত।
দশম দিবসের যুদ্ধ হইল সমাপ্ত ॥

ইতি ভিস্বপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ সঃ রঘুনাথসাএর পামারপাড়া শ্রীচিনিবাস খাঁ সন ১০৫৭ সাল তাঃ ২৪ আস্বিন ॥ রোজ বুদবার ॥ ৪ চারি দণ্ড বেলা তাকথে সমাপ্ত ॥

—

৫৭৯। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, ৪-৩৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৹ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১৮৪ সাল। আরম্ভ—

৶৭ শ্রীহরিঃ ॥
অথ ভীষ্মপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় কহে কহ শুনি মুনিবর।
উলুক কহিল গিয়া সকল উত্তর ॥
তবে কোন্ কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন বীর।
কোন কর্ম্ম কৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বৈশম্পায়ন কহে শুনহ নৃপবর।
দুই দলে সংগ্রাম হইল বহুতর ॥
কৌরব পাণ্ডব তবে সব সমুদিত।
পৃথিবীর জত রাজা আইলা তুরিত ॥
কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মেলিল সভে…।
জার জেই সৈন্যের সহিত অনুসরি ॥
সভে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
সভে রণে বিশারদ কেহো নহে ন্যূন ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন সভে করে অহঙ্কার।
সভে মহাবলবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥

ভণিতা—

ভীষ্মক পর্ব্বের কথা বিচিত্র ভারত গাথা
শুনিলে কলুষ জায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস।

শেষ—

কর্ণ বীর আসিয়া ভীষ্মেরে প্রণমিল।
ভীষ্ম বীর তার তরে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
ভীষ্মপর্ব্ব সুধারস জেই জন শুনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে ॥
ইহার শ্রবণে জত সুখ লভে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপরে ॥
মহামহারাজাগণে হইল কালপ্রাপ্ত।
এত দূরে ভীষ্মপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি ভিস্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৭ বৈসাখ ॥ সাঙ্গ হইল ॥ লিখিতং শ্রীগৌরমোহন সেন সাকিন গুড়িহা জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। এ গ্রন্থ জে চুরি করে তাহাকে গোবধ ব্রহ্মবধের…জে পাপ হয় তাহাই হইবেক।

৫৮০। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৫৷৹ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৯ সাল। আরম্ভ—

৭ ভিস্মপর্ব্ব লিখ্যতে ॥
রাজার বচনে যাত্রা করিল সর্ব্বজন।
লগ্ন করি সৈন্যগণ গেল ততক্ষণ ॥
তবে যুধিষ্ঠির সহ সব ভ্রাতৃগণ।
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ॥
সেনা ভাগ করি নিল সব সেনাপতি।
সব সৈন্য সাজিল কৃষ্ণের অনুমতি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিলা তবে শুন নৃপবর।
সব সেনাপতি তব ইন্দ্রের সোসর ॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আর আর রাজাগণ বড় বিচক্ষণ ॥
দ্রুপদ অভিমন্যু বিরাট মহাশয়।
এক এক সেনাপতি সমরে দুর্জ্জয় ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আদি অর্জ্জুনের দলে।
মহাযুদ্ধ করিবেক রাজা যে সকলে ॥

বিন্দ আর অনুবিন্দ ভীষ্মক রাজসুত।
এ সকল মহাযোদ্ধা সংগ্রামে পূজিত ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কয় শুন সাধু মহাশয়
ভীষ্মপর্ব্ব ভারত কথন।
মহাভারতের কথা শ্রবণে খণ্ডয়ে ব্যথা
ভজ সাধু গোবিন্দচরণ ॥

শেষ—

ভীষ্মের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন।
রাজাগণ লয়া গেল শিবিরে তখন ॥
তবে কর্ণ আসিয়া ভীষ্মেরে সম্ভাষিল।
ভীষ্ম বীর তাহারে অনেক প্রশংসিল ॥
তবে কর্ণ বীর গেলা আপন শিবির।
শরতল্পে রহিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে ভীষ্মপর্ব্ব সমাধান ॥

ইতি ভীষ্ম পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ শ্রীখোসাল দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং ॥ শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ পাঠার্থং ॥ শকাব্দাঃ ১৭০৪। সোমবার অমাবাস্যা ২২ ফাল্গুন সন ১১৮৯ সাল।

৫৮১। **মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, ১৫-৭১, ৭৪-১৪৮, অসম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের প্রথম অংশের কতকটা নষ্ট এবং অন্য কতকগুলি পত্রের লেখা অস্পষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৮ সাল। আরম্ভ—

শ্রীহরি।

... ...

তবে কোন কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন বীর।
কোন কর্ম্ম কৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কোন২ বীর আইল সংগ্রাম ভিতরে।
প্রত্যক্ষে সকল মুনি কহিবে আমারে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর।
দুই দলে সাজিল অনেক আসয়ার ॥
কৌরব পাণ্ডব তবে সকল সহিত।
পৃথিবীর জত রাজা আইল তুরিত ॥
অহঙ্কারে জত রাজা আইসে···ধারী।
জার জেই সৈন্য সঙ্গে আইল আগুসরি ॥
সভে মহাবলবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
সভে রণে বিশারদ কেহো নহে উন ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সম এক২ বীর।
যুগান্তের যম জেন কম্পিত শরীর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন সভে করে অহঙ্কার।
সভে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥

ভণিতা—

দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধ ভীষ্মপর্ব্বে হয়।
ব্যাসবিরচিত তাহা কাশীদাসে কয় ॥

শেষ—

কর্ণ আদি সভে আসি ভীষ্ম সম্ভাষিল।
ভীষ্ম বীর কর্ণকে বহুত প্রশংসিল ॥
কর্ণ বলে পিতামহ করিয়ে প্রণাম।
যুদ্ধে পড়ি স্বর্গে জেন আসি তব স্থান ॥
এই আশীর্ব্বাদ তুমি করহ আমারে।
অর্জ্জুন সহিত কোথা পাইব সমরে ॥
তোমা হেন বীর জেই কৈল পরাজয়।
কেবা জিনিবারে পারে পাণ্ডব দুর্জ্জয় ॥
এতেক শুনিয়া ভীষ্ম কর্ণের বচন।
সাধু২ প্রশংসা করেন তত ক্ষণ ॥

কুরুগণ চলি গেলা আপন শিবিরে।
শরনম্র শয়নে রহিলা ভীষ্ম বীরে ॥
পিতামহে বহুমত স্তবন করিয়া।
কৃষ্ণ আর গুরুজনে সকলে বন্দিয়া ॥
কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই চলিলা শিবিরে।
যুদ্ধ পরিবন্ধ করি নানা অস্ত্র সারে ॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ লঞা কুরুনরপতি।
বিচার করহ সভে ইহার যুগতি ॥
... ...

ইতি শ্রীমহাভারথে ভিস্বপর্ব্বে দশম দিবষের যুদ্ধ নামেতি সমাপ্ত ॥*॥ লিখিতং শ্রীরামস্বরণ শীংহ সাকীম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার ওড়ম্ব বাঙ্গলা য়ামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি সন ১১৯৮ সন এগার সও আটানব্বই সাল। এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা চুরি করিবেক তাহার সত্য নাষ হইবেকমিতি তারিখ ৬ বৈসাখ দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল ॥

—

৫৮২। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, ৫-৬০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষের কতিপয় পত্রের লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০০০ সাল। আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
দ্রোণপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন করি যুদ্ধ মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় আজি তেজিব জীবন ॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার করি সভে করএ রোদন ॥
মহানাদে রোদন করএ সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ অনেক পাইল ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস ॥
হেন কালে দুর্য্যোধন ইচ্ছিলা বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥
তোমা বই যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা মাত্র করিএ তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিলা রণ।
তুমি মোরে ধরি দিবে ধর্ম্মের নন্দন ॥

ভণিতা—

ভারত চরিত্র শ্রবণে অমৃত
ব্যাসমুখে পরকাশ।
কায়স্থ খেয়াতি দেবকুলে স্থিতি
বিরচিল কাশীদাস ॥

শেষ—

রত্নসিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃগণ সহ সভে আনন্দিত মন ॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।
যুদ্ধ শান্তি হয়্যা সভে করিল শয়ন ॥
সঞ্জয় কহেন যুদ্ধে দ্রোণের মরণ।
শুনি শোকে ধৃতরাষ্ট্র করয়ে রোদন ॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হৈল সমাধানে ॥
কাশীরাম দাস কহে করি জোড় করে।
দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এত দূরে ॥

সাটি পাতে সমাপ্ত। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি।] ...ইতি সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ য়াগন রোজ বৃহস্পতি বারে তিথি চতুর্দ্দসি কৃষ্ণ-পক্ষে ॥ লিখিতং শ্রীসিদাম পাল পুস্তক নিজ ॥

—

৫৮৩। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৷৵০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭২ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রী হরিঃ।

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সমরে পড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তিহোঁ তেজিল জীবন॥
ভীষ্ম যদি পড়িলা আকুল দুর্য্যোধন।
হা হা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন॥
হা হা শব্দে রোদন করয়ে সেনাগণ।
কর্ণে ডাকি কহিতে লাগিলা দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ হৃদে পাইল ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস॥
হেন কালে দুর্য্যোধন করয়ে বিচার।
কারে সেনাপতি করি কে আছে আমার॥
কেবল ভরসা আমি করিয়ে তোমার।
বুঝিয়া করহ যুক্তি কি করি ইহার॥
... ...
হেন কালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
দুর্য্যোধনে ডাকি বৈল শুনহ যুগতি॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমানে।
পৃথিবীতে বীর নাঞি দ্রোণের সমানে॥

শেষ ও ভণিতা—

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেলা সমর ভিতর॥
সন্ধ্যার সময়ে দ্রোণ পড়ি গেলা রণে।
রোদন করয়ে জত কুরুসৈন্যগণে॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার॥
হেন কালে আল্যা তবে বীর অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা॥
পিতার বিনাশ দেখি হইলা অস্থির।
শোকে অচেতন হল্যা অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্নহাথে শুনি পিতার মরণ।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের কোঙর।
আমি জে কহিয়ে তাহা শুন নৃপবর॥
... ...
গোবধেতে ব্রহ্মবধে জত হয় পাপ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া যদি এড়ি চাপ॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমার।
যুদ্ধ নিবর্ত্তিয়া গেলা স্থান জে জাহার॥
... ...
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে।
কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দচরণে॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্তং॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাষ চন্দ॥ সাকীম হাজীপুর॥ পুস্তকমিদং শ্রীগোকুলদাস ঘোষ সাকীম উদয়গঞ্জ পরগনে বরদা সরকার মন্দারণ সন ১১৭২ সাল তারিখ ৬ চৈত্র রোজ রবিবার। বেলা ডেড় প্রহরের কালে সমাপ্তং॥ ইতি॥

৫৮৪। মহাভারত—দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫-৪৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৫৷৷০ × ৪৷৵০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৯ সাল। পঞ্চম পত্রের আরম্ভ—

আর দশ বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে গিয়া বজ্র হেন ফুটে॥

বাণ খাঞা দ্রোণাচার্য্য হইলা অচেতন।
হাহাকার করিয়া ধায় জত সেনাগণ॥
আর রথে করি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ লইয়া সারথি সত্বরে পালাইল॥
দ্রোণভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করিয়া সব করিল অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধনে তবে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকি অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহার উপর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুবেগে গদা গোটা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুই জন প্রহারে দুহাকে॥
পর্ব্বত উপাড়ি দোঁহে দুহার উপর।
দুই দিগে দুই জন দুই মহীধর॥
গদার প্রহারে দুই জন হইলা জর্জ্জর।
নিস্তেজ হইলা ধৃতরাষ্ট্রের কোঙর॥
যুদ্ধ এড়ি দুর্য্যোধন পলাইয়া জায়।
মহাবীর ভীমসেন পাছে পাছে ধায়॥

ভণিতা—

ভারত চরিত ব্যাস বিরচিত
শ্রবণে কলুষ নাশ।
কায়স্থে উৎপতি আমি হীনমতি
বিরচিল কাশীদাস॥

শেষ—

মুনি বোলে শুন জন্মেজয় নৃপবরে।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতরে॥
সন্ধ্যা সময়ে দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে জত কুরুসেনাগণে॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ রোদন অপার॥
হেন কালে তথা উপনীত অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সহে আইলা কৃপাচার্য্য মামা॥
পিতাঃ নিধন শুনি হইলা অস্থির।
শোকেত অস্থির হইলা অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্নহাতে শুনি পিতার মরণ।
মহাকোপে কাপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধন চাহি বোলে দ্রোণের কোঙর।
আমি জে করিব রাজা শুনহ উত্তর॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্নবধে কবচ যদি এড়ি।
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেত পড়ি॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকোঙর।
যুদ্ধ নিবর্ত্তিয়া গেলা আপনার ঘর॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হইল সমাধানে॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ পুস্তকমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ॥ শকাব্দাঃ ১৭০৪ সৌর আশ্বিনস্য পঞ্চমদিবসে বুধবারে অসিত-পক্ষে দ্বাদস্যাস্তিথৌ। সন ১১৯৯ সাল তারিখ ৫ আশ্বীন॥

—

৫৮৫। **মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৮, ৩০-৪৪, অসম্পূর্ণ। কতিপয় পত্রের দক্ষিণাংশ ছিন্ন বলিয়া পত্রাঙ্ক নাই এবং শেষের ২ পৃষ্ঠার লিপি অস্পষ্ট। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০০০ সাল। ক, চ, ড়, ঢ়, এই কয় অক্ষরের আকার পুরাতন। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥

জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ॥
মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পড়িল সমরে।
তবে আর সেনাপতি করিব কাহারে॥

কিরূপেতে কর্ণ বীর হৈল পরাজয়।
যুদ্ধবিবরণ কথা কহ মহাশয় ॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতিচূড়ামণি।
কহিব অপূর্ব্ব কথা ভারতকাহিনী ॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈল সমর ভিতরে।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিত অন্তরে ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে নরবর।
কান্দিয়া বিধিরে নিন্দা করিল বিস্তর ॥
অশ্বত্থামা শকুনি সহিত দুর্য্যোধন।
মন্ত্রণা করিল তবে যুদ্ধের কারণ ॥
প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে হেন কালেতে সংহারে ॥
নির্দ্ধারিয়া কহ সভে জেই যুক্তি সার।
কাহার শরণে হব [রণ]সিন্ধু পার ॥

... ...

দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিঞা বচন।
চিন্তিয়া সুযুক্তি তবে বৈল সর্ব্বজন ॥
কর্ণ সেনাপতি কর শুনহ নৃপতি।
সর্ব্বগুণে কর্ণবীর আছয়ে মহামতি ॥

শেষ ও ভণিতা—

যখন পড়িল কর্ণ শল্য হইল বিবর্ণ
যুদ্ধের নাহিক অপসর।
আকষিল কর্ণশোকে রাজাকে শাস্তায় লোকে
দুর্য্যোধন গেলা বাসাঘর ॥
তবে কৃষ্ণে করে স্তুতি যুধিষ্ঠির নরপতি
আজি মোর সুস্থ হৈল মন।
তুমি জার সারথি ভাগ্যবান্ সেই রথী
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজি বসুমতী পাইলুঁ আজি সে নৃপতি হইলুঁ
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণবীর মহাবল পড়িল ধরণীতল
সংগ্রামে সাক্ষাৎ যেন যম ॥
হেন মতে সর্ব্বলোক পাসরিল দুঃখ শোক
সুখে কৈল শিবির প্রবেশ।
আনন্দিত পাণ্ডুবল নৃত্যগীত কুতূহল
কুরুসৈন্যে শোকের আবেশ ॥

... ...

বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্য কথা অনুপাম
কাশী কহে পাঁচালীর মত।
শুনি পায় চতুর্ব্বর্গ এত দূরে কর্ণপর্ব্ব
সুধা সম হইল সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে কর্ণপর্ব্ব সংপূর্ণ। লিখিতং শ্রীনিমানন্দ দাস বেজ্ঞ ॥ সাং বাঁকাদহ ॥ ·· সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ কার্ত্তিক ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

৫৮৬। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৮০ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
কর্ণপর্ব্ব লিখতে ॥

প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাক হেতু বধএ সংসারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ পড়িল চিন্তএ দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিব রণ ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা আকুল পরাণ।
মন্ত্রিগণ আনি তবে করএ বিধান ॥
দুর্য্যোধন বলে সভে শুনহ বচন।
মহাযুদ্ধে হইল দেখ দ্রোণের নিধন ॥
কারে সেনাপতি করি কে যুদ্ধ করিব।
পাণ্ডবেরে জিনিঞা মোহোরে রাজ্য দিব ॥

এতেক রাজার শুনি বিনয়বচন।
পরম পণ্ডিত সভে বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
মন্ত্রিগণ বলে শুন কহিএ তোমারে।
সেনাপতি কর রাজা স্যর্য্যের কুমারে॥
সর্ব্বগুণে কর্ণ বীর হয় মহামতি।
সেনা অভিষেক সভে কর শীঘ্রগতি॥
কর্ণ সেনাপতি হয়্যা করিবেক রণ।
কর্ণ সনে বুঝিবেক পাণ্ডব কোন জন॥
কর্ণ বীর যুঝিবেক চিন্তি দুর্য্যোধন।
সেনাপতি অভিষেক কৈল ততক্ষণ॥
কর্ণে অভিষেক করি আনন্দহৃদয়।
অবশ্য করিব কর্ণ পাণ্ডবেরে জয়॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত।
কাশীরাম দাস কহে পিয় অনুব্রত॥

শেষ—

শুন২ মহারাজা করি নিবেদন।
অর্জ্জুনের বাণে কর্ণ হইল নিধন॥
যুধিষ্টির রাজা হইলা আনন্দে পূর্ণিত।
কৃষ্ণার্জ্জুনে আলিঙ্গন দিলেন তুরিত॥
যুধিষ্টির বলেন শুন দৈবকীনন্দন।
আজি সে আমার শত্রু হইল নিধন॥
নির্ভয় হইলাম আজি শুন নারায়ণ।
এ তিন ভুবনে প্রভু তুমি সে কারণ॥
তোমার চরণে জার আছএ ভকতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
... ...
হেথা রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের কারণে।
উঠি বসি রজনী করিল জাগরণে॥
প্রভাতে উঠিয়া দুর্য্যোধন নরপতি।
কৃপ অশ্বথামারে ডাকিল শীঘ্রগতি॥
শল্য রাজা প্রভৃতি তবে আইল সর্ব্বজন।
কাতর হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
সত্যবতীহৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

ইতি কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ মজু[ম]দার পুস্তক শ্রীগোকুলচন্দ্র য়গ্রহারি সন ১০৮০ সাল তাঃ ১৫ আসাড় এ পুস্তক জে হরে তাহার চদ্দ পুরুষ নরকে পড়ে॥

৫৮৭। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭৬ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥
মহাভারত সৈল্য পর্ব্ব॥

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
অর্জ্জুন সমান বীর নাঞি কোন জন॥
কর্ণ হেন ক্ষেত্রিয় পড়িল জার বাণে।
অর্জ্জুন সমান বীর নাঞি ত্রিভুবনে॥
ধন্য ২ যুধিষ্টির সখা নারায়ণ।
শিব ব্রহ্মা আদি জার না পায় দর্শন॥
এমতি তপস্যা কার নাঞি মহামুনি।
এত পুরুষার্থ কার শ্রবণে না শুনি॥
কহ সেনাপতি তবে হৈল্য কোন জন।
মুনি বৈল্য শুন রাজা সে সব কথন॥
শল্য সেনাপতি কৈল্য রাজা দুর্য্যোধন।
জয় আশা নাঞি জাতে কৌরবনন্দন॥

শেষ ও ভণিতা—

মদ্ররাজ পড়িল কৌরবসেনাপতি।
তাহা দেখি পাণ্ডবের আনন্দিত মতি॥

সিংহনাদ জয়বাদ্য নানা কোলাহল।
হরষিতে নাচে গায় পাণ্ডবের দল॥
অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করি পড়িল ভূপতি।
মনে বড় ভয় পাল্য কৌরবসন্ততি॥
সেনাপতি পড়িলা দেখিলা কুরুদল।
বিষাদে চিন্তিত হৈলা কৌরব সকল॥
ভয় পাল্য দুর্য্যোধন শল্যের মরণে।
কৃপ অশ্বত্থামা পুনু বুঝায় তখনে॥
... ...
এতেক শুনিঞা রাজা বিষাদ তেজিল।
যুদ্ধ হেতু সেনাগণে আদেশ করিল॥
অবশেষ সৈন্যগণ জতেক আছিল।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন সংগ্রামে পড়িল॥
সৈন্য হত দেখি রাজা কাতর হইল।
দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া লুকায়্যা রহিল॥
পাণ্ডব বিজয়কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন ২ ওরে ভাই হৈয়া একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারথ কথন॥

ইতি সৈল পর্ব্ব সমাপ্তঃ॥ সন ১০৭৬ সাল তারিখ ২০ স্রাবন স্বাক্ষর শ্রীদর্পনারায়ন দাস দে পঠনার্থে শ্রীগোরাচাদ লো ইতি।

৫৮৮। মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৪ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীহরিঃ। কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
সৈল পর্ব্ব লিখ্যতে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদন।
তদন্তরে কি করিলা রাজা দুর্য্যোধন॥
কর্ণ হেন মহাবীর হত হৈলা রণে।
তথাপিহ আশা না টলিল দুর্য্যোধনে॥
কিরূপ পাণ্ডব সনে পুন কৈল রণ।
সেনাপতি অপর হইল কোন জন॥
বৈশম্পায়ন কহে শুন নৃপবর।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
মুহু২ পড়ে রাজা হইয়া অচেতন॥
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন।
রাজারে ধরিঞা বোলে প্রবোধবচন॥
... ...
কর্ণের মরণে রাজা না করিহ ভয়।
মহা ২ রথ আছে তোমার আশ্রয়॥
মহারাজা শল্য আছে মদ্র অধিপতি।
অর্জ্জুনে জিনিব হেন ধরএ শকতি॥

ভণিতা—
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শেষ—
সর্ব্ব দেবতার নাম আছএ ভারতে।
দেব ঋষি মুনি কত আছএ ইহাতে॥
পৃথিবীর মাঝে জত আছে পুণ্যবান।
সভাকার নাম আছে ভারত লিখন॥
অতএব শুন সভে শ্রীমহাভারথ।
অন্তকালে নেন কৃষ্ণ পাঠাইঞা রথ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে·· সিবে কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ॥

ইতি সৈলপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ইতি। লিখিতং শ্রীগৌরমোহন সেন সাকিম লওডিহা পরগনে খটঙ্গা সরকার শ্রীযুত রাজা সাহেব জিউ। সন ১১৮৪ সাল তারিখ ৯ আসাড়··· সংপুর্ণ হইল ইতি। জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]।

৫৮৯। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ ও শেষ দুই পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৫২ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীসিতারাম॥

দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
বিচারিঞা পাণ্ডব না পাল্য দরশন॥
আপন শিবিরে গেলা ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনতত্ত্বে চর পাঁচে শীঘ্রগতি॥
দুর্য্যোধন হ্রদে জানি তিন সেনাপতি।
অশ্বথামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি॥
জল স্তম্ভি দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে॥
উঠ২ যুদ্ধ কর না হয় বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনিঞা ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ॥
নতুবা পাণ্ডবরণে হৈব উর্দ্ধগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষেত্রির শকতি॥

শেষ—

কৃষ্ণ সহ চলিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
রণস্থলে পড়িয়া রহিল দুর্য্যোধন॥
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জে জার স্থানে সভে গমন করিল॥
নৃপগণ লৈয়া চলিল যুধিষ্ঠির।
বিষণ্ণ বদনে গেলা আপন শিবির॥
বিজয়দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
হেনঞি সমএ আসি হৈল সন্ধ্যাকালে॥
পাণ্ডববিজয় কথা অমৃত সমান।
অবহেলে শুনিলে জন্মএ দিব্যজ্ঞান॥
জত২ তীর্থ আছে এ মহীমণ্ডলে।
তার ফল লভে সাধু ভারত শুনিলে॥
অমৃত অপূর্ব্ব সুধা নিগূঢ় রতন।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠ গমন॥
ইহা জানি শুন সভে না করিহ হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে মাত্র ভেলা॥
শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিলা কাশীদাস॥
একান্ত হইয়া ইহা শুন সর্ব্বনরে।
গদাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এত দূরে॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সন ১০৫২ সাল॥ তাঃ ১১ বৈসাখ। গদাপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ইতি পুস্তক শ্রীমুরুলি সিংহ॥ সাঃ নাড়ুইবাজার শ্রীশ্রীরাম॥

৫৯০। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭৫ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন।
তদন্তরে কি করিল পিতামহগণ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
রণে পরাভব হইয়া কৌরবতনয়॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিলা দুর্য্যোধন।
অস্ত্রাঘাতে কাতর বেথিত হইয়া মন॥
অশ্বথামা কৃতবর্ম্মা কৃপ শঙ্কা পাই।
দুর্য্যোধন জেই হ্রদে গেলেন তথাই॥

শেষ—

আছিল আমার শিষ্য কুরু অধিকারী।
মারিলে তাহারে তুমি অন্যায় করি॥
হেন ছার সভাতে বসিতে না জুআয়।
কোপ হইল হলধর উঠিল সভায়॥

নিন্দা করি ভীমেরে চলিল হলধর।
একেশ্বর রথে গেলা দ্বারকা নগর॥
দুর্য্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি।
আকাশেতে দেবগণ কৈল পুষ্পবৃষ্টি॥
নৃপগণ লইয়া চলিল ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণ বদনে গেলা শিবির সমাজ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
একচিত্তে শুনিলে জন্মএ দিব্য জ্ঞান॥
শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে ইহা রচে কাশীদাস॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ইতি সন ১০৭৫ সাল তারিখ ২৮ পৌস রোজ মঙ্গল বার॥

৫৯১। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-১০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৬৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

কোন কর্ম্ম তোমার সাধিল কোন জন।
সভে পাণ্ডবের পক্ষ জানহ রাজন॥
মোরে যদি সেনাপতি করিতে সমরে।
সসহায় সংহার করিতুঁ পাণ্ডবেরে॥
মোর বীরপণ তুমি জান ভাল মতে।
কোন জন জুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
আমা সহ বিরোধে তরিব কোন জন॥
এক দিন যুক্তি না করিলে মোর সনে।
আপন বিভব তুমি নাশিলে আপনে॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
তেকারণে তব কিছু করিব পিরিত॥
এখনেহ সেনাপতি কর তুমি মোরে।
আজি আমি পাণ্ডবে পাঠাব যমঘরে॥

ভণিতা—

সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভবার্ণবে হই পার॥

শেষ—

এইরূপে তিন জনে করেন বিচার।
কোন মতে ভয়সিন্ধু হৈতে হব পার॥
অভয় পঙ্কজ পদ চিন্ত অনুক্ষণে।
··· সুমতি আত্মা জেই নারায়ণে॥
এইরূপে হৈল সেই রজনী প্রভাত।
দশ দিগ প্রসন্ন উদিত দিননাথ॥
প্রাণভয়ে তিন জনে তথা নাহি রয়।
চলিলা হস্তিনামুখে সশঙ্ক হৃদয়॥
ভারতে সৌপ্তিক পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥

ইতি সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত॥ সন ১১৬৪ সাল মাহ মাঘ রোজে সোম বার দিবা এক প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সওঅক্ষরমিদং শ্রীরামহরি দত্ত সাকিম ঝজকাডাঙ্গা পরগনে সাহাবাদ ইতি॥

৫৯২। মহাভারত—সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৫৷০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯০ সাল। আরম্ভ—

৭ অথ সপ্তীক পর্ব্ব লিখ্যতে॥
জন্মেজয় বোলে কহ শুনি মুনিবর।
কোন জন কি কর্ম্ম করিল ততপর॥
মুনি বোলে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর লাগিলা কহিতে॥

অবধান কর রাজা কৌরব ঈশ্বর।
এ কথা কহিএ আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত আদি বীরে।
সেনাপতি করিয়া পূজিলা সমাদরে॥
কোন কর্ম্ম তোমার সাধিলে কোন জনে।
সভে পাণ্ডবের পক্ষ না জান কারণে॥
মোরে যদি সেনাপতি করিতা বরণ।
সসহায় সংহার করিতোঁ সর্ব্বজন॥
মোর বীরপণা তুমি জান ভাল মতে।
কোন জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম ব্রহ্মা কুবের হুতাশন।
আমা সহ বিরোধে জিনিবে কোন জন॥

ভণিতা—

সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুন লোক ভবে হবে পার॥

শেষ—

এইরূপে হইল সেই রজনী প্রভাত।
দশ দিগ প্রসন্ন হইল দিননাথ॥
প্রাণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়।
চলিলা নগরপথে সশঙ্ক হৃদয়॥
ভারত সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিল দামোদরদাস অনুগ্রজ॥ (?)
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা একচিত্তে শুনে।
অশেষ দুখেত ত্রাণ হয় সেই জনে॥

ইতি সপ্তীক পর্ব্ব সমাপ্ত॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭০৫ শ্রাবণস্য ত্রিংসদিবসে বুদ্ধবারে পৌর্ণমাসী॥ লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পাঠার্থং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ॥··· সন ১১৯০ সাল তারিখ ৩০ শ্রাবণ॥

৫৯৩। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৮১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৬০ × ৪৬০ ইঞ্চি। পুথি কীটদষ্ট। লিপিকাল ১০৬২ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি॥

অথ শান্তিপর্ব্ব লিক্ষতে॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
তার পর কি করিলা পিতামহগণ॥
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈলা পঞ্চ জন।
কিবা ধর্ম্ম উপাজিলা পালি প্রজাগণ॥
শরশয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
কেমতে উত্তরায়ণে তেজিল জীবন॥
কিবা যোগ কৈল যুধিষ্ঠির নরেশ্বরে।
বিস্তার করিয়া মুনি কহিবে আমারে॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
হস্তিনা নগরমধ্যে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা প্রতাপে তপন।
শীতলতায় চন্দ্র যেন রূপেতে মদন॥
সর্ব্বলোকে সমভাব গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন পূর্ব্বে ছিলা রাম॥
নানা বাদ্য বাজে সদা শুনিতে বড় সুখ।
আনন্দিত হস্তিনাপুরের সর্ব্বলোক॥
জ্ঞাতি বন্ধু শোকে রাজা সদা নিরানন্দ।
মহাধর্ম্মশীল রাজা নাহি জানে মন্দ॥
অন্ন জল নাহি রুচে কান্দিয়া বিকল।
পাত্র মিত্র আদি যত আপ্ত···সকল॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে মন দিয়া॥

শেষ—

চৌদোলে তুলিয়া নিল ভীষ্মের শরীর।
বিধিমতে অগ্নি দিল রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহে ভাই পঞ্চ জন।
গঙ্গাতে মজিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল যেই ক্ষত্রির বিধানে।
নানা অলঙ্কার রাজা দ্বিজে দিল দানে॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখনে না যায় যত ধেনুদান দিল॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনা ভুবনে॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান।
তদন্তরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

ইতি শ্রী মহাভারথের শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত॥ এ পুস্তকমিদং শ্রীগুরুদাস থাঁএর॥ সাঃ বিষ্ণুপুর নিজ সহর রঘুনাথ-সাএর॥ ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত। সন ১০৬২ সাল তাঃ ৯ কার্ত্তিক রোজ স্তক্রবার বেলা ৪ দণ্ড॥

—

৫৯৪। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১, ৩-১৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫।০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯১ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ॥
অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে॥

মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
শান্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল অনাথের নাথ।
পরম আনন্দ হৈয়া নাচে সুরনাথ॥
দেব ঋষি মুনিগণ অনুমতি দিল।
যুবরাজ অভিষেক বৃকোদর কৈল॥
বিদুরে করিল মন্ত্রী বুদ্ধের সাগর।
সর্ব্বকার্য্য ভার দিল সঞ্জয় উপর॥
রাজাগণ অর্চ্চনে জহস্য নিযোজিলা।
তবে ত নৃপতি ধর্ম্ম বিচার করিলা॥

ভণিতা—

ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাচালি প্রবন্ধেতে রচিল কাশীদাস॥

শেষ—

প্রেতকর্ম্ম ভীষ্মের করিল গঙ্গাজলে।
দশ পিণ্ড দান রাজা দিল দশ দিনে॥
ত্রিদশ দিবসে কৈল শ্রাদ্ধ শান্তি দানে।
শাস্ত্রের যেই নীত ক্ষেত্রির বিধানে॥
মহাদান নৃপতি করিল মহোৎসবে।
মহাশোক পাইল রাজা ভীষ্মের মরণে॥
শূন্য হইল সংসার না সহে রাজ্যভার।
নিরন্তর কান্দে রাজা করি হাহাকার॥
কাশীরাম দাস কহে পাচালির মত।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

স্বাক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ। সাকিম দক্ষিণপাড়া॥ মোকাম মোইয়া শন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ শ্রাবন রোজ শোমবার শুক্লপক্ষ নবম্যাস্তিথৌ ইতী॥

—

৫৯৫। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২৮০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০০৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি।

বন্দ মাতা সরস্বতী কোকিলবাহনে।
মূর্খ সে পণ্ডিত হয় জাহার স্মরণে॥
অথ অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখ্যতে॥
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
অবধানে শুন সবে পিতামহগণ॥
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে।
কি কর্ম্ম করিল তবে কহ মুনিবরে॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা পুণ্যের সঞ্চয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা ভারতের সার।
ভীষ্মমুখে শুনি যোগজ্ঞানের প্রকার॥
স্থিরচিত্ত নহে তবু ধর্ম্মের নন্দনে।
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ বিচারিয়া মনে॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
ভদ্রাবতীপুরে ভীম কৈল আগুসার॥

শেষ—

সুবর্ণ বসন রত্ন আদি কৈল দান।
খড়্গহস্তে বৃকোদর গেলা যজ্ঞস্থান॥
খাণ্ডা ধরি তুরঙ্গ কাটিল ভীমসেনে।
হুলাহুলি জয় শব্দ করে মুনিগণে॥
স্বস্তি শব্দে বেদ পাঠ করে···।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল বল্যা বলে মুনিগণ॥
আনন্দিত হয়্যা তবে যুধিষ্ঠির রাজা।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিলেন পূজা॥
সানন্দিত মনে রাজা ব্রাহ্মণে পূজিল।
যজ্ঞের দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিল॥
রাজ্যে ২ এস্যাছিল যত রাজাগণ।
তাসভার পাদপদ্ম করিল পূজন॥
যৌতুক পাইল তবে সর্ব্বরাজাগণে।
বিদায় হইয়া গেল আপন ভুবনে॥
বিদায় করিল রাজা যতেক সুহৃদে।
দ্বারাবতী গেলা হরি যজ্ঞ অবসাদে॥

ইতি অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দিষ্ট [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীসিদামদাস পাল। সাকিম হবিবপুষ্কনির হাটতলাই। সন ১০০৩ সাল। তারিখ ৪ শ্রাবন। রোজ সমবার। বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হৈল। অশ্বমেধ পর্ব্ব চুরি করিবেন জিনি। জনক গর্দ্দপ্ত তার জননি গিধিনি॥

—

৫৯৬। মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫৪, ৫৬-৮৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯১ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥

অথ অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখ্যতে॥
জন্মেজয় রাজা বোলে শুন তপোধন।
কোন২ কর্ম্ম কৈল পিতামহগণ॥
কি করিলা যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে।
কি কর্ম্ম করিলা তেহ হস্তিনার পুরে॥
বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেজয়।
রাজা হৈলা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
কিন্তু উপরোধে রাজ্য নিল যুধিষ্ঠির।
প্রজার পালন করে ধর্ম্মের শরীর॥
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা।
তেমতি পৃথিবী পালে যুধিষ্ঠির রাজা॥
উৎপন্ন নাহিক ধন বোলে প্রজাগণ।
শুনি রাজা ধর্ম্মপথে বড় সাবধান॥
সেই যুধিষ্ঠিরে তাহা নাহি লয় মনে।
সতত থাকেন ধর্ম্ম বিরস বদনে॥

ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
বসিয়া করেন যুক্তি সভার সংহতি ॥

ভণিতা—

পূজিল পাণ্ডবে পরম গৌরবে
যৌবনাশ্ব নরবর।
ভণে কাশীদাস হইয়া উল্লাস
ভারতকথা মনোহর ॥

শেষ—

রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনা নগরে।
রাজ্যসুখ করে ভীমার্জ্জুন নৃপবরে ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিল তোমারে।
অশ্বমেধ কথা সাঙ্গ হৈল এত দূরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শুনে জেই জন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ ॥
অচলা কমলা তার থাকে ত ভবনে।
আয়ু বৃদ্ধি হয় তার এ কথা শ্রবণে ॥
কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তে স্বর্গবাস হয় ব্যাসের ভারতী ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন ২ আরে ভাই হৈঞা একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥

ইতী অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ ॥ পুস্তকঞ্চ ॥ সন ১১৯১ শাল তারিখ চৌথা পৌষ শকাব্দা ১৭০৬ বৃহস্পতিবারে চতুর্থ্যাস্তিথৌ মোইয়া মোকামে এক প্রহরের মোধ্যে সমাপ্ত হইল ইতি ॥

—

৫৯৭। মহাভারত—আশ্রমিকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ নম গণেশায় নম ॥
অথ আশ্রম পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় বলে অবধান মহামুনি।
তদন্তরে কি কর্ম্ম করিলা কহ শুনি ॥
পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব্ব চরিত্র।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞান্তরে পিতামহগণ।
কি কর্ম্ম করিলা তবে কহ তপোধন ॥
কি করিল অন্ধ রাজা সুবলনন্দিনী।
নারীগণ কি করিল কহ দেখি শুনি ॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে হৃদয়।
কৃপা করি কহ মুনি শুনি মহাশয় ॥

ভণিতা—

ভারত আশ্রম পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শেষ—

মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ করে এক দিনে ॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন।
সেই অগ্নিতে দাহ হইল সর্ব্বজন ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় রাজমাতা।
চারি জনে যোগাসনে বসিলেন তথা ॥
অগ্নি দেখি অন্তর নহিল চারি জন।
সেই অগ্নিতে সভে হইল দাহন ॥
নিজ ক্রতু অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ আদি কর রাজা না করিহ ব্যাজ ॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী।
হাহাকার করি কান্দে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপিয়া দ্বিজে দেই দানে ॥
... ...
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম বিরচিল পাচালির মত।
আশ্রমিক পর্ব্বকথা হইল সমাপ্ত ॥

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১০৯৩ সাল তারিখ ১৫ পৌষ রোজ বুধবার বেলা দুই প্রহরে সমাপ্ত হইল এই পুস্তক শ্রীগোবর্দ্ধন দাস বসো সাং কাইথি লিখিতং…।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৬৩

বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, যাহার জীবনকাহিনী আমাদের নিকট সুপরিচিত। কাজেই সে কালের কোন কবির রচনাশৈলীর অথবা মানসিক ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য কবিবার সুযোগ কচিৎ পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির কোন প্রামাণ্য বা সমসাময়িক জীবনী নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বহুসংখ্যক গ্রন্থে ও পদে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাণী কুমার ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। সেইগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি নিজের রচনায় ব্রিটিশ সম্রাট্দের নাম উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, তিনি একই বংশের চারি পুরুষের পাঁচ জন রাজা রাণীর রাজ্যকালে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিলেন। বিদ্যাপতি অন্ততঃ এগারজন রাজা রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯), নয় জন মিথিলার ওইনীবার বা কামেশ্বরবংশের রাজা এবং একজন নেপালতরাইস্থিত সপ্তরী জনপদের ভূপতি। পূর্ব্বোক্ত নয় জন রাজা অবশ্য নয় পুরুষের লোক নহেন, চারি পুরুষের। বিদ্যাপতি প্রথমে ভোগীশ্বরের পৌত্র কীর্ত্তিসিংহের সময়ে "কীর্ত্তিলতা" লেখেন, কি ভোগীশ্বরের ভ্রাতা ভবসিংহের পুত্র দেবসিংহের সময় "ভূপরিক্রমা" রচনা করেন, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু দেবসিংহের দুই পুত্র শিবসিংহ ও পদ্মসিংহকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জ্জুনসিংহকে যে কবি পদ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২১৪ সংখ্যক পদে উল্লিখিত "কংসদলন নারায়ণ সুন্দর" দ্বারা তিনি দেবসিংহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ধীরসিংহকে বুঝাইয়াছেন। প্রথম পীঠিতে দেবসিংহ, দ্বিতীয় পীঠিতে কীর্ত্তিসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও অর্জ্জুনসিংহ এবং তৃতীয় পীঠিতে ধীরসিংহকে দেখা যায়; আর যে রাঘবসিংহকে ২১৫ হইতে ২১৭ সংখ্যক পদ উৎসর্গ করা হইয়াছে, তিনি ধীরসিংহের পিতৃব্য রাঘবসিংহ না হইয়া ধীরসিংহের পুত্র রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বরবংশের চারি পুরুষের লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বিদ্যাপতি কবিতা লিখিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়।

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আর্সলানের হাত হইতে ত্রিহুত উদ্ধার করিয়া কীর্ত্তিসিংহকে সামন্তরাজপদে অভিষিক্ত করেন। "কীর্ত্তিলতা" কীর্ত্তিসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণের সময়ে লেখা। সেই সময়ে বিদ্যাপতির বয়স অন্ততঃ ২০।২২ বৎসর

হইয়াছিল। খুব সম্ভব, ত্রিহুত জৌনপুরের সামন্তরাজ্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাপতি বাংলার সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে তুষ্ট করিবার জন্য "উধসল কেশকুসুম" ইত্যাদি ২ সংখ্যক পদটী রচনা করিয়াছিলেন। তখন মিথিলায় অরাজকতা চলিতেছে। কবি "কীর্ত্তিলতা"য় কীর্ত্তিসিংহের সিংহাসনলাভের পূর্ব্বের মিথিলার দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই দুর্দ্দিনে তাঁহার কবিত্বের প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যসদীন নামাঙ্কিত ২সংখ্যক কবিতাটীতে রহিয়াছে। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম ধরিলে, ঐ কবিতাটী লেখার সময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিসিংহের রাজ্যারম্ভ হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ১২।১৩ বৎসর কাল (১৪০২ বা ১৪০৩ হইতে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মিথিলার রাজসভার প্রধান কবি ও শিবসিংহের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌রূপে সুখসমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। মিত্র-মজুমদার-সংস্করণ পদাবলীর প্রথম ২০৫টি কবিতা এই সময়ের লেখা। তার পর কবির জীবনে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসে। শিবসিংহের মৃত্যু বা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের তিন চারি বৎসর পরে ২৯৯ লক্ষ্মণ-সংবৎ বা ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি, কবি দ্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্ব্বাদিত্যের পুত্র পুরাদিত্য গিরি-নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় "লিখনাবলী" রচনা করিতেছেন। বালকদের ও অল্প লেখাপড়াজানা প্রাপ্তবয়স্কদিগকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখা শেখানোর জন্য "লিখনাবলী" রচিত হয়। ঐ গ্রন্থের শেষ শ্লোকটীতে কবি বলিয়াছেন যে, পুরাদিত্য সংগ্রামে অর্জ্জুন ভূপতিকে নিহত করিয়াছেন; কেন না, অর্জ্জুন নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অর্জ্জুন দেবসিংহের ভ্রাতা ত্রিপুরসিংহের পুত্র এবং শিবসিংহের খুড়তুতো ভাই। বিদ্যাপতি ২০৭ হইতে ২১১ এই পাঁচটী পদের সহিত অর্জ্জুনের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং শিবসিংহের রাজ্যাবসানের পর তিনি অর্জ্জুনের আশ্রয়ে আসেন। অর্জ্জুনসিংহ সম্ভবতঃ শিবসিংহের সহোদর ভ্রাতা পদ্মসিংহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে পদ্মসিংহ রাজা হইলে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন তাঁহার বিদুষী স্ত্রী বিশ্বাসদেবী। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অর্জ্জুন হয় ত পদ্মসিংহকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বিদ্যাপতি শিবসিংহের পরিবারবর্গকে লইয়া পুরাদিত্যের শরণ লইয়াছিলেন। পুরাদিত্যের রাজধানী ছিল জনকপুরের নিকটবর্ত্তী রাজবনৌলিতে। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি এই রাজবনৌলিতে জীবন যাপন করেন; কেন না, তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে, তিনি ৩০৯ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবনৌলিতে বসিয়া ঐ গ্রন্থ নকল করেন। ঐ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর।

৩৭।৩৮ হইতে ৪৭।৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি উনীবার রাজবংশের রাজধানী হইতে দূরে বসবাস করিতেছিলেন। এই সময়ে দুঃখকষ্টের মধ্যেই তাঁহার মনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া আমার অনুমান। এই অনুমানের সমর্থন মেলে রাজনামাঙ্কিত পদগুলির ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও রসোপলব্ধির সহিত রাজনামবিহীন অধিকাংশ পদের ভাব ও ভাষার পার্থক্যে।

'অধিকাংশ' শব্দটি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজার নাম না থাকিলেই যে কোন কবিতাকে কবির পরিণত বয়সের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। দেবসিংহ-নামাঙ্কিত পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন-নামাঙ্কিত পদ পর্য্যন্ত ২১১টি কবিতা বিদ্যাপতির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের লেখা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। এই ২১১টি পদের ভাব ও ভাষার সহিত যে সব রাজনামবিহীন পদের ভাব ও ভাষার মিল আছে, সেগুলি কবির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের লেখা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাজনামযুক্ত ১৯৪ হইতে ২০৩ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ এবং রাজনামবিহীন ৫৭৪ হইতে ৫৮১ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ একই যুগের লেখা। নেপাল পুথির ২৫৬টি বিদ্যাপতির পদের মধ্যে অনেকগুলিতেই পূরা ভণিতা না দিয়া অনুলিপিকার "ভণই বিদ্যাপতি" ইত্যাদি লিখিয়াছেন, সুতরাং এইগুলির মধ্যে কতটিতে শিবসিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ ছিল বলা যায় না। এই জন্য কবির মন ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্য রাজনামাঙ্কিত ২১১টি পদকে কষ্টিপাথর হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতার পুত্র ধীরসিংহের নাম দিয়া ২১৪ সংখ্যক পদটি লিখিয়াছেন। ধীরসিংহের রাজ্যকালে ৩২১ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে "সেতুদর্পণীর" এক অনুলিপি এবং ৩২৭ লক্ষ্মণসংবৎ বা ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের কর্ণপর্ব্বের এক অনুলিপি তৈয়ারী করা হয়। সুতরাং কবি ঐ পদটি ১৪৪০ হইতে ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ডাঃ সুকুমার সেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Descriptive Catalogue of Palmleaf Manuscripts in the Darbar Library, Nepal গ্রন্থ হইতে "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের" এক পুথির পুষ্পিকায় ৩৪১ ল সং বা ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতির নামের উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সুধীসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৮০ বৎসর হইয়াছিল, তখনও অধ্যাপনা করিতেছেন। ডাঃ উমেশ মিশ্র সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন যে, ঐ পুথিতে উল্লিখিত বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি নাও হইতে পারেন। কিন্তু ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা "কাব্যপ্রকাশবিবেকের" পুথিতে বিদ্যাপতিকে যেমন "সদুপাধ্যায়" বলা হইয়াছে, ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা এই পুথিতেও তেমনি তাঁহাকে "সদুপাধ্যায়" আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি স্মৃতিবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। একই যুগে একই উপাধিধারী স্মৃতিচর্চ্চায় অনুরাগী দুই জন বিদ্যাপতি মিথিলা-মোরাদ প্রদেশে থাকা বিশেষ যুক্তিসহ নহে বলিয়া আমরা বিদ্যাপতি অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের অন্ততঃ ২৬ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অতিবৃদ্ধ বয়সেও যে বিদ্যাপতি কবিতা লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই তাঁহার ৬০৭ সংখ্যক পদে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—

কৈসন কেল, কী ভএ বিভছল, বন ভরী রই কাঠ।
আখি মলমলি, কাণ ন সুনীঅ, সুখি গেল তনু আট॥

দন্তে ভরী মুখ, থোথর ভএ গেল, জনি কমাওল সাপ।
ঠাম বৈসলেঁ ভুবন ভমিঅ ঝরী গেল সবে দাপ॥
জাহি লাগী গৃহ চাতর লাওল বুঝল সব অসার।
আখি পাখী দুহু, সমরি সোএল, জনিত সবে বিকার॥

অর্থাৎ আজ চুল কেমন সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্যামল বন যেন শুকাইয়া ত্বক্‌বিহীন সাদা কাঠ হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ম্লান, কানে শুনিতে পাই না, দেহের আটসাঁট ভাব শুকাইয়াছে। যে মুখ দাঁতে ভরা ছিল, সে এখন কামানো সাপের মতন দাঁতহীন হইয়াছে; তাই থো থো করিয়া কথা বলিতে হয়। এখন এক জায়গায় বসিয়াই মনে মনে ভুবন ভ্রমণ করি; বেড়াইবার ক্ষমতা নাই, অথচ বাসনা আছে—আমার সমস্ত দাপট ঝরিয়া গিয়াছে। যাহার জন্য ঘরদুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি—সে সবই অসার। আঁখি পাখী দুটি সবই বিকার জানিয়া শ্রান্ত হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

নিজের জরার উল্লেখ কবির আরও দুইটি পদে দেখা যায়। ৭৬৩ সংখ্যক পদে আছে—

আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥

৭৬৪ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন—

জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি।
ভনহুঁ বিদ্যাপতি লেহ মনে গণি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥

সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার মতি যুবতীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল; আমি অমৃত ছাড়িয়া হলাহল পান করিলাম; আমার সম্পদ্‌ই আমার কাল হইল। আজ জীবনসন্ধ্যায় ভাবিতেছি যে, কথার উপর কথা সাজাইয়া কি কাজ করিলাম? এখন এই জীবনের শেষ বেলায় তোমার সেবা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তোমার চরণের দিকে চাহিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কবির মানসিক ক্রমবিকাশের মূল সূত্র এই তিনটি পদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কবির যে সমস্ত পদ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাল হিসাবে প্রথম দুইটি পদই লজ্জিতা অসতীবিষয়ক। কবি একটি উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন সুরতানকে,

অপরটি তাঁহার বন্ধু শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে। উভয় কবিতাতেই নায়িকার কেশপাশ, নয়ন ও পয়োধরে রতিসম্ভোগের চিহ্নের কথা আছে ; কিন্তু গ্যাসদীন নামাঙ্কিত কবিতাটিতে শুধু দেহেরই বর্ণনা ; ইহাতে নায়িকার মনের ভাবের কোন ইঙ্গিত নাই। আর দেবসিংহ নামাঙ্কিত কবিতায় দেহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র মনের ভাবেব অভিব্যক্তির জন্য। প্রথমোক্ত কবিতায় রাত্রিজাগরণে নায়িকার চোখ লাল হইয়াছে, আর চোখের নীচে কালো দাগ পড়িয়াছে ; কবি তাই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন—

নয়ন দেখিঅ জনি অরুণ কমলদল
মধু লোভে বৈসল ভমরে।

ঐ কালো দাগ যেন ভ্রমর, সে নয়নকমলের মধু পান করিতে বসিয়াছে। আর দ্বিতীয় কবিতাতে নায়িকার "লাজে গুপুত হাস" এই একটি কথার ধ্বনিতে যেন তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝঙ্কৃত হইয়াছে। অতীত রজনীব ঘটনা স্মরণ করিয়া লজ্জা, স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে পুলকজনিত হাসি, আব ভবিষ্যতেও যেন কেহ ঐরূপ কার্য্য করিলে ধরিতে না পারে, তজ্জন্য গোপন করিবার প্রয়াস—এই তিনটি ভাব "লাজে গুপুত হাস" বাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরে বহুল ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষার দ্বারা অলঙ্কৃত না করিয়া কোন কথা না বলা, এই দুইটিই বিদ্যাপতির রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ কবিতাতেই আছে—

অলস গমন তোর বচন বোলসি ভোব
মদন মনোরথ মোহগতা।
জৃম্ভসি পুনু পুনু জাসি অরয় তনু
আতপে ছুইলি মৃণাল লতা॥

নায়িকার মনের রথ মদন অধিকার করিয়া লইয়াছে ; সে যেন মোহগ্রস্তা হইয়াছে, তাই সে জোরে চলিতে পারে না, এক কথা বলিতে অন্য কথা বলিয়া ফেলে। সে পুনঃ পুনঃ হাঁই তুলিতেছে, তাহার দেহ যেন রসহীন হইয়াছে ; তাহার দেহ যেন মৃণাললতা, আর তাহাতে যেন প্রখর রৌদ্রতাপ লাগিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি বিষয় লইয়া কবিতা লিখিয়া তরুণ কবি কি করিয়া বঙ্গের সুলতানকে এবং পিতৃতুল্য দেবসিংহকে উপহার দিতে পারিলেন ? তাহার উত্তর এই যে, সে যুগে এ ধরণের কবিতা লিখিতে কেহ সঙ্কোচ বোধ করিত না। রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার সভাকবি উমাপতি ধর এই ধরণের কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। "সদুক্তিকর্ণামৃত"-ধৃত দুইটি কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিতা দুইটির এত বেশী মিল যে, মনে হয়, আমাদের কবি ইহাদের আদর্শ সামনে রাখিয়া পদ দুইটি রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আদর্শ হিসাবে এই দুইটি কবিতা বিদ্যাপতির সামনে থাকিলেও তরুণ বয়সেই তিনি যে উৎপ্রেক্ষার ঐশ্বর্য্যে এবং ব্যঞ্জনার গাম্ভীর্য্যে এই দুই কবিতাকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

সেন-যুগের কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি জয়দেবের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। জয়দেবের একটি পূরা পদের ভাব লইয়া তিনি ২৪৫ সংখ্যক পদটী রচনা করিয়াছেন। "গীতগোবিন্দে" বিরহী মাধব অনঙ্গকে বলিতেছেন যে, শিব তোমাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনি তোমার শত্রু, কিন্তু আমার গলার মৃণালহার শিবের গলার ভুজঙ্গ নহে, আমার কণ্ঠে গরলদ্যুতি নাই ; ইহা নীলোৎপলের মালা মাত্র ; আমি চন্দন মাখিয়াছি, ভস্ম নহে ; অতএব আমাকে হর মনে করিয়া প্রহার করিও না (৩।১১)। বিদ্যাপতির নায়িকা বিরহখিন্না হইয়া মদনকে বলিতেছে—

কত ন বেদন মোহি দেখি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতিজনা॥
বিভূতিভূষণ নহি চান্দনক রেণু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বসন॥
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেণী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেণী॥
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥
নহি মেরো কালকূট মৃগমদ চারু।
ফণিপতি নহি মোরা মুকুতাহারু॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা।
এক পত্র ভুষণ অছ ওহি নামক বামা॥

মহাদেবের নাম বাম, আর নায়িকা বামা (রমণী), এই সাদৃশ্য ধরিয়া দিলেও বিদ্যাপতি এখানে নেতের বসনের সহিত বাঘছালের, শিরের কুসুমদামের সহিত শিবের মাথার গঙ্গার তুলনা করিয়া মূলের সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। চন্দনের বিন্দুর সহিত ইন্দুর এবং সিন্দূরের ফোটার সহিত শিবের ললাটপাবকের উপমাতেও বিদ্যাপতি মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না।

গীতগোবিন্দে খণ্ডিতা রাধিকা মাধবকে বলিতেছেন—

হরি হরি যাহি মাধব যাহি, কেশব মা বদ কৈতববাদং।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥
কজ্জল-মলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥

৩৭১ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির রাধিকা বলিতেছেন—

ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রঅনি গমওলহ জন্হিকে সাথ॥
কুচকুঙ্কুম মাখল হিয় তোর।
জনি অনুরাগ রাঁগি করু গোর॥

৩৭২ সংখ্যক পদে আছে—

নয়ন কাজর অধর চোরাওল
নয়নে চোরাওল রাগে।
বদন বসন লুকাওব কতি খন
তিলা এক কৈতব লাগে॥
মাধব কি আবে বোলবঅ সতাহে।
তাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুন্নু জাহে॥

জয়দেবের রাধিকা বলিতেছেন—

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।

বিদ্যাপতির রাধিকাও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

অবে পরতীতি করতঁ দহু কোএ।
সামর নহি সরলালয় হোএ॥

জয়দেবের অনেক অলঙ্কার ও শব্দসম্ভারও বিদ্যাপতি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। জয়দেবে আছে—

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্।

বিদ্যাপতি বলেন—　নয়ন তরঙ্গে অনঙ্গ জগাঈ
অবলা মারণ জান উপাঈ॥

জয়দেব বিরহিণী রাধিকার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥　৪।২

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন –　নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন
চাঁদ মানএ জনি আগী।　(১৮৪)

আবার—　ডরে ন হেরএ ইন্দু
চন্দন বিন্দু মলয়ানিল বোল আগী
তুঅ গুণ কহি কহি মুরছি পলএ
মহি রয়নি গমাবএ জাগী (৫৪৫)

অন্যত্র—　চন্দন গরল সমান
সীতল পবল হুতাসন জান।
হেরই সুধানিধি সুর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর॥　(৭৩৮)

আবার—　জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে

জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরি জা লাগি রে ॥ (৫৬৭)

জয়দেব বলেন— স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন— দেহ দিপতি গেল, হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোও।

বিদ্যাপতি অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন ; সেই জন্য তাঁহার কবিতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। এখানে তাঁহার দুই তিনটী সুপ্রসিদ্ধ পদে কি ভাবে তিনি পূর্ব্বজ কবিদের উক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিব। বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় ১৭ সংখ্যক পদে "চরণ চপলতা লোচন লেন" ও ৬১৫ সংখ্যক পদে

চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব ॥

এবং কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব

ইহা রাজশেখরের নিম্নলিখিত কবিতার প্রতিধ্বনি—

পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণীবিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্ত্রং
তদ্গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন ॥

বিদ্যাপতির বিরহের একটি প্রসিদ্ধ পদে আছে—

চিরচন্দন উরে হার ন দেলা
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা (১২৭)

ইহা ধর্ম্মপালের নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রতিধ্বনি—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥

শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে শ্লোকটি বাল্মীকির বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং শেষের দুই চরণে উদ্ধৃতাংশ হইতে একটু পার্থক্য দেখা যায়—

ইদানীমন্তরে জাতাঃ পর্ব্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ ॥

কিন্তু বিদ্যাপতির প্রতিভা এরূপ নবনবোন্মেষশালিনী যে, উহা যে-কোন পুরাতন বিষয়কেই কিছু না কিছু নূতনত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা রাখে। প্রাচীন শ্লোকে আছে যে, নায়িকা নায়কের দেহের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবধান ঘটিবার ভয়ে হারও পরিতেন না ; বিদ্যাপতি তাহার উপর বসন ও চন্দন যোগ করিয়া দিলেন।

বিদ্যাপতি, প্রথম জীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ

করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনের সহজ ভাবকে রসঘন, ব্যঞ্জনাময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিবসিংহাদি নামাঙ্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার সহিত রাজনামবিহীন পরিণত বয়সের লেখা প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, বিরহিণীবর্ণনা এবং ভাবসম্মিলনের পদগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির মনের ও রচনা-শৈলীর ক্রমবিকাশের ধারা বুঝা যাইবে।

শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের নামাঙ্কিত ৭ সংখ্যক পদটী শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদগুলিরও পূর্ব্বের লেখা। তরুণ মনের স্বাভাবিক গতিবশে আশাবাদী হইয়া ইহাতে কবি বলিতেছেন—

সুপুরুষ প্রেম সুধনি অনুরাগ।
দিনে দিনে বাঢ় অধিক দিন লাগ॥

কিন্তু নরের প্রেমের সহিত নারীর প্রেমের যে পার্থক্য আছে, তাহা যুবক কবির চোখ এড়ায় নাই—

কমলিনী সুর আনে আনে অনুভাব।
ভমি ভমি ভমর মদনগুণ গাব॥

সূর্য্যের প্রতি কমলিনীর একনিষ্ঠ প্রেমেব ন্যায় নারী এক ছাড়া জানে না, কিন্তু পুরুষের স্বভাব ভ্রমরের ন্যায়, সে নানা ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মদনের গুণ গান কবে। ২০৭ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতি পুরুষের ভ্রমরবৃত্তির সমর্থনে বলিতেছেন—

একরস পুরুষ নিবুঝ দূষণ ভেদ

যে পুরুষ একরস অর্থাৎ একজন ছাড়া অন্যকে জানে না, সে মন্দের সহিত ভালোব পার্থক্য বুঝিতে পারে না। বার্নার্ড শও Adventures of a Black girl in search of God নামক গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। বহুবল্লভ শিবসিংহের সভাকবির পক্ষে এরূপ উক্তি করিয়া রাজার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা স্বাভাবিক। অনেকের ধারণা, শিবসিংহের বুঝি লখিমা দেবী ছাড়া অন্য কোন পত্নী ছিল না। কিন্তু বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীতে শিবসিংহের আরও পাঁচ জন মহিষীর নাম করিয়াছেন। যথা—

(১) সিবসিংহ রাজা এহো রস জানএ
মধুমতি দেবি সুকন্তা॥ (১৮)

(২) রাজা রূপনরায়ণ জান
রাএ সিবসিংঘ সুখমা দেই রমান॥ (৫১)
রাজা রূপনরাএন জান
সথে সুখমা দেবি রমান (১০২)

(৩) বুঝ সিবসিংহ রস রসময়
সোরম দেবি সমাজে। (২৫)

(৪) বিদ্যাপতি ভণ এহ রস জান
রাএ সিবসিংঘ রূপিণি দেই রমান ॥ (১৬৬)

(৫) রাজা সিবসিংঘ মন দয় সজনী
মোদবতী দেই কন্ত ॥ (১৬৯)

বাংলাদেশের সহজিয়ারা বিদ্যাপতির সহিত লখিমা দেবীর পরকীয়া সম্বন্ধের কথা লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন। বিদ্যাপতি শিবসিংহ নামাঙ্কিত অধিকাংশ পদে লখিমা দেবীর নাম করিয়াছেন, তাহার কারণ, লখিমা দেবী রাজার সুয়োরাণী ছিলেন ; কিন্তু মধুমতী, সুখমা, সোরম দেবী, রূপিণী দেবী, মোদবতী দেবীরাও যখন রাজার সুনজরে থাকিতেন, কবি রাজাকে খুসী করিবার জন্য তাঁহাদের নামও পদের ভণিতায় জুড়িয়া দিতেন। লখিমা দেবীর মনস্তুষ্টির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলে, তিনি কোন পদেই লখিমার সপত্নীদের নাম করিতেন না।

শিবসিংহের সভাকবিরূপে বিদ্যাপতি প্রেমের দৈহিক দিক্‌টাই বেশী করিয়া দেখিয়াছেন। ১৬১ সংখ্যক পদে দেখি, এক দুয়োরাণী বলিতেছেন—

সহসে রমনি রয়নি খেপথু
মোরাহ তন্থিক আস ॥
কতনে জতনে গউরি অরাধিঅ
মাগিঅ স্বামি সোহাগ
তথুহু আপন করম ভুঞ্জিঅ
জইসন জকর ভাগ ॥
সময় গেলে মেঘে বরীসব
কাদহু তেঁ জলধার।
সিত সমাপলে বসন পাইঅ
তেঁ দহু কী উপকার ॥
রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অস্ত।
জউবন গেলে জুবতি পরিতি
কী ফল পাওত কন্ত ॥

তিনি সহস্র রমণীর সঙ্গে রজনী যাপন করুন না কেন, আমার একমাত্র আশা তিনিই। কত যত্নে গৌরী আরাধনা করিয়া স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ভোগ করিতেছি। সময় চলিয়া গেলে যদি মেঘ বর্ষণ করে, সে জলধারায় কি ফল ? শীতের অন্তে যদি বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাতে কি উপকার হইবে ? রজনী শেষ হইলে যদি প্রদীপ জ্বালা যায়, তাহা ব্যর্থ হয় ; তেমনি যুবতীর যৌবন চলিয়া গেলে তাহার প্রীতিতে কান্তের কি লাভ হইবে ?

রাজনামবিহীন ৪৫৫ সংখ্যক কবিতায় নায়িকা বলিতেছে—

জৌবন রতন অছল দিন চারি
তাবে সে আদর কএল মুরারি ॥

কিন্তু তার পর এখন কুসুম রসহীন শুষ্ক হইয়াছে; যে সরোবরে জল নাই, তাহাকে কে পুছে? এ সবই সত্য, কিন্তু সখি, তুমি গোপনে তাহাকে আমার বিনতি জানাইয়া বলিবে—

সুপুরুখ সিনেহ অনু নহি হোএ

সুপুরুষের যে প্রেম, তাহা কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কবি সুপুরুষের প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন ৫৬৯ সংখ্যক পদে—

একদিস মণিময় নবনিধি হেম।
অওকা দিবস নবরস সুপুরুষ পেম॥
নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।
প্রীতি অধিক থী কে নহি জান॥
প্রীতিক সম হে দোসর নহি আন।
জাহি তুলনা দিঅ অপন পরাণ॥

কবি এখানে অতি সরল ভাষায় অন্তরের অনুভব প্রকাশ করিতেছেন। প্রেমকে মণিময় নবনিধি হেমের সহিত তুলনা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই তিনি বলিলেন, প্রাণ যেমন জীবমাত্রেরই প্রিয়, প্রেম তেমনি সকলের প্রিয়। কিন্তু অন্যত্র ৩২৪ সংখ্যক পদে তিনি প্রেমকে প্রাণেরও উপরে স্থান দিয়াছেন—

পেমক কারণ জীউ উপেখিএ
জগজন কে নহি জানে।

বিদ্যাপতি শেষ বয়সে রাধামাধবের প্রেমে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রেম এমন অলৌকিক যে, কিছুতেই তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি হয় না।

দুহু রসময় তনু গুণে নহি ওর।
লাগল দুহুক ন ভাঁগই জোর॥
কে নহি কএল কতহুঁ পরকার।
দুহু জন ভেদ করিঅ নহি পার॥
খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরলুঁ নেহ॥
জব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
খীর দগু দেই নিরসত পানি॥
তবহু খীর উছলি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগি দেই ঝাঁপে॥

জব কোই পানি আনি তাহি দেথ।
বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল॥
ভণই বিদ্যাপতি এহেন স্নেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ॥

রাধা ও মাধব, দুই জনেরই তনু রসময়, দুই জনেরই গুণের সীমা নাই; দুই জনের মিলনে কেহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, তা যতই চেষ্টা করুক না। নীর ও ক্ষীরের মতন ইঁহাদের প্রেম। নীর ও ক্ষীরের বিচ্ছেদ সংঘটন করিবার জন্য কেহ যদি ইহাদিগকে আগুনে বসাইয়া দেয়, দণ্ড দিয়া জলকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নীরের সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বেই ক্ষীর উথলিয়া উঠিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। ক্ষীরকে আত্মহত্যা হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়, তাহাতে আবার জল ঢালিয়া দেওয়া। জল পড়িলে তবে দুধ উথলানো বন্ধ হয়, ক্ষীরের বিরহব্যথা বিদূরিত হয়। রাধামাধবের প্রেমও ঐরূপ অবিচ্ছেদ্য।

বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে দেহাতীত প্রেমের উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবর্ণনাতেও প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে কবিতার উপজীব্য করিলেও শেষ জীবনে মধুরোজ্জ্বল করুণ রসের উর্ম্মিমালা অতিক্রম করিয়া অদ্বৈতভাবানুভূতিতে পৌঁছিয়াছেন। বিদ্যাপতির কলা ও মনের ক্রমবিকাশের ধারার উপর বিরহের পদগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক আলোক সম্পাত করে। শিবসিংহাদি রাজনামাঙ্কিত বিরহের পদগুলিতে কবি রসশাস্ত্রের রীতি অনুসারে নায়িকার তনুতা বর্ণনা করিয়া চন্দ্র, মলয়, কোকিল, কুসুমিত কানন প্রভৃতি উদ্দীপনমূলক বস্তুর তাপজনকত্ব দেখাইয়াছেন। ১৮১ সংখ্যক পদটী এই প্রচলিত রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

মাধব জানল ন জিবতি রাহী
জতবা জকর লেলে ছলি স্নন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী।
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক
হরিণক লোচন লীলা॥

* * *

বন্ধু অধররুচি দেলী।
দেহদসা সউদামিনি সোপলক
কাজর সখি সখি ভেলী॥
ভঞ্জু হেরি ভঙ্গ অনঙ্গ চাপ দিহু
কোকিলকে দিহু বাণী॥
কেবল দেহ নেহ অছ লওলে
এতবা অএলাহু জানী॥

রাধিকা বিরহে কৃশতনু ও লাবণ্যহীনা হইয়াছেন, এই কথাটি সরস করিয়া বলিবার জন্য কবি কল্পনা করিতেছেন যে, যেখান যেখান হইতে যে যে উপাদান লইয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেখানে সেখানে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার মুখ ম্লান হইয়াছে, অতএব তিনি যেন শারদ চন্দ্রকে তাঁহার মুখরুচি ফিরাইয়া দিলেন; তাঁহার চোখে আর সে দীর্ঘায়ত কৌতুকদৃষ্টি নাই; তাই মনে হয়, তিনি হরিণীকে লোচনলীলা ফেরত দিয়াছেন; চমরীর নিকট হইতে যে কেশসম্ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরহের গ্লানিতে তাহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই কবি বলিতেছেন, শ্রীরাধা যেন চমরীকে কেশপাশ ফিবাইয়া দিয়াছেন। মুখে হাসি নাই, তাই দন্ত ও অধরের শোভা তিনি দাড়িম্ব ও বান্ধুলি পুষ্পকে ফেরত দিলেন; বিদ্যুদ্‌বরণী আজ দুঃখকষ্টে কজ্জলবরণী হইয়াছেন দেখিয়া কবি অনুমান করিতেছেন যে, শ্রীরাধা সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে অনঙ্গকে তাহাব ভ্রূভঙ্গরূপ ধনু ও কোকিলকে কণ্ঠের মাধুর্য্য ফেরত দিলেন। পদটীর ধ্বনি এই যে, কাহারও ধার রাখিয়া মরিতে নাই। শ্রীরাধা নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যাহার নিকট হইতে যে জিনিষ ধার লইয়া সুন্দরী সাজিয়াছিলেন, তাহাকে সেই সব ফিরাইয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইলেন। উৎপ্রেক্ষা ও অতিশয়োক্তি এখানে বিরহিণীব বিরহদুঃখকে আচ্ছন্ন করিয়া মনকে জোর করিয়া কবির রচনচাতুর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করে।

জয়দেবের বিরহিণী কেবল হারকে ভার মনে করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি তাহার উপর রং চড়াইয়া বলিলেন, 'অঙ্গুরি বলয়া ভেল' (১৮১)। শিবসিংহনামাঙ্কিত পদগুলিতে বিরহিণীর দেহের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি বারংবার বলিয়াছেন—

দিবসে মলিন জনু চাঁদক রেহা (১৭৬)
করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর
জনি খিন দিবসক চন্দা। (১৮৪)

"চৌদসি চাঁদ সমান" (১৭৯) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চাঁদের মতন দেহ; 'তন্তুক দোসর দেহা (১৮৫)। পাঠক বিরহিণীর দুঃখে বিগলিত হইবে কি, তাহার মন উপমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যায়।

করতল লীন সোভএ মুখচন্দ।
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ॥
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার।
খঞ্জনে গিলি উগিলত মোতিহার॥ (১৭০)

শ্রীরাধার মুখচন্দ্র করতলে লীন, তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। পাঠক আহা বলিতে যাইবে, এমন সময় কবি করতলের সহিত কিশলয়ের এবং মুখের সহিত নবপ্রস্ফুটিত কমলের তুলনা দিয়া তাহার মনে চমক লাগাইয়া দিলেন। বিরহিণীর নয়ন হইতে অহর্নিশ জলধারা পড়িতেছে; পাঠক তজ্জন্য সমবেদনা বোধ করিতে যাইবে, এমন সময় কবি পুনরায়

তাহাকে চমৎকৃত করিলেন এই বলিয়া যে, নয়ন যেন খঞ্জন, আর অশ্রুবিন্দু যেন মুক্তা; অবিরলধারায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরায় মনে হইতেছে, যেন অশ্রুবিন্দুরূপ মুক্তাগুলি হারের আকারে গাঁথা হইয়াছিল এবং সেই হার নয়নরূপ খঞ্জন খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং এখন তাহা উদ্বমন করিতেছে। যুবক কবি পাঠককে শ্রীরাধার দুঃখে বিগলিত হইবার অবসর দিতে যেন অনিচ্ছুক, তাই তাহাকে অনবরত যেন ধাঁধা লাগাইয়া দিতেছেন।

শিবসিংহনামাঙ্কিত পদগুলিতে বর্ণিত বিরহিণী নিজের দুঃখকে বিধাতার বিধান বলিয়া মানিয়া লয় নাই; সে নায়কের উপর দোষারোপ করিতেছে; এমন কি, তাহার বংশ তুলিয়া গালি দিতেও বিরত হইতেছে না।

অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ
ধরএ অপন বেহারে। (১৬৭)

যে ভাল বংশের লোক না হয়, সে নিজের দেওয়া কথা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে না; আপনার কুলোচিত ব্যবহার করে। বিরহিণী ভাগ্যবঞ্চিতা হইয়াছে বলিয়া বিধাতাকেও শাস্তি দিতে উদ্যতা হইয়াছে—

জেঞো তোহি পাবওঁ অরে বিধাতা
বাঁধি মেলওঁ অন্ধ কূপ।
জাহেরিঁ নাহ বিচখন নাহী
তাকেঁ কাঁ দিয় রূপ ॥

আমার নাথ বিচক্ষণ নহে, আমার সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা সে বুঝে না; বিধাতা আমাকে যদি বিচক্ষণ নাথ না দিল, তবে রূপ দিল কেন? এমন মূঢ় বিধাতাকে একবার হাতে পাইলে বিরহিণী তাহার হাত পা বাঁধিয়া অন্ধকূপে ফেলিয়া দিত।

এই সাহসিকা মদনের উদ্দীপনগুলিকেও দূর করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। সে ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিরহজ্বালা সহ্য করিতে রাজী নহে।

খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কন ঝমকাই। (১৭১)

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবস্থায় কবির রচনাশৈলী যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ পাওয়া যায় রাঘবসিংহনামাঙ্কিত ২১৬ সংখ্যক পদটীতে। কামেশ্বরবংশে দুই জন রাঘবসিংহ দেখা যায়—উভয়েই অবশ্য শিবসিংহের পরবর্ত্তী। প্রথম রাঘবসিংহ হইতেছেন দেবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নরসিংহের ভ্রাতা। শিবসিংহ ১৪১০ হইতে ১৪১৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর নরসিংহের কাণদাহা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি শরসবমদন বা ১৩৭৫ শকে বা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালেই হয় ত কবি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদ লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ পদে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রথম রাঘবসিংহ হইলেও, শিবসিংহ-নামাঙ্কিত পদগুলি লেখার অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর পরে এই পদটী লিখিত হইয়াছিল।

ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র এই রাঘবসিংহকে নরসিংহের পৌত্র বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মত মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে পদটী বিদ্যাপতির জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে রচিত। ঐ পদটীতে বিরহিণীর অন্তর্জীবনের করুণ আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে।

মাধব দেখলি বিয়োগিনি বামে।
অধর ন হাস বিলাস সখীসঙ্গ
অহনিস জপ তুঅ নামে॥
আনল সরদ সুধাকর সম তনু
বোলে মধুর ধুনি বাণী।
কোমল অরুণ কমল কুম্ভিলায়ল
দেখি মন আইলহুঁ জানী॥
হৃদয়ক হার ভার ভেল সুবদনী
নয়ন ন হোএ নিরোধে।
সখি সব আএ খেলাওলি রঙ্গ করি
তনু মন কিছুও ন বোধে॥
রগড়ল চানন মৃগমদ কুঙ্কুম
সভ তেজলি তুঅ লাগি।
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি
অহোনিস বহইছি জাগি॥
দূতি উপদেস সুনি গুনি সুমিরল
অখনই চললই ধাঈ।
মোদবতী পতি রাঘবসিংহ গতি
কবি বিদ্যাপতি গাঈ (২১৬)॥

এখানে উপমার বাহুল্য নাই; অল্প কথায় বিরহিণীর অন্তরের ব্যথা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসই এখানে মুখ্য; নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার মোহ এখানে পাঠককে বিভ্রান্ত করে না। সখীরা বিরহিণীকে ঘিরিয়া থাকিলেও তাহার মুখে হাসি নাই; তাহার মুখ অবশ্য শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় এখনও আছে, কিন্তু তাহার নয়নকমল ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহ এত দুর্ব্বল যে, সে হারকেও ভার মনে করে।

অন্যান্য কবিতায় কবি অতিশয়োক্তি করিয়া বলিয়াছেন—

লোচন লোর তটিনী নিরমান
ততহি কমলমুখি করত সিনান। (৭৮৭)
লোচন নীর তটিনী নিরমানে
করএ কমলমুখি তথিহি সিনানে। (৫৪৩)

কিন্তু এখানে কবি শুধু বলিতেছেন, নয়নের বারি রোধ করিতে চাহিলেও তাহা বাধা মানে

না। সখীরা সকলে আসিয়া তাহাকে নানারূপ খেলাধূলায় মন ভুলাইতে চাহে, কিন্তু বিরহের আঘাতে তাহার বোধশক্তি যেন একেবারে লোপ পাইয়াছে—"তন্থ মন কিছুও ন বোধে"। সখীরা তাহার বিরহজ্বালা উপশম করিবার জন্য চন্দন কুঙ্কুম মৃগমদ লেপন করিল, কিন্তু সে "সভ তেজলি তুঅ লাগি," তোমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করিল। যাহাকে দয়িত ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার আবার অঙ্গরাগে কি প্রয়োজন, তাহার চোখে ঘুম নাই—"অহোনিস রহইছি জাগি," জলহীন মীনের মতন সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ঐ পদে আরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। এক হইতেছে বিরহে "অহনিস জপ তুও নাম," যাহা জয়দেবের—

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্ (৪।১৭)

স্মরণ করাইয়া দেয়; অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিরহিণীর অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মিলনের জন্য মাধবের প্রধাবন—"তখনই চললহি ধাঈ"।

পরিণত বয়সে কবির বিরহিণীর দুঃখ বুঝাইতে উপমার প্রয়োজন হয় না। তিনি শুধু তাঁহার মুখ দিয়া বলান—

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হম পাস ॥ (৭২৬)

রাজনামবিহীন কবিতাগুলিতে দেখি, শ্রীরাধা মাধবের উদ্দেশে করুণ প্রার্থনা জানাইতেছেন—

তোহ জলধর সউ জলধররাজ
হমে চাতক জলবিন্দুক কাজ। (৪৫৯)

মাধবের উপর তাঁহার কোন ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই, মাধব যেখানে থাকুন, যেমন ব্যবহারই করুন, তিনি সুখে থাকুন, এই শ্রীরাধার একমাত্র কামনা—

জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস
হমর অভাগ হুনক কোন দোস (৫১৪);

অন্যত্র আবে সুখে কহ্নাই করথু বিদেস
সুমরি জলাঞ্জলি দিহুথি সন্দেস (৫২২);

অন্য পদে সুভ হো সামি কহব কী রোএ
পরতহ তিললএ হম দেব গোএ (৫৫৬)।

কবি বিরহিণীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন—

তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

দিন রাত্রি আর কাটে না, জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছে।

মাধব, কত পরবোধব রাধা
হা হরি, হা হরি, কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা (৭৪২)

কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীরাধার জীবনের এ ভাবে অবসান ঘটাইতে পারেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শুধু অধ্যয়ন করেন নাই, স্বহস্তে তাহার প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন, তিনি নিজেকে অভিনবজয়দেব বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং রাসস্থলীতে বিরহিণী গোপীদের ন্যায় এবং জয়দেবের শ্রীরাধার ন্যায়—

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা (৬১৫)

বিদ্যাপতির শ্রীরাধাও—

অনুখন মাধব মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবধাঈ ॥

এই অদ্বৈতানুভূতি চিরস্থায়ী হয় না ; হইলে বিরহ-মিলন-মধুর রসসৃষ্টির সুযোগ ঘটে না। মাধব ত শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না , কেবল তাঁহার প্রীতির নূতন নূতন আস্বাদন করিবার জন্য ছল করিয়া বিরহ সৃষ্টি করেন। বিরহের পরে যখন মিলন ঘটে, তখন শ্রীরাধা বলেন—

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা (৭৬০)।

এই ভাবে লুব্ধ হইয়া বিদ্যাপতি তাঁহার ভোগ ঐশ্বর্য্যের এবং স্মার্ত্ত পদ্ধতির সকল সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া বলিতেছেন—

অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।

আমার ভাগ্যে যদি এমন কোন সুদিনের উদয় হয়, যে দিন আমি আমার সেই দেবতা, সেই দয়িত, সেই ভুবনৈকবন্ধুর প্রিয়মুখ দর্শন করিতে পাইব, সেই দিন আমিও ঐরূপ নিজের দেহকে ও মানবজন্মকে সার্থক মনে করিব। এই সাধকোচিত বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বিদ্যাপতির দীর্ঘকালব্যাপী মধুর রসের কাব্যসৃষ্টিই যথেষ্ট ছিল ; এই অনুভূতি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে মঞ্জরীভাবের সাধনা করিতে হয় নাই।

ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণ। এই পদ্মপুরাণ ভারতের বিভিন্ন স্থল হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সংস্করণটিই নির্ভরযোগ্য। পদ্মপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে সৃষ্টিখণ্ড অন্যতম। আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণে উহা পঞ্চম খণ্ডরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু গবেষণামূলক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না যে, বাস্তবিক উহা খণ্ডগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।[১] সৃষ্টিখণ্ডের এই অবস্থান পদ্মপুরাণের কেবলমাত্র যে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে তাহা নহে;[২] বাংলা পাণ্ডুলিপিসমূহ এবং বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণও এই মতেরই অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়। আনন্দাশ্রম, বেঙ্কটেশ্বর এবং বঙ্গবাসী প্রেসসমূহ হইতে মুদ্রিত সংস্করণে সৃষ্টিখণ্ডের যে বৃহৎ কলেবর দৃষ্ট হয়, মূলতঃ তাহা যে এত বিপুল ছিল না, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই খণ্ডের মুদ্রিত পুস্তকসমূহে এবং অধিকাংশ দেবনাগরী পাণ্ডুলিপিতে ইহা দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণে প্রথম অংশ ৪৩ সর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহাকেই সৃষ্টিখণ্ড বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ৪৪ সর্গ হইতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ আদৌ সৃষ্টিখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নহে, উহা ধর্মপুরাণ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ইহার একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।[৩]

মূলতঃ ধর্মপুরাণ যে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের অংশ নহে—একটি স্বতন্ত্র পুস্তক, তাহা

১। এ প্রসঙ্গে লেখক-রচিত 'The Antiquity and Origin of the Padma-purana and its early character and position in the Puranic Literature' শীর্ষক প্রবন্ধ (Our Heritage, vol. II, pt. 1, পৃ. ১৭৪-১৮৯) দ্রষ্টব্য।

২। সৃষ্টিখণ্ড (বঙ্গবাসী ও বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ) প্রথম অধ্যায় ৫৪-৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকগুলি আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণে নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আনন্দাশ্রম প্রেস সংস্করণের সৃষ্টিখণ্ডই উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। ধর্মপুরাণের নিম্নলিখিত পুথিসমূহ দ্রষ্টব্য

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—*Descriptive* Catalogue *of* Sanskrit Mss. in the Government collection under the care of the Asiatic Society, ৫, ৪১২১-৪১২২

(খ) আর. এল. মিত্র—Notices of Sanskrit Mss. ৬ষ্ঠ খণ্ড পাণ্ডুলিপি নং ২১৮২

(গ) হীরালাল—Catalogue of Sans. and Prakrit Mss. in the Central Provinces and Berar. পৃ. ২১৭

(ঘ) আর. রথ—Verzeichness Indisches Handschriften der Koniglicher Universitats-Bibliothek im Tubingen. পৃ. ১৩

সৃষ্টিখণ্ডের বঙ্গদেশীয় পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত একটি দেবনাগরী পুঁথিতেও[৪] এই অংশটি নাই।

ধর্মপুরাণ যে আদৌ সৃষ্টিখণ্ডের অংশ ছিল না, বরং উহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা যথারীতি বজায় ছিল সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। পরবর্তী আলোচনা হইতে আমরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিব যে, এই ধর্মপুরাণের রচনাস্থান কামরূপ। এই কামরূপে লিখিত ধর্মপুরাণ কখনই সেই সৃষ্টিখণ্ডের অন্তর্গত হইতে পারে না, যে সৃষ্টিখণ্ডে কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ দুইবার প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াছেন। সৃষ্টিখণ্ডের দশমসর্গের ১৪-১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শ্রাদ্ধ করণেচ্ছু নরগণ একটি পাত্রে দধি, দুগ্ধ এবং মৃতব্যক্তির কপাল হইতে সংগৃহীত অস্থি চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রণ পূর্বক শয্যায় আসীন ব্রাহ্মণ দম্পতিকে ভোজন করাইবেন। ইহাতে আরও বলা আছে যে এই প্রথা প্রথম শ্রেণীব পার্বতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা যায়।[৫] বল্লাল সেন[৬] ও অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্তৃক ঐ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কাজেই শ্লোকগুলি পরবর্তী যুগে প্রাপ্ত সৃষ্টিখণ্ডের বাংলা পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া না গেলেও সৃষ্টিখণ্ডে উহাদের সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারা যায় কি? অনিরুদ্ধ ভট্ট ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পার্বতীয় শব্দটির দ্বারা কামরূপের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ করা হইয়াছে।[৭] ঐ সৃষ্টিখণ্ডেরই সপ্তদশ সর্গে ১৭৬-১৭৮ শ্লোকে আর একবার কামরূপীয়-ব্রাহ্মণ কথাটি পাওয়া যায়—সেখানে সাবিত্রী

৪। এগেলিং—Descriptive Catalogue of Sans. Mss, in the library of the India Office, ৬।১৩৭০।

এই পাণ্ডুলিপির শেষ সাতটি অধ্যায়ের এগেলিং কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ নিম্নরূপ :—

পদ্মোদ্ভব-প্রাদুর্ভাবঃ; সুরতারকয়োঃ সংগ্রামঃ; কুমারসম্ভবে গৌরীবিবাহঃ; পিতৃমাহাত্ম্যকথনম্ শ্রাদ্ধপ্রকরণম্; যদুবংশ কীর্তনম্; ক্রোষ্টুবংশ কীর্তনম্;

এই বিবরণ বাংলা পাণ্ডুলিপির সহিত অনেকাংশে একরূপ। আর. এল. মিত্র তাঁহার Notices of Sanskrit Mss., Vol. III No 1257, ২৪৭-২৫১ পৃষ্ঠাতে পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের বাংলা পাণ্ডুলিপির যে ক্ষুদ্র বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে 'পদ্মোদ্ভব প্রাদুর্ভাব' এই অধ্যায়টি ব্যতীত অন্য সবই আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ লাইব্রেরীতে রক্ষিত যথাক্রমে ৪৫১৭ ও ৭৫৫নং পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত সমস্ত অধ্যায়ই রহিয়াছে।

উপবেশ্য তু শয্যায়াং মধুপর্কং ত.তা দদেৎ।
অর্ঘং দত্বা তু পাত্রেণ দধিদুগ্ধসমন্বিতম্।
অস্থি ললাটজং গৃহ্য সূক্ষ্মং কৃত্বা বিমিশ্রয়েৎ।
পায়য়েদ্ দ্বিজদাম্পত্যং পিতৃভক্ত্যা সমন্বিতঃ।
এবং এব বিধির্দৃষ্টঃ পার্বতীয়ৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
তেন দুষ্টা তু সা শয্যা ন গ্রাহ্যা দ্বিজসত্তমৈঃ।

মৈমনসিংহের (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে শয্যাদ্রব্য গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের অস্থিচূর্ণ দেওয়ার প্রথা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং সেই গ্রহীতাগণ 'হাড়গিলা' ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইতেন।

৬। দানসাগর (পাণ্ডুলিপি নং ১৩৭৪—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, পৃ. ১৩৫)

অনিরুদ্ধ ভট্ট, 'হারলতা', পৃ. ১৯৯

দেবীগণকে এই বলিয়া অভিশাপ দিতেছেন যে লক্ষ্মী আর তাহাদের সঙ্গে বাস করিবেন না। অতঃপর তিনি মূর্খ, ম্লেচ্ছ, পার্বতীয়, অভিশপ্ত কুৎসিতদিগের সহিত বসবাস করিবেন।[৮]

ধর্মপুরাণ নামে যে পৃথক্ একটি পুরাণ ছিল তাহার আরও প্রমাণ আছে। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে যে অষ্টাদশটি উপপুরাণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্মপুরাণ অন্যতম[৯]।

এইভাবে ধর্মপুরাণ যে পদ্মপুরাণান্তর্গত সৃষ্টিখণ্ডের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং ইহার যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে সে বিষয়ে নানা প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। কালক্রমে ভুল করিয়া ইহা পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের একটি অংশরূপে পরিগণিত হইতে থাকে; কিন্তু বাংলা পুঁথি সমূহে সৃষ্টিখণ্ডের এই অংশ না থাকায় অনুমান করা যাইতে পারে যে—এই অংশের সংযোগ ও স্বীকৃতি বাংলা দেশে হয় নাই।

প্রথম মুসলমান আক্রমণের কিছুকাল পরেই ধর্মপুরাণ কামরূপে রচিত হইয়াছে—ইহা বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা অনুমিত হয়। এই গ্রন্থে গরুড় সম্বন্ধীয় এক কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। কশ্যপের ঔরসে বিনতার গর্ভে জাত গরুড় জন্মের পরমুহূর্তেই ভীষণ ক্ষুধার্ত হইয়া মাতার নিকট খাদ্য যাচ্ঞা করেন। অসহায় বিনতা তখন লৌহিত্য নদীর (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) উত্তর পাবে তপস্যারত কশ্যপকে দেখাইয়া দেন[১০]। তদনুসারে গরুড় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ক্ষুধার কথা জ্ঞাপন করেন। কশ্যপ তাঁহাকে লৌহিত্যতীরনিবাসী নিষাদগণকে ভক্ষণ কবিতে নির্দেশ দেন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন।[১১] গরুড় পিতৃনির্দেশানুযায়ী কার্য করিলেন কিন্তু ভ্রমবশতঃ এক ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ কবিয়া

৮। নৈকত্র বাসো লক্ষ্ম্যাস্তু ভবিষ্যতি কদাচন।
ক্ষুদ্রা সা চলচিত্তা চ মূর্খেষু চ বসিষ্যতি।
ম্লেচ্ছেষু পার্বতীয়েষু কুৎসিতে কুৎসিতে তথা।
মূর্খেষু চাবলিপ্তেষু অভিশপ্তে দুরাত্মনি।
এবং বিধে নরে তুভ্যং বসতিঃ শাপকারিতা।

প্রথম পংক্তির 'ভবিষ্যতি' পাঠের স্থলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পাণ্ডুলিপি ধৃত পাঠ 'পতিষ্যতি', তৃতীয় পংক্তির কুৎসিতে কুৎসিতে তথা' এই পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্করণে 'কুৎসিতেঽকুৎসিতে তথা' পাঠ দৃষ্ট হয়।

৯। বৃহদ্ধর্মপুরাণ (Bibliotheca Indica)—I, ২৫. ২৫. দ্রষ্টব্য।

১০। তব তাতস্তপস্তেপে লৌহিত্যস্যোত্তরে তটে।
কশ্যপো নাম ধর্মাত্মা সাক্ষাল্লোকপিতামহঃ।
তত্র গচ্ছস্ব পিতরম্ উহ কামং যথা তব।
অস্যোপদেশতস্তাত ক্ষুধা তে শমমেষ্যতি।—

তৃতীয় পংক্তির 'উহ' পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্করণের 'পৃচ্ছ' পাঠ লক্ষণীয়।

অনেকশতসাহস্রা নিষাদাঃ সরিতাং পতেঃ।
তীরে তিষ্ঠন্তি পাপিষ্ঠা তাং স্তং ভক্ষ সুখী ভব।

সৃষ্টিখণ্ড ৪৪, ৪৯-৫০ শ্লোক

ফেলিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার গলায় এমন ভাবে আটকাইয়া যান যে, গরুড় তাঁহাকে গলাধঃকরণ বা উদ্‌গিরণ করিতে পারেন না। বিপন্ন গরুড় বিপদ্ মুক্তির কামনায় তাঁহার পিতাকে সব জ্ঞাপন করিলেন। কশ্যপ ব্রাহ্মণের অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণের সহিত সব ম্লেচ্ছদিগকেও দেশের সর্বত্র উদ্‌গিরণ করিতে নির্দেশ দান করেন। ইহার ফলে গরুড বিভিন্ন ম্লেচ্ছজাতিকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে পূর্বদিকে কেশশ্মশ্রুহীন বা স্বল্প শ্মশ্রুযুক্ত যবনগণ, দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাপপূর্ণ নগ্নকগণ, দক্ষিণদিকে ভয়াবহ দুরাত্মা মূক পশু-হননে উৎসাহী এবং গোমাংসভোজী নরগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পাপিষ্ঠ গো ব্রাহ্মণ হত্যায় লিপ্ত কুবদস্গণ (কুবাক্যে পটু ?), পশ্চিমদিকে ভয়াবহ খর্পরগণ, উত্তর-পশ্চিমদিকে শ্মশ্রুপূর্ণমুখমণ্ডল বিশিষ্ট গোমাংসভোজী অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণে পরাঙ্মুখ তুরুষ্কগণ, পর্বতসঙ্কুল উত্তর দিকে ম্লেচ্ছগণ (তাহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিত না, উচ্ছৃঙ্খলতা, লুণ্ঠন ও প্রাণিহত্যাই তাহাদের ধর্ম ছিল) এবং উত্তর-পূর্বদিকে বৃক্ষবাসী নিবয়গণ (নরকীয় প্রাণী ?)।[১২] কামরূপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তুরুষ্কদিগের বিতাড়নের উক্তি মুসলমানদের বিতাড়ন লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে মনে হয়। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মুসলমানগণ কামরূপে প্রবেশমাত্রই প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয় এবং পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়া দেশর কেন্দ্রস্থল হইতে উত্তর-পশ্চিমে বিতাড়িত হয়। অনুমান হয় যে মুসলনান আক্রমণের শেষে কামরূপেই এই ধর্মপুরাণ লিখিত হয়। শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্যবিধ প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে তদানীন্তন বঙ্গদেশাধিকর্তা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি ১২০৩-১২০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তিব্বত হইতে প্রত্যাগমনকালে অশ্বারোহী সৈন্যদল সহ কামরূপে প্রবেশ করেন এবং স্থানীয় নৃপতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রাপ্ত হন[১৩]। বক্তিয়ার খিলজি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে নিহত হন।[১৪] বক্তিয়ার খিলজির কামরূপ হইতে বিতাড়ন এবং ধর্মপুবাণ রচনা—ইহার মধ্যবর্তী কাল যদি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বলিয়া মনে হয় না।

ধর্মপুরাণের রচনা স্থান যে কামরূপ সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। ধর্মপুরাণের পরবর্তী বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইবে যে ইহার একটা বড় অংশে ম্লেচ্ছদিগের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ম্লেচ্ছদিগের নিবাস যে কামরূপেই এ সম্পর্কে কালিকাপুরাণের একটি কাহিনীর প্রতি পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেই কাহিনী অনুযায়ী আমরা জানিতে পারি যে মহাপীঠ কামরূপের নদী ও পর্বতসমূহ অতি পবিত্র ছিল। ঐ স্থানে মৃত্যুবরণকারী নরগণ শিবলোকবাসী হইত। ইহার ফলে যমদূতগণ কর্মহীন

১২। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টিখণ্ড, ৪৪ অধ্যায় ৭০-৭৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৩। History of Bengal (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১ দ্রষ্টব্য।

১৪। " পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য।

হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ যমালয়ের পাপীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া শিবকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা মহাদেবকে অনুরোধ করেন যে যমের যেন অধিকারচ্যুতি না হইয়া কামরূপে অবাধ রাজত্ব হয়। মহাদেব স্বীকৃত হইয়া তাঁহার পবিত্র পীঠ হইতে সমস্ত অধিবাসীকে বহিষ্কার করিতে গণদেবী ও উগ্রতারাকে আদেশ দেন। তদনুসারে তাহারা কার্য আরম্ভ করিয়া দ্বিজগণকেও রেহাই দিল না। যখন উগ্রতারা মহাতপাঃ বশিষ্ঠকে ধরিতে আসিল—তখন তিনি উগ্রতারা ও তাহার সঙ্গিনীদিগকে এই ভাবে অভিশাপ দিয়াছিলেন—'ওহে উন্মার্গগামিনি! আমি ঋষি হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করিতেছে। তাই এখন হইতে তুমি মাতৃগণ সহ অন্যায় ও অবৈধ উপায় পূজিত হইবে (অর্থাৎ বামাচার শাক্তবিধি দ্বারা পূজিত হইবে); তোমার সহচর সমূহ ম্লেচ্ছদের স্বভাব অনুকরণ করিতেছে বলিয়া তাহারা কামরূপে ম্লেচ্ছরূপে বিচরণ করুক…ভস্মাচ্ছাদিত দেহ হাড়-মালায় সজ্জিত মহাদেব এই ম্লেচ্ছদের অতিশয় প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হউন'।[১৫]

পূর্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে ধর্মপুরাণের রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে হইতে পারে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও ধর্মপুরাণের অর্বাচীনতার সূচনা করে:—রাশি এবং সপ্তাহের নামের একাধিকবার উল্লেখ;[১৬] আগম ও তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব;[১৭] বিভিন্ন ব্যাপারে তুলসীর নামোল্লেখ[১৮] ও ম্লেচ্ছদের প্রসঙ্গ[১৯]। তাহা ছাড়া প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধাদি গ্রন্থে পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ বা ধর্মপুরাণ হইতে সাধারণতঃ কোন বচন উদ্ধৃত হয় নাই অথচ সৃষ্টিখণ্ডের প্রথম অংশ হইতে একাধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।[২০] কেবলমাত্র হেমাদ্রির চতুর্বর্গ-চিন্তামণিতে (প্রথম খণ্ড—পৃ. ৭১)

১৫। কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ), ৮১। ২১-২৫ দ্রষ্টব্য।

১৬। সৃষ্টিখণ্ড ৪৭, ২২৬ শ্লোক; ৭৫, ৪৪-৪৫ শ্লোক; ৫৫, ২১ শ্লোক; ৫৮, ২৫-২৬ শ্লোক এবং ৭৫, ৭৬-৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৭। যাবন্তো বৈদিকা মন্ত্রাঃ পৌরাণাশ্চাগমোদ্ভবাঃ। সৃষ্টিখণ্ড ৫৭ অধ্যায় ১৯খ
বেদ বেদাঙ্গশাস্ত্রঞ্চ পুরাণাগমসংহিতাঃ। ঐ ৫৮, ১১৭ক
ন শ্রূয়ন্তে জনৈরেব পুরাণাগমসংহিতাঃ। ঐ ৭৪, ৪৭ঘ

তাহা ছাড়া ৫৭ অধ্যায়ে এবং ৫৮, ১২৫; ৭৬, ১৫; ৭৯, ৪৪; ৮১, ২৭; ৮২, ৩, ৮, ১৪, ২০, ২৫, ২৮ ইত্যাদিতে তান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৮। তুলসী বৃক্ষের মাহাত্ম্য ৪৯ অধ্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১০৯-১৪৫ শ্লোকে তুলসী বৃক্ষকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

১৯। সৃষ্টিখণ্ড ৪৪, ২০, ৭৬; ৪৭, ২৬০; ৪৯, ২৮; ৫৮, ৯১-৯২; ৬৩, ১৮; ৭৪, ১০-১২; ৩৯, ৪১, ৪২ ৪৪, ৫১ প্রভৃতি।

২০। জীমূতবাহনের 'কালবিবেক', অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা, অনিরুদ্ধ ভট্টের 'হারলতা', বল্লালসেনের 'দানসাগর', দেবণ ভট্টের 'স্মৃতিচন্দ্রিকা', হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি', শ্রীদত্ত উপাধ্যায়ের 'কৃত্যাচার', চণ্ডেশ্বরের 'কৃত্যরত্নাকর', মাধবাচার্যের পরাশর স্মৃতির টীকা, বিদ্যাকর বাজপেয়ীর 'নিত্যাচারপদ্ধতি',

পদ্মপুরাণ হইতে যে দুইটি শ্লোক[২১] উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই অংশের ৪৭ সর্গে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতেই এই গ্রন্থের প্রাচীনতা কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ধর্মপুরাণ একেবারে আধুনিক কালেও বিরচিত নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৃহদ্ধর্মপুরাণ অষ্টাদশ উপপুরাণ সমূহের তালিকায় ধর্মপুরাণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে (১, ১, ২৩-২৬)। এই বৃহদ্ধর্মপুবাণ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।[২২] সুতরাং ধর্মপুরাণ যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী ও চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী গ্রন্থ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

পুস্তকটি অনেক পরবর্তী যুগে রচিত হইলেও দুঃখের বিষয় ইহা একেবারে অবিকৃত অবস্থায় আমরা পাই নাই। গ্রন্থটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা হইতে জানা যায় যে কোন নূতন অংশ সংযোজিত, কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোনও অংশ বা পরিবর্তিত হইয়াছে। ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে প্রাপ্ত অন্ধকের কাহিনী পুনরায় ঊনাশীতিতম অধ্যায়ে মঙ্গলগ্রহের গৌরব গাথা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।[২৩] উহাদের আরম্ভ ও সমাপ্তি একই। প্রথমটির বক্তা পুলস্ত্য এবং দ্বিতীয়টির বক্তা ব্যাস। ব্যাস বৈশম্পায়নের নিকট বলিতেছেন, ভীষ্মের নিকট নহে। ইহা নিশ্চিত যে গল্প দুইটির একটি কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি যেরূপে বিশেষ ভাবে তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত[২৪] তাহাতে ঐটিই প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা। চতুঃসপ্ততি অধ্যায়ে সঞ্জয় ও ব্যাসের কথোপকথন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সর্গে ১৩০ নং শ্লোকে বক্তা সহসা বৈশম্পায়নে পরিণত হন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেইরূপেই কথা বলিতে থাকেন কিন্তু সঞ্জয়কে আর পাওয়া যায় না। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে ইহা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছে। ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ে ১৮-২০ শ্লোকে দেখি যে, স্কন্দ শিবের নিকট জানিতে চাহিতেছেন যে ব্রহ্মহত্যার দ্বারা শিব কি ভাবে পাপগ্রস্ত হইয়াছেন। শিব পঁয়তাল্লিশ শ্লোকে এক

রঘুনন্দনের 'স্মৃতিতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের প্রথমাংশ হইতে বহু বচন উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ আর. সি. হাজরা মহাশয়ের Puranic Records on Hindu Rites and Customs গ্রন্থের ৩০৭-৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১। ইন্দোর্লক্ষগুণং পুণ্যং রবের্দশগুণং ভবেৎ।
গঙ্গাতীরে তু সম্প্রাপ্তে ইন্দোঃ কোটীরবের্দশ।
রবিবারে রবের্গ্রাসঃ সোমে সোমগ্রহস্তথা।
চূড়ামণিরিতিখ্যাত স্তত্রানন্তফলং ভবেৎ॥

হেমাদ্রি কর্তৃক পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত তৃতীয় শ্লোকটি পদ্মপুরাণের কোনও মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায় না।

২২। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'পুরাতন রাঢ়ের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষ' পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা ১৩৩৬-৩৭ সন) ৬৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৩। সৃষ্টিখণ্ড ৭৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৪। ঐ ৭৯।৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অপ্রাসঙ্গিক অতিবৃহৎ উত্তর দিয়াছেন।[২৫] ইহাতে মনে হয় যে প্রশ্নের কিছু অংশ হয়ত কৃত্রিম নতুবা শিবের প্রসঙ্গানুগত উত্তরের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু উনাশীতিতম অধ্যায়ের ৪৭-৪৯ শ্লোকগুলিও কৃত্রিম বলিয়া ধরিতে হইবে; কারণ ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মা ও নারদের কথোপকথনের প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আসিতেই পারে না।

২৫। সৃষ্টিখণ্ড ৭৬।২১-৬৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বেথুন সোসাইটি—৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটির ১৮৫৬ সনের কর্ম্মাধ্যক্ষ-সভার বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্নেল গুড্‌উইন এই বৎসরের সভাপতি পদে বৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী মে মাসে তিনি অসুস্থতানিবন্ধন এ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন ডাঃ বেডফোর্ড। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অকস্মাৎ মারা গেলেন। ডাঃ নর্মান চেভার্স সোসাইটির ১৩ই নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের অধিবেশনে সদস্যগণকে সভাপতি বেডফোর্ডের মৃত্যুর কথা বিজ্ঞাপিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহাতে ডাঃ বেডফোর্ডের গুণপণার কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়।

সদস্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ১৮৫৬ সনের প্রারম্ভে সোসাইটির সদস্য ছিলেন দুই শত একাশী জন। সম্বৎসরে তেইশ জন নূতন সদস্য সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু বৎসর শেষে দেখা যায়, বহু সদস্যের চাঁদা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল, প্রত্যেক নূতন সদস্যকে দুই টাকা করিয়া প্রবেশ-দক্ষিণা দিতে হইবে। ১৮৫৭, জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় ইহা তুলিয়া দেওয়া হইল, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধার্য্য হইল যে, ছয় মাসের অগ্রিম চাঁদা পরিশোধের টিকিট না দেখাইতে পারিলে কাহাকেও সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। এ বৎসরের প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বেথুন সোসাইটির বিখ্যাত বাগ্মী মানবহিতৈষী ক্রীতদাসপ্রথার অন্যতম উচ্ছেদকারী জর্জ্জ টমসন কর্ত্তৃক বক্তৃতা দান। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর সোসাইটিতে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। এগুলি খুবই কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ হয়। এবারে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তৃতার ফিরিস্তি এইরূপ :

"1. 'On the Nature of the Evidence on which the Truth of Phrenology is founded'—By Babu Kalikumar Das.

2. Terristrial Magnetism and connected Phenomena—By Dr. Halleuer.

3. On the Origin and development of Modern Science—By Dr. Hayes.

4. On the Temperance Movement in Modern Times—By C. H. A. Dall.

5. On Combustion in reference to respiration and ventilation—By Dr. Halleuer.

6. Hindoo Female Education, how best achieved under the present circumstances of Hindu Society—By Babu Koylas Chaunder Bose.

7. Reminiscences of a visit to North America—By Mr. George Thompson.

8. Readings from Shakespeare—By Mr James Hume."

বাগ্মীপ্রবর জর্জ্জ টমসন এবং অধ্যাপক ড° হেলিউর ব্যতিরেকে আরও অনেকে নানা সমাজকল্যাণকর বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবারকার প্রবন্ধ-তালিকায় পাদ্রী সি. এইচ্. এ. ড্যালের মাদকদ্রব্যবর্জ্জন তথা সুরাপান-নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে একটি

আলোচনা-প্রবন্ধ রহিয়াছে। ড্যাল আমেরিকাবাসী একেশ্বরবাদী পাদ্রী। ঐ সময়কার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় ও আন্দোলনে তিনি বিশেষ-ভাবে যোগদান করিতেন। এদেশীয় যুবক সমাজের সঙ্গে তিনি আন্তরিকতার সহিত মিশিতেন এবং তাঁহাদের সকল কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এ বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে। সমাজের তৎকালীন অবস্থায় কিরূপে কার্য্যকরীভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সাফল্যলাভ করা যায় এই বিষয়ে উহাতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

১৮৫৭ সনের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সদ্বিদ্বান্ জেম্‌স্ হিউম সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অন্য কর্ম্মাধ্যক্ষদের নাম পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, প্রায় সকল পদই পূর্ব্বেকার সদস্যদের দ্বারা পরিপূরিত হয়। তবে ডাঃ নর্মান চেভার্স এবারে অন্যতর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মনে হইতেছে।

২

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৫৭ সনে অর্থাৎ সোসাইটির ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত হইলাম। এই বৎসরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ১৮৫৭ সনের প্রথমে যথাক্রমে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সনে আবার সিপাহী বিদ্রোহ আরব্ধ হইয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলে বাজ হানে। ইংরেজ এবং ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি-বৈরিতা প্রচণ্ডভাবে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ বিপত্তির ভিতরও বেথুন সোসাইটি নিজ আদর্শে দৃঢ় রহিল এবং ইউরোপীয় ও ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়েরই বিদগ্ধ জনেরা সম্মিলিতভাবে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় পূর্ব্ববৎ লিপ্ত ছিলেন। এবারকার মাসিক অধিবেশনগুলিতে মোট সাতটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ২২শে জানুয়ারী ১৮৫৮ দিবসীয় "বেঙ্গল হরকরা" হইতে এই প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা উদ্ধৃত হইল :

"On the Mormons and their leader Joseph Smith, by the Rev. C. H. A. Dall, A. M.

On the moral spirit of Early Greek Poetry, by Mr. G. Smith.

On Electro-magnetism, illustrated with various experiments and some diagrams, by Mr. [H] Sterling.

On Meteorology, by Dr. H. Halleuer.

On Chemistry as applied to Agriculture, by Mr. G. Evans, B. A.

A continuation of the Lecture on Meteorology, by Dr. H. Halleuer.

On Landed tenure in Bengal, by Baboo Nobin Kristo Bose.

On Modern enterprises of benevolence in Great Britain, by Mr. Mcleod Wylie."

প্রবন্ধ-পাঠ এবং বক্তৃতা ছাড়া সোসাইটির সভাপতি জেম্‌স হিউম সেক্সপীয়রের নাটকসমূহের অংশ বিশেষ ১৮ই ও ২০শে মার্চ এবং ১৩ই আগস্ট তারিখের বিশেষ সভায়

পাঠ করেন। উপস্থিত সদস্যগণ এতদ্দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হন। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধ-পাঠ এবং বক্তৃতা-দানের পর সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়ই আলোচনায় যোগ দিতেন।

এই বৎসরে (১৮৫৭) সোসাইটির তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হইল। উক্ত পুস্তক দুইখানিতে যথাক্রমে দুইটি ও তিনটি বাছাই-করা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যক প্রবন্ধ-পুস্তকে প্রদত্ত হয়—পাদ্রী ড্যালের "On the Temperance Movement in modern times" এবং কৈলাসচন্দ্র বসুর "On the Education of Hindoo Females, how best achieved under the present state of Native Society"। চতুর্থ সংখ্যক প্রবন্ধ-পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়—জেমস্ হিউমএর সভাপতির অভিভাষণ, জর্জ্জ স্মিথের "On the moral spirit of Early Greek Poetry" এবং জর্জ্জ ইভান্সের "On Chemistry applied to Agriculture"। ১৮৫৭ সনে ভীষণ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যেও সোসাইটির নূতন সদস্য হন একচল্লিশ জন; ইঁহাদের ভিতর ষোল জন ইউরোপীয় এবং পঁচিশ জন ভারতীয়।

সম্পাদক সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণে (১৮৫৭) একটি বিশেষ সভার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রখ্যাত ছাত্রগণ সোসাইটির আদর্শে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সভার প্রধান কার্য্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা। সম্পাদক এই সভার নাম উক্ত বিবরণে না দিলেও, ইহা যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামে অভিহিত হয় তাহা বুঝা যায়। প্রতি মাসে এই সোসাইটির অধিবেশন হইত। একটি অধিবেশনের সংবাদ আমরা সংবাদপত্রে পাইয়াছি।* পাদ্রী সি. এইচ. এ ড্যাল এবং পাদ্রী জেমস্ লঙ্ এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের উৎসাহ দান করিতেন, নিজেরা নিয়মিত ভাবে আলোচনায় যোগ দিতেন। এই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। সভার সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক এইচ. হেলিউর। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং কেশবচন্দ্রের সহকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই সভা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"With the aid of these gentleman [Dall and Long], and with some of his friends, Keshub established about this time a literary society, called the British India Society, with the somewhat pompous object of 'the cultivation of literature and science'." †

৩

সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশন হইল ১৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী। জেমস্ হিউম যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবার পর ১৮৫৮ সনের জন্য অধ্যক্ষ-সভা নিম্নরূপে গঠিত হইল:

* *The Englishman* 22 August 1857.

† Keshub Chunder Sen By P. C. Mozoomder. *Third Edition.* P. 65.

জেম্‌স্ হিউম—সভাপতি

নর্মান চেভার্স, এম্‌-ডি
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ } —সহ-সভাপতি

ডব্‌লিউ. গর্ডন ইয়ং, সি. এস্.
পাদ্রী জেম্‌স্ লঙ্
কিশোরীচাঁদ মিত্র } —গ্রন্থাধ্যক্ষ

হরমোহন চট্টোপাধ্যায় —কোষাধ্যক্ষ

রামচন্দ্র মিত্র —সম্পাদক

ইহার পরে সভার বৈষয়িক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হয়। সোসাইটি স্বকীয় প্রবন্ধ-পুস্তকসমূহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে পাঠাইতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাট্‌ক্লিফ চতুর্থ সংখ্যক প্রবন্ধ-পুস্তক কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য প্রাপ্ত হন। ইহার নিমিত্ত পত্র দ্বারা তিনি সোসাইটি-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এ বিষয়টি সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে ইহার জন্য গ্রন্থ-সভার অনুমতি লইতে হইত। আমরা দেখিয়াছি, সোসাইটির সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে পঠিত ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তীর 'কলিকাতার পৌর স্বাস্থ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্‌জার্ভার'-সম্পাদকের অভিপ্রায়ানুসারে ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি স্বীয় প্রবন্ধ "On modern enterprises of benevolence in Great Britain" প্রকাশের অনুমতি যাচ্ঞা করেন। একটি প্রস্তাবে সভা সপ্তম নিয়মটির প্রতি মিঃ ওয়াইলির দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, সোসাইটির কার্য্যে ওয়াইলির তৎপরতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হইল, তবে তিনি যেন ইহা যে বেথুন সোসাইটির সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহার যথাযথ স্বীকারোক্তি করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লইয়া সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। নবীনকৃষ্ণ বসুর "On the landed tenure in Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধটি কলিকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশিত হয়। 'বেথুন সোসাইটিতে পঠিত'—এরূপ কোন স্বীকারোক্তি উহাতে ছিল না। সভাপতি হিউম বলেন যে, সোসাইটির সপ্তম নিয়মটি সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, যতদিন না এই নিয়মটি সংশোধিত হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠক তথা সদস্যকে ইহা মানিয়া চলিতে হইবে। উক্ত লেখকের দৃষ্টিও এই নিয়মটির প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার কথা হইল। সোসাইটির সপ্তম নিয়মটি হইল এইরূপ :

"The written discourses after they are read, shall be the property of the Society and Committee of Papers may, if they think fit, cause a selection of them to be printed or published with the concurrence of the author,"

এই নিয়মটির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল। পাদ্রী ড্যাল পরবর্ত্তী সাধারণ সভার বিবেচনার নিমিত্ত উক্ত নিয়মের নিম্নরূপ সংশোধনী উত্থাপিত করিলেন :

"That Ms. lecture be handed to the Committee of Papers for publication in the proceedings of the Society if the consent of the author be obtained on the night of the delivery."

সোসাইটি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে তিনখানির উল্লেখ পাইতেছি, যথা—১। মেজর ব্যাল্‌ক স্মিথকৃত "Statistical and Geographical Report of the 24 perganahs district" ; ২। শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত "Report of public Instruction in the Lower Provinces for 1856-57"; ৩। প্রথম সংখ্যা "Enquirer's Journal and Railway Chronicle"।

এই সকল পুস্তক প্রাপ্তির জন্য সভা গ্রন্থকার ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার কার্য্য সম্বৎসর সুষ্ঠুরূপে পরিচালনের নিমিত্ত কর্ম্মাধ্যক্ষদেরও বিশেষভাবে অভিনন্দিত করা হয়।*

৪

১৮৫৮ সনেও সোসাইটির কার্য্য কতকটা ভালভাবেই চলিল। এ বিষয়ে সভাপতি হিউমের প্রযত্ন বিশেষ স্মরণীয়। তিনি স্বয়ং সোসাইটির অধিবেশনে "মারমিয়ন" এবং "দি লেডি অফ দি লেক" হইতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া সদস্যবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, পাদ্রী এইচ. এ. ড্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবারেও সারগর্ভ সমাজ-কল্যাণকর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এ বৎসরে পরবর্ত্তী কালের সুবিখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক এক প্রবন্ধ পাঠের বিষয় অবগত হইতেছি। ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯ সনে পঠিত প্রবন্ধের এবং বক্তৃতাদির তালিকা পরে দিতেছি।

১৮৫৯ সনের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে সোসাইটির সভ্যগণ জেম্‌স্ হিউমকেই সভাপতি পদ দান করিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়ায় ইহার কার্য্যে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। বেথুন সোসাইটির মত একটি সাংস্কৃতিক সভায় সভাপতির উপস্থিতি এবং সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। হিউমের দ্বারা ইহা আর সম্ভব হইল না। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল মাসে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল না। জুন মাসে প্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থা করা গেল না। আবার সদস্যদের চাঁদাও ঢের বাকী পড়িল। এই সময় অসুস্থতা বাড়িয়া যাওয়ায় সভাপতি হিউম অকস্মাৎ বিলাতযাত্রা করিলেন। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই সোসাইটির পূর্ব্বতন সদস্যগণ প্রমাদ গণিলেন। সোসাইটি

* ২২শে জানুয়ারী ১৮৫৮-এর 'বেঙ্গল হরকরা' হইতে তথ্যগুলি গৃহীত।

এই দীর্ঘ আট বৎসরের ভিতর যে কাজ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অস্তিত্বের সার্থকতা সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। এখানে শুধু শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সম্মিলিত হন নাই, সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সরকারী কর্ম্মীবৃন্দ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণ এবং বেসরকারী বিদগ্ধ ইউরোপীয়েরাও ইহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছেন। ভারতবাসী এবং ইউরোপীয় সাহিত্য-রসিকদের সমবেত প্রয়াসে ইহা একটি আদর্শ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় ইহা কাহারও কাম্য নহে। সহ-সভাপতি ডাঃ নর্ম্মান চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র সোসাইটিকে পুনরায় একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে রূপদানে যত্নপর হইলেন। এই নব রূপায়ণের কথা বলিবার পূর্ব্বে ১৮৫৮ সনে এবং ১৮৫৯ সনের কিয়ৎকাল যেসব মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত বা বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করি :

"1. On the Adaptation of the Eye to varying distances—By Babu Mahendralal Sirker.

2. Readings from 'Marmion' and 'The Lady of the Lake'—By James Hume, Esq.

3. On the philosophy of conscience—By the Rev. C. H. A. Dall.

3. On the most distinguishing Characteristics of Modern Civilisation—By Babu Kali Kumar Das.

4. On Native Education—By Dr. S. G. Chuckerburtty.

5. On China and the Chinese—By Chaloner Alabaster.

6. On the Best Mode of Instructing the Females of India—By Babu Harropersad Chatterjea.

7 On Manhood—By C. H A. Dall.

8. On Conscience, its Nature, Functions with a brief review of the leading theories regarding it—By Mr. George Smith.

9. On the Theory of Punishment —By Charles Pijjad, Esq.

10. On Astronomy—By Professor Burgess.

11. On the Individual and Social Benefits of Physical Education—By Dr. Evans.""

এই তালিকা হইতেও সে যুগের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকগণের নাম পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা সাগ্রহে সোসাইটির কার্য্যে যোগদান করিতেন। অন্যান্য উৎসাহী সদস্যরাও ছিলেন যাঁহারা প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনায় যোগ দিয়া সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিতেন। ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯, এই দুই বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষদের নাম আমরা পাই নাই। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসর হইতেই রামচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক এবং হরমোহন চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত থাকিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। একটি বিবরণে* সোসাইটির প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৫৯ সন পর্য্যন্ত ইহার সহকারী সভাপতিদের নাম এইরূপ পাইতেছি ; উক্ত দুই বৎসরের সহ-সভাপতিদের নামও ইহার মধ্যে রহিয়াছে, যথা :

---

* *The Proceedings of the Bethune Society for the Sessions of 1859-60, 1860-61;* "Introduction."

কর্নেল গুড্উইন, ক্যাপটেন ডব্লিউ. এন্. লীজ, এল্-এল্-ডি, ডাঃ বেডফোর্ড, ডাঃ চেভার্স, ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী, পাদ্রী জে. লঙ্, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং রাধানাথ সিকদার।

৫

একটু আগেই বলিয়াছি, হিউমের ভারতবর্ষ ত্যাগের পরে, সোসাইটিকে পুনরায় সক্রিয় অবস্থায় আনিবার জন্য সহকারী সভাপতি ডাঃ চেভার্স ও অপর কয়েকজন প্রাচীন সদস্য বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ তখন ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাত হইয়াছেন। কলিকাতা তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র। সোসাইটির পক্ষে ডাঃ চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করিলেন। ডাঃ ডাফ দুইটি বিষয়ে সোসাইটির নিয়মাবলী সংশোধনের আবশ্যকতার কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সোসাইটির অধিবেশন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং সোসাইটির মূল নিয়মে 'ধর্ম্ম' বিষয়ের আলোচনা যে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার মত এই ছিল যে, কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেও, ধর্ম্মের ঐতিহাসিকতা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি আলোচনায় কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে। এই দুইটি বিষয়ে ডাফের মত যাচাই করিয়া লইবার জন্য সোসাইটির সদস্যদের এক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইল। ডাঃ চেভার্সের সভাপতিত্বে ১৮৫৯ সনের ৯ই জুন এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডাঃ চেভার্স সোসাইটির সভাপতি-পদ গ্রহণের জন্য আলেকজাণ্ডার ডাফকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করেন; সম্পাদক রামচন্দ্র নিজে ইহা সমর্থন করিলেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের কথা জানা না গেলেও, মনে হয় এই সভায়ই ডাঃ ডাফ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি-পদে বৃত হন। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক এই পদ গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার অভিমত দুইটি গৃহীত হওয়া আবশ্যক। এইজন্য পরবর্ত্তী ১৫ই জুলাইয়ের সাধারণ সভায় ডাঃ চেভার্স উক্ত মর্ম্মে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইহা লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক হইল বটে, কিন্তু এ দুইটি গ্রহণে অধিকাংশের সম্মতি রহিয়াছে বুঝা গেল। ডাফও সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কেননা দেখা যাইতেছে, পরবর্ত্তী ১১ই আগষ্ট (১৮৫৯) আলেকজাণ্ডার ডাফই সাধারণ মাসিক সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সভাপতিত্বেই দুইটি প্রস্তাবের আকারে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিয়া নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হইল। দুইটি প্রস্তাবই ডাঃ চেভার্স উত্থাপন করিয়াছিলেন:

"That the meeting of the Society shall hereafter be held on the second Thursday of every month, for six months, from the beginning of November, until the beginning of April; except on special occasions, when gentlemen desirous of reading lectures during the vacation, may be permitted to do so with the consent of the President and officers of the Society."

অর্থাৎ, প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইবে; অধিবেশন হইবে নবেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত। কোন সদস্য যদি বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে বা প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন তাহা হইলে সভাপতি এবং কর্ম্মাধ্যক্ষদের অনুমতি লইয়া তাহা করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই :

"The grand and distinctive object of the Society being to promote among the educated natives of Bengal a taste for literary and scientific persuits, discourses written or verbal, in English, Bengali or Urdu, may be delivered at the Society's meetings, on any subject which may be fairly included within the range of general Literature and Science."

এখনে দেখা যাইতেছে, 'relgion' বা 'ধর্ম্ম' কথাটির উল্লেখ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং এমন ভাবে প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছে যে, সাধারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার মধ্যেই ডাফের অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করা চলিবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের ঐতিহাসিকতা এবং মূল তথ্যাদির আলোচনা ইহা হইতে বাদ যাইবে না।

সোসাইটির কার্য্য এইরূপে নূতন ভাবে নব পরিবেশে সুরু হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ ইহার 'পেট্রন' বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন। সোসাইটির নবরূপায়ণে সহকারী সভাপতি ডাঃ নর্মান চেভার্স ও সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের প্রয়াসের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বেথুন সোসাইটির একটি নিজস্ব হল ও গ্রন্থাগারের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছিল। সোসাইটির নবরূপায়ণে এ দুইটি যে একান্ত আবশ্যক, ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৫৯৮। মহাভারত—মৌষল পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি কদর্য্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯২ সাল। পুথির আদি ও অন্তে মৌষল পর্ব্ব লেখা থাকিলেও মধ্যের বিষয় অশ্বত্থামার মণিহরণ ও চন্দ্রলোকে গিয়া অভিমন্যুর সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।
অথো মৈসল পর্ব্ব লিখ্যতে ॥
হস্তিনাপুরেতে বৈসে রাজা ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি পালেন প্রজায় ॥
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নরপতি।
নিত্যোদ্গত আনন্দিত নানা বাদ্য নিতি ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী ব্যাকুলিত মন।
পুত্র ভ্রাতৃশোকে দেবী করএ রোদন ॥
হা হা পুত্র করি দেবী কান্দে উচ্চস্বরে।
কেশ ছিণ্ডি পেলাইল ধরণী উপরে ॥
ব্যস্ত হয়্যা বৃকোদর তুলি বসাইল।
উত্তম ভৃঙ্গারজলে মুখ পাখালিল ॥

শেষ—

অভিমন্যু বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমারে বলহ কেন আপন তনয় ॥
তুমি ত মনুষ্যদেহ আমি ত দেবতা।
তোমার আমার কোথা সম্বন্ধ গোত্রতা ॥
আমি চন্দ্র অভিমন্যু বলি কারে বল।
আমারে ছুইলে তোমার কভু নএ ভাল ॥
ভস্মরাশি হবে যদি পরশ আমারে।
শুনিয়া কুপিত হৈল ধনঞ্জয় বীরে ॥
মোহ এড়ি দিয়া গেলা গোবিন্দের পাশে।
শুনিয়া এ সব কথা কৃষ্ণচন্দ্র হাসে ॥
কৃষ্ণ বলে ধনঞ্জয় পাইলে প্রত্যয়।
আমার বচন জান কভু মিথ্যা নয় ॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ কৃষ্ণের সহিত।
পুনরপি নিজ ঘরে আসি উপনীত ॥
কহিল এ সব কথা সভাকার স্থানে।
শুনিয়া সভাই শোক পাসরিল মনে ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা শুনিলে সদাই।
ইহলোকে পরলোকে সকল এড়াই ॥
শুনি জন্মেজয় রাজা আনন্দিত মনে।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সর্ব্বজনে ॥

ইতি মৈসল পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিক্ষিতং শ্রীখেত্রনাথ ঘোষ সাং কোটা সন ১০৯২ সাল তাং ২৮ কার্ত্তীক ইতি।

—

৫৯৯। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৮, ২০-৪৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩॥০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৪৮ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।
স্বর্গ আরোহণ লিক্ষতে ॥
তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হয়্যা।
মুনিবরে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥

পিতামহচরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত।
তব মুখে শুনি আমি হইব পবিত্র ॥
কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর।
বিস্তার করিয়া মোরে কহ মুনিবর ॥
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
জেরূপে গেলেন স্বর্গ ধর্ম্মের নন্দন ॥

শেষ—

তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল জেমন।
গঙ্গাস্নান করি হৈলা নির্ম্মল গেআন ॥
মর্ত্তের জতেক মোহ সব দূরে গেল।
ভাই বন্ধু শোক রাজা সব পাসরিল ॥
গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার।
পূর্ণ ব্রহ্ম বলিএ জানিল সারোদ্ধার ॥
পুন গঙ্গাস্নান করি করিল তর্পণ।
গোবিন্দে করএ ধ্যান করি একমন ॥
যুধিষ্ঠিরে নিজ পদ দিলা নারায়ণ।
সাধু২ প্রশংসা করিলা দেবগণ ॥
কাএস্ত কুলেতে জন্ম নাম কাশীরাম।
ভারথ পাঁচালি করি নিত্য কৃষ্ণনাম ॥
ভারথপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন কাশীদাস ॥

ইতি স্বর্গারোহন সম্পূর্ণ হইল ॥ ইতি সন ১০৪৮ সাল তারিখ…ফাগুন মঙ্গলবার দ্বাদসি কৃষ্ণপক্ষ দিবা গোধলির সময় সম্পূর্ণ হইল ॥

—

৬০০। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯, ১১-৩৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৩৷০×৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০৩ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥
অথ স্বর্গ আরোহন পর্ব্ব লিক্ষ্যতে ॥
তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হয়্যা।
মুনিবরে জিজ্ঞাসা করে বিনয় করিয়া ॥
পিতামহচরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত।
তব মুখে শুনিঞা হইলাম পবিত্র ॥
কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদরে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব সত্বরে ॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
জেরূপে গেলেন স্বর্গ ভাই পঞ্চ জন ॥

শেষ—

এত শুনি নারায়ণ ঈষত হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু গরুড়ে চাহিয়া ॥
গোবিন্দ বলিল শুন বিনতানন্দন।
যুধিষ্ঠিরে লয়্যা তুমি করহ গমন ॥
করাহ লইয়া স্নান মন্দাকিনীজলে।
তবে ত হইব রাজা নির্ম্মল শরীরে ॥
বৈকুণ্ঠে আসিয়া মনে দ্বিধা নাহি ঘুচে।
যুধিষ্ঠিরশরীরে এখন মায়া আছে ॥
গঙ্গাস্নান করিলে সকল জাবে দূরে।
নিষ্পাপ হইব তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এত শুনি খগপতি করিল গমন।
গঙ্গাতীরে লয়্যা গেল ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল নতমান।
গঙ্গাস্নান করি তবে হৈল্য নির্ম্মল জ্ঞান ॥
মর্ত্তের জতেক মায়া সব দূরে গেল।
ভাই বন্ধু শোক রাজা সব পাসরিল ॥
গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার।
পূর্ণ ব্রহ্ম বলি জ্ঞান হইল এবার ॥
ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
স্বর্গপর্ব্ব রচিলা কাশীরাম দাস ॥

ইতি মহাভারথের পয়ার কাসিরাম দাস বিরচিতং স্বর্গারোহনপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ জথা

দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীবলরাম দাস২ সাং বালিঠ্যা গ্রাম ॥ সন ১১০৩ সাল তাং ২১ চৈইত্র।

—

৬০১। মহাভারত—স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৩, ২৮-৩১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি নাই। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ১১৫০ সাল লেখা আছে।

কৃষ্ণের সহিত পাতালে বলি রাজার নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন, যদুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ এবং তাহার পরে যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরামঃ।
ইতি স্বর্গারোহন পর্ব্ব ॥
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ ॥
কৃপা করি কহ সব মুনি মহাশয়।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ॥
নানাবিধ সুখভোগে আছে পঞ্চ জনে।
এক দিন গেলা রাজা গোবিন্দের সনে ॥
বলি রাজা পাতালে আছেন মহামতি।
তারে সম্ভাষিতে জান ধর্ম্ম নরপতি ॥
ধর্ম্মরাজ সঙ্গে করি জান নারায়ণ।
বলি সম্ভাষিতে জান পাতাল ভুবন ॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

এই দুইটি ভণিতাও দ্রষ্টব্য—

দ্বিজপদরজ পায়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞা পাঞা করিলা রচন ॥
—১২ পত্র।

কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
—২৮ পত্র।

শেষ—

মুনি বলে অপূর্ব্ব শুনহ নৃপবর।
তোমার গোষ্ঠীর কথা অতি মনোহর ॥
দেখিল বান্ধব সব মরিল সমরে।
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি দেখে যমপুরে ॥
মায়াতে বেষ্টিত ছিল জত ছিল শোক।
সব ছাড়ি খগপৃষ্ঠে গেলা বিষ্ণুলোক ॥
দেখিলা বৈকুণ্ঠপুরী অতি অনুপাম।
ত্রিভুবনে দিতে নাঞি তাহার উপাম ॥
সভে বিষ্ণু চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর।
সব বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখে ধর্ম্মনৃপবর ॥
নারদ সনন্দ শুক কপিল সনাতন।
লোমস গৌতম তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তার অন্নের বিচার।
আপ্ত পর ভাব নাঞি বিষ্ণু অবতার ॥

—

৬০২। মহাভারত—যানপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৶০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল। যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের স্বধামগমন ও যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণের উদ্‌যোগ পুথির বর্ণনীয় বিষয়। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

শ্রীশ্রীমহাভারথ জানপর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জয় পরাসরসুত জগতে বাখানি।
সত্যবতী উদরে জন্মিলা ব্যাস মুনি ॥
বাক্যময় অমৃত জাহার সরে মুখে।
জার কথা শ্রবণে তরিল তিন লোকে ॥
সিংহাসনে বসিয়া নৃপতি জন্মেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয় ॥
অতঃপর কি করিলা পঞ্চ সহোদর।
কি করিলা দুই ভাই রাম দামোদর ॥
স্বর্গ আরোহণ কথা কহিবে আমাতে।
পিতামহ পঞ্চ জন পড়িলা কেমতে ॥

শেষ—

কৃষ্ণের মরণ শুনি অন্তঃপুরজন।
হাহাকারে কান্দে সবে হয়া অচেতন ॥
সুভদ্রা দ্রৌপদী আর জত পুরনারী।
হাহা কৃষ্ণ করি কান্দে ভূমের উপরি ॥
... ...
তবে ধর্ম্ম নরপতি বিচারিলা মনে।
গোবিন্দ করিল আজ্ঞা স্বর্গ আরোহণে ॥
রাজ্যভার সমর্পিল রাজা পরীক্ষিতে।
পঞ্চ ভাই যাত্রা কৈল দ্রৌপদী সহিতে ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
গোবিন্দের স্বর্গযাত্রা জেই জন শুনে।
পরিণামে পায় হরি ব্রহ্ম সনাতনে ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
এত দূরে যানপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীমহাভারথ জান পর্ব্ব হইল সমাধা। জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীহরিমোহন দাস ঘোষ সাকিম বউদা সাং উদয়গঞ্জ তপে বরদ সরকার মান্দারন সন ১১৮২ সাল তারিখ ১৪ আশ্বীন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি ॥

৬০৩। মহাভারত—অভিষেকপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৬০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৭ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

গুরু মোকে পুছিলেন করিয়া প্রত্যয়।
মুই পাপী মিথ্যা বলিলুঁ না করিল ভয় ॥
এই কথা ভাবিতে হৃদয় মোর দহে।
কহিতে কথন রাজার চক্ষুর লোহ বহে ॥
অভিমন্যু পাঠাইলুঁ নাহিক বিচার।
তারে পাঠাইয়া দিলুঁ ব্যূহ ভেদিবার ॥
দ্রোণ বীর ব্যূহমুখে রহিল ছাওয়াল।
এ সব বিচার না করিলুঁ শিশুকাল ॥
প্রাণ সম ভাগিনা বলি কান্দেন নারায়ণ।
সেই লাজে নাহি চাই কৃষ্ণের বদন ॥

শেষ—

বনমধ্যে তোমারা জতেক দুঃখ পাইল।
আমি তোমা সভাকারে এত দুঃখ দিল ॥
এখনে বিবিধ সুখ ভুঞ্জহ সকলে।
জার জেই শ্রদ্ধা জায়ে ভুঞ্জ কুতূহলে ॥
আজ্ঞা দিলা ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
............মাথে ধর্ম্ম মহামতি ॥
বহু রত্ন পুরী দুর্য্যোধনদাসীগণ।
তাহা সভাকারে পাইল ধর্ম্মের নন্দন ॥
বৃদ্ধ রাজা বলে শুন পবননন্দন।
তুমি ভোগ কর দুঃশাসনের ভুবন ॥
দুর্ম্মুখের পুরী দেখ অতি সুন্দর।
বহু রত্ন পৃথিবী যুবতি মনোহর ॥
এমত আওাস পাএ ......।
দুর্ম্মুখ আওআস পায় নকুল মহাশয় ॥
... ...

ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার।
দুই লোকে শ্রবণে করএ উপকার॥
একমনে শুনে জেই বিজয় পাণ্ডব।
সেই জন……নাহি পরাভব॥
এই হৈল অভিষেক পর্ব্বের বিধান।
পয়ারে রচিল কাশী শুনে পুণ্যবান॥

ইতি অভিষেক পর্ব্ব সমাপ্তঃ॥ ১১৮৭ সাল তারিখ ১৬ আশ্বীন শুক্রবার।

—

৬০৪। মহাভারত—স্বপ্নপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪, ৮, ১২, ১৪-১৭, ১৯-২৫, অসম্পূর্ণ। ইহা ছাড়া ৯, ১১ ও ১৩ পত্রের কিছু অংশ এবং অন্য এক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা আছে। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। আরম্ভ—

শ্রীমহাভারথ স্বপ্নপর্ব্ব লিক্ষ্যতে॥
বৈবস্বত মনু জে বিলঙ্ক দেশের রাজা।
ধূপ দীপ দিয়া মুনিবরে কৈল পূজা॥
বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে।
এ আদি জতেক তীর্থ আছয়ে জগতে॥
বুঝাইয়ে সকলে বুঝহ পুনঃ ২।
আদি অন্ত মধ্যে জত হরিগুণ গান॥
…　　　·　　　…
স্বপ্নপর্ব্ব ভারত সংপূর্ণ না হইল।
মড় ব্যথা মোর মনে জাগিয়া রহিল॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
স্বপ্নপর্ব্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত নহে পুন॥

তৃতীয় পত্রে জগন্নাথ দাস নামক এক পুরাণ-অনুবাদকর্ত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

জগন্নাথে কাশী দাসে কৃপা কৈল ব্যাস।
পুরাণ ভাঙ্গিছে মাত্র এই দুই দাস॥

মধ্য অংশ—

শুন রাজা দুর্য্যোধন তুমি বড় মন্দ।
গোউড় হাউড় বলি গোবিন্দেরে নিন্দ॥
কৃষ্ণনিন্দা কৈলে রাজা হবে অধোগতি।
আর কিছু স্বপ্ন তোরে কহি নরপতি॥
নিদ্রাতে স্বপনে কেহ পরে পুষ্পহার।
দোচারিণী ঘরে পরে স্ত্রী হয়ে তাহার॥
নিদ্রাতে স্বপনে রাজা কেহ দেখে হাস্য।
অতি হীন গতি আন দ্বারে পরবেশ॥
স্বপনেতে জেই নারী পরে রঙ্গশাড়ী।
ঘরে পরে স্বামী মরে বান্দে চর্ম্মদড়ি॥
স্বপনে গোচরে দেখে মলিন বসন।
মরা মৃত্যু সমাচার আসিবে সে দিন॥

শেষ—

ভাগবতসার হয় দ্বাদশ যে কন্ধ।
শুনি পরীক্ষিত পাইল গোলোকে গোবিন্দ॥
আঠার পর্ব্বের সার স্বপ্নপর্ব্ব হয়।
শুনিলে সে স্বপ্নপর্ব্ব সর্ব্বফল পায়॥
গুপ্তেতে রাখিহ নর না কর্য় প্রচার।
সভার চরণে কাশী করে নমস্কার॥
ভারত আঠার পর্ব্ব প্রচার করিবে।
মোর এই বাক্য নর অবশ্য রাখিবে॥
সভার অগ্রেতে কহি করি জোড় হাত।
গুরু বিপ্রগণপদে করি প্রণিপাত॥
বেদব্যাস চরণে করিয়া প্রতিআশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

ইতি শ্রীমহাভারথ স্বপ্নপর্ব্ব সমাপ্তং॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। নিঃ শ্রীব্রজমোহন দেবসর্ম্মা সাঃ চান্দাবিলা পরগনে কোল্যানপুর। পঠনাথে শ্রী… সাকিনে জলপুর পরগনে কল্যানপুর মতাবক মেদিনীপুর॥ সন ১২৪০

সাল তারিখ ২৭ জৈষ্টী কৃষ্ণপোক্ষ তিথি সপ্তমি রোজ যুক্রবার বেলা চোদ্দ ঘড়ি অক্তে শ্রীশ্রী জীউ গোপালচন্দ্রেব মন্দিরের দ্বারায় দক্ষিন মুখে বোসিয়া এ পুস্তক লিখিয়্যা সমাপ্ত কোরিলাম ॥

৬০৫। **মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কৃষ্ণানন্দ বসু। পত্র ১৪, ১৬-১৮, ২০, ২৩-২৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। চতুর্দ্দশ পত্রের আরম্ভ এইরূপ—

হাতেতে ভৃঙ্গার করি শৌচেতে চলিল।
হেন কালে অশ্বথ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হইল ॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হস্ত দিয়া রহে বিস্ময় হইয়া ॥
জানিল অশ্বত্থবৃক্ষরূপ নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পক্ষে তাহা করিল পূরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে জেই জন ॥
তাহারে পাপের বাধা নহে কোন কালে।
জতেক সুকর্ম্ম তার হয় অবহেলে ॥

ভণিতা—

মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদদ্বন্দ্ব।
পাচালি প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ ॥

পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ—

ব্রত উপবাস নর করে অকারণ।
আত্মাকে ত দেহ কষ্ট অধর্ম্ম লক্ষণ ॥
ষড়চক্র কথা রাজা শুন একমনে।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে কৈল নারায়ণে ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণিয়ে।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে নির্ণয়ে ॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপী বৈসে জীব তাহার ভিতরে ॥
মাঝেতে কেশর চতুর্দ্দিগে কর্ণিকার।
জীব আত্মা স্থিতি তথা পদ্মের আকার ॥
তদন্তরে চতুর্থ চক্র অদ্ভুত উপরে।
একোত্তর শত দল তাহাতে বিস্তারে ॥
তদন্তরে পঞ্চম চক্র অতি সুবিস্তার।
পঞ্চ শত দল জার মধ্যে কর্ণিকার ॥

৬০৬। **মহাভারত—নারীপর্ব্ব।**

রচয়িতা—নিত্যানন্দ ঘোষ। পত্র ২, ৫-৪৭, ৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪৬০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭১ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ—

... ... করিআ উরু
ভীম ভাঙ্গিলেক গদাঘাতে।
সর্ব্বসৈন্য নিপাতিয়া আছিলেন লুকাইয়া
দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে ॥
সঞ্জয়ের মুখে বাণী ধৃতরাষ্ট্র নৃপ শুনি
সিংহাসন হইতে পড়ে ভূমে।
অচেতন কুরুপতি মুখে নাহি ভারতী
সম্বিত পাইল কত ক্ষণে ॥
পুত্রশোকে ... বিভোলে পড়িয়া ক্ষিতি
নয়নে গলয়ে অশ্রুধার।
বাউ ভঙ্গ জেন উরু শোক হইল অতি গুরু
পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥

ভণিতা—

শুন২ অরে ভাই হয়্যা একমন।
নিত্যানন্দ দাস কহে ভারতকথন ॥

শেষ—

বান্ধিল তোরণ সভে উচ্চ করি।
কদলি রোপণ কৈল আউরি আউরি ॥
ঝার বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে সভার দুয়ারে ॥
রাজমার্গ সমস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগৌর চন্দনে ॥
হস্তিনা নগরে জত আছিল ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥
কুঙ্কুম চন্দন কেহো হাথে করি নিল।
আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥
অপূর্ব্ব ভারতকথা পুরাণ প্রমাণ।
এত দূরে স্ত্রীপর্ব্ব হইল সমাধান ॥

পুস্তক শ্রীবাঞ্ছারাম দাষ গুপ্ত লিখিতং......
সন ১১৭১ সাল মাং বৈসাখ।

৬০৭। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—নিত্যানন্দ ঘোষ। পত্র ১-৫৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৪৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। ৩৭ সংখ্যক পত্রে কাশীরাম দাসের একটি ভণিতা আছে। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।
ভীষ্মপর্ব্ব।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন।
তবে কোন কর্ম্ম কৈল পিতামহগণ ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বের কথা শুনিলাঙ আমি।
কেমতে সংগ্রাম হইল কহ তাহা শুনি ॥
মুনি বলে ভীষ্মপর্ব্ব শুনহ রাজন।
সংগ্রাম করিতে যাত্রা কৈল দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য চাপিলেন রথে।
সংগ্রাম করিতে জান হরষিত চিত্তে ॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য কর্ণ মহাজন।
শকুনি সহিত শত ভাই দুর্য্যোধন ॥
সোমদত্ত জয়দ্রথ জতেক নৃপতি।
রথে আরোহণ কৈল হরষিত মতি ॥

ভণিতা—

শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একমন।
নিত্যানন্দ ঘোষ ভণে ভারত কথন ॥

শেষ—

অর্জ্জুনেরে দেখি পুন বলে ভীষ্ম বীর।
খাট জল দেহ মোর দহে ত শরীর ॥
ভীষ্মকে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
গাণ্ডীবেতে গুণ দিয়া যুড়িলেক শর ॥
আন্ধলিক অস্ত্র মারি পৃথিবী ভেদিল।
ভীষ্মের দক্ষিণ ভাগে সলিল উঠিল ॥
ধারা বেয়্যা ভীষ্মমুখে পড়ে দিব্য জল।
জল পানে তৃপ্ত হইলা ভীষ্ম মহাবল ॥
...　　...　　...
হেন মতে প্রসঙ্গেতে জত কুরুগণে।
শিবিরে চলিল রাজা সকরুণ মনে ॥
প্রণমিঞা ভীষ্মকে রক্ষক দিয়া সভে।
আপনার ঘর গেলা কৌরব পাণ্ডবে ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন২ ওরে ভাই হয়্যা একমন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত কথন ॥

ইতি ভিস্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ভীষ্মস্যাপি রণে ভঙ্গ [ইত্যাদি]। সন ১২৪০ বার সও চল্লিস সাল ॥ তারিখে ২৯ বৈসাগ ॥ বার স্তুক্র ॥

৬০৮। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—সারণ কবি। পত্র ১-১২৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৪ সাল। ভণিতায় কবি নিজেকে উৎকলবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

অথো সাঁরন বিরাট লিক্ষ্যতে॥
জন্মেজয় রাজা বলে মুনি কর অবধান।
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্ব্বপিতামহগণ॥
বিরাট নগরমধ্যে রহিল লুকায়া।
কোন মতে রহিলেন কহ বিস্তারিয়া॥
কিরূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন।
কোন নাম কোন মতে রহে কোন জন॥
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার॥

ভণিতা—

১। সরস্বতীচরণ ভাবিএ একমনে।
বিরাট পর্ব্ব ভারত সারণ কবি ভণে॥
২। কীচক করিল বধ পবননন্দন।
গাইল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥

শেষ—

বৈসাইল মৎস্য রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
শাস্ত্রমত উত্তরাকে দিল অভিমন্যে॥
যৌতুকার্থে নানা ধন অভিমন্যে দিল।
মঙ্গলবাজনা বাজে বিবাহ হইল॥
কন্যা সমর্পিএ রাজা গেল নিজ ঘরে।
অমাত্য সুহৃদ্ বন্ধু সব গেল ঘরে॥
কন্যা বিভা দিএ তবে মৎস্য অধিকারী।
নয়ান ভরিয়া দেখে বলরাম হরি॥
আনন্দের নাহি সীমা ভাই পঞ্চ জন।
গোবিন্দ সহিত বহু কথোপকথন॥
হইল বিরাট পর্ব্ব এত দূরে সায়।
সারদাকে ভাবিয়া সারণ কবি গায়॥
জাত্যেতে উৎকল বিপ্র শাণ্ড নাম ছিল।
সারদাকে ভাবিয়া সারণ কবি হইল॥

ইতি॥ অথো সারন বিরাট॥ পর্ব্ব লিক্ষতে॥ সমাপ্ত॥ লেখিল পুস্তক আমী দিষ্টী অনুসারে। লিক্ষকের দোস নাই জানির গোচরে॥ তবে জদি কদাচিত হঅ ভুল ভান্তি। ভিমের সমরে জেন মনের ভমতি॥ ইতি সন ১২৬৪ সাল তারিখ ৬ পৌস বেলা আন্দাজি ২ দুই পহর সম বার লিখিত শ্রীমহাভারথ দত্ত সাং সাএর বাখড়া গ্রাম॥ পাটক শ্রীহারাধন দত্ত।

৬০৯। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবি সারণ। পত্র ২-৩২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৮ সাল। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমেই উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধারম্ভ দেখা যায়। সুতরাং এই পুথিতে বিরাটপর্ব্বের প্রথম অংশ না থাকায় ইহা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ। যথা—

কাটিব মুকুটমণি নবদণ্ড ছাতা।
যথোচিত কুরুগণে করিব আবস্তা॥
রথ রথী হাতী ঘোড়া যত আছে তার।
বাণবৃষ্টি করিয়া করিব ছারখার॥
প্রাণ মাত্র করি শেষ দিব ত ছাড়িয়া।
এই যে সমূহ সেনা দেখহ চাহিয়া॥

বিমান চালাহ শীঘ্র রাজার নন্দন।
এহার ভিতরে বুঝি আছে দুর্য্যোধন ॥
অন্যে মোর কাজ নাহি শুন সাবধানে।
যত ক্ষণে না পাব পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনে ॥

ভণিতা—

ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল।
সারণ কবিকে সারদার কৃপা হৈল ॥

শেষ—

বসাইল মৎস্যরাজা যথাযোগ্য স্থানে।
শাস্ত্রমত উত্তরাকে দিল অভিমন্যে ॥
যৌতুকার্থে নানা ধন অভিমন্যে দিল।
মঙ্গলবাজনা বাজি বিবাহ হইল ॥
কন্যা সমর্পিয়া রাজা করিল দক্ষিণা।
দ্বিজগণ নিজালয়ে গেলা সর্ব্বজনা ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য চর্ব্ব্য চোষ্য ভুঞ্জান সভারে।
রাজাগণ চলি গেলা নিজ২ ঘরে ॥
আনন্দের সীমা নাই বিরাট নগরে।
হরিধ্বনি করে সভে হরিষ অন্তরে ॥
এত দূরে বিরাটপর্ব্ব হইল যে সায়।
সারদাকে ভাবিয়া সারণ কবি গায় ॥
কাশীরাম দাসের চরিত্র বিচক্ষণ।
যাহা হইতে মহাভারত শুনে সর্ব্বজন ॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত লিখিতং শ্রীকৃষ্ণসুন্দর বিশ্বাষ সাং মালীআড়া ইতি সন ১২৬৮ সাল তাং ১৪ ভাদ্র তিথি নবমী রোহণী নক্ষত্র দিবা সাড়ে তিন প্রহরের সময় এই পুস্তক সমাপ্ত হইল।

৬১০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৩-৩০৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৬৹ × ৪৬৹ ইঞ্চি। শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ না থাকায় লিপিকাল নাই। তৃতীয় পত্রের প্রথমে গণেশবন্দনা—

বিঘ্ন বিনাশন গৌরীর নন্দন
বন্দ দেব গণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে সভার প্রথমে
ধাতা আগে জারে পূজে ॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ
সুন্দর নম্র উদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সভাই উনমত
... গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
হৃদে বিভূষিত অরির শোণিত
পরিধান ব্যঘ্রছাল।
ভুজ করিকর ... ...
পাশাঙ্কুশ জপমাল ॥
বাহন ইন্দুর ভূষণ সিন্দূর
খগ জিনি নত নাসা।
প্রচণ্ড কুণ্ডল মুকুট মণ্ডল
তিলক তিমিরনাশা ॥
নানা পরিচ্ছদ কঙ্কন অঙ্গদ
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে।
যতি জিতেন্দ্রিয় যোগিজনপ্রিয়
যোগেন্দ্র যোগীর মাঝে ॥
তাহার চরণ করিয়া স্মরণ
রচিল বিবিধ গাথা।
বাল্মীকি বসিষ্ঠ ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ
ক্ষিতিতে হইলা খ্যাতা ॥

শেষ—

তুষ্ট হয়্যা বর দিয়া গেলা পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥
বর দিয়া নিজালয়ে গেলা হুতাশন।
আনন্দিত হয়্যা চলিলা দুই জন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা আর পাণ্ডবচরিত্র ॥

ব্যাসের রচিত চিত্র ভারত সুন্দর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ঘর সিংহগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তস্যজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধু জনের চরণে।
হইব নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

ইতি শ্রীমহাভারথে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিপিরিয়ং শ্রীরামগোবিন্দ দাস ঘোস সাকিম বালা পরগনে চন্দ্রকোনা··· শ্রীসিবচরন দাস ঘোষ এ পুস্তক জে চুরি করিবেক তাহাকে গোহত্যা ব্রহ্মহ···।

—

৬১১। **মহাভারত—আদিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১২-১৮, ২০-১৬৬, ১৬৮-২৩৯, অসম্পূর্ণ। একটি পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা, দুই এক পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তিও আছে। লিপি সুন্দর। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বাদশ পত্রের আরম্ভ—

একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কাঁপে থর থর॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার॥
সমুদ্র মথিয়া রত্ন সভে লৈল বাটি।
কেহ চিত্তে না করিলে আছে ধূর্জ্জটি॥
জে করিলে তাহা কিছু না করিল মনে।
আমি মথিবারে বৈল করহ হেলনে॥
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ নাহি দিল আর॥

শেষ—

তবে কৃষ্ণার্জ্জুন আর দানব ঈশ্বর।
তিন জনে প্রদক্ষিণ কৈল বৈশ্বানর॥
বর দিয়া নিজাশ্রমে গেলা হুতাশন।
আনন্দিত হইয়া চলিলা তিন জন॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা সব পাণ্ডবচরিত্র॥
ব্যাসের রচিত গ্রন্থ ভারত সুন্দর।
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গঙ্গা ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তস্য জনক হয় কমলাকান্ত পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কহি কাশীদাস সাধু জনের চরণে।
হইব নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

—

৬১২। **মহাভারত—আদিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৯৯, সম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। মধ্যবর্ত্তী কতিপয় পত্রেরও কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট।

বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৬ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল। গণেশাদি বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ—

শৌনকাদি মুনি সব নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণপুত্র সৌতি নাম ধরে।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপরে॥
ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেইখানে॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথা পুবাতন।
সুতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ॥
মুনিগণে প্রণমিল সুতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন সব মুনি।
তব তাত সুত তিহ বহুশাস্ত্রজ্ঞানী॥
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিল তেকারণে।
কি জ্ঞান কহত তুমি করিব শ্রবণে॥
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে।
বিস্তার করিয়া কহ আমার সাক্ষাতে॥

শেষ—

কৃষ্ণ বলে বব আমি মাগিয়ে তোমায়।
অর্জ্জুনেরে স্নেহ তুমি করিবে সদায়॥
হৃষ্ট হইয়া বর দিয়া গেলা পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর॥
তবে কৃষ্ণার্জ্জুন আর দানব ঈশ্বর।
তিন জন প্রদক্ষিণ করি বৈশ্বানর॥
... ...
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা...ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সির্দ্ধ গ্রাম।
কমলাকান্তের সুত কাশীদাস নাম॥

ইতি আদিপর্ব্ব...যথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীরামচরণ দেবশর্ম্মণঃ সাঃ শ্যামপুর... নে কুতুপুর সন ১২১২ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র বৃসপতিবার বেলা তিতিয় প্রহর...।

—

৬১৩। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫৯। সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা, কোন কোন পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩৬/০×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৪ সাল। বন্দনাদির পর গ্রন্থারম্ভ—

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
হেন কালে আইলা তথা সুতের নন্দন।
মুনিগণে প্রণমিল করি সম্ভাষণ॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণ।
তব তাত সুত ছিল বহু শাস্ত্রে জ্ঞান॥
নানা তন্ত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সুতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ॥
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিয়ে তেকারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ ত সভাতে॥

শেষ—

ইন্দ্রাণী নগর গ্রামে পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গঙ্গা ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সির্দ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তত্মজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধু জনার চরণে।
হইব নির্ম্মল জ্ঞান যেই জন শুনে॥

শুনএ রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
কাশী কহে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি শ্রীমহাভারথে আদিপর্ব্ব সমাপ্তং।···ইতি সন ১২৩৪। সাল তারিথ ২৫ আশ্বীন রোজ বুধ বাসর পঠনার্থে শ্রীবৈদ্যনাথ পাঠক সাং মাধবপুর পরগনে চন্দ্রকোনা। শ্বাক্ষর শ্রীপেলারাম দত্ত সাং শ্যামসুন্দরপুর পরগনে বরদা পুস্তক অদরষ ২৬৮ দুই শও আটসট্টি পাত নিজ ২৫৯ দুই সও ওনসাটী পাতে সংপূন্ন হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে সুদর্ষন চক্রে পড়িবেক ইতি।

৬১৪। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬, ৯-১৯৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫।০×৫।০ ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৪৫ সাল। গণেশাদি বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ—

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করেন যেই স্থানে॥
লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপরে॥
ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে।
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেই স্থানে॥
মুনিগণে প্রণমিলা সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে।
তব তাত সূত ছিলো বহু শাস্ত্রজ্ঞানে॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ॥
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিল তেকারণে।
কি জান কহত মুনি করিব শ্রবণে॥
ভৃগুবংশ উৎপত্তি হইলা কোন মতে।
বিস্তার করিয়া কহ আমার অগ্রেতে॥

শেষ—

যেন মতে ইন্দ্র জিনি খাণ্ডব দহিল।
যেন মতে ছয় জনে রক্ষণ করিল॥
যেন মতে অভিমন্যু সুভদ্রা জতো(?)॥
আদ্য অন্ত সকলেরে কহিল বৃত্তান্ত॥
শুনিয়া সকল বন্ধু আনন্দিত হৈল।
মাএরে দেখিয়া দুখ সব পাসরিল॥
হেন মতে যুধিষ্ঠির রত্নসিংহাসনে।
ধনে জনে সংপূর্ণ বেষ্টিত বন্ধুজনে॥
মুনি বলে শুনহ রাজন মহামতি।
এই মত হইল তব বংশের উৎপতি॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোকে করে উপকার॥
সর্ব্বলোক কর্ণ ভরি শুনে এই কথা।
এই মত সমাপ্ত পাণ্ডবগুণগাথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এই পুথি আরম্ব করি লিখিতে মোং শান্তিপুরে ৩৪ শালে ২০ পৌষে এই পুথি লিখিলেন শ্রীরাধাশ্যাম দাস প্রামানিক নিবাস শান্তিপুর কারন প্রজুক্ত পড়িবার এতদার্থে। জিনি পড়িবেন তেহোঁ ভুল ধরিবেন না॥ জদি বল কীতদার্থে। ভিমস্বাপি [ইত্যাদি]। পৌষ মাশে প্রাতকালে চারি দণ্ড বেলার সময় বুধবার তৃতিএ সেই দিবস এই পুথি সাজ হৈল···সেই দিবস কুয়াশা বড় হৈয়েছিল তখন কুয়াশা নাস হইনি॥···ইতি সন বার সও গ্রহ শাল তারিখ ২৫ পৌষ বুধবার···।

৬১৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৪৩, ৪৫-৭৭, ৭৯-১০৪, ১০৮-১৮৬, ১৯০-২৪৪, ২৪৬-২৫৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি অতিশয় অশুদ্ধ। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪১ সাল। বন্দনাদির পর গ্রন্থারম্ভ—

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহরিষণপুত্র সৌতি নাম ধরে।
ব্যাস মুনি উপদেশ মাত্রে তৎপরে॥
ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে॥
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি কৌতূকে বলেন মুনিগণ।
তব প্রতি পুত্র জন্মিল সাধু জ্ঞান (?)॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন।
সুতমুখে কত কথা করিল শ্রবণ॥
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসি সে কারণ।
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ সম্ভব হইল কন মতে।
বিস্তারিয়া কহ কথা আমার অগ্রেতে॥

শেষ—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গঙ্গা ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র শুভঙ্কর নাম॥
তস্য জন কমলাকান্ত হয় পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কহে কাশীদাস সাধু জনের চরণে।
হইব নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদি পর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

ইতী॥ আদী পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১২৪১ সাল তাং ১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১।৹ ডের প্রহর আপন মেলায় পূব্বমুক্ষে লেখিয়াছি॥ শ্রীরামজিবন গোস্বামী। সেই দীনে নিহালু বাড়ুজার মাএর সাঙ্গ॥ সেই দীনে নিরঞ্জন গোস্বামীর মরাই বাদে মোস গোচে॥ ইতী।

৬১৬। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৬, ২৮-৬৯, ৭১-১৮৩, অসম্পূর্ণ। পত্র কীটদষ্ট। প্রথমে ও শেষে কতগুলি পত্রের কিছু অংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪১ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীগনেশায় নমঃ॥

আদিপর্ব্ব পুস্তক লিক্ষতে।
বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
মহামুনি পরাশর তাহার জনক॥
বেদশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠ সুবুদ্ধি সুস্থির।
নীল পদ্ম জিনি জাহার শরীর॥
ভারত ভাগবতাদি জতেক পুরাণ।
জাহার কমলমুখে সভার নির্ম্মাণ॥
…মল পিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির।
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাঘ্রচীর॥
নয়নকমল দীপ্ত যুগল মিহির।
পদ … … ইন্দ্র শির॥
লীলায় বিবিধ বেদ হইল আন (?)।
ঋক্ সাম যজু আর অথর্ব্ব পুরাণ॥

কৈবর্ত্ত জননী আর ··· জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে জার আচরণ ব্রহ্ম ॥
নমস্তে করিয়া ব্রহ্ম চরণ পঙ্কজে।
পরম সানন্দে কাশীরাম দাসে···।

খাণ্ডব দহনের পর শেষ অংশে—

রাজার বচন শুনি কহে ধনঞ্জয়।
রাজার চরণে কথা কহে সবিনয় ॥
গৃহ ছাড়ি প্রথমে করিল গঙ্গাস্নান।
ব্রহ্মচর্য্য বৃক্ষের বাকল পরিধান ॥
চলিলাম প্রয়াগ পরম তীর্থস্থানে।
প্রয়াগ হইতে কাশী করিল গমনে ॥
কাশী হইতে মথুরা চলিল শীঘ্রগতি।
অযোধ্যায় দেখিলাম সীতা রঘুপতি ॥
হরিদ্বার অবধি ভ্রমিল সর্ব্বস্থান।
নাগকন্যা উলুপী আমারে কৈল দান ॥
কলিঙ্গরাজার সুতা কৈল পরিণয়।
তোমারে করিল রাজা সংক্ষেপে নির্ণয় ॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করিল ভ্রমণ।
দ্বারকায় জতেক জানহ বিবরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
পার্থের বচনে তুষ্ট ধর্ম্মের নন্দন।
কাশীরাম দাস কহে পয়ার বচন ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধু জনে।
অবিরত মন মহাভারত শ্রবণে ॥
এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপন।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দ··· ॥

ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হাজরা জথা দিষ্টং ·[ইত্যাদি]।··· সাকীম্‌ পাচথোপী পং···সন ১২৪১ সাল বার সও একচল্লীস সাল তাং ১ আশ্বীন ॥

৬১৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-২০, ২২-২৮, ৩১-৩২, ৩৯-৭১, ৭৪-৮১, ৮৩-৮৬, ৮৮, ৯০-১০৪, ১০৮-১১২, ১১৭-১১৮, ১২১, ১২৪-১২৭, ১৩১-১৩৪, ১৩৮-১৪৫, ১৫১-১৫৯, অসম্পূর্ণ। বহু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। কতিপয় পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৭×৫৸০ ইঞ্চি। শেষ অংশ না থাকায় লিপিকাল প্রভৃতি নাই। বন্দনাদির পর গ্রন্থারম্ভ—

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥
লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্বশাস্ত্রেতে তৎপরে ॥
ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে।
সৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে মুনিগণে ॥
তব তাত মুনি ছিলা বহু শাস্ত্রজ্ঞানে।
নানা চিত্র বিচিত্র ··· ··· ··· ॥
তার সুতে রাজা জিজ্ঞাসিল তেকারণে।
কি জানহ ··· ··· শ্রবণে ॥

শেষ পত্রে—

শুনিয়া হরিষ হইলা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুন জিজ্ঞাসিলা কহ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
পিতামহে নিজ তেজে রক্ষা কৈল মুনি।
কেবা সে বশিষ্ঠ কহ তার কথা শুনি ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম্ম না যায় কথন ॥
কাম ক্রোধ জিনি হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥
বিশ্বামিত্র বহু তারে ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তারে কিছু না কহিল ॥

ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা মহাবুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টক বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
অর্জ্জুন বলিল যত অদ্ভুত কথন।
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে কলহ কি কারণ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল কথা পূর্ব্ব পুরাতন।
কৌনজ দেশেতে গাধি নামেতে রাজন॥
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণযুত।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে সর্ব্বাংশে পণ্ডিত॥
এক দিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।

৬১৮। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৫৫, ৬৯-১৪৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৸০ ইঞ্চি। মধ্য ও শেষ অংশ খণ্ডিত। ১৪১ সংখ্যক পত্রের ২য় পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে '৮৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন ১১৯৬ সাল' লিখিত আছে। গণেশাদি বন্দনান্তে গ্রন্থারম্ভ—

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নাম ধরে।
ব্যাস উপদেশে বহু শাস্ত্রেতে তৎপরে॥
ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে॥
মুনিগণ প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি দিলা বসিতে আসন॥
সৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে মুনিগণে।
তোমার তাত ছিল বহু শাস্ত্রজ্ঞানে॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করিল শ্রবণ॥
ভৃগুবংশে উত্তপতি হইল কেমতে।
বিস্তারিয়া কহ আমা সভার অগ্রেতে॥

ভণিতা—

নমস্তে কবির ইন্দ্র চরণপঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীরামদাস ভজে॥

শেষ অংশ—

শুনিঞা বলেন রাম বিস্ময় বদন।
কহ কৃষ্ণ এমন আছয়ে কোন জন॥
তিন লোক বীর তার নহিল সমান।
নরশ্রেষ্ঠ তোমা বিনে কে আছে প্রধান॥
তোমা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কে আছে মানুষে।
আশ্চর্য্য শুনিঞা মোর চিত্তে পড়িহাসে॥
অবর্ণিতরূপ কৃষ্ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
সম্পূর্ণ চন্দ্রিমা মুখ জাতিএ পদ্মিনী॥
এ কন্যা লভিব সেহ পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ তোমা হইতে অন্য কেবা ক্ষম॥
হাসি বৈল রাম শুনি গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহাও আর এথা॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
সে পারিব দ্বাদশ বৎসর জে মইল॥
আশ্চর্য্য লাগিয়াছে মোর শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি কৃষ্ণ কহ উপহাস॥
অগ্নিমধ্যে পুড়ি মৈল পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বি … … ॥

৬১৯। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৫৮-২৫২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪৷৷০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৪ সাল। ১৫৮ পত্রের আরম্ভ—

মনে সদা জাগে বশিষ্ঠের অপমান।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুজি বুলে অনুক্ষণ॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম॥

মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত।
যজ্ঞ হেতু তাহেরে করিল নিমন্ত্রিত॥
বিশ্বামিত্র বলে কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন॥
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু করে নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্রে লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন।
পথেতে ভেটিল শক্তি বশিষ্ঠনন্দন॥
রাজা বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্তি বলে মোরে পথ ছাড় [নরেশ্বর]॥
রাজা বলে রাজপথ সর্ব্বলোকে জানে।
পথ ছাড় যাব আমি যজ্ঞের কারণে॥

শেষ—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস বিন্দুগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র শুভঙ্কর নামে॥
তস্য জনক কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীরাম দাস কহে সাধু জনের চরণে।
হইব নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
তদন্তরে অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থ গিয়া।
দ্বাদশ বরষ তবে তথায়ে রহিয়া॥
পুনু দ্বারাবতী বীর করিল গমন।
কথো দিন তথায় রহিল প্রীতমন॥
... ...
কাশীরাম দেব কহে শুনহ সংসার।
ইহা বিনু সংসারে সুখ নাহি আর॥
সুবুদ্ধি রসিক জনে সুধাসিন্ধুবত।
এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]।... সন ১২৪৪ বার [শ]ও চোয়ালিস সাল তারিখ ৭ সাতই চৈত্রী তিথী কৃষ্ণপক্ষ ৭ সপ্তমী দিবস সোমবার বেলা আন্দাজী আড়াই পহরের সময় আদী পর্ব্ব সমাপন্ন হইল॥ লিখিতং শ্রীসাধুচরন পাল পাঠক শ্রীলালবিহারি পাল সাং কল্যানপুর পরগনে খণ্ডঘোষ॥

৬২০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩৩, অসম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। ১১৩ হইতে ১৩৩ পত্রের পরিমাণ ১১৸০×৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। গ্রন্থারম্ভ—

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণপুত্র সে সৌতি নামধর।
ব্যাস মুনি উপদেশে শাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে।
সনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই বনে॥
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি আনন্দে বলেন মুনিগণ।
কুশল বলহ বাছা আছহ কেমন॥
তব তাত সূত ছিল শাস্ত্রজ্ঞানবান।
কহিতে সে সব কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
নানা শাস্ত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ॥
তার সুত তুমি জিজ্ঞাসিলাম তেকারণে।
যা জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণে॥
ভৃগুবংশ উদ্‌ভব হইল কি প্রকার।
বিচারিয়া কহ মুনি অগ্রেতে সভার॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬৩

বৈশেষিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

আধুনিক কোন বৈশেষিকশাস্ত্রসেবীকে অদৃষ্টশব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিঃসংশয়ে উত্তর দিবেন—ধর্ম ও অধর্মকেই অদৃষ্ট বলা হয়। বস্তুতঃ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের বহুল-প্রচারিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে স্পষ্টই উহার প্রমাণ রহিয়াছে—ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং স্যাৎ। অদৃষ্ট-শব্দের এই অর্থ কেবল বিশ্বনাথই বলিয়াছেন, তাহা নহে। সুপ্রাচীন আচার্য প্রশস্তপাদের পদার্থধর্মসংগ্রহেও ঐ মত দেখা যায়। প্রশস্তপাদ কণাদসূত্রোক্ত সপ্তদশ গুণের উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত আরও সাতটি গুণের সমুচ্চয় প্রদর্শন প্রসঙ্গে অদৃষ্ট শব্দের দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, এই দুইটি গুণের সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যোমশিব, শ্রীধর, উদয়ন প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যগণও এ স্থলে নির্বিবাদে প্রশস্তপাদের অনুসরণ করায় এই অর্থের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই। কিন্তু কণাদসূত্রসমূহ পর্যালোচনা করিলে স্বতঃই এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রশস্তপাদ প্রধানতঃ সূত্রার্থ সংগ্রহ করিলেও অনেক নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে সৃষ্টি সংহার প্রক্রিয়ামুখে ঈশ্বর-স্বীকার এবং দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজ-বিভাগ প্রভৃতি স্থলে ক্ষণগণনা প্রভৃতি সূত্রসিদ্ধ কি না, এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক। অদৃষ্ট সম্পর্কেও সেই একই কথা। যদি বলা যায় যে, অদৃষ্ট শব্দের পারিভাষিক অর্থ ধর্ম ও অধর্ম, তথাপি ঐ পরিভাষার মূলানুসন্ধিৎসা থাকিয়া যায়। মহর্ষি কণাদ অর্থশব্দের পারিভাষিক ব্যবহার দেখাইতে স্বতন্ত্র সূত্র নির্মাণ করিয়াছেন[১]। এ স্থলে সেরূপ সূত্র নির্দেশ দেখা যায় না। কণাদসূত্রস্থিত অদৃষ্ট শব্দ এবং সজাতীয় আরও কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিতে চাই।

অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট, উভয় শব্দই বৈশেষিকদর্শনে বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় শব্দই দৃশি ধাতুসমুৎপন্ন এবং সাধারণ ব্যবহারে উহারা অজ্ঞাত বা অননুভূত এবং জ্ঞাত বা অনুভূত, এই অর্থই প্রকাশ করে। বৈশেষিকেরা এ কথা স্বীকার করেন যে মহর্ষি কণাদ পদার্থ-সমূহের বর্গীকরণের লক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়াছেন। সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার দৃষ্টিতে বিশ্বের পদার্থরাজি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, এই দুই কোটিতে বিভক্ত। স্বকীয় তপঃপ্রভাবে অজ্ঞাত কোটির রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া জ্ঞাত কোটিতে আনয়ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বৈশেষিকসূত্রাবলী এই প্রযত্নেরই সাক্ষ্য দেয়। বহু দার্শনিক সমস্যার সমাধান করিয়া তিনি সর্বত্র আদৃত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। পূর্বসূত্রানুসরণ করিয়া একথা বলা যায় যে পদার্থবর্গের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্তই তাঁহার 'দর্শন' বা উপলব্ধি। দর্শন শব্দের অনুরূপ অর্থে

১। অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্মসু—বৈ. সূ. ৮. ২. ৩।

ব্যবহার দুর্লভ নহে। ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলেন, অস্ত্যাত্মা ইত্যেকং দর্শনম্। নাস্ত্যাত্মা ইত্যপরম্ [ন্যায়ভাষ্য ১, ১, ২৩]। কেহ প্রতিপাদন করিয়াছেন—আত্মা আছে, আবার কাহারও সিদ্ধান্ত—আত্মা নাই। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শনশব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করায় তাঁহাদের স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্নরূপ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ তাঁহাদের দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অর্থে 'ভগবান্ কণাদের দর্শন' এবং 'ভগবান্ অক্ষপাদের দর্শন' প্রভৃতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এখন যাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাত হইল, তাহা যদি দর্শন হয়, তবে অজ্ঞাত রহস্যকে অদর্শন বা অদৃষ্ট বলিতে বাধা কি? বস্তুত ভগবান্ বাৎস্যায়ন এক স্থলে বলিয়াছেন—অদর্শনং খল্বদৃষ্টমুচ্যতে[২]।

মহর্ষি কণাদ কয়েকটি বিষয়কে 'অদৃষ্টকারিত' বলিয়াছেন, যথা—

মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারণকম্॥ ৫. ১ ১৫

তদ্বিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্॥ ৫. ২. ২

বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্॥ ৫. ২. ৭

অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্যকৃপবনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্মাদৃষ্টকারিতম্॥ ৫. ২. ১৩

অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি॥ ৫, ২. ১৭

স্থলগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রগুলির প্রতিপাদ্য নিম্নোক্তরূপ,—

অভিমন্ত্রিত কাংস্যাদি মণির তস্করাভিমুখে গমন, অয়স্কান্তমণির দিকে সূচী প্রভৃতি লৌহদ্রব্যের ধাবন, ভূকম্পাদিতে পৃথিবীর চলন, বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলের শাখাপত্রব্যাপী প্রসার, অগ্নিশিখার আদ্য ঊর্ধ্বগমন, বায়ুর আদ্য তির্যকৃগতি, পরমাণু এবং মনের আদ্য কর্ম, প্রাণ ও মনের দেহের সহিত সংযোগ ও বিভাগজনক কর্ম, অন্নপানাদির শরীরাবয়বোপচয়নিমিত্ত সংযোগজনক কর্ম, তথা গর্ভশরীরসংযোগহেতুক কর্ম অদৃষ্টকারিত।

পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মহর্ষি হয় এগুলিকে অজ্ঞাত কারণজন্য অথবা অতীন্দ্রিয় কারণজন্য বলিয়াছেন। প্রথম পক্ষই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বেদাদিসিদ্ধ বিষয় তিনি অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত স্থলগুলি ব্যতীত অন্যত্রও অদৃষ্ট শব্দের উল্লেখ বৈশেষিকদর্শনে রহিয়াছে,—

ন চ দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো বায়ুঃ॥ ১. ১. ১০

দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজনমভ্যুদয়ায়॥ ৬. ২. ১

অভিষেচনোপবাসব্রহ্মচর্যগুরুকুলবাসবানপ্রস্থযজ্ঞদানপ্রোক্ষণ-
দিঙ্নক্ষত্রমন্ত্রকালনিয়মাশ্চাদৃষ্টায়॥ ৬. ২. ২

২। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি (তুল° শিবদৃষ্ট=ঋষিবি°) এবং মিচ্ছা দিট্‌ঠি (=মিথ্যা দৃষ্টি) প্রভৃতি শব্দের অর্থও বিবেচ্য।

অদৃষ্টাচ্চ ॥ ৬. ২. ১২

দৃষ্টেষু ভাবাদদৃষ্টেষভাবাৎ ॥ ৮. ২. ২

এ স্থলে বায়ু অদৃষ্টলিঙ্গক; দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজন কর্মের মধ্যে যেখানে প্রয়োজন অদৃষ্ট, সেখানে ফল অভ্যুদয়; গঙ্গাদিতীর্থে স্নান, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, ব্রহ্মচর্য, গুরুকুলবাস, বানপ্রস্থ, রাজসূয়াদি যজ্ঞ, গোপ্রভৃতি দান, যথাবিধি ব্রীহি প্রভৃতির প্রোক্ষণ, কর্মবিশেষে দিক্, নক্ষত্র, মন্ত্র এবং কালের নিয়ম অদৃষ্টফলের জনক; অদৃষ্ট কারণ হইতে রাগ এবং দ্বেষ উৎপন্ন। এই সব সূত্রেও অদৃষ্ট শব্দের 'অজ্ঞাত,' 'অনুপলব্ধ' অথবা 'অননুভূত' অর্থ ই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

প্রণিধানপূর্বক বৈশেষিকসূত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কারণরহিত কার্য মহর্ষির একান্ত অনভিপ্রেত। যে কার্যের কারণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহারও কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাহা নির্ণীত নহে বলিয়া 'অদৃষ্ট,' ইহাই মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

এই সম্পর্কে একটি কথা বিবেচ্য। পূর্বোক্ত মণিগমন, সূচ্যভিসর্পণ, বৃক্ষকাণ্ডশাখাদিতে রসসঞ্চার, অগ্নিশিখার উধ্বগমন, বায়ুর তির্যগ্‌গতি প্রভৃতির রহস্য যখন অপর কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রতিভাত হইবে, তখনও কি তাহা অদৃষ্টকারিত বলা সত্যানুসন্ধিৎসু ঋষির অভিপ্রেত হওয়া সম্ভব? ঐ বিষয়গুলি চিরকালই অদৃষ্ট থাকিয়া যাইবে, ইহা স্বীকার করার অর্থ—শাস্ত্রের ধারাবাহিক অগ্রগতি অস্বীকার করা।

এ স্থলে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির অবতারণা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে।

ন্যায়শাস্ত্রের কৃত্য যদি বেদপ্রামাণ্য স্থাপন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে অক্ষপাদের পূর্বে উহা কিরূপে সম্পাদিত হইত, এই সন্দেহের উপস্থাপন করিয়া জয়ন্ত বলেন—এ কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ, সমান-যুক্তিতে প্রতিপ্রশ্ন করা যায় যে, জৈমিনির পূর্বে বেদব্যাখ্যা, পাণিনির পূর্বে পদব্যুৎপাদন এবং পিঙ্গলের পূর্বে ছন্দোলক্ষণ রচনা কে বা কাহারা করিয়াছিলেন? আসলে বিদ্যাগুলি সৃষ্টির আদিকাল হইতে বেদবৎ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারপূর্বক উপপাদন করিয়া বিশেষ বিশেষ ঋষি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন[৩]। ভট্ট জয়ন্তের এই অভিমতে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রের মত বৈশেষিক শাস্ত্রেরও ক্রমিক পুষ্টি অবশ্যই সাধিত হইয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, ভগবান্ কণাদ ইহার স্বতন্ত্ররূপ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, কণাদই শাস্ত্রের অন্তিম কথা বলিয়া গিয়াছেন, তবে দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টির অপলাপ করা হয়। অন্যথা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিব যে, পরম আপ্ত ঋষি অপরিজ্ঞাত বিষয়কে অদৃষ্ট বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তবে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কত কাল প্রচলিত ছিল, তাহা বলা যায় না।

৩। ন্যায়মঞ্জরী, চৌখাম্বা সং, পৃঃ ৫।

বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থগুলি লুপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীন সূত্রব্যাখ্যাগ্রন্থের একান্ত অভাব।

বহু দিন হইতে দার্শনিকসম্প্রদায়ে সূত্রকর্তা ঋষিদিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রতিপাদনের একটা চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন আচার্যদের স্বীকৃত একটি বৈশেষিক সূত্র[৪] আলোচনা করিলে মনে হয়, কণাদ স্বয়ং ঋষিত্ব পরিহার করিতে চাহিয়াছেন। তবে পরবর্তী আচার্যদের দৃষ্টি অন্যরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'তায়ী' 'পরমকারুণিক' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র ভগবান্ অক্ষপাদকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিশেষণ দুইটি বুদ্ধ সম্পর্কেই পূর্বে প্রযুক্ত হইত (দ্র° প্রমাণসমুচ্চয়, ১. ১ ; তুল° প্রমাণবার্তিক ১. ১৪৭-৮, তথা ১. ৩৬)। অবশ্য এই নির্দোষ বিশেষণ দুইটি যে কোন শাস্ত্রকর্তা সম্পর্কে সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে বাধা নাই। তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে শাস্ত্রকারদের সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ দুর্লভ বলিয়া এ কথা স্বতই মনে হয় যে, বৌদ্ধ দর্শনের সর্বাতিশায়ী প্রভাবের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত যেমন প্রভাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রস্থাপকদিগকে 'তায়ী' 'পরমকারুণিক' প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করার পশ্চাতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ে ভগবান্ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপন করার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। তত্ত্বদ্রষ্টা এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক বলিয়া শাস্ত্র-প্রবর্তকদিগকে ঋষি বলা যায়[৫]। তবে তাঁহাদিগকে সর্বজ্ঞ বলিতে গেলে শব্দটির মুখ্যার্থ বর্জন করিয়া বহুজ্ঞ অর্থে সর্বজ্ঞ বলিতে হয়।

বৌদ্ধদর্শনের সহিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলিয়া এ স্থলে বৌদ্ধসম্মত সর্বজ্ঞ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি বলেন,—

হেয়োপাদেয়তত্ত্বস্য সাভ্যুপায়স্য বেদকঃ।
যঃ প্রমাণমসাবিষ্টো ন তু সর্বস্য বেদকঃ॥ প্রমাণবার্তিক, ১. ৩৪

অর্থাৎ হেয়োপাদেয়তত্ত্বের বা চতুরার্যসত্যের জ্ঞাতাকেই বৌদ্ধেরা সর্বজ্ঞ বলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ যে সব কিছু জানিবেন, এমন কথা নাই। ধর্মকীর্তি কীটসংখ্যা-পরিজ্ঞান সর্বজ্ঞত্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করেন না (প্র. বা. ১. ৩৩)। তাঁহার মতে কেবল দূরদৃষ্টিও সর্বজ্ঞত্বসাধক নহে—তাহা হইলে ত গৃধ্রদিগের উপাসনা করিতে হয় (প্র. বা. ১. ৩৫)। পরবর্তী বৌদ্ধ আচার্য রত্নকীর্তি স্বকীয় সর্বজ্ঞসিদ্ধিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—উপযুক্তসর্বজ্ঞমেব প্রসাধয়ামঃ। চতুরার্যসত্যই 'উপযুক্ত' বিষয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সব আচার্য বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব খণ্ডনের জন্য প্রচুর যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার নিজসম্প্রদায়প্রবর্তক ঋষিকে বুদ্ধোচিত গুণাবলীভূষিত দেখিতে চাহিয়াছেন। এ সম্পর্কে বৌদ্ধদের বহুপ্রচলিত প্রশ্নটি বিবেচ্য,—

কপিলো যদি সর্বজ্ঞঃ সুগতো নেতি কা প্রথা।
তাবুভৌ যদি সর্বজ্ঞৌ মতভেদস্তয়োঃ কথম্॥

৪। অস্মদ্বুদ্ধিভ্যো লিঙ্গমৃষেঃ। দ্র° কন্দলী, পৃঃ ২:৬ ; কিরণাবলী, পৃঃ ১:৫, তথা দাক্ষিণাত্য সূত্রপাঠ।

৫। এই অর্থে বুদ্ধ বা মহাবীরকে ঋষি বলা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

মীমাংসকেরা ত কোন প্রকার সর্বজ্ঞই স্বীকার করেন না। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ে মনুষ্যের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত নহে। এ সম্পর্কে আচার্য উদয়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন—তদন্যস্মিন্ননাশ্বাসাৎ (কুসুমাঞ্জলি, ২।১)—ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও সর্বজ্ঞত্বে বিশ্বাস নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্বজ্ঞ শব্দের ব্যবহার করিলেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব কিছু জানার প্রশ্ন উঠে না এবং মানুষের সর্বজ্ঞত্ব সর্ববাদিসিদ্ধও নহে। কণাদ ঋষি হইলেও বস্তুবিশেষের বিশেষ ধর্ম তাঁহার অজ্ঞাত থাকাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্ম ও অধর্মকে অদৃষ্টের সমব্যাপক পর্যায় শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ ব্যাহত হয়। তবে ধর্ম ও অধর্ম যে ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু যে বিষয় ব্যক্তিবিশেষের নিকট কালবিশেষে 'অদৃষ্ট' থাকে, তাহা কালান্তরে তাঁহার নিকট, অথবা যে কোন কালে অপরের নিকট 'দৃষ্ট' হওয়ার বাধা কোথায় ?

এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উল্লিখিত স্থলগুলিতে 'ধর্মকারিত' এবং 'অধর্মকারিত' না বলিয়া সাধারণভাবে অদৃষ্টকারিত বলা হইয়াছে। কোনও স্থলে ধর্মকারিত বিষয় সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই, এমন নহে। উদাহরণস্বরূপ স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিকের অন্যতম কারণ ধর্ম হইতে পারে, ইহা 'ধর্মাচ্চ' সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবশ্য ব্যাখ্যাকারেরা এখানে চকার দ্বারা অধর্মের সমুচ্চয়ও স্বীকার করিয়াছেন। আর্ষ ও সিদ্ধদর্শন ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা সূত্রস্বীকৃত (দ্র° আর্ষং সিদ্ধদর্শনং চ ধর্মেভ্যঃ। বৈ. সূ. ৯. ২. ১৩)[৬]। বস্তুতঃ এখানে ধর্ম শব্দেরও বিশেষ অর্থ স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বৈশেষিক দর্শনের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র উল্লেখ করিতে চাই। অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১. ১. ১ ; যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। ১. ১. ২। এ স্থলে ধর্মব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া মহর্ষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম। উভয় স্থলেই 'নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম' ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে বহুকাল-প্রচলিত একটি আক্ষেপশ্লোকের[৭] সমাধান দুরূহ হইয়া পড়ে। ভগবান্ কণাদ ধর্মব্যাখ্যায় ইচ্ছুক। অপ্রাসঙ্গিক ষট্পদার্থের বর্ণন তাঁহার পক্ষে দক্ষিণসমুদ্রযাত্রীর পক্ষে উত্তরদিগ্বর্তী হিমালয়ারোহণের মত অভীষ্টবিরুদ্ধ কর্ম। বস্তুতই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র প্রারব্ধ হইয়া থাকিলে বৈশেষিকশাস্ত্রে আলোচিত অনেক বিষয়ই সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থহীন

৬। অদৃষ্ট শব্দের এই অর্থ পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ ৺সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২) উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা উদাহরণ প্রভৃতির দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৭। ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্পদার্থোপবর্ণনম্।
সমুদ্রং গন্তুকামস্য হিমবদ্গমনোপমম্।

হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ গ্রন্থে পদার্থসমূহের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যায়। তবে কি ঋষির প্রতিজ্ঞা এবং কার্যে অসামঞ্জস্য স্বীকার করিতে হইবে? নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের স্থান বৈশেষিক সূত্রে কতটুকু? আমাদের সন্দেহ হয়, ঋষি ধর্মশব্দের দ্বারা এখানে 'স্বভাব' এই অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। এই অর্থেই বৈশেষিক শাস্ত্রে বহুব্যবহৃত সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য, এই শব্দ দুইটিও সঙ্গত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহার স্বভাব বর্ণনার জন্য ঋষির গ্রন্থ রচনার প্রয়াস? উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, ধর্ম শব্দের পূর্বে পদার্থ শব্দটি উহ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে গ্রন্থব্যাপী পদার্থধর্মবর্ণনার সহিত প্রতিজ্ঞার সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়, পূর্বোক্ত আক্ষেপটিও নিরস্ত হয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থই এই অর্থ স্পষ্টতঃ সমর্থন করে না। কিন্তু এ স্থলে আমরা আচার্য প্রশস্তপাদকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে চাই। তিনি নিজ গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সংযোজন করিলেও প্রধানতঃ বৈশেষিক সূত্রার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভশ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন—পদার্থধর্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ॥ বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, প্রশস্তপাদ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'সংগ্রহ'। সংগ্রহ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ[৮]। উহাতে সূত্র ও ভাষ্যে সবিস্তারে বিবৃত বিষয় সংক্ষেপে গ্রথিত হয়।

তাহা হইলে কণাদসূত্র এবং পদার্থধর্মসংগ্রহের প্রতিপাদ্য মূলতঃ অভিন্ন। একজন বলেন—আমি ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। অপর জন উহা আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া বলেন—আমি পদার্থধর্ম সংগ্রহ করিব। আমরা মনে করি, প্রশস্তপাদের এই উক্তির দ্বারা আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হয়।

এ স্থলে আপত্তি উঠিবে যে, প্রথমসূত্রোক্ত ধর্ম শব্দকে পদার্থধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে একান্ত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী সূত্রসমূহের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রে ধর্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পদার্থধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইত পারে? আমরা বলিব যে, বৈশেষিকের নিঃশ্রেয়স যে ষট্ পদার্থের সাধর্ম্যবৈধর্ম্যানুগত তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষ, এ কথা একটি বৈশেষিকসূত্র (১.১.৪)[৯] দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রথম সূত্রে যে ধর্ম শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ জিজ্ঞাসার উত্তরেই দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে, যে পদার্থধর্মের দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রথম সূত্রোক্ত ধর্ম। এইরূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় সূত্রে (তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্

৮। বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ। নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ॥

ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ৬,৯

৯। ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্। (বৈ. সূ, ১ ১. ৪) তুল°—দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ—প্রশস্তপাদ-পদার্থধর্মসংগ্রহ।

১.১.৩) তৎশব্দের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তদ্বচন অর্থে 'ঈশ্বরবচন'; কেহ বা বলেন, তদ্বচন অর্থে 'ধর্মবচন' গ্রাহ্য। প্রথম অর্থ স্বীকার করিলে কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, পদার্থধর্মজ্ঞান যখন নিঃশ্রেয়সের হেতু, তখন বেদের উপযোগিতা কোথায়? এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে এই সূত্র বলা হইয়া থাকিবে। বেদেও পদার্থের ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। এই অর্থে বেদের নিঃশ্রেয়সোপযোগিতা সিদ্ধ হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন গ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধ সর্বত্র রুচিকর হয় না।:— নানা কারণে বৈশেষিকশাস্ত্রের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীন সূত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থের অভাবে পরবর্তী কালে কোন কোন স্থলে মূল অর্থ বিস্মৃতিলীন হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। স্বয়ং শঙ্কর মিশ্রই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রব্যাখ্যাগ্রন্থের অভাব ছিল[১০]। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থান্তর আলোচনার দ্বারা অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডিতজনের অনুমোদনযোগ্য।

১০। সূত্রমাত্রাবলম্বেন নিরালম্বেহ'পি গচ্ছতঃ।
খে খেলবন্মমাপ্যত্র সাহসং সিদ্ধিমেষ্যতি।
বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, প্রারম্ভশ্লোক, ৩

কবি রামনিধি গুপ্ত

শ্রীভবতোষ দত্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় যুগকে পরবর্তী পাঠকদের নিকট পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবিদের জীবন-কথা ও সংগীত যদি তিনি সংগ্রহ করে না রাখতেন, তবে অনেকেই আমাদের কাছে নামমাত্রে পর্যবসিত হতেন। বস্তুতঃ ভারতচন্দ্র, রামনিধি, রামপ্রসাদ, হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতির সম্পর্কে আমরা আজ যা জানি, তার প্রায় পনেরো আনাই ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত।

ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং ইংরেজি গবেষণাপদ্ধতি ও ইতিহাসনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ দীক্ষা পান নি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, আপন শক্তিতে ও দক্ষতায় তিনি যেটুকু ইতিহাস রচনা করে গেলেন, আমরা উন্নততর পদ্ধতি নিয়েও তার থেকে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। সব সময় তিনি বিশুদ্ধ সাল তারিখ সরবরাহ করতে পারেন নি, কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে সব সময় পৌঁছতে পারেন নি; কিন্তু যেখানেই সম্ভব, প্রমাণ অথবা প্রমাণের আভাস তিনি রেখে যেতে ভোলেন নি। আজ আমরা সেইগুলিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে পারি। রামনিধি গুপ্তের জীবনী আলোচনার ভূমিকাস্বরূপ কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট এই ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন আছে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই সংবাদ প্রভাকর পত্রে রামনিধি গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত হয়। তার প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তখন সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদক। এই সময় রামনিধির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কি না, নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্তন প্রকাশকে যদি ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীন কবির প্রতি আগ্রহের নিদর্শন বলে ধরা যায়, তা হলে নিধুবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। নিধুবাবুর মৃত্যুর (১৮৩৯-এর এপ্রিল মাসে) দীর্ঘকাল পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের প্রয়াসে রামনিধির জীবনকাহিনী প্রকাশ করলেন। এই কাহিনী তিনি রামনিধির নিজের নিকট থেকেই শুনেছিলেন, অথবা রামনিধির পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের নিকটে শুনেছিলেন বলা শক্ত। মনে হয়, জয়গোপালের নিকটেই শুনেছিলেন। কারণ, নিধুবাবুর গানের সংকলন গীতরত্নের দ্বিতীয় (১২৬৩) ও তৃতীয় (১২৭৫) সংস্করণে* জয়গোপাল তাঁর পিতার যে জীবনী দিয়েছেন, মাঝখানে কিছু বাদ থাকলেও, সেই জীবনী ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহেরই অবিকল উদ্ধৃতি বললে দোষ হয় না। জয়গোপালই ঈশ্বর গুপ্তকে তথ্য দিয়েছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তার

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে গীতরত্ন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ আছে।

থেকে জীবনী রচনা করেছিলেন। পরে জয়গোপাল সেই রচনাকেই গীতসংগ্রহের ভূমিকায় ব্যবহার করেছিলেন মনে হয়। গীতরত্নের দ্বিতীয় সংস্করণে স্পষ্টই লেখা আছে, "তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত এবং বিরচিত হইয়া সঙ্কলিত হইল।"

স্বভাবতঃই নিধুবাবুর জীবনীতে উল্লিখিত বিবরণের ভুল ত্রুটির জন্য অনাত্মীয় ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা পুত্র জয়গোপালই অধিকতর দায়ী। জয়গোপাল পিতার নিকটে তাঁর জীবন-কাহিনী শুনে থাকবেন। সুতরাং এই বিবরণে ভুল নেই, এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এতে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কতকগুলি প্রশ্নের সদুত্তরও পাওয়া যায় না—সতর্কতাসহকারে পাঠ করলে পাঠকের এ রকম সংশয় দেখা দেবে। মনে হয় নিধুবাবু তাঁর দীর্ঘ জীবনের ঘটনা ও সাল তারিখ অভ্রান্তরূপে বলে যেতে পারেন নি। এই রকম সন্দেহের কারণগুলি একে একে বলব। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন, তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এবং বুদ্ধির ভ্রমও হয় নাই।" এই উক্তি থেকে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত নিধুবাবুর স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই। কিন্তু দীর্ঘ জীবনের সাল-তারিখ সবই যে নিধুবাবু যথাযথ মনে রাখতে পেরেছিলেন, তা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর আগে সংকলিত গীতরত্ন গ্রন্থের কতকগুলি গান সম্বন্ধে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। বৈষ্ণবচরণ বসাক 'গীতাবলী বা নিধুবাবুর যাবতীয় গীত-সংগ্রহে'র ভূমিকায় অনেক গানই নিধুবাবুর রচিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।* নিধুবাবুর নিজের সংকলনেই যখন স্মৃতিভ্রংশজনিত অনিশ্চয়তা রয়েছে, তখন তাঁর জীবন-কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত থাকা নেহাৎ অপ্রত্যাশিত হবে না।

ঈশ্বর গুপ্ত ও জয়গোপাল গুপ্তের প্রকাশিত রামনিধির জীবনীর পর বরদাপ্রসাদ দেব আর একটি জীবনী লিখেছিলেন।† তাতে ঈশ্বর গুপ্ত প্রধানতঃ অনুসৃত হলেও দু একটি নতুন সংবাদ আছে। তিনি জানিয়েছেন, রামনিধি যখন ছাপরা যান, তখন তাঁর বয়স ৩৫ বৎসর এবং ছাপরায় নিধুবাবুর অবস্থিতিকাল ১৮ বৎসর। এই দুটি নতুন সংবাদ মিলিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত রামনিধির জীবনের ঘটনা এই রকম :—

জন্ম	১১৪৮	১৭৪১ খ্রী
চাঁপ্তা থেকে প্রত্যাবর্তন	১১৫৪	১৭৪৭
কুমারটুলিতে বাস	১১৬৮	১৭৬১
প্রথম সন্তান	১১৭৫	১৭৬৮
ছাপরা যাত্রা	১১৮৩	১৭৭৬
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন	১২০১	১৭৯৪

* গীতাবলী (২য় সং, ১৩০৩) পৃ. ২৫-২৭।

† Journal of the Bengal Academy of Literature, Vol. I, No 6, January 6, 1894.

দ্বিতীয় বিবাহ	১১৯৭	১৭৯০
তৃতীয় বিবাহ	১২০১	১৭৯৪
সংশোধিত আখড়া স্থাপন	১২১১	১৮০৪
মৃত্যু	১২৪৫	১৮৩৯

এই বিবরণের একটি বড় অসঙ্গতি দ্বিতীয় বিবাহের বৎসর।* কলকাতায় ফেরার পূর্বেই এই তারিখ পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরো পরে হয়েছিল, না হয় আগেই রামনিধি ফিরেছিলেন এবং বরদাপ্রসাদ-কথিত ছাপরায় স্থিতিকাল আঠারো বৎসর নয়। আবার এর কোনোটাই সত্য না হতে পারে; আগাগোড়াই হিসাবে ভুল থাকাও বিচিত্র নয়।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে 'নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ—কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় ১১৭৮ সালে—৩০ বৎসর বয়সে'।† 'বাঙ্গালীর গানে'ও তারিখ ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ।‡ বৈষ্ণবচরণ বসাকের মতেও রামনিধির দ্বিতীয় বিবাহ হয় ১১৭৮ সালে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই তারিখটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকেই ঈশ্বর গুপ্ত অথবা জয়গোপাল গুপ্তের তারিখ গ্রহণ করেন নি। মনে রাখা দরকার, জয়গোপাল নিধুবাবুর তৃতীয় বিবাহের সন্তান। দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর পর নিধুবাবু ১২০১ সালে তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় বিবাহ পর্যন্ত জীবনের সব ঘটনা নিধুবাবু বলে যান নি, কিংবা এই তারিখটির সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছিল।

বরদাপ্রসাদ লিখেছেন, ছাপরা যাত্রার সময় নিধুবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, অর্থাৎ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত জীবনীতে এই সময়ের একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে—'অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরণ ছাপরায় কর্ম করিতে গমন করিলেন।'§ ইতিহাসপাঠক জানেন, পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা এ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নি। এমন কি, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করবার পরেও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসে নি।

---

* শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সর্বপ্রথম এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। দ্রষ্টব্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, 'রামনিধি গুপ্ত' প্রবন্ধ। 'নানা নিবন্ধে' (১৩৬০) পুনর্মুদ্রিত (পৃ. ১১৩, পাদটীকা)।

† বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৩২০।

‡ বাঙ্গালীর গান, পৃ. ৬৬। জয়গোপাল তারিখ দিয়েছেন ১১৯৮।

§ সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ, ১২৬১, পৃ. ৫।

"Since the subversion of the Mogul empire, the lands of every district of course became the property of each respective usurper, so long as by their own power they can maintain possession ; and so long each usurper deemed himself, and in fact was a real sovereign. Thus upon the English East India Company's assuming the Dewanee, we find that they also in their turn, declare themselves of a rich and potent kingdom ; of the revenues of which they likewise declare themselves not only the Collectors but Proprietors."*

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে মহম্মদ রেজা খান এবং বিহারে সীতাব রায় ইংরেজদের অধীনে নায়েব দেওয়ানরূপে শাসনকার্য করতেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এদের উৎপীড়নের দুঃসহ স্মৃতি অনেক দিন পর্যন্ত দেশে জাগরূক ছিল। অতঃপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ দেওয়ান দেশীয় রাজস্ব কর্মচারীদের কাজের তদারক করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। তাদের রিপোর্টে দেশের দারুণ অবস্থা প্রকট হোল।

সুতরাং ১৭৬৫-র পর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হোল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি করা হোল। পরিদর্শকদের নাম হোল কালেক্টর। তাঁরা দেশীয় কর্মচারীদের সহায়তায় রাজস্ব সংগ্রহ করতেন।

Every British Collector had still a native officer, chosen by the Committee of Revenue and styled Diwan joined with him in the superintendence of the land tax. The actual collection was managed by the farming system, according to which tenders were invited for each Pargana, or fiscal division of a District. A settlement for five years (1772-1777) was concluded with the highest bidders, whether they were the previous Zemindars or not.†

কিন্তু এ রকম নীলামের ব্যবস্থা করেও তেমন সুফল পাওয়া গেল না। নীলামের দরের অনুরূপ রাজস্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাদের রাজস্ব থেকে উঠল না। ১৭৭৭-এর পর বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হোল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ রেভিনিউ স্থাপিত হলে জেলায় জেলায় রাজস্ব আদায় প্রত্যক্ষতঃ ইংরেজ কালেক্টারের হাতে এসে যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হোল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

* Bolts, Considerations on Indian Affairs particularly respecting the present State of Bengal (1772), p. 150.

† Hunter, Bengal Ms. Records Vol. I (London, 1894) p. 18.

দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে যে বন্দোবস্তের উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন, সেটা স্পষ্টতই ১৭৭২-১৭৭৭-এর। চিরণ ছাপরায় মণ্টগোমারী তখন কালেক্টার এবং দেওয়ান রামতনু পালিত। কালেক্টার এবং দেওয়ানের নিয়োগ যে এই ব্যবস্থাতেই হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত বিবরণই তার প্রমাণ। রামনিধির জীবনীর ঘটনাপঞ্জীর তারিখ এই সময়েই পড়ে।

রামনিধির জীবনের ঘটনাগুলি মোটামুটি সবই মিলে গেলেও দ্বিতীয় বিবাহের সময়টি সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা গেল না। আমাদের অনুমান, ১৭৬১-তে নিধুবাবুর প্রথম বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সন্তানের জন্ম পর্যন্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাত বৎসরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল, যা তিনি পরবর্তীদের কাছে কখনোই প্রকাশ করেন নি। অনুমান করি, নিধুবাবু এই সময়ে ছাপরায় ছিলেন এবং ১৭৬৮-র পূর্বেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। প্রথম বার ছাপরা থেকে ফেরার পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে এবং বঙ্গভাষার লেখকের সংবাদ সত্য হলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। কিন্তু সে স্ত্রীও বিগত হলে জমিদারী বন্দোবস্তের সময় (১৭৭২-১৭৭৭) তিনি আবার ছাপরায় যান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এসে তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

প্রথম বার ছাপরা যাত্রা ও সেখানে তাঁর কার্যকলাপের কথা রামনিধি তাঁর জীবনকাহিনী থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বারের ছাপরা যাত্রার ইতিহাস তিনি রেখে না গেলেও এই ইতিহাস সম্ভবতঃ একেবারেই হারিয়ে যায় নি। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনাটি একটু অদ্ভুত এবং অর্থপূর্ণ। ছাপরার নায়েব জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের নির্দেশে বিরক্ত হয়ে রামনিধি সেখানকার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য দশ হাজার টাকা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে নিয়ে নেন। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণ এই রকম—

"এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে 'তোমরা চাকরি করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময় যে জমীদার তোমাদিগ্যে যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমাদিগের উপর কোনরূপ আপদবিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব। ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জন কর' ইত্যাদি" এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম না করেন, তবে প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন, বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য করিলেন।"*

আমাদের প্রশ্ন এই যে, নিধুবাবু যদি অসৎ উপার্জনকে ঘৃণা করেন, তবে এ টাকা কিসের? সে কালের দিনে একজন সামান্য কেরানীর পক্ষে জীবিকা নির্বাহের পরেও এই সঞ্চয় কি করে সম্ভব? বরদাপ্রসাদ দে লিখেছেন,

* সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ, ১২৬১, পৃ. ৬।

Ramnidhi went to Chapra at the age of thirty five on the assurance that he would be appointed to the post of second clerk in the Collectorate which was then vacant.*

অনুমান হয়, এটা নিধুবাবুর পূর্বার্জিত অর্থ। প্রথম বার তিনি যখন ছাপরায় এসেছিলেন, তখনই সম্ভবতঃ এই অর্থ লাভ করে থাকবেন। এটা শুধুই অনুমান হলেও এর সপক্ষে কারণ আছে।

এবার আমরা আমাদের অনুমানের কারণ নিবেদন করব।

এই যুগের অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪-র মধ্যে বাংলা দেশের ইতিহাস মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষের বিবরণে পূর্ণ। এই মনোমালিন্য চরমে উঠল পাটনার হত্যাকাণ্ডে। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে পাটনার কুঠিয়াল এলিস সাহেব কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই হঠাৎ পাটনা শহর অধিকার করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের। এলিসের এই হঠকারিতা ইংরেজরাও সমর্থন করে নি। ভ্যান্‌সিটার্ট লিখেছেন,

The particulars of this disaster with the other operations of the war are sufficiently known : let it here suffice to observe, that the city was surprised and taken without resistance by our troops, in the night of the 24th June ; and by their disorderly behaviour afterwards, whilst they were dispersed, and intent only on plunder, was retaken by a handful of the Nabab's people, the next day at noon ; after which loss the gentleman of the factory, with the scattered remains of the army retired across the river and were all destroyed or taken prisoner.†

এলিস তাঁর অনুচরদের নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করলেন ২৯-এ জুন। গোলাম হোসেন এই ঘটনার বর্ণনা এই ভাবে দিয়েছেন—

But Mr. Ellis, who had now lost all courage not choosing to stand his ground even there, resolved to fly further, as far as Chapra by water and from thence to cross the Serdjs which is the boundary of the two Soobahs, or provinces, intending to take shelter in Shujah-ed-doula's dominions ; but even that could not be effected. One Ram-nedy, Foujdar of the district of Saran, an ungrateful Bengaly, who owed much to the English had the confidence to attack the fugitives, whilst

* Journal of the Bengal Academy of Literature Vol. I. No. 6. p. 4.

† Vansittart, A Narrative of the Transactions in Bengal, Vol. III (1766) p. 329-330.

Sumro, with some regiments of Talingas crossed over from Bacsar to support him.*

এই ঘটনা ঘটেছিল ছাপরার অন্তর্গত মানৃসি নামক স্থানে। বর্ণনায় রামনিধি সারণ জেলার ফৌজদার এবং অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বলে অভিহিত হয়েছেন। সত্য সত্যই তিনি তখন ফৌজদার ছিলেন কি না সন্দেহ। অতখানি পদমর্যাদা থাকলে তাঁর উল্লেখ অন্যান্য বিবরণ-গ্রন্থে পাওয়া যেত। কিন্তু সমরুর নাম থাকলেও রামনিধির নাম কোথাও নেই। Imperial District Gazetteer, Saran, Chapter II. p. 23. মুতাখরীনকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু Broom-এর History of the Rise and Progress of the Bengal Army (1850) p. 364; John William-এর Bengal Native Infantry (1817) vol I., p. 125; Caraccioli-এর Life of Lord Clive. vol. I., p. 87.—যেখানেই ঘটনার উল্লেখ আছে, কোথাও রামনিধির নাম নেই। সুতরাং রামনিধি মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নেতৃত্ব করে থাকতে পারেন, কিন্তু ফৌজদার তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না সন্দেহ। এই রামনিধি যদি রামনিধি গুপ্তই হন, তবে তখন তাঁর বয়স বাইশ বৎসর। এই বয়সে সাধারণ সৈনিক হওয়াই সম্ভব। বোধ হয় এই জন্যই তাঁর নাম আর কারো মনে থাকে নি। সম্ভবতঃ সেই সময় ইংরেজদের কুঠীতেই তিনি কাজ করতেন; তথাপি তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয়েছে an Ungrateful Bengaly who owed much to the English.

এমন হওয়া বিচিত্র নয়, এই সব ঘটনায় তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর পরেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ চরমে ওঠে এবং বাংলায় নবাবী রাজত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। আমাদের অনুমান, ইংরেজ বিজয়ী হলে রামনিধি সঞ্চিত অর্থ ফেলে কিংবা গচ্ছিত রেখে বাংলা দেশে ফিরে আসেন। দশ এগারো বৎসর কলকাতায় কাটাবার ফলে রামনিধির ক্রিয়াকলাপের স্মৃতি মিলিয়ে গেলে, আবার তিনি ছাপরা ফিরে যান সম্ভবতঃ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ইংরেজ দেওয়ানী নিয়েছে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার স্থিতি হয় নি। রেজা খাঁ সীতাব রায়ের নায়েবির ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশে বিপুল আলোড়ন হয়ে গেল। তার পর যখন মোটামুটি শান্তি এল, পাঁচসালা বন্দোবস্ত হোল, সেই সময় রামনিধি আবার ফিরলেন পূর্বপরিচিত স্থানে। তার পরের ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত দিয়েছেন।

খুব সম্ভব ১৭৬৪-তে রামনিধি কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি পুত্র লাভ হয়। এই তারিখ ঈশ্বর গুপ্তেরই দেওয়া। পুত্রটি বেশি দিন জীবিত ছিল না। পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। এই শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তিনি এই গানটি রচনা করেন—

---

* Seir-ul Mutaqherin Vol. II (1902) p. 474.

'মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।'

রামনিধি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। হরিমোহন স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর। মনে হয় হরিমোহন নিজে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন। সেই জন্য সাল উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে রামনিধির বয়সেরও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "১১৯৭ সালে যোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন, সে সংসারো অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন, দৈব নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হইবার নহে। নানা প্রকার অনুরোধবশতঃ ১২০১ কিম্বা ২ হায়নে 'বরিজহাটি চণ্ডীতলা' গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন।"

আসলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাহের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। দ্বিতীয় বার পত্নীবিয়োগের পরে রামনিধি আবার দেশ ছেড়ে ছাপরা চলে যান। সম্ভবতঃ এই সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই বৈরাগ্যভাবের উদয় হয় এবং তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, ছাপরায় গিয়ে "কিছু দিন পরেই নিধুবাবু ছাপরা জিলার মধ্যস্থিত রতনপুরা নামক গ্রামে গিয়া ভখনরাম স্বামীজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।" অতঃপর রামনিধি সাধুজীবন যাপন করেন; উৎকোচ গ্রহণ করবেন না বলেই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করে শুধু জীবিকানির্বাহের জন্য পূর্বার্জিত গচ্ছিত দশ হাজার টাকা নিয়ে শেষ বারের মতো কলকাতায় ফিরে আসেন। ছাপরায় তিনি যবন গায়কের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। কলকাতায় বাকী জীবন তিনি শুধু সঙ্গীত চর্চা করেই কাটিয়েছিলেন। লঙ সাহেব লিখেছেন,

Nidhu, a century ago, composed poems sung to this day; he was said to have written the best when he was drunk.*

রামনিধি তাঁর প্রথম জীবনের কথা অপ্রকাশিত রেখেছিলেন স্বাভাবিক কারণেই। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সে-সব কথা তিনি আর প্রকাশ করতে চান নি। এই জন্যই রামনিধি গুপ্তের প্রথম জীবনের ইতিহাস আজ আর কারও জানা নেই।

মুতাখরীনে উল্লিখিত রামনিধি আমাদের নিধুবাবু কি না, সে সম্বন্ধে আরো প্রমাণের প্রয়োজন আছে; কিন্তু অবস্থাগত প্রমাণে আমাদের অনুমানও অযৌক্তিক হবে না। সে কালের দিনে বাঙ্গালীর বাংলা দেশের বাইরে গিয়ে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়া অসাধারণ। এ কারণে একাধিক রামনিধির কল্পনা কষ্টকর। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা-ও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন স্বল্পবাক্ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

---

* Long's Descriptive Catalogue, Popular songs.

পুরুষ। নিজের কথা তিনি কমই বলতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, "ইনি অতিশয় রসিক হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন।"

সবশেষে নিধুবাবুর বিখ্যাত গান—'নানান দেশের নানা ভাষা বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা'—তাঁর এ পর্যন্ত অজ্ঞাত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে। দেশপ্রেমের প্রণোদনায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবসৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন—এতখানি বলা অবশ্য নিরাপদ্ নয়। কিন্তু বিদেশীর প্রতি বিরাগ এবং স্বদেশীর প্রতি অনুরাগের মূল যে রামনিধি গুপ্তের জীবনেব এক বিস্মৃতপ্রায় অতীতে নিহিত ছিল, এ রকম অনুমান কি একেবারেই অন্যায় হবে?

বেথুন সোসাইটি—৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটির প্রথম পর্ব্ব বা যুগের কথা আমরা এতক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা অর্থাৎ নব-রূপায়ণের বিষয়ও পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। এই সময় যে নূতন কর্ম্মসূচী লইয়া সোসাইটি-কর্তৃপক্ষ কার্য্য আরম্ভ করিলেন তাহা ভাবীকালের আলোচনা-গবেষণার পথিকৃৎ হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সোসাইটির প্রথম পর্ব্বের জীবনবৃত্ত আলোচনায় আমি মুখ্যতঃ সে যুগের পত্র-পত্রিকার আশ্রয় লইয়াছি। এক হিসাবে দ্বিতীয় পর্ব্বের আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজতর, কারণ এ সময়কার কার্য্যবিবরণ এবং সোসাইটিতে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ মুদ্রিত পুস্তকাকারে আমরা পাইতেছি। প্রথম পর্ব্বে সোসাইটির প্রবন্ধ-পুস্তক মাত্র চারি খণ্ড বাহির হয়; এগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্বিতীয় পর্ব্বের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ ও প্রবন্ধ পুস্তক হস্তগত হওয়ায় তথ্যসংগ্রহে পূর্ব্বের মত বেগ পাইতে হইবে না।

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখনও হয়ত কাহারও কাহারও মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, এরূপ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা জীবনবৃত্ত আলোচনার সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে ডাঃ মৌএটের কথা আমরা আবার স্মরণ করিতে পারি। স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মাত্র আধখানা লব্ধ হয়, এইরূপ সভা-সমিতি দ্বারা আমাদের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এইসব সভা-সমিতির গুরুত্ব এবং কার্য্যকারিতা যে কত, তাহা হয়ত অনেকে এখনও অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এগুলির পূর্ব্বাপর কার্য্যক্রম আলোচনা করিলেই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের ফলে যে সভ্য-মনোভাবের উদয় হয় তাহারই বিকাশ আমরা দেখিতে পাই এ সকল সাংস্কৃতিক সভা-সমিতির ভিতরে। ইহাদের মধ্যে দেশজ্ঞান এবং লোকজ্ঞান লাভের সুযোগ পাইল শিক্ষিত-সাধারণ। শিক্ষা-ব্যাপারে "filtration theory" তেমন ফলপ্রদ হয় নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতিতে যে সকল আলোচনা-গবেষণা চলে তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে সবিশেষ কল্যাণকর হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। ইহা হইতে বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হয়। কলিকাতার কলা মহাবিদ্যালয়ের বীজ উপ্ত হয় বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে; ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ষষ্ঠ দশকের শেষে কলিকাতায় "Bengal Social Science Association" বা বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারও সূচনা হইতে দেখি বেথুন সোসাইটিতে। আবার সপ্তম দশকের প্রথম দিক্‌কার ভারত-সংস্কার সভায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যে কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেন তাহার কোন কোনটি বেথুন সোসাইটির কর্ম্মপরিকল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে পরবর্তী কালে কতই না আলোচনা-গবেষণা চলে। ইহারও সূচনা বেথুন সোসাইটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। সম্প্রতি বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস সম্বন্ধে আলোচনাদি নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগান্তকারী ব্যাপারটিও সম্ভব করিতে সে-যুগের এ সকল সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল।

২

নূতন ব্যবস্থায় সোসাইটির অধিবেশন বৎসরে ছয় মাস হইবার কথা থাকে—নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত। সভাপতি—ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ; সম্পাদক—অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র। সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হইল ১৮৫৯, ১০ই নবেম্বর ডক্টর ডাফের সভাপতিত্বে। প্রতিটি অধিবেশনেই কতকগুলি নিয়মমাফিক কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, যেমন—প্রাপ্ত পুস্তকের নামোল্লেখ এবং পুস্তক-দাতাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন, নূতন সদস্যের নাম ঘোষণা, কার্য্যবিবরণ পাঠ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সর্ব্বশেষে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠ ও তাহার উপর উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা। নূতন বৎসরের, বা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, বেথুনসোসাইটির নব-রূপায়ণের এই প্রথম সভায় ড. আলেকজাণ্ডার ডাফ সভাপতির আসন হইতে একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াস তিনি আবেগভরে বর্ণনা করিলেন। বেথুন সোসাইটির মত জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমাজের যে কত উপকার হইতে পারে সে বিষয়ের উল্লেখেও তিনি বিরত হন নাই। ইহার পর ঐ সেসনের (১৮৫৯-৬০) মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির লেখকের নামসহ এইরূপ উল্লেখ করিলেন:

1. Dr. Livingstone and African Experience—Nobin Kristo Bose (December, 1859)
2 On the Principles of Historical Evidence, and the permanent importance of the study of History to the Educated Natives of India—E. B. Cowell (January 1860)
3. Sir Isaac Newton, his'Discoveries and his Character—Archdeacon Pratt (February,'60)
4. Hannah Moore and Female Education—Macleod Wylie (March '60)
5. On the rise and progress of arts, with special refenence to Oriental as well as Western Archlteeture—C. H. A. Dall (April '60)

এ যাবৎ সোসাইটির কার্য্য প্রধানতঃ প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান এবং ইহার উপর আলোচনা-বিতর্কের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। নূতন ব্যবস্থায় এ বিষয়টি আগের মতই বজায় রাখা হইল, উপরন্তু সোসাইটি আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। সভাপতি ডাফ সোসাইটির মুখপাত্রস্বরূপ প্রথম মাসিক অধিবেশনেই সদস্যদের বিবেচনার্থ একটি নূতন পরিকল্পনা বা কর্ম্মসূচী উপস্থিত করিলেন। এই

পরিকল্পনা-অনুযায়ী সোসাইটির সাংস্কৃতিক কর্ম্মকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহার পরিচালনা-ভার প্রদানের প্রস্তাব হইল। এই ছয়টি ভাগ বা 'সেক্‌শনে'র প্রথমটি হইল—"General Education" বা সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক। ইহার পরিচালনাভার প্রদত্ত হয় শিক্ষাবিদ্ হেন্‌রি উড্রোর উপর। উড্রো পরে ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন বা শিক্ষা অধিকর্ত্তা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিভাগ—"Literature and Philosophy" বা সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক। এই বিভাগের কর্ত্তা বা পরিচালক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ঈ. বি. কাওয়েল। তৃতীয় বিভাগের নামকরণ হইল—"Science and Art" বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিষয়ক। ইহার ভার দিবার কথা হয় সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হেনরি স্কট স্মিথের উপর। চতুর্থ বিভাগ—"Medical and Sanitary Improvement"—অর্থাৎ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক। ইহার ভারার্পণের কথা হইল সোসাইটির বিশেষ উৎসাহী সদস্য ডাঃ নর্ম্মান চেভার্সের উপর। পঞ্চম বিভাগ "Sociology" বা সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে। সমাজতত্ত্বকে একটি বিজ্ঞানের মর্য্যাদা পাশ্চাত্যে দেওয়া হয় ইহার মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে; অথচ এই বিষয়টি আলোচনা সমাজের পক্ষে কতখানি হিতকর তাহা স্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা গিয়াছে। পাদ্রী জেম্‌স লঙ দীর্ঘকাল এদেশীয়দের মধ্যে সমাজ-হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছেন, কাজেই এ বিভাগের পরিচালনা-ভার তাঁহার উপর দিবারই কথা হইল। ষষ্ঠ বিভাগ হইল—স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতিসাধনের প্রয়াস সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি এই বিভাগের কার্য্য এবং ইহার ভার দিবার কথা হইল রমাপ্রসাদ রায়কে। রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায় কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি বিখ্যাত ব্যবহারাজীব এবং বিবিধ সমাজহিতে অগ্রণী ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট নূতন করিয়া গঠিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে রমাপ্রসাদ রায়কেই প্রথম ভারতীয় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি বিচারাসনে বসিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই নূতন পরিকল্পনা বা কর্ম্মসূচী সভায় উপস্থাপিত হইলে সদস্যদের মধ্যে ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিল। ইহার সুদূরপ্রসারী উপকারিতা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। তবে এ সম্বন্ধে আরো বিচার-আলোচনা প্রয়োজন, এ কারণে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশন পর্য্যন্ত ইহা স্থগিত রাখা হয়। এই অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল ৮ই ডিসেম্বর ১৮৫৯। পরিকল্পনাটি হুবহু গৃহীত হইল। বিভিন্ন বিভাগে কর্ম্মতৎপরতাও দেখা দিল শীঘ্রই। এই সেসনে (১৮৫৯-৬০) বেথুন সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত যেসব সদস্য, তাঁহাদের মধ্যে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম এক বিশেষ কারণে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসতের অধিবাসী, সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা। তিনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বেথুন সোসাইটির পরবর্ত্তী এক অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম এই মর্ম্মে উক্তি করেন যে, ইংরেজ আপোষে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিলে

কি ইংরেজ কি ভারতবাসী কাহারো মঙ্গল হইবে না। প্রায় শতবর্ষ পরে তাঁহার এই কথাই কি যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই? এই বৎসরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক প্রজাবন্ধু, সুবিজ্ঞ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সোসাইটির সদস্য হইলেন। সোসাইটির তিনজন পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে রাজা কালীকৃষ্ণ এবং কলিকাতার লর্ড বিশপ সোসাইটির কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন।

সোসাইটির সেক্রেটারী রামচন্দ্র মিত্র ১৮৬০, মার্চ মাসে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি ছিলেন পূর্ব্বেকার হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হইলে তিনি এখানে প্রথম বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ছুটি লইতে বাধ্য হন। ডক্টর ডাফ সভাপতিরূপে সদস্যদিগকে সম্পাদকের অসুস্থতার কথা বিজ্ঞাপিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটির পরিচালন, বিশেষতঃ ইহার নবরূপায়ণে তাঁহার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই অধিবেশনে রামচন্দ্র মিত্রের স্থলে কৈলাসচন্দ্র বসু অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও সুবিদ্বান্ শিক্ষাব্রতী এবং সোসাইটির সঙ্গে বহুবর্ষ যাবৎ ঘনিষ্ঠ রূপে যুক্ত ছিলেন। সভাপতি ডাফও তাঁহার বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে সোসাইটির কার্য্যে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। তিনি সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনায়, মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য-সূচীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় তৎপর হইলেন। প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারম্ভে ও শেষে তিনি যে-সব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন তাহা খুবই সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ হইত।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধ নিচয়ের একটি তালিকা ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও হিতকারক ছিল। নবীনকৃষ্ণ বসু লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার বনজঙ্গলে নির্ভীকভাবে বিচরণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বদেশবাসী যুবকগণকেও এইরূপ দুঃসাহসিক দেশপর্য্যটনে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাওয়েল নিজ বক্তৃতায় ঐতিহাসিক গবেষণায় সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োগ এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদের ইতিহাস-পাঠের আরও প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। সার্ আইজাক নিউটনের জীবন ও আবিষ্কারগুলির আলোচনার মধ্যে এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান সাধনায় অশেষ পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য্য এবং অনলস কর্ম্মপ্রচেষ্টার আবশ্যকতা আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটির কথা এখানে একটু বিশেষে বলি। ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি নিজ প্রবন্ধে হানা মুরের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রতুলতা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাসীন্যের বিষয় উল্লেখ করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির অন্যতম 'পেট্রন' রাজা কালীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদিতে নারীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা দেখান। স্ত্রীজাতির উন্নতি তথা স্ত্রীশিক্ষা

যে হিন্দুদের সামাজিক কর্ত্তব্য এবং ইহার প্রসারে যে কোন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন। সরকার বেথুন স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াই নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছেন। যে সকল বালিকাবিদ্যালয় ইতিপূর্ব্বে সরকারী আনুকুল্যের আশায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ঐগুলি পাইতেছে না। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই সকল বিদ্যালয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নবঙ্গের ইন্‌সপেক্টর থাকাকালীন প্রতিষ্ঠিত লইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং ব্যক্তিগত ঋণদ্বারা এসমুদয় পরিচালনা করিতেছিলেন। অবশেষে অনেক লেখালেখির পর সরকার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া হাত গুটাইয়া লইলেন। সোসাইটিতে পঠিত শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে সাধারণ ভাবে শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্য রীতি বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন পাদ্রী ড্যাল। কোন দেশ বা জাতি কতখানি উন্নত তাহা তাহার শিল্পকলা এবং স্থাপত্যরীতির মান বিচার করিয়া ধার্য্য করা যায়। ভারতবর্ষের অট্টালিকা, স্মৃতিসৌধ, মন্দিরাদিতে যে উচ্চ স্থাপত্য মান পরিদৃষ্ট হয় তাহা তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতাবস্থাই প্রতিপন্ন করে।

এই বৎসরে সোসাইটির কার্য্য দ্বিধারায় চলিতে থাকে। মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা পূর্ব্বরূপই চলিতে থাকে। দ্বিতীয় ধারার কার্য্য ছয়টি বিভাগে বিভক্ত হইয়া চলিতে লাগিল। এ বিষয়ের আভাস পূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি। সভাপতি ডাফ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়া প্রথম মাসিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা দেন এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে উহা গৃহীত হইলে অনুসরণীয় কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহাতেই বুঝা যায় প্রত্যেকটি বিভাগেই নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যথারীতি সভায় পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগে কার্য্য এইভাবেই চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী 'সেসনে'র কার্য্যাবলী আলোচনাকালে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৩

বেথুন সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভা গঠন সম্পর্কে আমাদের একটি জিজ্ঞাসা ছিল। জানা যাইতেছে, ১৮৫৯-৬০ 'সেসনে'র এপ্রিল মাসে সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং ছয়টি বিভাগের সভাপতি ও সম্পাদকগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইয়াছিল। ১৮৬০-৬১ 'সেসনে'র প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৮ই নবেম্বর ১৮৬০) এই সভাকেই স্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সোসাইটির বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন হইবার পরে এই সেসনে পঠিতব্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকদের নাম সভাপতি প্রকাশ করিলেন। এ সকল মাসিক অধিবেশন বা সাধারণ সভার অধিবেশন হইত প্রায়ই প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে। প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখকগণ এইরূপ :—

1. The laws of England—Mr. Goodeve, Barister-at-Law. (8th Nov., 1860)

2. Incidents and Impressions of Travel in Northern, Central and Western India—Rev. Lal Behari De. (18th Dec., '60)

3. Sketches of the History of the Jews, since the destructions of Jerusalem—Mr. Ayerst, Rector of St. Paul's. (10th January 1861)

4. The Phenomena of Sleep—Mr. Brett. (19th Febry '61)

5. The University of Cambridge—Rt. Rev. Lord Bishop of Calcutta. (14th March '61)

6. The Relation between the Hindu and Buddhistic Systems of Philosophy and the Light which the History of the One throws on the Other—Rev. K. M. Banerjea (18th April, '61)

ছয়টি বিভাগের পক্ষে অনুসন্ধান ও গবেষণা-কার্য্য পূর্ব্ব বারেই আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটিতে কি কি কার্য্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রতি মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপস্থাপিত হইবার কথা যথাক্রমে এইরূপ স্থির হয়ঃ ১ শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট—হেনরি উড্রো, ২ সাহিত্য ও দর্শন—কাওয়েল, ৩ স্বাস্থ্যোন্নতি—ডাঃ মৌএটি (ডাঃ চেভার্সের পদত্যাগের পর), ৪ বিজ্ঞান ও শিল্প—স্মিথ, ৫ সমাজবিজ্ঞান—লঙ এবং ৬ নারীজাতির উন্নতি—রমাপ্রসাদ রায়।

এ সনে সোসাইটির কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে সদস্য-সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। যে-সব সদস্য সোসাইটির নূতন সদস্য হইলেন তাঁহাদের মধ্যে নবগোপাল মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন যুবক; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী বলিয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার গতায়াত ছিল। তিনি পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহ লাভ করেন। তাঁহারই অর্থে নবগোপাল 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশ করেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান—সুবিখ্যাত 'হিন্দু মেলা' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া। সোসাইটির কোন কোন মাসিক অধিবেশনের আলোচনায় তাঁহাকে যোগ দিতেও দেখি।

পঠিত প্রবন্ধাদির সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। প্রবন্ধগুলির কোন কোনটির নাম হইতে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—এরূপ প্রবন্ধ পাঠের উপকারিতা কি? ইংলণ্ডের আইন-কানুন প্রবন্ধে সেখানকার সরল বিধিগুলির সঙ্গে এদেশের জটিল বিধি ব্যবস্থার তুলনা-মূলক আলোচনা করা হয়। রেভাঃ লালবিহারী দে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে পর্য্যটন করিয়া যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন। সমগ্র ভারত-পরিক্রমা জাতীয়তা-বোধের উন্মেষে কত সহায়ক তাহা পরবর্ত্তী ভারত-পরিক্রমা হইতে ভালরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে। রেভাঃ লালবিহারী দের ভারত পর্য্যটনে তাহারই সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকাতার লর্ড বিশপ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ ও কৌতুকাবহ বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক, বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হইলে বিদ্যাচর্চ্চা সুলভ ও সুগম হইবে এই মর্ম্মে মন্তব্যাদি

প্রকাশিত হয়। একটি বিষয়ে তিনি ভারতবাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। বহু দানবীরের দানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি একে একে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সময়ে বাংলা দেশে বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজ একটি মাত্রও ছিল না। তিনি প্রশ্ন করেন—বাংলা দেশে বহু ধনী থাকা সত্ত্বেও এরূপ দানবীর দৃষ্ট হয় না কেন? পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটি যেমন দীর্ঘ তেমনি বিতর্কমূলক। হিন্দু ষড়্‌দর্শন বৌদ্ধদর্শন-সঞ্জাত—এই উক্তি অনেকের মনেই ধোঁকা লাগাইয়া দেয়। পরবর্ত্তী কালে এই বিষয়টি লইয়া বিস্তর আলোচনা চলিয়াছে। ইহার মূল পাই এই রচনাটির মধ্যে।

আরম্ভাবধি ছয়টি বিভাগের কার্য্যকলাপ কিরূপ চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। স্ত্রীজাতির উন্নতি তথা স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। অন্য পাঁচটি বিভাগের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা-গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় হেনরি উড্রোর রিপোর্ট হইতে। কলিকাতার কয়েকটি পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাভিত্তিক সোসাইটি, শিক্ষাবিস্তারে দেশবাসীর কার্য্যকলাপ এবং সরকারী শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তত্ত্বতল্লাস করার কথা হয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ফ্রি চার্চ ইন্‌ষ্টিটিশন সম্পর্কে হরশঙ্কর দত্ত এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুইটি বেশ তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। ই. বি. কাওয়েলের নেতৃত্বে সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ের গবেষণা সুরু হইল। এই বিভাগে প্রকাশিত হইল তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'চৈতন্য' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিভাগের সভাপতি ডাঃ মৌএট অসুস্থতা-নিবন্ধন বিলাত চলিয়া যান। এই বিভাগের আলোচনা-গবেষণার রিপোর্ট ২৪শে জানুয়ারী ১৮৬১ তারিখের সভায় উপস্থাপিত করেন নবীনকৃষ্ণ বসু। বাংলার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বহু তথ্য ও নির্দ্দেশ ইহাতে রহিয়াছে।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলি। ১৮৬১ সনের ২৬শে এপ্রিল বিভাগের সভাপতি পাদ্রী লঙ রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বাংলার পল্লী অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীর আর্থিক, নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের মূলভিত্তি হইল 'মানুষ'। এই মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং গবেষণা দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়া থাকে। লঙ্‌ বিভাগীয় সম্পাদক, অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ, সোসাইটির সভাপতি এবং সাধারণ সদস্যদের নিকট হইতে তথ্যানুসন্ধানব্যাপারে বিস্তর সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্য উনচল্লিশ দফায় বিভক্ত হয়। এই দফাগুলির নাম হইতেই অনুসন্ধানের ব্যাপকতা প্রতীত হইবে। উহাদের কয়েকটি মাত্র এই—আদি বাসী, চাষীমজুর, ভিক্ষুক, পূজা-পার্ব্বণ, ব্যবসায়, কথাবার্ত্তা ও সামাজিক মেলামেশা, আধিব্যাধি, চিকিৎসা, গৃহস্থালী, পোষাকপরিচ্ছদ, যাত্রা ও নাটক, শিক্ষা, স্ত্রীজাতি, উৎসবাদি, জেলে ও নৌকার মাঝি, খাদ্য, আবাসস্থল, ভাষা,

সমাজ-বিধি, বিবাহ, মুসলমান, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র, পণ্ডিত, প্রবাদ, সঙ্গীত, ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভৃত্য, ভ্রমণ, যানবাহন প্রভৃতি। এই দফাগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে এক-একটি প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া এই বিভাগ নানা স্থানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপ তথ্যসমূহ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক তথা জাতীয় উন্নতির মূলে সমাজ-বিজ্ঞান অনুশীলন কত সহায়ক তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হই।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভণিতা—

গীতছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে।
সকল লোকেতে যেন শুনে অনায়াসে॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ—

ভীম বলে মাতৃ ভায় সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন ছার কেবা ভয় করে তার
আমি তারে না করি গণন॥
কোন কীট সে বিপক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ
নাহি সহে মম পরাক্রম।
হের দেখ সুলোচনি আমার যুগল পাণি
দেখিয়া করএ ভয় যম॥
যাহ বা থাকহ হেথা মনে লয় যেই কথা
কর চিত্তে এই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া ভেএ দেহ পাঠাইয়া
কি করিবে আসি মম পাশ॥
ভীম হিড়িম্বাতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হেথা
হিড়ম্ব হইল ক্রোধমন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের সমবর্ত্তী
আইসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন॥
দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী স্তব্ধ হএ নিশাচরী
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হের দেখ মম ভাই যেন ঘোর সম বাই
আইসে দুরন্ত ক্রোধভরে॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতর খাইল অনেক নর
দেখিয়াছি মম বিদ্যমান।

——

৬২১। মহভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১১-১৩৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। বহু পত্র কীটদষ্ট। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪।০×৫ ইঞ্চি। আদি অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ—

বিশেষ চিন্তিয়া পূর্ব্বে কৈল অঙ্গীকার।
এবার মথন সিন্ধু রত্ন যে আমার॥
আপন অৰ্জ্জিত তাহে সৃষ্টি কৈল নাশ।
হৃদয়ে······হইলা কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র যুড়িয়া বিষ আকাশে পরশে।
অঞ্জলি করিয়া হর করিল গণ্ডুষে॥
দূরে থাকি দেবাসুর দেখিএ কৌতুক।
করিল গরল পান একই চুম্বুক॥
অঙ্গধৃত পালন সধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখিল বিষ না লইয়া উদরে॥
নীলকণ্ঠ অদ্যাপি আছয়ে বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হইতে বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিল সভে ত্রৈলোক্য ভুবন।
কৃতাঞ্জলি করি সভে করয়ে স্তবন॥

ভণিতা—

কাশীরাম দেব কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠপদে রহুক মতি॥

শেষ—

দ্রৌপদীর এতেক জানিঞা জগন্নাথ।
নাহি ভয় বলিয়া তুলিলা বাম হাথ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দ শুনি নিঃশব্দ হইল যত সৈন্য॥

সব যদুবরে ডাকি গোবিন্দ বলিল।
দেখ এক লক্ষ রাজা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
সৈন্যগণ গতায়াতে নগর ভাঙ্গিল।
যদুপূর্ব্বে রাখ গিয়া নগর পঞ্চাল ॥
শুনিঞা সাত্যকি প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন ॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।

৬২২। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৯-৮০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। নবম পত্রের আরম্ভ--

দ্বিভুজ কমলদণ্ড গণ্ডে চতুর্দ্দোল।
করকমলেতে ধৃত যুগল কমল ॥
যুগল কমলপদ কমল আসন।
বিদ্যুতবরণী রামা রত্নবিভূষণ ॥
স্থাবর জঙ্গম তীর্থ সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সভাকার হইল উল্লাস ॥
জীব আত্মা বিহনে যেমন মৃত তনু।
তদ্‌বৎ ত্রৈলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিনু ॥
দেবকন্যা নাগকন্যা মানুষী অপ্সরী।
হুলাহুলি শবদে পুরিল তিন পুরী ॥

ভণিতা—

কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দিকে ॥

শেষ—

দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্ম কহিল…॥
দেবাপির জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম লৈল।
বালককাল হইতে সেহো অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হইলা নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তার পুত্র ভীষ্ম মহামতি ॥
বিভা না করিল ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যা আনি বাপে বিভা দিল ॥
তার গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য আর ॥

৬২৩। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৪৮-৭৭, ৭৯-৯০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৪৮ পত্রের আরম্ভ—

আস্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি।
অশ্বমেধ কালেতে আসিবে দ্বিজমণি ॥
তবে ত আস্তিক গেলা আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর ॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈলা আনন্দিত।
নাগলোকে উচ্ছব হইল অপ্রমিত ॥
যতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকের বহু রত্ন দিয়া ॥
পুনর্জ্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিএ মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥

ভণিতা—

আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীরাম বিরচিত শুনে পুণ্যবান ॥

শেষ—

অর্জ্জুনের পুত্র হৈলা সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিলা তিহো ভারতসমরে ॥
তার ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ভবতী।
পরিক্ষিত মহারাজা তাহাতে উৎপতি ॥

আপুনি হইলে…তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥
শতানীক সঙ্ক এই দুই সহোদর।
মেধদণ্ড হব শতানীকের কোঙর॥
…বংশ চারি পুত্র যেই জন শুনে।
আউ যশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে২॥
সংসারে যতেক ধর্ম্মবিধি বেদে কহে।
সর্ব্বধর্ম্মফল … … … ॥

৬৬ সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে নিম্নোদ্ধৃত বিষয় লিখিত আছে—'সন ১১০০ সা। রূপার মুয়া শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তি বন্দক ১১ কার্ত্তীক ২ টাকা একটি—২।'

৬২৪। **মহাভারত—আদিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৩০-১৪৮, ১৫২, ১৫৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১৩০ পত্রের আরম্ভ—

পুনরপি আমা সভা নিকট মিলিবে।
আপনার সত্য বাক্য কভু না লংহিবে॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা হয়্যা হৃষ্ট মন।
ভীম লয়্যা হিড়িম্বা চলিলা ততক্ষণ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিলা নিশাচরী।
নানা বন উপবন ভ্রমে ক্রীড়া করি॥
যথা মন যায় তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ নদী গিরিশৃঙ্গ ভ্রময়ে কৌতুকে॥
নিত্য২ অন্য বেশ ধরে অনুপাম।
হেন মতে বহু দিন ক্রীড়ে অবিরাম॥

ভণিতা—

পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস কহে কলিভবপরিত্রাণ॥

শেষ—

মুহূর্ত্তেক কৈল রণ নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া নানা জন পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল রাজাগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন॥
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চায়।
দেখিয়া সঙ্কট চিত্ত হৈলা ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥
শীঘ্র যাহ নিবারিয়া আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কি নাহি প্রয়োজনে॥

৬২৫। **মহাভারত—আদিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৩-২৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পত্র কয়টি গলিতভাবাপন্ন এবং হস্তাক্ষরও প্রায়শঃ মুছিয়া গিয়াছে। সুতরাং কিছু উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নহে।

৬২৬। **মহাভারত—আদিপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫৫, ৬০, ৬৬-৭০, ৭২-৭৪, অসম্পূর্ণ। ৭০ ও ৭৪ সংখ্যক পত্র দুইখানি করিয়া আছে। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২৸০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৫৫ পত্রের আরম্ভ—

কান্দিয়া কহিল জত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া সংবাদ আমার॥

পুন আর নগরে না করিব গমন।
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন॥
চলি জাহা পূর্ণিকা কহিয় পিতৃস্থানে।
তাহারে কহিয় আমি তেজিব জীবনে॥
এত শুনি পূর্ণিকা চলিলা শীঘ্রগতি।
তুরিতে জানাল্য যথা শুক্র মহামতি॥
করযোড়ে পূর্ণিকা বলয়ে সবিনয়।
দেবযানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেলা স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তারে॥

ভণিতা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শেষ—

বিষ্ণু অংশে ভৃগুপতি সংসারের সার।
তার দর্প হরিতে শ্রীরাম অবতার॥
সীতারে আনিতে রাম হইল বিরোধ।
রামচন্দ্র সহিত আছিল মহাযোধ॥
স্বর্গপথ রুদ্ধ কৈলা রাম মহাবীর।
তার বিষ্ণুতেজ গেলা শ্রীরামশরীর॥
তে কারণে বলহীন বলদর্প সার।
তে কারণে রণে না পারে জিনিবার॥

৬২৭। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৭, ১৮-২৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। সপ্তম পত্রের আরম্ভ—

ইন্দ্রে দিলে স্বর্গ যমে সঞ্জীবনি পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর॥
জলের মধ্যেতে প্রভু মোরে দিলে স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করিয়ে বসতি॥
কোন দোষে দোষী মুঞি হইলু পাদপদ্মে।
কোন হেতু মুঞি অতি পড়িনু প্রমাদে॥
দ্বিতীয় সুমেরু এই মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুরমধ্যে সেই ঘুরে অবিরত॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে একান্ত সদা মন।
অনুবধি বাঞ্ছে মহাভারত শ্রবণ॥

শেষ—

শৌনকাদি মুনি বলে শুন সৌতি সুত।
কহিলে বিচিত্র কথা শ্রবণে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ দেখি আস্তিক কিরূপে জন্ম হইল॥
সৌতি বলে জরৎকারু বিভা না করিয়া।
পূর্ব্বমত বুলে রাজ্য উন্নিত হইয়া॥

৬২৮। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১০৫, সম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের কিয়দংশ, শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ ও অন্য কয়েক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। আরম্ভ—

……পিতামহ দানব প্রধান॥
দহিয়া খাণ্ডব গেলা খাণ্ডবপ্রস্থেরে।
কি কর্ম্ম করিলা তবে কহ মুনিবরে॥
……………মোর পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিলে ঘুচয়ে মনধন্দ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর।
অগ্নিসত্যে পার হইলা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

ধর্ম্মরাজে কহিল সকল বিবরণ।
পরম আনন্দে রাজা দিল আলিঙ্গন॥
লক্ষ২ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান।
ময় দানবেরে বহু করিল সম্মান॥
পাণ্ডবের মহাযশ পুরিল সংসারে।
রিপুগণে শুনিঞা হইল চমৎকারে॥

ভণিতা—

সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দ॥

শেষ—

অজয় পাণ্ডবগণ জাইতেছে বনে।
চতুর্দ্দশ বরষে আসিব ক্রোধমনে॥
বিশেষ হইব বল তপস্যা করিয়া।
কে জিনিবে তার সহ সংগ্রাম করিয়া॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হইএ ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন॥
কি করিব পাণ্ডবের আমার শকতি।
নিশ্চয় মরণ বলি জান কুরুপতি॥
তোমা সব হেতু মোর মরণ হইব।
তথাপি শরণ লইলে ত্যাগ না করিব॥
ত্রয়োদশ বরষান্তে অবশ্য মরণ।
জানি শীঘ্র ধর্ম্মপথে দেহ সভে মন॥
দান যজ্ঞ কর দেশে দ্বিজের শুশ্রূষা।
... ...

...তথা লিখিতং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীগঙ্গানারায়ণ দাস সাং মুক্তাতোড়ি॥ তরফ বারহা...সন ১২২১ সাল তারিখ ২৩ভাদ্র রোজ বুধবার বেলা...।

৬২৯। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯, ১১-১৩, ২১-২৪, ২৬-২৮, ৩০-৩২, ৩৬-৪৪, ৪৭-৫৪, ৫৭, ৭৩-৭৪, ৭৬-৮৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র কীটদষ্ট ও একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ না থাকায় লিপিকাল প্রভৃতি নাই। প্রথম পত্রের ভিতরের ভাঁজে একখানি কর্জ্জপত্র লিখিত আছে; তাহার লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।
সভাপর্ব্ব লিক্ষতে।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানবপ্রধান॥
দহিয়া খাণ্ডবে গেলা খাণ্ডবপ্রস্থেরে।
কি কর্ম্ম করিলা তবে কহ মুনিবরে॥
শুনিতে হৃদয় মোর পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ॥

ভণিতা—

হারিল ধর্ম্মের পুত্র কপট পাশায়।
সভাপর্ব্বে সুধারস কাশীদাস গায়॥

শেষ অংশ—

হেন কালে উপনীত ব্রহ্মার কোঙর।
কুরুসভামধ্যে বলে নারদ মুনিবর॥
আজি হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর সময়।
সকল কুরুর বংশ হইবেক ক্ষয়॥
সভাই মরিবে অহঙ্কার উপরোধে।
নিক্ষেত্রি হইবে ভীমার্জ্জুন মহাযোধে॥
এত বলি মুনিবর হৈলা অন্তর্ধান।
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হইল কম্পবান॥
নারদের বাক্য শুনি হইলা অস্থির।
অকূল সমুদ্রে সব মজিল শরীর॥

উপায় না দেখি ইথে হইবে কি গতি।
বিচারি শরণ লইল দ্রোণ মহামতি ॥

৬৩০। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৬, ১০-৩১, ৩৩-৩৫, ৪৩-৪৯, ৫৬-৮৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল। ষষ্ঠ পত্রের আরম্ভ—

ঋষি বলে কহি শুন ভারতপ্রধান।
যমের যেরূপ সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘ পঞ্চ শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্যের প্রভা সভা গতি সদাচার ॥
না শীত না তপ্ত তথা নাই দুঃখ শোক।
পরস্পর নাঞ্চি হিংসা সদাকাল সুখ ॥
কতেক কহিব তথা যতেক বৈসয়ে।
মুখ্য২ বৃন্দ কহি শুন মহাশয়ে ॥
যযাতি নহুষ পুরু নৃপতি দশরথ।
অশ্বসেন সুষেণ সুরথ সুব্রত ॥
সরথ সঞ্জয় বেণু বৈণ্য উশীনর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব কথা যত আছে আর ॥

ভণিতা—

সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

শেষ—

পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর।
আপনে অভয় দিলে হয়ত সুস্থির ॥
দ্রোণ বলে পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হইতে জন্ম পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
পাণ্ডব দেবতা আমি হইএ ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব জানে সর্ব্বজন ॥
তথাপি করিব যত শক্তি মোর হব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব ॥

জথাদিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীভুবনমোহন কুণ্ড বেলা তিন পহরের সময় বারির ঘরে বসিয়া সাঙ্গ হইল ইতি সন ১২৫২ সাল।

৬৩১। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩, ৯-২২, ৪৫-৭৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। অনেক পত্র কীটদষ্ট। প্রথম দিকের কতিপয় পত্রের কিয়দংশ নাই। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশও খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তবে ৫৬ সংখ্যক পত্রের বাম পার্শ্বে "সভাপর্ব্ব সোভাবাজারের বটতলাতে খোজ করিলে পাইবেন" এই লেখা দৃষ্টে পুথি তেমন প্রাচীন নহে, তাহা অনুমান করা যায়। ৭৫ পত্রের শেষ—

নগরের লোক সব করিছে ক্রন্দন।
আমা সভাকার প্রাণ যাইতেছে বন ॥
সকল কম্পতি ভূমি দেগে নৃপমণি।
বিনি মেঘে গগনেতে ম শব্দ শুনি ॥
অপুরুব গ্রাসিলা গ্রহ দেব দিবাকর।
উল্কাপাত নির্ঘাত শুনিয়ে নিরন্তর ॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষেণে স্তুস্ত নহে উঠয়ে শরীর ॥
এ সকল চিহ্ন রাজা কৌরব নাশেরে।
কেবল হইল রাজা তোমার বিচারে ॥

মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

৬৩২। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫, ৭-৯, ২৩-৪২, ৪৭-৫৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি লিখিত। কোন কোন পত্র কীটদষ্ট এবং কতিপয় পত্রের অংশবিশেষ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি; লিপি-কাল নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

সকল দানবশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা আমি।
করিব অবশ্য যাহা আজ্ঞা কর তুমি॥
পাণ্ডু(?)বলে কি ছু আমি না চাহি তোমারে
যে পার করহ প্রীত দেব দামোদরে॥
যোড় হাথে ময় বলে কৃষ্ণের গোচরে।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদরে॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বৈল ততক্ষণে।
দিব্য সভা এক দেহ করিয়া নির্ম্মাণে॥
হেন সভা কর যেন কেহ নাহি দেখে।
অদভুত হইব সুরাসুর তিন লোকে॥
এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি।
নির্ম্মাণ করিতে সভা গেল শীঘ্র গতি॥

ভণিতা—

সভাপর্ব্বে সুধারস সভার বর্ণনা।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজনা॥

৫৫ পত্রের শেষ—

... ...

তবে দুর্য্যোধন রাজা হইল চিন্তিত।
এক দিন দেখ তাহে দৈবের লিখিত॥
মাতুলের সহিত বিহরে নরবর।
লজ্জায়ে মলিন মুখ কাঁপে থরে থর॥
গুটিকে খণ্ডিত বাপি তাহা না জানিল।
সভাসত দুর্য্যোধন বাপিতে পড়িল॥
দেখিয়া হাসেন যত ছিল সভাজন।
ভীম পার্থ দুই জন মাদ্রীর নন্দন॥
দেখি রাজা যুধিষ্ঠির ভাই আজ্ঞা দিল।
বাপি হইতে দুর্য্যোধনে টানিয়া তুলিল॥
ওদস বসন তেজি পরাইল বাস।
নিবর্ত্ত করিল যত লোকজন হাস॥

৬৩৩। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-১০, ১২-৩১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৫৷৷০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর।
এথা হইতে গেলে মোর প্রাণ হয় স্থির॥
মোর স্থানে তোমার কোন প্রয়োজন।
যথায় যাদবী তথা করহ গমন॥
নব গণ্ডি দিলে যেন পুর্ব্বগণ্ডী হেলা
আমারে কি প্রীত আর পাইলে নব বালা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর হইলা লজ্জিত।
তুমি হেন নহ দেবি না হয় উচিত॥
তোমা বিনে অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ স্ত্রী হইলেও তুমি সভার উপরে॥
আমা আদি করিয়া বিক্রয় তব পায়।
ভদ্রা হেতু তব ক্রোধ না বুঝি তোমায়॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী হইলা উল্লাস।
প্রিয় বাক্য দুই জনে করিলা সম্ভাষ॥

ভণিতা—

দক্ষিণে পাণ্ডব জয় যেই জনে শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয় কাশীদাস ভণে॥

৩১ পত্রের শেষ—

সিদ্ধি শুদ্ধি ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে যতেক যমদূতগণ ॥
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি২ রথ।
স্থানে২ নৃত্যগীত হয় অনুব্রত ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
হেন অদ্ভুত নাহি দেখিএ কখন ॥
যে দেব দানবে বৈরি আছএ সদায়।
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥
যে ফণী গরুড়েতে নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্বসখা ॥

—

৬৩৪। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৬-১৭, ২৩-২৪, ২৮-৩৪, ৪১, ৪৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৬০ × ৪৬০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ষোড়শ পত্রের আরম্ভ—

কৃষ্ণের বচনে ক্রোধে বীর বৃকোদর।
দুহ পায়ে ধরি ক্ষেপে শূন্যের উপর ॥
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুহ পায়ে ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
শত বার ভ্রমাইয়া পেলে ভূমিতলে।
বক্ষস্থল চাপিয়া বৈসয় মহাবলে ॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনে কম্পয়ে ধরাধরে ॥
রাজ্যের যতেক সুখ(?) হৈল নৃপ প্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
গর্ভবতী নারীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী অশ্ব আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
যে কিছু ভীমের শক্তি সকল করিল।
তথাপি হ জরাসন্ধ মরণ নহিল ॥

ভণিতা—

সভাপর্ব্ব দিব্যজ্ঞান ব্যাসের রচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

৪৩ পত্রে—

যজ্ঞ স্থানে নাগরাজ আইল সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল সখা অন্নজলহীন ॥
জানিয়া শুনিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ক্ষিতি মহাভার ॥
এতেক বলিলা যদি দেব জগৎপতি।
লজ্জায় মলিন মুখ শেষ মহামতি ॥
তবে অনুমতি দিলা ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লঞা গেল দেবগণ ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয় যজ্ঞকথা অদ্ভুত চরিত্র ॥
রাজসূয় যজ্ঞে রাজা আইল লক্ষ২।
কাশী ভাষে কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥

—

৬৩৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৪৯-২১১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। কতকগুলি পত্রের লেখা উঠিয়া গিয়াছে। এবং কতকগুলির লেখা অস্পষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৪॥০ × ৪৬০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ১৩৯ পত্রের আরম্ভ—

এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চ জন।
শুনিঞা বিস্ময় হইলা রোহিণীনন্দন।
রাম বৈল কৃষ্ণ শুনি অদ্ভুত কথন।
শুনিঞা আশ্চর্য্য মোর হইতেছে মন ॥

অগ্নিতে পুড়িয়া মইল বিখ্যাত জগতে।
এই সব কথা যে ঘোষএ পৃথিবীতে॥
কোন বেশে কোনখানে আছে পঞ্চ জন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি কারণ॥
এত শুনি বলিতে লাগিলা যদুবীর।
হের দেখ দ্বিজসভামধ্যে যুধিষ্ঠির॥
এখনি কেমতে উঠিবেক ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিব।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিব॥

ভণিতা—
আদিপর্ব্বে ভারত ব্যাস বিরচিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস গায় গীত॥

শেষ—
তবে কৃষ্ণার্জ্জুন আর দানব ঈশ্বর।
তিন জন প্রদক্ষিণ কৈলা বৈশ্বানব॥
বর দিয়া হুতাশন নিজাশ্রয়ে গেল।
আনন্দিত হইয়া চলিলা তিন জন॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কৃষ্ণার্জ্জুনলীলা সব পাণ্ডব চরিত্র॥
ব্যাসবিরচিত কথা বিচিত্র সুন্দর।
যাহার শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর॥
সেই কথা বলি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
... দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। [ইত্যাদি]।

৬৩৬। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৩-১২, ১৬-৬৪, ৬৯-৭৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। কতিপয় পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তৃতীয় পত্রে—

ত্রৈলোক্যে বিদিত যে জনার রূপ গুণ।
কেমতে লুকাবে ভাই এমত অর্জ্জুন॥
অর্জ্জুন বলিল দেব আছএ উপায়।
নপুংসক বেশ আমি আচ্ছাদিব কায়॥
দুই ব'হু লুকাইব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
স্ত্রীর বেশ কুণ্ডল পরিব দুই কানে॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে এই দিব পরিচয়।
পূর্ব্বে আছিলাঙ আমি পাণ্ডব আলয়॥
তার ভার্য্যা দ্রৌপদীর আছিলাঙ নৃত্যক
এই হেতু বাল্যকালে হৈল নপুংসক॥

ভণিতা—
রহস্য বিরাট পর্ব্ব কিচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজচরণ প্রসাদে॥

শেষ—
অন্যরূপে শাস্তি মোরে পাণ্ডব নহিব।
উত্তরা কন্যারে দিয়া পাণ্ডবে ভজিব॥
পৃথিবীর যত রাজার পূজিত যে জন।
ভাগ্য উদয়ে হেন জনে করিব পূজন॥
উত্তর বলিল তাত কিছু নাহি ভয়।
বড় ক্ষমাশীল ধর্ম্ম দয়ালু হৃদয়॥
তোমার যতেক দোষ নাহি কিছু মনে।
সদাই করেন দয়া বুঝহ আপনে॥
ত্রিগর্ত্ত রাজার ভয়ে করিল উদ্ধার।
কুরুভয়ে নিস্তারিল অনুগ্রহে যার॥
ভাল বিচারিলে তাত লইল মোর মনে।
অর্জ্জুনে...

৬৩৭। মহাভারত, বনপর্ব্বে সাবিত্রী উপাখ্যান।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি

পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি, এক পৃষ্ঠায় মাত্র ১০ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫০ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

অথ শ্রীমহাভারথে বনপর্ব্বে সাবিত্রি উপাক্ষন লিক্ষতে ॥

যুধিষ্ঠির বলে অবধান মহামুনি।
শুনিল রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনি ॥
মুক্ত হৈল শরীর সফল হৈল জন্ম।
সাবিত্রী কাহার কন্যা কিবা তার ধর্ম্ম ॥
কোন ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্র তপে।
কোন২ কর্ম্ম উদ্ধারিল কোন রূপে ॥
শুনিবারে ইংসা বড় হইল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তার করিয়া কহ মোরে ॥

শেষ—

এই হেতু সর্ব্বজন সংসার ভিতরে।
সাবিত্রী সমান করি আশীর্ব্বাদ করে ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীরে দেখি সব তাহার লক্ষণ ॥
পতিব্রতা ছিল এক কোষ্টীকের নারী।
সেই মত দ্রৌপদী শুনহ ধর্ম্মকারি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসে মুনিরে।
পতিব্রতা ধর্ম্মকথা কহ মুনি মোরে ॥
ভারথ পঙ্কজ বিরচিল মুনি ব্যাস।
সাবিত্রীর যত কথা কহে কাশীদাস ॥

ইতি সাবিত্রির উপাক্ষন সমাপ্তং ॥ লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা। সাং গোপালপুর পুস্তকমিদং শ্রীসনাতন পাল ॥ সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোনা। সন ১২৫০ সাল তারিখ ৬ আশ্বিন বৃহস্পতি বার ॥

৬৩৮। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১০, ১২-৫৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৩ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাট নগরমধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
কোন বেশে বৎসরেক রহিলা তথাতে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন কুরুরাজ।
দ্বাদশ বৎসর বঞ্চে অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালি সমুদিত।
বহু দ্বিজগণ সহ ধৌম্য পুরোহিত ॥
সভাকে চাহিয়া কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বে জাহা করিল নির্ণয় সভাজন ॥
বনবাস উপরান্তে এক সম্বৎসর।
অজ্ঞাতে রহিব ভুবি পঞ্চ সহোদর ॥
বুঝিঞা করহ কার্য্য ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকার কোন স্থান ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে সাধুজনপায়।
পাইব পরম পদ জাহার সহায় ॥

শেষ—

উৎসব করিল তবে বিভার কারণ।
নট নটী নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বৃক্ষ রোপিল বিবিধ পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
নানা অলঙ্কারে বর কন্যা বিভূষিল।
রোহিণী চন্দ্রমা জেন একত্রে মিলিল ॥

শুভ ক্ষণে দোহাকার বিভা করাইল।
নানা রত্ন নানা দান মৎস্যরাজে দিল ॥
... ...
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে তার ব্যাসের বচন ॥
সেই কথা কহি আমি পাচালির মত।
এত দূরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

লিখিতং শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহ সন ১১৮৩ তিরাশী সাল তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠী রোজ সোমবার। জথা দিষ্ট [ইত্যাদি]।

৬৩৯। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র কীটদষ্ট এবং ১ হইতে ২০ পত্রের দক্ষিণ ভাগ গলিত। পরিমাণ ১৬৷৷০ × ৫৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৩ সাল। আরম্ভ—

...বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে।
জন্মেজয় বলেন কিছু...।
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্ব্বে পিত্তামহগণ ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
কোন২ বেশে সভে রহিল কেমতে ॥
...বলেন শুন কুরুরাজ।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ ॥
...পাণ্ডব পাঞ্চালী সমন্বিত।
বহু দ্বিজগণ সহ ধৌম্য পুরোহিত ॥
সভারে চাহিয়া বলেন ধর্ম্মের...।
...পূর্ব্বে যাহা করিল নির্ণয় ॥
বনবাস উপরন্তে...সম্বৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কৃষ্ণা পঞ্চ সহোদর।
বুঝিয়া করহ ভাই ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাতে রহিব কোন স্থান ॥

শেষ—

উৎসব করিল সভে বিভার কারণ।
নট নটী নৃত্য গীত...বাজন ॥
নানা বৃক্ষ দ্বারেতে রোপিল পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
নানা অলঙ্কারে বর কন্যারে ভূষিল।
রোহিণী চন্দ্রমা জেন একত্র মিলিল ॥
শুভ ক্ষণ করি দুহার বিভা করাইল।
হয় হস্তী নানা রত্ন মৎস্যরাজা দিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয় জেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ হরে তার ব্যাসের বচন ॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥
পণ্ডিত জনে ব্যক্ত জেন কর্ণামৃত।
কাশীরাম দাস সাধু জনে প্রণিপাত।
এত্ত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি পুস্তক সন ১২১৩ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন জথা দিষ্ট [ইত্যাদি]। এই পুস্তক বালিয়া সাকীনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসুর সকলে জানিবেন।

৬৪০। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৮৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি, কতিপয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পুথির অবস্থা ভাল, লেখা উত্তম। পরিমাণ ১৩।০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫০ সাল। আরম্ভ—

৺৺শ্রীশ্রী দুর্গা ॥

অথ শ্রীমহাভারথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধনভএ পূর্ব্বে পিতামহগণ ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ করিলা জেন মতে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অরণ্যের মাঝ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমোদিত।
বহু দ্বিজগণ আর ধৌম্য পুরোহিত ॥
সভারে চাহিয়া বলে ধর্ম্মের তনয়।
সভে জান পূর্ব্বে যাহা করিল নির্ণয় ॥

—ইত্যাদি।

ভণিতা—

কাশীদাস কহে তাহা পাঁচালি রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥

শেষ—

শুভক্ষণে দুহাকার বিভা করাইল।
নানা রত্ন নানা ধন মৎস্যরাজ দিল ॥
মহাভারথের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে জেই জন।
সর্ব্বপাপে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
এই কথা কহি আমি পাঁচালির মত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা সাং গোপালপুর। পুস্তকমিদং শ্রীসনাতন পাল সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোনা সন ১২৫০ সাল তাং ২২ আসাড় বুধবার বেলা দুই প্রহর।

৬৪১। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২-৬৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। কিছু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। কয়েক পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। পরিমাণ ১৪৷৷০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
তত দিন যথাস্থানে সভে রহ গিয়া ॥
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নৃপমণি।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরণী ॥
বিধাতা করিল মোরে এমত কুদিন।
মৃত সম নির্ব্বাহিব ব্রাহ্মণবিহীন ॥
ভ্রাতৃগণ ধর্ম্ম আদি জত দ্বিজ আর।
রাজারে প্রবোধ করে বিবিধ প্রকার ॥
আপদ কালেতে রাজা অধৈর্য্য না হই।
রাজ্য হইলে শত্রুগণে হইবে বিজই ॥
বড়২ রাজাগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি কার্য্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া।
... ...
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজন।
আশীর্ব্বাদ করি গেলা জত দ্বিজগণ ॥

শেষ—

নানা অলঙ্কারে বর কন্যারে ভূষিল।
রোহিণী চন্দ্রমা জেন একত্র মিলিল ॥
শুভ ক্ষণে দুহাকার বিভা করাইল।
পূর্ণিমার চন্দ্র দুহে উভয় মিলিল ॥
রোহিণী চন্দ্রমা জেন হইল শোভন।
দেখি আনন্দিত হইল সব বন্ধুগণ ॥
নানা রত্ন নানা দান মৎস্যরাজা দিল ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দেব কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবের উদয় হইল জেই জন শুনে।
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে২ ॥
মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাধান ॥

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। এই পুস্তক শ্রীযুত মহাশয়ের আজ্ঞায় সমাপ্ত॥ সুন২ ওরে ভাই পণ্ডিত সুজন। পুস্তক লিখিল জেবা তাহার কথন॥ বর্দ্ধমান চাকেলা হাবিলি পরগনা। পাচড়া গ্রামে বাস জানে সর্ব্বজনা॥ সয়ক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দত্ত। অন্য কর্ম্ম নাহি সদা কীতবত তত্ত॥ অন্যায় করিয়া জেবা দোস দিবে মোরে। বিচার করিবেন গুরু কি বলিব তারে ইতি সন ১২২৯ বার সও ঊনতিরিষ সাল তারিখ ৯ ফালগুন রবিবার সমাপ্ত হইলো।

৬৪২। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিক পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি, কয়েক পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি লেখা। প্রথম পত্রের কিয়দংশ নাই এবং শেষ পত্রের ২য় পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। পরিমাণ ১১×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৪৮ (?) সাল। শেষ—

আনন্দে অবধি নাঞি মৎস্যের ভবনে।
জাহার মন্দিরে দেখ দেব নারায়ণে ॥
বিরাট নৃপতি দেখ বড় ভাগ্যবান।
সজল নয়ানে দেখে দেব নারায়ণ ॥
বিরাটেরে কোল দিলা দেব গদাধর।
লোটাইয়া পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥
এমতে রহিলা সভে বিরাট ভবনে।
হেথা পাইল বার্ত্তা রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বিরাট পর্ব্বের কথা কহিল সভা আগে।
বিস্তার··· ···পর্ব্ব উদ্‌যোগে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে জেই জন।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচন ॥
সেই কথা কহি আমি পাঁচালির মত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দাস বৈষ্ণী॥ মোকাম······শ্রীযুত লোচন··· রের বাড়ি॥ এ পুস্তক শ্রীআত্মারাম হাঁসি তাতির পাঠ্য···হইল॥ ইতি সন ১০৪৮ (?) সাল। তারিখ ৮ আটই জৈষ্টী॥

৬৪৩। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৭-১২, ১৪-৫২, ৫৪-৬৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি লেখা। সমস্ত পত্র কীটদংশনে জর্জ্জরিত ও বিনষ্ট। শেষ কয়েক পত্রের অংশবিশেষ মাত্র বর্ত্তমান। পরিমাণ ১৩।০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫১ সাল। শেষ পত্রের এই অংশটুকু মাত্র আছে।—

······গো মহিষ অযুতে২ ॥
দ্বিজগণে দক্ষিণা দিলেন বহুতর।
কল্যাণ করিয়া ··· ··· ॥
···ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি তাহার সমান ॥
দিব্য জ্ঞান জন্মে হয় পাপের বিনাশ।
··· ··· ··· কাশীরাম দাস ॥

পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে জেই জনে।
সর্ব্ব দুখ হরে সেহ ব্যাসের বচনে॥
... ... মত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥
... সন ১২৫১ সাল।

৬৪৪। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৪-১৫, ২১-৫৫, ৫৯-৭৩, ৮৩-৮৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র প্রায় গলিত এবং অনেক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশও অসম্পূর্ণ। সুতরাং লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে এই মাত্র সার।
কাল ভুজঙ্গের হাথে যদি হবে পার॥

শেষ—

কাণে শুনিবার যোগ্য জেই কথা নহে।
পুন২ কহিস শরীরে কত সহে॥
মোর কথা কঙ্ক না জানিস ভাল মতে।
কেমনে কহিস কঙ্ক আমার সাক্ষাতে॥
কহিতে কহিতে রাজার হইল কোপমতি।
হাথেতে আছিল পাশা মাইল শীঘ্রগতি॥
অক্ষ সারি প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বারি হইল ততক্ষণে॥
অক্রোধ অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাথে রুধির ধরিল ততক্ষণ॥
নিকটে আছিল .....

৬৪৫। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি লেখা। পত্র কীটদষ্ট। কতিপয় পত্রের কিয়দংশ নাই। পরিমাণ ১৪×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ও লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ভণিতা—

কাশীদাস কহে তাহা পাঁচালি রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয়া॥

উত্তরগোগৃহে কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনায় ৪৯ পত্র শেষ হইয়াছে। যথা—

এড়িল গরুড়বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ॥
দেখি বাণ এড়িল তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ দিগ সকল করেন অগ্নিময়॥
যেমন প্রলয়কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাকে২ হয় সৈন্য হুতাশন বৃষ্টি॥
পালায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রহে।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়ে॥

৬৪৬। **মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৬-১৪, ১৬-১৯, ২১, ২৬-৪৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। কতিপয় পত্রের অংশ-বিশেষ নাই। পরিমাণ ১৪॥০×৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ভণিতা—

মহাভারথের কথা বলিতে কে পারে।
হেন ভেলা বান্ধি চাহি সিন্ধু তরিবারে॥
... ...

কাশীরাম দাস কহে সাধুজনপায়।
পাইবে পরম পদ জাহার সহায়॥

শেষ—

দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিল অন্তরে।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তরে॥
হে কঙ্ক কি হেতু তোমার এমত ব্যবহার।
কেমনে বসিলে তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্ম সুধীর বলি বৈসাইল নিকটে।
কোন্ বুদ্ধ্যে বসিলে আমার রাজপাটে॥
রহিবার কালে বৈলা আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন আমার ফলমূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে আর নাহিক অভিলাষ।
এখন আপন কর্ম্ম করিলা প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাসদ।
ইবে ইৎসা হইল লইতে রাজপদ॥
না বুঝিয়া বসিলে অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভব নাঞি তোর॥

৬৪৭। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ করা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৬ পঙ্ক্তি লেখা। বহু পত্রের বাম ও দক্ষিণ উভয় অংশ গলিত ও ছিন্ন। ২য় পত্রের প্রথম ভাঁজ নাই। পরিমাণ ১৩৷৹ × ৫৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ভণিতা—

ভারথ বিজয় কথা পাণ্ডব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শেষ—

আমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বলিলা বচন।
ধনপতি জিনি ধনে করিল পূজন॥
সে হইতে ধনঞ্জয় নাম মোর থুইল।
তেকারণে নাম মোর ধনঞ্জয় হৈল॥
উত্তর কহিল কহ বীরচূড়ামণি।
কি করিল দেখিয়া সে সুবলনন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলিল প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনকপুষ্প হেমথালে করি॥
নানা গন্ধ চন্দন অনেক উপহারে।
বহু নারীগণ সঙ্গে পূজিতে শঙ্করে॥

৬৪৮। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯-৩০, ৩৩-৩৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪৷৹ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১৯ পত্রের আরম্ভ—

অন্তঃপুর গেলা কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥
রজনী প্রভাত হৈল আইল সর্ব্বজন।
রাজাকে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচক দহিতে গেলা জত বন্ধুগণ।
গন্ধর্ব্বের হাথে হৈল সভার নিধন॥
তা সভারে মারি সৈরিন্ধ্রী মুক্ত করি দিল।
পুনঃ সৈরিন্ধ্রী তোমার পুরে প্রবেশিল॥
আর মৎস্যদেশের নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সভে হইব সংহার॥
মনোরমা সৈরিন্ধ্রী পরম সুন্দরী।
তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব্ব জাব মারি॥

ভণিতা—

কাশীরাম দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার॥

৬৪৯। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৪-১২, ২৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। একটি পত্র গলিত এবং কতিপয় পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৩×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ৪র্থ পত্রের আরম্ভ—

তার স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে॥
কহিব সৈরিন্ধ্রী আমি বেশকর্ম্ম জানি।
শুনিঞা অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী॥
এত শুনি তুষ্ট হৈলা ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্যেরে করিল সমর্পণ॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

৬৫০। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৫-৮, ১৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। ৫ম পত্রটি অন্য এক পুথির মনে হয়। পাঁচটি পাতাই কীটদষ্ট ও ছিন্ন, উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে সাধুজন শুনে কর্ণ ভরি॥

৬৫১। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১, ৪-৬, ৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪৷০×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ। শ্রীশ্রীদুর্গাএ নমঃ॥
বিরাট পর্ব্ব আরম্ভ॥
জন্মেজয় বৈল কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
বিরাট নগরমধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
কোন বেশে বৎসরেক রহিলা কেমতে॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান॥

৬৫২। মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ২৪-২৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ২৪ পত্রের আরম্ভ—

কীচক মরিল যদি হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটে মারিঞা লইব নিজ রাজ্য॥
ধন রত্ন পূর্ণ তথা গাভী অপ্রমিত।
এ সময় তোমার হইব বড় হিত॥
হীনবীর্য্য বিরাট জিনিব মুহূর্ত্তেকে।
বিচারে আইলে রাজা আজ্ঞা কর মোকে॥

ভণিতা—

মহাভারথের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিএ ভববারি॥

৬৫৩। মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক

পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। লিপি অশুদ্ধ ও বালকোচিত। পরিমাণ ১২৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীহরি ॥
উদ্‌যোগ পর্ব্ব লিক্ষতে ॥
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
সত্য হইতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চ জন ॥
তদন্তরে কি করিল পাণ্ডুর নন্দন।
আপনার ভাগ রাজ্য পাবার কারণ ॥
কোন দূত পাঠাইলেন হস্তিনা নগরে।
ধৃতরাষ্ট্র আর কুরু বুঝাবার তরে ॥
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
অর্জ্জুনের হাথে বহু পায়া অপমান ॥
হস্তিনা আসিয়া রাজা কি কৈল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিচার ॥

ভণিতা—
উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥

১৬ পত্রের পর লিপিকর লিপিকর্ম্মে বিরত হইয়াছেন। অন্য কোনও ব্যক্তি "ইতি সন ১২৩৫ সাল তাং ২৯ চৈত্র" ইত্যাদি লিখিয়া রাখিয়াছেন, হস্তাক্ষর দৃষ্টে ইহাই মনে হয়।

৬৫৪। মহাভারত—উদ্‌যোগপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫১ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নম।
অথ উতজোগ পর্ব্ব লিক্ষ্যতে।
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
সত্য হইতে মুক্ত যদি হইলা পঞ্চ জন ॥
তদন্তরে কি কর্ম্ম করিল পিতামহগণ।
আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ ॥
কোন দূত পাঠাইলা হস্তিনা নগরে।
ধৃতরাষ্ট্র আদি দুর্য্যোধনে বুঝাবারে ॥
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
অর্জ্জুনের হাথে বড় পাইল অপমান ॥
শিবিরে আসিঞা রাজা কি কৈল বিচার।
শুনি কহ মুনিবর করিয়া বিস্তার ॥

শেষ—
না ভাবিহ দুখ মাতা জাই নিজস্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
মাএ প্রণমিয়া কর্ণ গেল নিকেতনে।
অশ্রুতলোচনে কুন্তী আইলা নিজস্থানে ॥
মহাভারথের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
ব্যাস বিরচিত কথা অমৃত সমান।
সংসারে দুর্লভ নাহি ইহার সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে বন্দি নারায়ণ।
নিরবধি রহু মন গোবিন্দচরণ ॥
উতজোগ সমাপ্ত শুনিল জন্মেজয়।
ভীষ্মপর্ব্ব কথা কহ মুনি মহাশয় ॥

ইতি উতজোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইল ॥ সন ১২৫১ সাল তারিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গল বার তিথি নবমী বোধনং বেলা তিতিয় প্রহর গত শ্রীযুত হরিপ্রসাদ সিংহের পীড়াতে বসিয়া লিখিতং শ্রীক্ষেত্রলাল সিংহস্য সাকিনে বালিয়া এই পুথি ॥ কাগজে সমাপ্ত ॥

৬৫৫। মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ১-৩১, ৩৩-৭৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৭ সাল। আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীজয়দুর্গা ॥

অথ শ্রীমহাভারথ উজ্জোগপর্ব্ব লিক্ষতে ॥

জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন ॥
তদন্তরে কি করিলা পিতামহগণ।
আপনার নিজ রাজ্য পাবার কারণ ॥
কোন দূতে পাঠাইলা হস্তিনা ভুবনে।
... ...
উত্তরগোগৃহযুদ্ধে কৌরব প্রধান।
অর্জ্জুনের হাথে পায়্যা মহা অপমান।
কি কর্ম্ম করিলা তবে ইহার বিধান ॥

শেষ—

তব পুত্রগণ মাতা পাব রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইব জননি ॥
না ভাবিহ দুখ মাতা জাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবত করিলা চরণে ॥
বিদায় মাগিয়া কর্ণ গেলা নিজ পুরে।
যথাস্থানে গেলা কুন্তী দুঃখিত অন্তরে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন।
সাত অক্ষৌহিণীপতি পাণ্ডুর নন্দন ॥
সর্ব্বসৈন্য সমাবেশ রহিল তথায়।
এত দূরে উদ্‌যোগ পর্ব্ব হইল সায় ॥
আউ যশ বাড়ে কীর্ত্তি করএ সুন্দর।
ভারথের পুণ্যকথা অমৃত সোসর ॥
... ...
উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
কহে কাশীরাম দাস শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীমহাভারথ উদজোগপর্ব্ব সমাপ্তং ॥... লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা। সাং গোপালপুর। পুস্তকমিদং শ্রীযুত সনাতন পাল ॥ সাং কীঃ মাড়। পরগনে চন্দ্রকোনা ॥ সন ১২৫৭ বার সও সাতান্ন সাল। তারিখ ১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার তিথি কৃষ্ণা চতুর্দ্দসী বেলা ১২ দণ্ড ॥

৬৫৬। মহাভারত—উদ্‌যোগ পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস। পত্র ৩, ৫-৬৯, ৭২-৮৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ অংশের বহু পত্র কীটদষ্ট এবং অনেক পত্রের লেখা উঠিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৪৷০×৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত, লিপিকাল প্রভৃতি নাই। কিন্তু ৩৬ সংখ্যক পত্রের বাম দিকে 'সন ১১৪৪' লেখা আছে। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ—

তদন্তরে কহে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
জত যুক্তি কৈলে নাহি লয় মোর মন ॥
ভাই২ বিভেদ হইতে না জুয়ায়।
হিত উপদেশ রাজা কহিয়ে তোমায় ॥
ভাই২ ক্ষেত্রিধর্ম্ম নহে সুশোভন।
চন্দ্রের উদয় জেন সূর্য্যের কিরণ ॥
নাহিক পৌরুষ ইথে মহা অপযশে।
হারিলে জিনিলে মান নাহিক বিশেষে ॥
তেকারণে যুদ্ধ রাজা নাহি প্রয়োজন।
সম্প্রীতে পাণ্ডব সহ করহ মিলন ॥

ভণিতা—

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
ইহা বিনু শ্রবণেতে সুখ নাহি আর ॥

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের নির্ব্বাচিত পরিষদের

সাধারণ সদস্য-তালিকা

১।	শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত	৬৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
২।	শ্রীননীগোপাল দত্ত	৩৬।১, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪
৩।	শ্রীরণেন্দ্রমোহন রায়	১৫, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪।	শ্রীআশুতোষ দাস	১০, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৫।	শ্রীমৃদুলা ঘোষ	৫০।১, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৬।	শ্রীআরতি দানা	৩৬।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৭।	শ্রীবিজয়কিরণ পাল	২৪৪।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
৮।	শ্রীদীপককুমার বড়ুয়া	৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১১
৯।	শ্রীমধুসূদন শীল	৫৪, শিকদারবাগান, ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
১০।	শ্রীবরদাশঙ্কর দত্ত রায়	৩, কৃষ্ণদাস পাল লেন, কলিকাতা-৬
১১।	শ্রীরেণুকা পাল	৫৭, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬
১২।	শ্রীইরা ব্যানার্জি	৯০।বি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১৩।	শ্রীদণ্ডপাণি রায়	৫১।৩।এ, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭
১৪।	শ্রীনিতাই পাল	৪৫, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
১৫।	শ্রীগোপেশপ্রসাদ বিশ্বাস	১, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪
১৬।	শ্রীঅনিমা সেন	১৮।এ, মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা-২৯
১৭।	শ্রীকমলকুমার সিংহ	২৪, গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা-৬
১৮।	শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী	২৩।এফ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯
১৯।	শ্রীতরুণচন্দ্র বাগচী	নৃতত্ত্ববিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০।	শ্রীঅধীরকুমার দে	১৪১।বি, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪
২১।	শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল	২২, মিত্র কলোনী, বেহালা, কলিকাতা-৩৪
২২।	শ্রীকমলা সেনগুপ্ত	১৮১।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
২৩।	শ্রীবিশ্বজিত দত্ত	১০।এ, কবীর রোড, কলিকাতা-২৬
২৪।	শ্রীমদনমোহন কুমার	১৬।২, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
২৫।	শ্রীসত্যব্রত দে	দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা
২৬।	শ্রীকল্যাণী মৈত্র	২৫৯, দর্গা রোড, কলিকাতা-১৭
২৭।	শ্রীজয়দেব দত্ত	চাইবাসা, সিংভূম
২৮।	শ্রীরমেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	৫০।২সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা ৪
২৯।	শ্রীরবীন্দ্রনাথ রুদ্র	১৫৩।৩জি, আপার সারকুলার রোড, কলি-৬

৩০।	শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন	১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬
৩১।	শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্ত্তী	৪, ক্ষুদীরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬
৩২।	শ্রীতারকনাথ সিংহ	ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশন, কলি-
৩৩।	শ্রীরণজিত চৌধুরী	৮৭।ডি, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৩৪।	শ্রীসুহাস চট্টোপাধ্যায়	৩২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
৩৫।	শ্রীকুন্তী দেবী	৩৫, ভেণ্ট মিশন রোড, খিদিরপুর, কলি-২৩
৩৬।	শ্রীমদন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৩৭।	শ্রীদ্বিজেন ঘোষ	১৯৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
৩৮।	শ্রীউমা দাস	কেরলবাগ, নিউ দিল্লী-৫
৩৯।	শ্রীপ্রীতি পাল	১৩১।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
৪০।	শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী	চিৎপুর রেলওয়ে হসপিটাল, কলিকাতা-২
৪১।	শ্রীনীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২।জে, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪২।	শ্রীরেণুকা সেন	৪৭, পটারী রোড, কলিকাতা-১৪
৪৩।	শ্রীফণিভূষণ দেব রায়	২৬।সি, চণ্ডীবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৪৪।	শ্রীফণীন্দ্রনাথ দত্ত	১২, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯
৪৫।	শ্রীশম্ভু মিত্র	৩০৩, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
৪৬।	শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩৯।সি, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬
৪৭।	শ্রীঅসীম বর্দ্ধন	৯৭।১, সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪
৪৮।	শ্রীবেলা কাঞ্জিলাল	২৯৮, বাগমারী রোড, কলিকাতা-১১
৪৯।	শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	৯।৪৯, বিজয়গড় কলোনী, কলিকাতা-৩২
৫০।	শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ	৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬
৫১।	শ্রীজীবিতেশ চক্রবর্ত্তী	৪৯।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৫২।	শ্রীরিক্তা মজুমদার	১৮, ক্রীক রো, কলিকাতা-১৪
৫৩।	শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১।ডি, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
৫৪।	শ্রীশেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩।বি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৩
৫৫।	শ্রীশরদিন্দুকুমার মুখার্জি	তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা
৫৬।	শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়	২০।বি, কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৫৭।	শ্রীনন্দলাল ঘোষাল	৫০, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৫৮।	শ্রীঅনিল বসু	২২০, আপার সারকুলার রোড-কলিকাতা-৬
৫৯।	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই	৫৭।১, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৬০।	শ্রীপ্রণব বাগচী	২৯, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৬১।	শ্রীসলিলকুমার ঘোষ	৬৮।১, রামলাল আগরওয়ালা লেন, কলিকাতা
৬২।	শ্রীমিহিরকুমার দাস	গড়বেড়িয়া আর. সি. মান্না ইনষ্টিটিউট, হাওড়

৬৩।	শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায়	২৭৯।বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬
৬৪।	শ্রীমুরারীমোহন মান্না	১৮, ক্ষুদীরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬
৬৫।	শ্রীগোপাল বাগচী	২৬, বোয়ালপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৭
৬৬।	শ্রীদীনবন্ধু দাশ	৭৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
৬৭।	শ্রীগুরুদাস সেন	১৬, বিডন রো, কলিকাতা-৬
৬৮।	শ্রীজীবনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৪।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪
৬৯।	শ্রীহীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	৫।৪, সেবকবৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৯
৭০।	শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য	২৪৬, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬
৭১।	শ্রীপ্রীতি ভট্টাচার্য্য	১৫৬, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬
৭২।	শ্রীজটাভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫০, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৭৩।	শ্রীবেলা চক্রবর্ত্তী	৩২।এম, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৭৪।	শ্রীআশুতোষ ঘোষ	৪।বি, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬
৭৫।	শ্রীরণজিৎ সিং	মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা
৭৬।	শ্রীইনা চৌধুরী	১, লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬
৭৭।	শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯।৩, খিলাত ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
৭৮।	শ্রীমনোরমা ঘোষ	৬।বি, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
৭৯।	শ্রীতৃপ্তি পালিত	১৫৩।৪।সি, আপার সারকুলার রোড, কলি-৬
৮০।	শ্রীগোপীমোহন সিংহ রায়	৩৫ স্কট্‌স্ লেন, কলিকাতা-৯
৮১।	শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জি	তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা
৮২।	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে	১, গুরুপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৫
৮৩।	শ্রীলালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩, কালীকুমার ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-২
৮৪।	শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র	২, শরৎচন্দ্র ধর রোড, কলিকাতা-৩৬
৮৫।	শ্রীশম্ভুনাথ বিট	১৭।এ, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬
৮৬।	শ্রীভদ্রা দেবী	১৭।২, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬
৮৭।	শ্রীপ্রতিমা ঘোষ চৌধুরী	৩৫।১।এ, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৪
৮৮।	শ্রীঅনিলবরণ সুর	৭৮।২, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪
৮৯।	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র গুহ	১৬৯. বাহির শুড়া রোড, কলিকাতা-১০
৯০।	শ্রীপরীক্ষিতচন্দ্র সাধুখাঁ	১০, হালসী বাগান রোড, কলিকাতা-৬
৯১।	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন	৪২।৩৪, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন, কলি-৩৯
৯২।	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬।৭, শীল্‌স গার্ডেন লেন, কলিকাতা-২
৯৩।	শ্রীতরুণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬।বি, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭
৯৪।	শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়	১৬৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৯৫।	শ্রীভক্তদাস প্রামাণিক	গ্রাম : বাসুদেবপুর, পোঃ বেলকুলাই, হাওড়া

৯৬।	শ্রীমনোরঞ্জন সেন শর্ম্মা	কৃষ্ণপুর কলোনী, কলিকাতা-২৮
৯৭।	শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	৯।২।১এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬
৯৮।	শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার	১৪৮।বি, আপার সার্কুলার রোড,কলিকাতা-৬
৯৯।	শ্রীমঞ্জু বসু	৯০।১, মিডিল্ রোড, কলিকাতা-১৩
১০০।	শ্রীনমিতা চক্রবর্ত্তী	১০।এ, কৃষ্ণ মল্লিক লেন, কলিকাতা-৩৭
১০১।	শ্রীগোপাল মুখার্জ্জি	পোঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা
১০২।	শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য	২০।সি।১ হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯
১০৩।	শ্রীশক্তি বসু	৯/, সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-১৪
১০৪।	শ্রীমণিকা ঘোষ	৫।২।এ, পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা-৯
১০৫।	শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র	২৯।৭, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলিকাতা-২
১০৬।	শ্রীপ্রতিমা গুপ্ত	১৯, গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা-৬
১০৭।	শ্রীশঙ্কর ঘোষ	৭৬।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
১০৮।	শ্রীরমা রায়	৯।এ, রামানন্দ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১০৯।	শ্রীজগদীশ গোস্বামী	১৫৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬
১১০।	শ্রীঅসীমকুমার কর	ওল্ড ক্যানাল সাইড রোড, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
১১১।	শ্রীকেশবরঞ্জন শূর	১৭৫।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
১১২।	শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়	২৬।এ, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬
১১৩।	শ্রীউমাপ্রসাদ গুপ্ত	৪, ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা-৭
১১৪।	শ্রীসিপ্রা দত্ত	গভর্মেণ্ট কলোনী, কলিকাতা-১২
১১৫।	শ্রীকৃষ্ণা সেন	৮৫।১, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১১৬।	শ্রীবিশ্বনাথ দে	২৪১।২।সি, আপার সার্কুলার রোড, কলি-৬
১১৭।	শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতন, বীরভূম
১১৮।	শ্রীধীরেন মুখোপাধ্যায়	১২৬।৩, সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪
১১৯।	শ্রীমদনমোহন ঘাঁটি	এন ২৪১,ফতেপুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-২৪
১২০।	শ্রীসুকান্তকুমার রায়	১৬৩, মধুসূদন ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-২৮
১২১।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ করগুপ্ত	৭।১, গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
১২২।	শ্রীঅনিলা শাহ	১৯, পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-৩৪
১২৩।	শ্রীধীরা দত্ত	পি ৫৭, খেলাতবাবু লেন, কলিকাতা-২
১২৪।	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১২৫।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১২৫।	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুমার	২৪৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬
১২৬।	শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৩, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-২
১২৭।	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪
১২৮।	শ্রীঅমু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫।বি, মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-২৯

১২৯।	শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য	১৬।১, বনমালী চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২
১৩০।	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন	আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার
১৩১।	শ্রীদীপালি দাশগুপ্ত	১২১।৪।এ, মানিকতলা মেন রোড, কলি-১১
১৩২।	শ্রীসুমিত্রা মজুমদার	৭৬।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১৩৩।	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা, বিহার
১৩৪।	শ্রীঅজিতকুমার দত্ত	২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
১৩৫।	শ্রীনমিতা কুমার	১৮১।৫, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬
১৩৬।	শ্রীসুধাংশুকুমার বিট	১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১৩৭।	শ্রীমনোজমোহন চক্রবর্ত্তী	২৭।২, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১৩৮।	শ্রীগীতা ভট্টাচার্য্য	৩৩, মণ্ডলপাড়া লেন, কলিকাতা-২
১৩৯।	শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার	নয়াপল্লী, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা
১৪০।	শ্রীভি. নভিকভা	১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলিকাতা-২০
১৪১।	শ্রীইলা মিত্র	১৩০।২।১, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪
১৪২।	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি	থারুই, মেদিনীপুর
১৪৩।	শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	পোঃ কোলাঘাট, মেদিনীপুর
১৪৪।	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬০।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯
১৪৫।	শ্রীরণজিৎ রায়চৌধুরী	৩১, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩
১৪৬।	শ্রীদুর্গাচরণ দাস	২১, যদু মিত্র লেন, কলিকাতা-৪
১৪৭।	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাহা	৪৫, কালী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
১৪৮।	শ্রীজয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়	৭।ডি, গোবিন্দ মণ্ডল লেন, কলিকাতা-২
১৪৯।	শ্রীচণ্ডীদাস মণ্ডল	১০২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১৫০।	শ্রীপদ্মা বসু	৮৯।ডি, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯
১৫১।	শ্রীবীণা পালিত	১৭।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলি-৩
১৫২।	শ্রীপুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়	১৩০।এ, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
১৫৩।	শ্রীদীপককুমার বিশ্বাস	৪।সি, নববসু লেন, কলিকাতা-১০
১৫৪।	শ্রীবিদ্ধল শর্ম্মা চতুর্ব্বেদী	৫, লোয়ার চীৎপুর রোড, কলিকাতা-৭
১৫৫।	শ্রীসুবলচন্দ্র দেব গোস্বামী	১৪৫, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১
১৫৬।	শ্রীবিমল ঘোষ	২৫, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬
১৫৭।	শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী	১৩।এ, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৭
১৫৮।	শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য	পি ২৯, জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা-৩৩
১৫৯।	শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার	৩৯।৪, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৪
১৬০।	শ্রীপ্রতিভা মুখোপাধ্যায়	৭৫, সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪
১৬১।	শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়	৯৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১৬২।	শ্রীলতিকা দেবী	৩২।বি, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১৬৩।	শ্রীঅমূল্যলাল উকিল	৩০৪।১।এইচ, বাগমারী রোড, কলিকাতা-১১
১৬৪।	শ্রীগীতা ভৌমিক	১০।বি, সুরি লেন, কলিকাতা-১৪
১৬৫।	শ্রীসেবককুমার রায়	৯২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১৬৬।	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৪১।এ।১বি, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-২
১৬৭।	শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য	৩৬।৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
১৬৮।	শ্রীশিবকালী বিশ্বাস	৫, সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা-১১
১৬৯।	শ্রীইলা দত্ত	১৩, মন্মথ গাঙ্গুলী রোড, কলিকাতা-২
১৭০।	শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	পানাগড়, বর্দ্ধমান
১৭১।	শ্রীঅমিয়কুমার বিশ্বাস	১৯, জয়নারায়ণ টি. পি. লেন, কলিকাতা-১১
১৭২।	শ্রীসুধাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮, গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা-৬
১৭৩।	শ্রীমৃণালকান্তি দস্তিদার	১৪, টবিন রোড, কলিকাতা-৩৬
১৭৪।	শ্রীগৌরী সিংহ	২।ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-১৩
১৭৫।	শ্রীরমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	১০, সুবলচন্দ্র লেন, কলিকাতা-৯
১৭৬।	শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ
১৭৭।	শ্রীবিভা ভৌমিক	গভর্মেণ্ট কলোনী, কলিকাতা-১৪
১৭৮।	শ্রীমহম্মদ নাসিম আলি	কদম্বগাছি, ২৪ পরগণা
১৭৯।	শ্রীবীরেনকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫০।১, বাকসাড়া রোড, হাওড়া